প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৫৯

প্রকাশক :
শ্রীমতি আলোরাণী পাত্র
প্রগতি প্রকাশনী
২৮, পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রণে :
সোমা প্রকাশন
২এ, কেদার দত্ত লেন
কলকাতা-৬

মৌসুমী প্রকাশনীর

দেবকুমার বসুকে

।। আমাদের প্রকাশিত ছোটদের বই ।।

শ্রেষ্ঠ শিশু গল্প সংকলন

গল্প আর গল্প অখণ্ড — ১২·৫০

মঞ্জিল সেন রচিত সত্যজিৎ রায় অলংকৃত

চিতার থাবা — ৭·০০

ছোটদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানান কথা আবিষ্কার সহ

আবিষ্কারের কাহিনী ১ম-২য়-৩য় — ২৩·০০

জিমকরবেট, কেনেথ আনডারসন প্রভৃতির শিকার কাহিনী

বাঘের গল্প — ৭·০০

সুকুমার রায়ের সমগ্র রচনা—

সুকুমার অমনিবাস—(মিনি ৬০ টাকার বই মাত্র ৪ টাকা) মিনিবই ১নং আবোল তাবোল ১·০০ ২নং খাই খাই ১·০০। ৩নং মেঘদূত ১·০০। ৪নং ছোট রামায়ণ ১·০০। ৫নং চতুর্দশ-পদী কবিতা ১·০০। ৬নং Captive Ladie ১·০০।

পাত্র'জ পাবলিকেশন : ২, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭৩

ফোন ৩৫-৬০৮২

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মহানন্দা	—	১২.৫০
সুনন্দর জার্নাল ১-৩	—	১৭.০০

হল কেইন

ইটারন্যাল সিটি ১ম ও ২য়	—	২৭.০০

রবার্ট ম্যাককান (সর্ব্বশেষ বই)

স্ক্যাণ্ডাল সি. আই. এ.	—	১০.০০

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

মাধবীভিলা	—	৮.০০
অস্তরাগ	—	৬.০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বহু বর্ণ	—	৭ ০০

আশাপূর্ণা দেবী

সোনার কৌটো	—	৮.০০
ছায়া ফেলা সন্ধ্যা	—	৫.০০

ডক্টর সুখময় সেনগুপ্ত

নীলকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথ	—	১০.০০

ভারতী সাহা

নারী ও নগরী	—	৭.০০

চিরঞ্জীব সেনের

আসামী ফেরার	—	৭.০০
৫০ জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ গল্প ১ম ২য়		
বিশ শতকের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প		১০.০০

বরিস পাস্টারনাক (নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত)

ডঃ জিভাগো	—	১৫.০০

অন্ধকারের দিন

…আমি প্রশ্ন করি বাবাকে, কোথায় আছে নরক ?

উত্তর আসে—ভালবাসার অসমতাই নরকের ঠিকানা।

চরম সত্যের প্রতি অনমনীয় অনুজ্ঞা আর অপরিমিত প্রজ্ঞা এনে দেয় নারকীয় যন্ত্রণার গৌরব। কিন্তু এমন দু' একজন আছে যারা শয়তানের অশুভ শক্তির কাছে নিবেদন করে তাদের মহিমান্বিত আত্মাকে, সম্পূর্ণ ও সার্বিক ভাবে। তাই নরক হয়ে যায় ঐচ্ছিক যন্ত্রণাক্ষেত্র, এরা স্বনিয়ন্ত্রিত পথে দুঃখ অন্বেষণ করে। নিজেরা নিজেদের অভিশাপ দেয়।

…এমনভাবে এরা ঈশ্বর ও পৃথিবীকে অভিশপ্ততায় ভরিয়ে তোলে। শুধু মরু-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো, অনাহারে কাতর উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত তারা নিজের শরীর থেকে রক্ত পান করার কুৎসিত গৌরবে বেঁচে থাকে। কিন্তু তারা কখনও সফল হয় না, হয় না সন্তুষ্ট। তারা ক্ষমার অযোগ্য। এমন কি স্বয়ং ঈশ্বরকে অবহেলায় দংশন করতে পারে তারা। কিন্তু ঈশ্বর কি তবে নিজেকে এবং নিজের সৃষ্ট সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবেন ?

·· তাহলেই কি তারা স্ব-সৃষ্ট পাপের আগুনে পুড়ে অমোঘ ধ্বংস ও বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে চলবে ? কিন্তু তারা তো মৃত্যুকে ছুঁতে পারবে না।

*　　　*　　　*

এমনভাবেই শুরু হয়েছে সমকালের জনপ্রিয় বিদেশী কথা সাহিত্যিক মারিও পুজোর আলোড়নকারী উপন্যাস "দি ডার্ক অ্যারেনা"।

রুশ কথাশিল্পী দস্তয়েভস্কির কালজয়ী উপন্যাস ব্রাদার্স কারামাজভ থেকে উদ্ধৃত ই বিবৃতির মাধ্যমে মারিও পুজো তাঁর লেখনী-ঈপ্সিত অভিলাষ ব্যক্ত করেছে।

জীবনের প্রথম উপন্যাসে তিনি বেছে নিয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত বিবর্ণ ও বিকৃত পরিবেশকে। যুদ্ধের লেলিহান শিখায় ধ্বংসপ্রাপ্ত জার্মানিতে আমাদের ই উপন্যাসের গল্প শুরু। যে দেশ অগৌরবের অতলে তলিয়ে গেছে, সামাজিক অবক্ষয় যার মূল্যবোধ ও মানবিকতাকে অক্টোপাসের মত আক্রান্ত করেছে। কারের যে অন্তহীন মুহূর্তে আতঙ্কের সমদৃপ্ত আলোর শিখায় সবকিছু ভৌতিক র বীভৎস বলে মনে হয়।

এমেরিকান ডলার আততায়ী বাতাস হয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে সভ্যতার শেষ অনুভূতি। এমনকি মাত্র একটি বিদেশী সিগারেট অনায়াসে কেড়ে নিতে পারে জীবনের মত দামী বস্তু।

এই অদ্ভুত ব্যাভিচারের যুগে এ্যমেরিকার ওয়ান্টার মোসকা প্রেমে পড়লো তার জার্মান বান্ধবী হেলার। এই প্রেমে মত্ত-মাদকতা নেই, শিহরিত স্পন্দন নেই, হৃদয়ের কবোষ্ণ উত্তাপে গলে যাওয়ায় বিহ্বল আকুতি নেই, নেই শরীরের জান্তব চাহিদা এই প্রেম অগ্নিস্রাবী যুদ্ধের মতই ভয়ঙ্কর, অশান্ত আর অনন্ত পথের দিশারী।

ম্যানচেস্টার ইভ্নিং নিউজের ভাষায় "আলোড়িত ঋজু শান্ত দুঃখিত সফল উপন্যাস"।

'গড ফাদারের' স্রষ্টা মারিও পুজো এমনভাবেই সাহিত্য জীবনে আত্মপ্রকাশ করেন। এ পর্যন্ত যে বইটি দশলক্ষ পাঠকের হাতে পৌঁছে গেছে তার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার অবকাশ আছে কি ?

'অন্ধকারের দিন' আমাদের অনুবাদ সাহিত্যে এযাবৎ অনুদ্ঘাটিত দিগন্তের বাতায়ন খুলে দিক—এই প্রত্যাশা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওয়াল্টার মসকা একটু উত্তেজিত ও বাড়ী ফেরার আগের শেষ আচ্ছন্ন একাকীত্ব অনুভব করল। তার মনে পড়ল প্যারিসের বাইরের কিছু ধ্বংসাবশেষ ও পরিচিত রাস্তা-ঘাটের কথা। যাত্রার শেষ মুহূর্তে সে গন্তব্যস্থলের জন্য ছটফট করছিল। তার গন্তব্য হোল ধ্বংসপ্রাপ্ত মহাদেশের হৃদয়ভূমি। তার নিজের শহর ও রাস্তাঘাট থেকে জার্মানীর রাস্তাঘাট তার কাছে আরও পরিচিত।

ট্রেনটা গতির দোলায় কাঁপছিল। এটা একটা সামরিক ট্রেন, ফ্রাঙ্কফুর্টের বদলি সৈন্যদল নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অর্ধেক ট্রেনই স্টেট্স থেকে সংগৃহীত অসামরিক চাকুরীয়াতে ভর্তি ছিল। মসকা তার সিল্কের টাই স্পর্শ করে হাসল। অপর প্রান্তের জি-আইদের সাথে ভাব জমাবে কিনা ভাবছিল।

কামরায় দুই স্বল্পালোকিত আলো। জানালাগুলো বন্ধ, মনে হচ্ছিল যেন ট্রেনটা এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে এর যাত্রীরা বাইরের ধ্বংসাবশেষের আবর্জনা দেখতে না পায়। ট্রেনের আসনগুলো লম্বা বেঞ্চ—কাঠের তৈরী।

মসকা বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়ল, তার নীল ব্যাগটা মাথার নীচে বালিসের মত রেখে। অন্ধকারে সে অন্য সিভিলিয়ানদের চিনতে পারছিল না।

তারা সবাই একসাথে সামরিক জাহাজে যাত্রা করেছিল। তার মত সবাই ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌছানোর আগ্রহে উত্তেজিত ছিল। ট্রেনের শব্দের জন্য তারা জোরে জোরে কথা বলছিল। মসকা বুঝতে পারল জেরাল্ডের গলাই সবচেয়ে উচ্চ গ্রামের।

মিঃ জেরাল্ড হলেন এই সিভিলিয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ পদস্থ। তাঁর সাথে দুটো গলফের ছড়ি ছিল। জাহাজে ওঠার আগেই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর পদ হচ্ছে কর্ণেলের সমান। মিঃ জেরাল্ড হলেন সুখী ও হাসি খুশী। মসকা একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের উপর জেরাল্ডের গলফ খেলা দেখতে পাচ্ছিল। বিস্তৃত ও সমান রাস্তার উপরে তাঁর লম্বা ড্রাইভ, ভাঙাচোরা আবর্জনা ও মানুষের খুলির মধ্যে তাঁর এক অদ্ভুত খেলা।

একটা জনবিরল স্টেশনে ট্রেনের গতি কমে এল। বাইরে রাত নেমেছে, বন্ধ ট্রেনের কামরার ভেতরে জমাট অন্ধকার। মসকা ঝিমুচ্ছিল, অন্যদের গলার

স্বর তার কাছে খুব দূরবর্তী মনে হচ্ছিল। ট্রেনটা স্টেশন ছেড়ে যখন গতিময় হোল তখন মসকা তার ঝিমুনি থেকে জেগে উঠল।

সিভিলিয়ানরা এখন মৃদু স্বরে আলাপ করছিল। মসকা অন্য প্রান্তের সৈন্যদের দেখার জন্য উঠে বসল। কেউ কেউ লম্বা বেঞ্চে সটান শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনটে তাস খেলার আসরে তিনটে আলোকবৃত্ত দেখা যাচ্ছিল। ঐ আলোক-বৃত্তগুলো কামরার শেষ অংশকে আলোকিত করেছিল।

মসকা তার কয়েক মাস আগে ফেলে আসা জীবনের জন্য কেমন যেন একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল। তাদের ল্যাম্পের আলোয় সে দেখল সৈনিকরা মদ খাচ্ছে। তারা যে জল পান করছে না—সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিল, তারা মদের সাথে চকোলেট চিবোচ্ছিল। মসকা মনে মনে হাসতে হাসতে ভাবল জি-আইদের সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়। পিঠে কম্বল, ল্যাম্প, কিছুটা রাবার নিয়ে। খারাপ অথবা ভাল ভাগ্যের জন্য তাদের সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়।

মসকা আবার শুয়ে পড়ল ও ঘুমোতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার দেহ শক্ত ও অনমনীয় মন নীচের বেঞ্চের কাঠের মতই। ট্রেনটা খুব জোর গতি নিয়েছিল। সে ঘড়ি দেখল, তখন প্রায় মাঝ রাত, ফ্রাঙ্কফুর্ট তখনও আটটি ঘণ্টা। উঠে গিয়ে তার নীল জিনের ব্যাগটা থেকে ছোট বোতল করে বন্ধ জানালায় মাথা ঠেকিয়ে বসল। মদ খেতে খেতে তার দেহটা বেশ সহজ হয়ে এল। সে বোধ হয় কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল, কারণ আবার যখন সে চোখ খুলল তখন দেখল সৈন্যদের কামরায় একটা মাত্র আলোকবৃত্ত। পেছনের কামরায় তখনও মি: জেরাল্ড ও আরও কিছু সিভিলিয়ানদের গলা পেল। তারা নিশ্চয়ই গান করছে। মি: জেরাল্ডের মুরুব্বীমার্কা গলা শুনতে পাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন কি করে তিনি তার কাগুজে সাম্রাজ্যের শক্ত ভিত স্থাপন করবেন।

অন্য প্রান্তের আলোকবৃত্ত থেকে দুটো আলো আলাদা হয়ে গেল। শিখাগুলো এলোমেলো কাঁপছিল। যখন তারা তাকে অতিক্রম করল মসকা তার তন্দ্রা থেকে জেগে উঠল। যে জি-আইটা আলো নিয়ে যাচ্ছিল তার মুখে একটা ক্রুর ঘৃণার ভাব লক্ষ্য করল, তার মদ্যসিক্ত মুখে কালচে লাল রঙ মাখিয়ে দিয়েছিল আলোটা। মসকা দেখল তার বিষন্ন ঘোলাটে চোখে কেমন একটা অর্থহীন চাউনি।

জেরাল্ড জিজ্ঞেস করলেন—আমাদের জন্য কি একটা আলো পাওয়া যেতে পারে?

আলোটা মিঃ জেরাল্ডের কাছে বাঘ্যের মত থামল এবং তাদের গলা উচ্চকিত হোল। তারা জি-আইটিকে তাদের গল্পের আসরে যোগ করার চেষ্টা করল। জি-আইটা অন্ধকারে বসে নিরুত্তর থাকল। তারা এবার জি-আইর কথা, অন্য কথা আলোচনা করতে লাগল। একবার মাত্র মিঃ জেরাল্ড প্রদীপের আলোর দিকে ঝুঁকে মুরুব্বির ভঙ্গিতে বললেন, "তুমি জান, আমরা সকলেই সৈন্যবাহিনীতে আছি।" অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন "ভগবানকে ধন্যবাদ। এর শেষ হয়েছে।"

সিভিলিয়ানদের মধ্যে থেকে আর একজন বলল "খুব নিশ্চিত হয়ো না, এখনও রাশিয়ানরা আছে।"

তারা আবার জি-আইর কথা ভুলে গেল ততক্ষণ যখন সেই চুপচাপ জি-আই মদ্যাসক্ত রাগী গলায়—সবার গলার ওপরে এমনকি সেই দ্রুতধাবমান ট্রেনের গর্জনের ওপরেও যেন আতঙ্কিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল—"চুপ কর, চুপ কর, এত কথা বল না, তোমাদের মুখগুলো থামাও।"

কিছুক্ষণ একটা বিস্ময় ও অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করল এবং তার পরে মিঃ জেরাল্ড প্রদীপের দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে জি-আইটিকে বললেন, "বাবা, তুমি বরং তোমার গাড়ীতে চলে যাও।" জি-আই কোন উত্তর দিল না এবং মিঃ জেরাল্ড কথা বলতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন আলোর সামনে, কথা বন্ধ করে, এবং তারপরে বললেন খুব শান্তভাবে অথচ আতঙ্কিত অবিশ্বাস নিয়ে "হায় ভগবান, আমি আহত হয়েছি। সৈনিকটা কিছু আমায় করেছে।"

মসকা এবং অন্য কালো মূর্তিগুলো বেঞ্চের ওপর সোজা হয়ে বসল। একজনের পা লেগে প্রদীপটা পড়ে গেল। দণ্ডায়মান মিঃ জেরাল্ড শান্ত এবং আতঙ্কিত গলায় বললেন "সৈনিকটা আমায় ছুরি মেরেছে।" তিনি বেঞ্চের অন্ধকারে শুয়ে পড়লেন।

জি-আইর গাড়ী থেকে দুজন লোক দৌড়ে এল, তাদের আনা প্রদীপের আলোয় মসকা দেখতে পেল অফিসারকে।

মিঃ জেরাল্ড বার বার বলতে লাগলেন, "আমাকে মারা হয়েছে, সৈনিকটা আমায় ছুরি মেরেছে।"

তাঁর গলায় আতঙ্ক নেই কিন্তু বিস্ময় এবং অবিশ্বাসের গলা মনে হচ্ছিল, মসকা তিনটি প্রদীপের আলোয় দেখল মিঃ জেরাল্ডের উরুর উপরের অংশের

ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। লেফট্যান্যান্ট ঝুঁকে দেখে একজন সৈনিককে কি একটা আদেশ দিলেন। সৈনিকটা দৌড়ে গিয়ে কম্বল ও ফার্স্ট এড বাক্স নিয়ে ফিরে এল। মেঝের ওপর কম্বল পেতে মিঃ জেরাল্ডকে শোওয়ানো হল। সৈনিকটা যখন গায়ের ট্রাউজার কাটতে যাচ্ছিল তখন অফিসার প্যাণ্টটা গুটিয়ে দিতে বললেন। ক্ষতস্থান দেখতে দেখতে বললেন, "আমি সারিয়ে দিতে পারব।"

"খুব বেশী কিছু নয়, এঁকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দাও"—লেফট্যান্যাণ্ট বললেন। তাঁর গলায় কিংবা মুখে সহানুভূতির চিহ্ন ছিল না, তিনি বললেন, ফ্রাঙ্কফুর্টে আমাদের জন্য একটা অ্যাম্বুলেন্স অপেক্ষা করবে। আমি পরের স্টেশনেই তার করে দেব। অন্যদের দিকে ঘুরে বললেন, "সে কোথায়।"

সেই মদ্যপ জি-আই অদৃশ্য হয়েছিলো, মসকা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কোণে একটা স্তূপাকার মূর্তি দেখতে পেল, কিন্তু সে চুপচাপ থাকল।

লেফট্যান্যাণ্ট তাঁর গাড়ীতে গিয়ে তাঁর পিস্তল বেল্ট পরে ফিরে এলেন, তিনি তার ফ্লাসলাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই স্তূপাকার মূর্তি দেখতে পেলেন, লেফট্যান্যাণ্ট তাঁর পিস্তল বার করে পেছন দিকে রাখলেন। জি-আই নড়াচড়া করল না।

লেফট্যান্যাণ্ট কঠোর গলায় বললেন, "ওঠ মালরুণি"। জি-আইটি তার চোখ খুলল, মস্‌কা তার বোবা, পশুর মত দৃষ্টি দেখে করুণা বোধ করল।

লেফট্যান্যাণ্ট ফ্লাসলাইট তার চোখের উপর ফেলে তাকে দাঁড় করালেন, তার হাত খালি দেখে লেফট্যানান্ট পিস্তল ঢুকিয়ে রাখলেন, তারপরে কঠোরভাবে জি-আইটিকে ধাক্কা মেরে ঘুরিয়ে দিয়ে তাকে সার্চ করলেন, কিছু না পেয়ে বেঞ্চের ওপর আলো ফেললেন, মস্‌কা রক্তমাখা ছুরিটা দেখতে পেল, লেফট্যান্যাণ্ট ছুরিটা তুলে জি-আইটিকে সামনে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে গেলেন।

ট্রেনটা গতি কমাতে কমাতে থেমে গেল। মস্‌কা গিয়ে জানলা খুলে তাকাল, দেখল লেফট্যান্যাণ্ট অ্যাম্বুলেন্সের জন্য তার করতে যাচ্ছেন, অন্য কেউ কোথাও নেই, ফরাসী শহরটি অন্ধকার ও নিঃশব্দতায় ভরা।

মসকা তার বেঞ্চে ফিরে এল, মিঃ জেরাল্ডের বন্ধুরা তাকে সাহস দিচ্ছেন, মিঃ জেরাল্ড বলছেন আঘাতটা নামমাত্র; কিন্তু সে আমায় আঘাত করল কেন, এমন পাগলামো করল কেন? যখন লেফট্যান্যাণ্ট ফিরে এসে বললেন, অ্যাম্বুলেন্স

পাওয়া যাবে, তখন মিঃ জেরাল্ড বললেন "বিশ্বাস করুন, আমি তাকে উত্তেজিত করিনি, আমার সব বন্ধুদের জিজ্ঞেস করুন।"

"সে মাথা খারাপ করে ফেলেছিল, আপনি ভাগ্যবান, সে আপনার পেট লক্ষ্য করে ছুরি চালিয়েছিল"—লেফট্যান্যান্ট বললেন।

ব্যাপারটার গুরুত্ব সবাইকে যেন একটু আনন্দ দিল, এবং এই তুচ্ছ আঘাতটায় গুরুত্ব এনে দিল। লেফট্যান্যান্ট জেরাল্ডকে বিছানা পাতিয়ে শুইয়ে দিলেন, বললেন, "আপনি এক দিক দিয়ে আমার সুবিধে করে দিয়েছেন। মালরুনি পল্টনে আসার পর থেকে আমি তাকে তাড়াবার চেষ্টা করছি, এখন কয়েক বছরের জন্য নিশ্চিন্ত।"

মস্‌কা ঘুমোতে পারছিল না। ট্রেন আবার গতি নিল। মসকা উঠে গিয়ে দরজার কাছ থেকে অন্ধকার, ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলির দিকে তাকিয়ে থাকল, তার মনে পড়ল এমনই সব জায়গা সে পেরিয়ে এসেছে ট্রাকে, ট্যাঙ্কে অথবা হামাগুড়ি দিয়ে, সে ভেবেছিল এসব জায়গা আর কোনদিন সে দেখতে পাবে না, সে ভাবতে লাগল কিভাবে সব কিছু খারাপ হয়ে গেল। সে এতদিন বাড়ী ফেরার কথা ভেবে এসেছে, এখন সেই বাড়ী ছেড়েই চলে যাচ্ছে, সেই অন্ধকারাছন্ন ট্রেনে সে তার বাড়ীর প্রথম দিনের কথা ভাবতে লাগল।

বাড়ীর দরজায় লেখা ছিল "বাড়ীতে শুভ আগমন ওয়াল্টার"। সে দেখেছিল একই রকম লেখা অন্য দরজাগুলোতে, কেবল নামের তফাৎ। ঘরে ঢুকেই সে প্রথম দেখল নিজের ছবি, সাগরপারে যাওয়ার ঠিক আগে তোলা, তারপর তার মা ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং আল্‌ফ করমর্দন করছিল।

তারা সবাই তার থেকে দূরে এক মুহূর্ত অস্বস্তিকর নীরবতায় দাঁড়িয়ে থাকল।

"তুমি বড় হয়ে গেছ", মায়ের এই কথায় সবাই হেসে উঠল, "না আমি বলছি তিন বছরেরও বেশী বড়"—মা বললেন।

"মা", গ্লোরিয়া বললো—"একটু পাল্টায়নি, একটুও না"। "বিজয়ী বীর ফিরে এসেছেন" আলফ বলল, "রিবনগুলোর দিকে তাকাও, ওয়াল্টার তুমি কি বীরত্বপূর্ণ কিছু করেছ।"

মসকা বলল, বেশীর ভাগ ডব্লিউ-এ-সিরা একই রকম জিনিস পায়, সে তার সৈনিক জ্যাকেট খুলে ফেলল এবং মা ওটা ধরলো। আলফ রান্না ঘর থেকে ট্রেতে করে পানীয় নিয়ে এল।

"ভগবান" মসক্বা চমকে বলল "আমি ভেবেছিলাম তুমি একটা পা হারিয়েছ"। সে আলফ সম্বন্ধে তার মায়ের চিঠি একেবারেই ভুলে গেছিল। কিন্তু তার ভাই নিশ্চয়ই এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিল, সে তার পায়ের ট্রাউজার তুলে ধরল।

"খুব সুন্দর" মসকা বলল "কঠিন ভাগ্য আলফ"।'

আলফ বলল "আমার দুটো পেতে ইচ্ছে হয়।

"নিশ্চয়ই" মসক্বা বলল। সে তার ভাইয়ের কাঁধে হাত দিয়ে হাসল।

মা বললেন "ও শুধু তোর জন্য বিশেষ করে ওটা পরেছে ওয়ান্টার, সে সাধারণত বাড়ীতে ওটা পরে না যদিও জানে আমি ওটা ছাড়া ওকে পছন্দ করি না।"

আলফ তার পানপাত্র তুলে বলল "বিজয়ী বীরের জন্য।" এবং হাসি মুখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল "সেই মেয়ের জন্য—যে ওয়ান্টারের জন্য অপেক্ষা করছে।"

"আমাদের পরিবারের জন্য" গ্লোরিয়া বললে।

"আমার সব ছেলে-মেয়ের জন্য" মা স্নেহভরে বললেন। তারা মসক্বার দিকে আশার দৃষ্টিতে তাকাল।

"আমাকে এটা এখন করতে দাও তারপর আমি অন্য কিছু চিন্তা করব।"

তারা সবাই হাসতে লাগল এবং গান করতে লাগল।

"এবার রাতের খাবারের জন্য আমাকে টেবিল গোছাতে সাহায্য কর আলফ্।" তার মা বললেন। তারা দুজনে রান্নাঘরে চলে গেল।

মসক্বা একটা আরাম চেয়ারে বসে বলল "অনেক দূরের যাত্রা।"

গ্লোরিয়া মেন্টলপিসের কাছে গিয়ে মসক্বার বাঁধানো ছবিটা তুলে আনলো। মসক্বার দিকে পেছন ফিরে বললো "প্রত্যেক সপ্তাহে এখানে আসতাম তোমার ছবি দেখার জন্য। আমি তোমার মাকে রাত্রের খাবার তৈরীতে সাহায্য করতাম, তারপর সবাই মিলে এখানে বসতাম, তোমার ছবি দেখতাম এবং তোমার সম্বন্ধে আলোচনা করতাম। প্রত্যেক সপ্তাহে তিন বছর—লোকে যেমন কবরখানা দেখতে যায়। এখন তুমি ফিরে এসেছ, এখন এটাকে আর মোটেই তোমার মত লাগছে না।"

মসক্বা উঠে গ্লোরিয়ার কাছে গেল। সে নিশ্চয়ই এমন ভাবে দাঁড়িয়েছিল যাতে কালো এবং লম্বা লাইনগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। মুখটা যৌবনোদ্দীপ্ত নিষ্পাপ সুন্দর স্বভাবের প্রতিমূর্তি, তার ইউনিফর্ম সুন্দর ভাবে ফিট করেছিল, দক্ষিণের

সুর্য তাপে দাঁড়িয়ে সে যেন একটা চিরাচরিত জি-আই নিজের ফোটো তুলিয়েছে তার পরিবারের জন্য।

"কি আবেগময় হাসি" মসকা বলল।

"ঠাট্টা করো না, এটা নিয়েই আমরা এদ্দিন পড়েছিলাম"। সে একটুখানি চুপ করে থাকল, "ওয়াল্টার, আমারা কিভাবে এটাকে নিয়েই কেঁদেছি যখন তুমি চিঠি দিতে না, যখন শুনতাম একটা জাহাজ ডুবেছে অথবা কোন মারাত্মক যুদ্ধ হয়েছে, ডি-দিনে আমরা চার্চে যাইনি ; তোমার মা ঐ কেদারায় বসেছিলেন আর আমি এই রেডিওটার পাশে, যখনই একটা সংবাদ শেষ আমি রেডিওটায় অন্য কোন ষ্টেশন ধরাচ্ছিলাম। আমি অন্য সেণ্টার ধরাচ্ছিলাম যদিও সেটা একই খবর প্রচার করছিল। তোমার মা হাতে একটা রুমাল নিয়ে বসেইছিলেন, কিন্তু কাঁদেননি, আমি সে রাতে তোমার ঘরে তোমার বিছানায় তোমার ছবি বুকে নিয়ে শুয়েছিলাম, ছবিটাকে ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখে তাকে শুভরাত্রি জানিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম, আর তোমায় আমি জীবনে দেখতে পাব না, এখন ওয়াল্টার মসকা মশাই সশরীরে উপস্থিত, কিন্তু এই ছবির সাথে তোমার সামান্য মিল আছে"। সে হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু আসলে সে কাঁদছিল।

মসকা অস্বস্তিতে পডল, সে গ্লোরিয়াকে নরম করে চুম্বন করে বলল, তিন বছর অনেকটা সময়। তারপরে ভাবতে লাগল, ডি-দিনে সে এক ইংলিশ শহরে মাতাল হয়ে পড়েছিল, সে দিন সে এক ছোট্ট সুন্দর মেয়েকে হুইস্কি খাইয়েছিল ও প্রথম সহবাস করেছিল, আমি ডি-ডে উদযাপন করছিলাম। বেশী খুশী হয়েছিলাম এই ভেবে যে আমি আর ওসবের মধ্যে নেই, তার খুব ইচ্ছে হল গ্লোরিয়াকে সব কিছু বলার যে ডি-ডেতে সে তাদের কথা চিন্তা করে, কিন্তু এসব কিছু না বলে সে বলল "ছবিটা আমার পছন্দ হয় না, তাছাড়া আমি যখন এলাম তুমি বললে আমি একটুও পাল্টাইনি।"

গ্লোরিয়া উত্তর দিল, এটা খুব একটা মজার ব্যাপার না ? যখন তুমি ঠিক দরজার কাছে এলে তোমাকে ঠিক ছবির মতই লাগছিল, কিন্তু তারপরে যতই তোমায় দেখছি মনে হচ্ছে তোমার মুখটা কেমন পালটে গেছে।

মা রান্না ঘর থেকে ডাকলেন খাবার হয়ে গেছে। তারা খাবার ঘরে চলে গেল। সমস্ত প্রিয় খাবারই টেবিলে সাজানো ছিল। রোস্ট বিফ ও ছোট্ট ছোট্ট রোস্ট করা আলু, সবুজ স্যালাড আর একতাল হলদে মাখন। টেবিল ক্লথটা ছিল তুষার শুভ্র

এবং ন্যাপকিনটা যেন আগে আর কেউ ছোঁয়নি, সবই ভাল কিন্তু ততটা ভাল নয় যতটা সে আশা করেছিল।

"আহা" আলফ বলল "জি-আইদের চাউয়ের থেকে অনেক তফাৎ।"

"যাঃ" মসকা বলল এবং তার শার্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট মোটা কালো সিগার বার করে যখন ধরাতে যাচ্ছিল তখন দেখল সবাই তার দিকে মজার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—আলফ, গ্লোরিয়া এবং তার মা।

সে হেসে ফেলে বলল "আমি এখন বড় হয়ে গেছি"। সিগারটা ধরাল এবং বেশ মজা লাগল, তারপরেই চারজনে একসঙ্গে হাসিতে ফেটে পড়ল, মনে হোল যেন, শেষ অস্বস্তি ও অপরিচয়ের বেড়াটা মুহূর্তে দূরে সরে গেল।

তার সিগার খাওয়াতে বিস্ময় ও হাসির সাথে সেই বিস্ময়ের অপসারণে তাদের মধ্যে বাধাটা উবে গেল।

দুজন মহিলা। মসকা কোমরে হাত রেখে বসার ঘরে গেল, আল্‌ফ মদের ট্রে নিয়ে চলল।

মহিলারা সোফায় মস্‌কার খুব কাছাকাছি বসল। সবাই মদের পাত্র দিয়ে মুখোমুখি বসল, ফ্লোর ল্যাম্পটা একটা মৃদু হলুদ মসৃনতা ছড়াচ্ছিল ঘরের মধ্যে, আলফ ঠাট্টার স্বরে বলল, ওয়াল্টার মসকা সম্বন্ধীয় গল্প এবার বলা হোক।

মসকা এক চুমুক খেয়ে বলল "প্রথমে উপহার"। সে দরজার কাছে গিয়ে তার নীল জিন ব্যাগটা থেকে ব্রাউন পেপারে মোড়া তিনটে বাক্স বার করে প্রত্যেকের হাতে এক একটা দিল, যখন তারা বাক্সগুলো খুলছিল সে আর এক চুমুক খেয়ে নিল।

"হায় ভগবান, এগুলো কি?' আলফ চারটে বড় রূপোর সিলিণ্ডার তুলে ধরল। মসকা হেসে বলল "পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত চারটি সিগার, হারম্যান গোয়ারিং এর জন্য তৈরী হয়েছিল।"

গ্লোরিয়া তার প্যাকেট খুলেই খাবি খেল। একটা কালো ভেলভেটের বাক্সে একটা আংটি যাতে চৌকো মরকতের মধ্যে ছোট ছোট হীরে বসানো ছিল। সে লাফিয়ে উঠে মসকার গলা জড়িয়ে ধরেই মার দিকে ঘুরে আংটিটা দেখাল।

কিন্তু তার মা ব্যস্ত ছিলেন, গুটোনো মদের মত লাল রঙের সিল্কের কাপড় দেখতে মা কাপড় তুলে ধরলেন।

সেটা হোল একটা বিরাট চৌকো নিশান, যার ভেতরে সাদারঙের উপর

মাকড়সার মত কালো রঙের স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা ছিল, তারা সবাই চুপ করে গেল, সেই নিস্তব্ধ ঘরে তারা প্রথম দেখল তাদের শত্রুর প্রতীক চিহ্ন।

নৈঃশব্দ ভেঙে মসকা বলল "তোমরা যে হাঁ হয়ে গেলে, তোমরা আগে দেখনি?"

মেঝে থেকে সে ছোট বাক্সটা কুড়িয়ে নিল, তার মা সেটা নিয়ে তার মধ্যে সাদাটে নীল হীরে দেখে মসকা ধন্যবাদ দিলে। তিনি নিশানটাকে গুটিয়ে নিলো এবং মসকার ব্যাগটা তুলে বললেন, আমি এটা খুলছি।

গ্লোরিয়া বলল, উপহারগুলো খুব সুন্দর হয়েছে—এগুলো তুমি কোত্থেকে পেলে।

মসকা হেসে বলল "লুট করে"। লুট কথাটার ওপর এমন ভাবে জোর দিল যাতে সবাই হেসে উঠল।

"এগুলো তোমার ব্যাগে ছিল তুমি আমাদের এগুলো দেখাওনি কেন?" মা সোফায় বসে ছবিগুলো একের পর এক দেখতে আরম্ভ করলেন। দেখার পর সেগুলো আলফ আর গ্লোরিয়াকে দিলেন। মসকা বসে বসে মদ খাচ্ছিল, ওরা জিজ্ঞেস করছিল কোথায় ছবিগুলো তোলা হয়েছে। তারপব মসকা দেখল মা একটি ছবি দেখে বিসন্ন হয়ে গেলেন। এক মুহূর্ত মসকা ভাবল কবে এবং কোথায় কোন অশ্লীল ছবি সে কি তুলেছে? কিন্তু সে নিশ্চিত যে সে সেগুলো জাহাজে বিক্রী করে দিয়েছে। মা ছবিটা আলফকে দিয়ে দিলেন, মসকার নিজের ওপর রাগ হল বৃথা ভয় পেয়েছিল বলে।

"আরে আরে এটা কি?" আলফ জিজ্ঞেস করল, গ্লোরিয়া গিয়ে ছবিটা দেখল, মসকা লক্ষ্য করল তিন জোড়া চোখ তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে।

মসকা ঝুকে ছবিটা দেখল এবং নিশ্চিন্ত হল। তার মনে পড়েছে, সে তখন একটা ট্যাঙ্কের উপর চেপে বসেছিল, যখন এটা ঘটে।

ছবিটায় একজন জার্মান বাজুকা একটা স্তূপের মত হয়ে বরফের উপর পড়ে আছে, একটা কালো রেখা তার দেহ থেকে শুরু হয়ে ছবির ধার পর্যন্ত চলে গেছে। দেহটার কাছেপিঠে এম-১ ঝুলিয়ে মসকা সোজা ক্যামেরার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। মসকাকে তার শীতের সামরিক জ্যাকেটে কেমন খারাপ আকৃতির লাগছিল। কম্বলটা যাতে সে রাইফেল ও তার নিজের মাথার জন্য ফুটো করেছিল জ্যাকেটের নীচে স্কার্টের মত লাগছিল। তাকে মনে হচ্ছিল একজন সফল শিকারী যে তার শিকার করা পশুকে বাড়ী নিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

ছবিটাতে জ্বলন্ত ট্যাঙ্কের ছবি ছিল না, ছবিটাতে এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা ছেঁড়াখোড়া শরীর, আবর্জনাও দেখা যাচ্ছিল না। জার্মানরা খুব ভাল বাজুকা সৈনিক।

আমার বন্ধু লেইকা দিয়ে এই ছবিটা তুলেছিল, মসকা তার পানপাত্রের দিকে ফিরল কিন্তু তখনও তারা অপেক্ষা করেছিল।

"আমার প্রথম শিকার" কথাটা ঠাট্টাচ্ছলে বলতে চাইল, তবুও তার মনে হোল সে মারাত্মক কিছু একটা বলে ফেলেছে।

তার মা অন্য ছবিগুলো দেখছিলেন। "এটা কোথায় তোলা হয়েছে" জিজ্ঞেস করলেন। মসকা মায়ের পাশে বসে বলল, "এটা প্যারিসে তোলা, ওটা ছিল আমার প্রথম ছুটি।" সে তার মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরল।

"আর এটা"—মা জিজ্ঞেস করলেন।

"এটা ভিট্রিতে"।

"আর এটা ?"

"এইটা আখেন"।

"এটা" 'এটা' 'এটা'—সে শহরগুলোর নাম বলতে আরম্ভ করল এবং তার সাথে ছোট ছোট মজার গল্প। পানীয়টা একটা মেজাজ এনে দিয়েছে, কিন্তু সে ভাবল: এটা স্যানসিতে, এটা ডমবাসল্ যেখানে সে ফুলে ওঠা নগ্ন জার্মানটাকে দেখেছিল। দেওয়ালে প্লাকার্ডে লেখা ছিল "অন্দরে মৃত জার্মান" এবং সে মিথ্যে কথা বলেনি, সে ভাবতে লাগল কি করে অনেকে এই ব্যাপারটা লিখেছিল, ঠাট্টা হলেও। এটা হ্যাস-এ যেখানে সে তার প্রথম খণ্ড ও প্রথম ডোজ পেয়েছিল তিন মাস পরে। আরো আরো কত কত ছবি যেগুলোতে জার্মান নারী পুরুষ শিশুর বিকৃত দেহ ও সমাধি ছিল।

এই সব প্রেক্ষাপটের পিছনে তার ছবি মনে হচ্ছিল কোন মরুভূমির উপর তোলা। সে বিজয়ী বীরের মত যেন দাঁড়িয়ে আছে সহস্র সহস্র মৃত মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর, ধূসর মরুভূমির ওপর।

মসকা সোফায় হেলান দিয়ে বসল। সিগারটা টানতে টানতে বললে "একটু কফি হলে কেমন হয়? আমি তৈরী করব"। সে রান্না ঘরে গেল, পেছনে গ্লোরিয়াও গেল। দুজনে মিলে কাপ, ডিস এবং ফ্রিজ থেকে ক্রিমকেন এনে সাজাল। যখন কফি ফুটছিল তখন গ্লোরিয়া মসকাকে জড়িয়ে ধরে বলল "আমার সোনা, আমি তোমায় ভালবাসি, ভালবাসি।"

তারা বসার ঘরে কফি নিয়ে এল। এবার মসকা তাদের গল্প শোনে। গ্লোরিয়া তিন বছরে একদিনও কোনদিন কোন ছেলের সাথে বেরোয়নি, আলফ কি করে দক্ষিণের সৈনিক ক্যাম্পের কাছে ট্রাক দুর্ঘটনায় তার পা হারাল, এবং মা আবার একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরে ক্লারকের কাজে যোগ দিলেন। তারা সবাই তাদের গল্প শোনাল। ভগবানকে ধন্যবাদ সবাই ঘরে ফিরেছে তাদের এই ছোট ঘরে, যদিও আলফ তার পা হারিয়েছে, তবুও আলফের মতে এই আধুনিক যুগে একটা পা নিয়ে ভাবনার কোন মানে হয় না।

শত্রু এখন দূরে, এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে যে আর ভয়ের কিছু নেই। শত্রুকে ঘিরে ফেলা হয়েছে, তারা অধিকৃত হয়েছে, উপবাসে দিন কাটাচ্ছে এবং রোগে ভুগতে ভুগতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাদের ভয় দেখাবার মত দৈহিক ও নৈতিক বল আর অবশিষ্ট নেই। যখন মসকা ঘুমিয়ে পড়ল তখন সবাই ওর দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্চিন্ততার আনন্দ পাচ্ছিল। বিশ্বাস হচ্ছিল না, কত দূর দেশ, কত দুর্গম জায়গা, কত বিপজ্জনক পরিস্থিতি পেরিয়ে সে আবার নিরাপত্তার মধ্যে ফিরে এসেছে অক্ষত অবস্থায়।

একেবারে তৃতীয় রাতে মসকা গ্লোরিয়াকে একলা পেল। দ্বিতীয় রাত কেটেছে গ্লোরিয়ার বাড়ীতে। গ্লোরিয়া বাবা, বোন ও আলফের সাথে, তারা তাদের বিয়ে সম্বন্ধে আলোচনা করেছিল সে রাতে। তারা ঠিক করেছিল বিয়েটা তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার। কিন্তু মসকার একটা ভাল চাকরী না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

প্রস্তাবটা মসকার কাছে খুবই ভাল লাগল। কিন্তু আলফ মসকাকে অবাক করেছে। সেই ছোট আলফ এখন কত বড় হয়ে উঠেছে। মুরুব্বিয়ানা ফলাচ্ছে।

তৃতীয় রাতে মা ও আলফ বাইরে গেলেন। আলফ দুষ্টু হেসে বলল তুমি কিন্তু ঘড়িটা দেখো, আমরা ঠিক এগারটায় ফিরব। মা আলফকে ঠেলে দরজার বাইরে বের করে দিয়ে বললেন "তুমি যদি গ্লোরিয়াকে নিয়ে বেরোও, তাহলে দরজায় তালা লাগাতে ভুলো না।"

মায়ের গলায় সন্দেহের ভাব দেখে মসকা খুব খুশী হল। যেন তিনি গ্লোরিয়া আর মসকাকে ঘরে একা রেখে গিয়ে ভাল করছেন না। এই ভাবতে ভাবতে সে সোফায় শুয়ে পড়ল।

সে একটু আরাম করতে চাইল কিন্তু সে এত উত্তেজিত ছিল যে তাকে উঠে পড়তে হোল। উঠে একটু মদ ঢালল। জানলায় দাঁড়িয়ে সেই এই ভেবে হাসল যে ব্যাপারটা কেমন হবে। সে এবং গ্লোরিয়া তার সমুদ্রযাত্রার আগে একটা সন্ধ্যা হোটেলের ছোট ঘরে কাটিয়েছিল। সে কথা এখন খুব কমই মনে পড়ল। সে গিয়ে রেডিওটা চালিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে গেল ঘড়ি দেখতে। প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। মেয়েটা আধঘণ্টা ইতিমধ্যে দেরী করেছে। আবার জানালায় গেল, কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। যখন সে ঘুরে দাঁড়াল সে কড়া নাড়ার শব্দ শুনল এবং গ্লোরিয়া ঘরে ঢুকল।

"এই যে ওয়াল্টার" সে বলল। তার গলা একটু কাঁপছে, মসকা লক্ষ্য করল। সে তার কোট খুলল। সে একটা ব্লাউজ পরেছিল সঙ্গে লম্বা ভাঁজওয়ালা স্কার্ট।

"অবশেষে একা" মস্কা সোফায় হেলান দিল। 'দু'গ্লাস পানীয় ঢালো' গ্লোরিয়া সোফায় বসে ঝুকল, চুম্বন করল। সে তার বুকে হাতটা রেখে অনেকক্ষণ ধরে চুমু খেল।

"পানীয় আনছি"—গ্লোরিয়া সরে গেল।

তারা পান করল, রেডিওটা বাজছিল, ফ্লোরল্যাম্পটা তার নরম হলদে আলোর রহস্যময়তা ঘরের মধ্যে ছড়াচ্ছিল। সে দুটো সিগারেট ধরিয়ে একটা গ্লোরিয়াকে দিল। সিগারেট খাওয়ার পর সেটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দেখল গ্লোরিয়া এখনও সিগারেটটা ধরে আছে। তার হাতে থেকে সিগাটেরটা নিয়ে সে অ্যাসট্রেতে ফেলে দিল।

মস্কা গ্লোরিয়াকে টেনে আনল তার দেহের ওপর, সে তার ব্লাউজের বোতামটা খুলে দিল যাতে সে তার হাতটা ব্রেসিয়ারের ভেতর দিতে পারে। সে চুম্বন করল, এবার হাতটা স্কার্টের ভেতরে চলে গেল।

গ্লোরিয়া তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মসকা বিস্মিত হল।

"আমি সর্বস্ব সঁপে দিতে চাই না", গ্লোরিয়া বলল। তার বালিকা-বালিকা ভাব মসকাকে রাগিয়ে দিল, এবং সে হাত বাড়াল তাকে ধরার জন্য। সে দূরে চলে গেল।

"না আমি ঠিকই বলেছি", সে বলে।

"কেন কি হয়েছে, মাত্র দুসপ্তাহ পরে আমি চলে যাচ্ছি, অন্যায় কি ?"

"আমি জানি" গ্লোরিয়া তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

মসকার রাগ বেড়ে গেল।

"তখন এটা পৃথক ব্যাপার ছিল, তুমি চলে যাচ্ছ এবং আমি তোমায় ভালবাসি। যদি আমি তোমায় সব দিয়ে দিই তবে তুমি আমার কথা মনে রাখবে না। গালাগালি করো না, ওয়াল্টার আমি এ ব্যাপারে এ্যামির সাথে কথা বলেছি। যখন তুমি ফিরে এলে তুমি এত অন্য রকম হয়ে গেছিলে। আমাকে অন্যের সাথে পরামর্শ করতে হোল। এবং আমরা দুজনেই ঠিক করলাম এটাই সব থেকে ভাল।"

মসকা সিগারেট ধরাল – "তোমার বোন একটা বোকা মেয়ে"।

"এমন কথা বলো না ওয়াল্টার, আমি সব কিছু করব না যা তুমি চাও কারণ আমি তোমায় সত্যি ভালবাসি"।

মসকা মদ খেয়ে জোর করে তার হাসি চাপতে চাইল। "দেখ তুমি সেই শেষ দু' সপ্তাহ আমার সাথে না শুতে তাহলে হয়ত তোমায় মনে রাখতাম না অথবা চিঠি লিখতাম না। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করবে না।"

তার মুখটা লাল হয়ে গেল, মসকা দেখল, সে গিয়ে তার বিপরীত চেয়ারে বসল।

"আমি তার আগেই তোমাকে ভালবাসতাম।"

মসকা দেখল তার ঠোঁট কাপছে। সে সিগারেটের প্যাকেটটা ছুড়ে দিয়ে এক চুমুক মদ খেল, তারপরে সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চাইল।

তার কামনা নিভে গেছিল এবং সে মুক্তির আনন্দ পেল। সে কেন নিজে বোঝে না—সে নিশ্চয়ই গ্লোরিয়াকে বাধ্য করতে পারে। সে যদি বলে "এইজন্যই তোমায় দিতে হবে বা অন্যকিছু, তাহলে গ্লোরিয়াকে রাজী হতেই হবে। সে বুঝতে পারল যে সে খুব তড়িঘড়ি করে ফেলেছে, যদি সে একটু আস্তে ও একটু কৌশল অবলম্বন করতো তাহলে সন্ধ্যেটা ভালই কাটত। কিন্তু এখন দেখল এইসব চেষ্টা করতে সে একেবারে অনিচ্ছুক, সে এখন একেবারে কামনাহীন।

"ঠিক আছে এদিকে এসো।"

সে বাধ্য মেয়ের মত এলো।

"তুমি রাগ করনি তো", নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল গ্লোরিয়া।

সে তাকে চুমু খেয়ে হেসে বলল "না কিছু হয়নি"। সত্যি কথাই বললো। গ্লোরিয়া তার কাঁধে মাথা রেখে বলল "এসো আমরা আজকের রাতটা এভাবেই

কাটিয়ে দিই। তুমি ফিরে আসার পর তোমার সাথে ঠিকমত কথা বলা হয়নি।"

মসকা উঠে তার কোটটা নিল, "চল সিনেমা যাই", সে বলল।

"আমি এখানে থাকতে চাই"।

মসকা কঠোরতার সাথে বলল "হয় সিনেমা না হয় শোওয়া"।

গ্লোরিয়া দাঁড়িয়ে বলল "তোমার এইটাই কি মত?"

"এটাই ঠিক।"

মসকা আশা করছিল সে তার কোটটা পরে চলে যাবে ঘর থেকে। কিন্তু সে অপেক্ষা করল যতক্ষণ সে তার চুল আঁচড়াল এবং টাইয়ের নট বাঁধল। তারা সিনেমায় গেল।

প্রায় এক মাস পরে একদিন দুপুরে মসকা এসে দেখল রান্নাঘরে মা, আলফ ও গ্লোরিয়ার বোন এ্যামি কফি খাচ্ছে।

"তুমি কফি খাবে?" তার মা জিজ্ঞেস করলেন। "আমায় একটু হাতমুখ ধুয়ে নিতে দাও" এই বলে বাথরুমে চলে গেল, বাথরুমে যখন মুখ ধুচ্ছিল তখন তার একটা হাসি পেল।

সবাই কফি খাচ্ছিল, তারপরে এ্যামি তার আক্রমণটা আরম্ভ করল।

"তুমি গ্লোরিয়ার সাথে ব্যবহার ভাল করছ না, সে তিনটে বছর তোমার জন্য অপেক্ষা করেছে, কোনদিন কোন ছেলের সাথে ডেট্ করেনি, অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে।"

"কিসের সুযোগ?" মসকা জিজ্ঞেস করল। তারপরে সে হেসে বলল, "আমরা একত্রিত হচ্ছি যদিও একটু সময় লাগবে।"

এ্যামি বলল, "ওর সাথে কাল তোমার দেখা করার কথা ছিল। তুমি যাওনি। এখন তুমি বাড়ী ফিরলে। তুমি ঠিক কাজ করছ না।"

তার মা দেখলেন মসকা রেগে যাচ্ছে, তিনি থামিয়ে দেওয়ার জন্য বললেন "গ্লোরিয়া এখানে সকাল দুটো পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। তোমার দেখা করা উচিত ছিল।"

এ্যামি বলল, আমরা সবাই জানি তুমি কি করছ। তুমি পাশের একটা সস্তা মেয়ের সঙ্গে ঘুরছ, যে মেয়ে তিনবার গর্ভপাত করেছে, ভগবান জানে আর কি করেছে।

মসকা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল "আমি তোমার বোনের সাথে রোজ রাতে দেখা করতে পারব না।"

"না তুমি খুব দামী হয়ে গেছ"।

মসকা দেখল মেয়েটা তাকে ঘৃণা করছে।

মসকা মনে করিয়ে দিল, সবাই জানে একটা ভাল চাকরী পাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

আমি জানি না তুমি কি হবে ভবিষ্যতে। যদি তুমি বিয়ে করতে না চাও গ্লোরিয়াকে জানিয়ে দাও। ভয় নেই, ও আর কাউকে বেছে নেবে।

আলফ এবার বলল—এটা বোকামো, ওয়ালটার নিশ্চয়ই তাকে বিয়ে করবে। এ ব্যাপারে আমাদের যুক্তিপূর্ণ হওয়া উচিত। তার কাছে ব্যাপারগুলো একটু অসুবিধেজনক হচ্ছে, নিশ্চয়ই সে বাধা পেরুতে পারবে। আমাদের কর্তব্য তাকে সাহায্য করা।

এ্যামি বিদ্রূপ করে বলল—"যদি গ্লোরিয়া তার সাথে শোয় সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তোমার নিজেকে ঠিক করা উচিত। ওয়াল্টার তুমি কি মানিয়ে নেবে না?"

আলফ বলল, বাজে বাজে কথা হচ্ছে—আমাদের মৌলিক ব্যাপারগুলো ভাবা দরকার। তুমি রেগে যাচ্ছ কারণ ওয়ালটার একটা প্রেম এ্যাফেয়ার করছে এবং সে লুকেচ্ছে না সেটা, সে লুকোতেও পারে না। আমার মনে হয় সবচেয়ে ভাল সমাধান হল একটা বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলা।

—আমার বোন কাজ করছিল যখন, সে জার্মানীতে চরিত্রহীন মেয়েদের সাথে ফুর্তি করছিল।

মসকা তার মায়ের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকাল, মা চোখ নামিয়ে নিলেন। নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

হ্যাঁ, তুমি যে সব মেয়েদের চিঠি জার্মানী থেকে পেয়েছো, তোমার মা সবই গ্লোরিয়ার কাছে বলেছেন। ওয়ালটার তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।

ঐসব চিঠি দিয়ে কিছুই বোঝা যায় না, মসকা বলল। এবং সে সবার চোখে একটা বিশ্বাসের ভাব দেখল যেটা তাদের মুক্ত করেছিল।

ও নিশ্চয়ই একটা কাজ পেয়ে যাবে এবং যতদিন না ঘর পাবে এখানেই থাকবে —মা বললেন।

মসকা তার কফি খাচ্ছিল, ইচ্ছে করছিল এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। এরা বড় বেশী কচলাচ্ছে।

এ্যামি বলল "ওকে কিন্তু ঐসব সস্তা মেয়েদের সাথে ঘোরা বন্ধ করতে হবে।"

মসকা বলল "একটাই মাত্র সমস্যা। আমি একটা দিন ঠিক করতে প্রস্তুত হইনি।"

সবাই তার দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকাল। "আমি নিশ্চিত নই আমি বিয়ে করব কিনা।" —সে যোগ করল।

কি! কি বললে তুমি, এ্যামি রাগে বাকরুদ্ধ হল।

"আমাকে ঐ তিন বছরের দোহাই দিও না। সে তিন বছর অপেক্ষা করেছিল তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তোমরা কি ভাবছ তার জন্য আমার ঘুম হয়না, আমার অন্য অনেক কথা ভাবার আছে।"

"দোহাই ওয়াণ্টার", মা বললেন।

মা উঠে স্টোভের কাছে চলে গেলেন, সে বুঝতে পারল মা কাঁদছেন। সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছিল, এবং আলফ টেবিলে ভর দিয়ে রাগে চেঁচাচ্ছিল—"ঠিক আছে। ওয়াণ্টার, তুমি কিন্তু খুব বেশী করে ফেললে।"

এ্যামি ঘৃণার সাথে বলল, "তুমি ঘরে ফেরার পর থেকে তোমার প্রতি খুব বেশী আদর ভালবাসা দেখানো হয়েছে।"

আর কিছু বলার না থাকলেও মসকা বলল—"তুমি আমার গাধাকে চুমু খেতে পার"।

যদিও সে এ্যামির দিকে তাকিয়ে একথা বলল, কথাটা সে সবার উদ্দেশ্যেই বলেছিল।

যখন সে বেরিয়ে যেতে চাইল আলফ রাগে বলল "তুমি অনেক দূর এগিয়ে গেছ। তোমাকে মাফ চাইতে হবে, চাইতেই হবে।"

মসকা আলফকে ঠেলে সরিয়ে দিল কিন্তু বড় দেরীতে লক্ষ্য করল যে সে তার কৃত্রিম পা পরে নেই। আলফ উল্টে পড়ল এবং তার মাথা মেঝেতে ঠুকে গেল। মহিলা দুজন আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। মসকা তাড়াতাড়ি আলফকে তোলার জন্য নীচু হল।

"তোমার লাগেনি তো?"

আলফ মাথা নাড়ল, কিন্তু দুহাতে মুখ ঢেকে মেঝেতেই বসে থাকল।

মসকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বেরোবার সময় দেখল তার মা স্টোভের ধারে দাড়িয়ে কাঁদছেন ও মাথায় হাত চাপড়াচ্ছেন।

শেষ যখন মসকা ঐ ঘরে গেছিল, দেখেছিল মা অপেক্ষা করছেন। সেদিন সে সারাদিন বাড়ীতে ছিল।

তিনি বলেছিলেন "গ্লোরিয়া তোমায় ডেকেছে।" মসকা মাথা নেড়েছিল স্বীকৃতিতে।

"তুমি কি এবার গোছগাছ করতে যাচ্ছ ?" মা জানতে চেয়েছিলেন।

"হ্যাঁ", সে বলেছিল।

"আমার সাহায্যের দরকার নাকি ?"

"না।" সে বলল।

সে শোওয়ার ঘরে গিয়ে তার নতুন কেনা স্যুটকেশ দুটো বের করল। মুখে একটা সিগারেট লাগিয়ে পকেটে দেখল দেশলাই আছে কিনা, তারপর রান্নাঘরে গেল দেশলাইয়ের জন্য।

তার মা তখনও চেয়ারে বসেছিলেন। একটা রুমালে মুখ ঢেকে চুপি চুপি কাঁদছিলেন।

সে রান্নাঘর থেকে দেশলাই নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

"তুমি আমার সাথে এমন ব্যবহার করছ কেন ? আমি তোমার কি করেছি ?" মা বললেন।

চোখের জলের জন্য তার কোন মায়া ছিল না কিন্তু সে ঝামেলা চায় না, তাই সে শান্তভাবে কথা বলতে চাইল তার গলার কঠোরতা লুকোবার জন্য।

"তুমি কিছুই করনি, আমি এমনিই চলে যাচ্ছি, তোমার জন্য নয়।"

"তুমি আমার সাথে সবসময় অপরিচিতের মত কথা বল কেন ?"

কথাগুলো তাকে স্পর্শ করলো কিন্তু সে কোন দুর্বলতার ভাব দেখাল না। "আমি একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছি। তুমি যদি বাইরে না যাও আমায় একটু গোছাতে সাহায্য কর।"

মা শোওয়ার ঘরে এসে সযত্নে তার কাপড়গুলো পাট করে স্যুটকেশের মধ্যে রাখছিলেন।

"তোমার কি সিগারেট দরকার" মা জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ" মসকা উত্তর দিল।

"কিন্তু তোমার অন্তত শেষ রাতটা বাড়ীতে কাটানো উচিত।" আলফ্ এক্ষুণি আসবে। তোমার অন্তত ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য থাকা উচিত।" মা বললেন।

"অনেক দেরী হবে মা"— সে মার গালে চুমু খেল।

"অপেক্ষা কর, তুমি তোমার জিম ব্যাগটা ফেলে যাচ্ছ।"

তারপর তিনি সেই আগের মত তার ব্যাগটাতে তার প্রয়োজনীয় জিনিস ভরে দিলেন। শেভ করার সরঞ্জাম, একজোড়া অন্তর্বাস. কাপড় জামা, তোয়ালে সাবান ইত্যাদি। তারপর ড্রয়ার থেকে একটু সুতো নিয়ে জিম ব্যাগটা একটা সুটকেশের হ্যাণ্ডেলের সাথে বেঁধে দিলেন।

"সবাই কি বলবে আমি জানি না, সবাই ভাববে আমিই তোমাকে সুখী করাতে পারিনি। তুমি যা ব্যবহার করেছো গ্লোরিয়ার সাথে, তোমার উচিত তার সঙ্গে আজ রাতে দেখা করা। তার সাথে দেখা করে তার কাছে বিদায় নাও। একটু ভাল ব্যবহার কর, তাহলে ওর আর এত খারাপ লাগবে না।"

"সবার কাছে পৃথিবীটা বড় বন্ধুর"— সে মাকে চুমু খেল। কিন্তু বাড়ী থেকে বেরোনর সময় মা তাকে ধরে রইলেন!

"তুমি কি জার্মানীতে ফিরে যাচ্ছো কোন মেয়ের জন্য।"

মসকা বুঝতে পারল যদি সে হ্যাঁ বলে তবে তার মায়ের গর্ব বজায় থাকবে, কারণ তিনি জানবেন যে তাঁর জন্য সে চলে যাচ্ছে না। সে কিন্তু মিথ্যা কথা বলতে পারল না।

"আমার মনে হয় মেয়েটা অন্য কোন জি-আইকে ইতিমধ্যে বেছে নিয়েছে। কোন মেয়ের ব্যাপার নয়।"

সে এত জোরে একথাটা বলল যাতে তার মনে হোল যেন সেটা মায়ের কাছে মিথ্যে বলেই ঠেকবে এবং তাঁকে আঘাত করবে।

তিনি তাকে চুমু খেয়ে চলে যেতে দিলেন। রাস্তায় গিয়ে সে উপরে তাকিয়ে দেখল তার মা একটা সাদা রুমাল মুখে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সে সুটকেশ নামিয়ে রেখে হাত নাড়ল। মা জানলা ছেড়ে চলে গেলেন। ভয় হল তার মা হয়তো রাস্তায় এসে একটা সিন করতে পারেন। তাই সে সুটকেশ তুলে তাড়াতাড়ি বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল ট্যাক্সি ধরার জন্য।

কিন্তু তার মা সোফায় বসে দুঃখে অপমানে কাঁদছিলেন। তিনি গভীর ভাবে

জানতেন, যে তাঁর ছেলে যদি কোন দুর্গম দেশে সাদা পতাকাওয়ালা কোন সমাধির নীচে অন্যদের সাথে শুয়ে থাকতো তাহলে তার দুঃখটা বেশীই হোত। কিন্তু তখন কোন লজ্জা থাকত না, সময় গড়ালে তিনি দুঃখও কিছুটা ভুলতে পারতেন, সর্বোপরি তিনি গর্বিত হতেন।

তাঁকে আর এই কঠিন দুঃখ পেতে হোত না—ছেলেকে না ফিরে পাওয়ার দুঃখ, যদি সে মারা যায় শেষ মুহূর্তে দেখতে না পাওয়ার দুঃখ। তার সমাধিতে ফুল দিতে না পারার দুঃখ।

ট্রেনটা তাকে আবার শত্রুর দেশে নিয়ে যাচ্ছে। মসকা ঝিমোচ্ছিল, গাড়ীর গতিতে তার দেহটা এদিক ওদিক সঞ্চালিত হচ্ছিল। ঘুমের ঘোরে সে বেঞ্চের কাছে গেল এবং শুয়ে পড়ল। শোয়ার পর সে আহত লোকটার যন্ত্রণার শব্দ শুনতে পেল, ঘুমন্ত শরীরটা যেন পৃথিবীর অর্থহীন রাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল। মসকা উঠে জি-আইদের গাড়ীর দিকে গেল। বেশীর ভাগ সৈন্যই শুয়ে পড়েছিল এবং খুব অল্প আলো ছিল। মালরুনি বেঞ্চের উপর জড়সড়ো হয়ে শুয়ে নাক ডাকছিল। দুজন জি-আই তাদের অস্ত্র পাশে রেখে মদ খাচ্ছিল আর রামি খেলছিল।

মসকা নীচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কেউ কি আমাকে একটা কম্বল দিতে পারো, লোকটা শীতে কষ্ট পাচ্ছে।

একজন জি-আই একটা কোট তার দিকে ছুড়ে দিল। মসকা ধন্যবাদ জানাল।

জি-আইটি কাঁধ ঝাকিয়ে বলল, আমাদের এখন জেগে এটাকে পাহারা দিতে হবে।

মসকা ঘুমন্ত মালরুনির দিকে তাকাল। মুখটা ভাবলেশহীন। চোখটা আস্তে আস্তে খুলে গেল, তার দিকে তাকাল একটা বোবা পশুর দৃষ্টিতে। এবং সেই মুহূর্তে চোখ দুটো বন্ধ করার আগে মসকা চিনতে পারল এবং ভাবল তুমিই সেই ঘৃণ্য জারজ।

সে তার গাড়ীতে ফিরে এল। মিঃ জেরাল্ডের গায়ে কম্বলটা চাপিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। এইবার সে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল, সে স্বপ্নহীন নিশ্ছিদ্র ঘুমে রাত কাটিয়ে দিল। সকালে কেউ তাকে ঠেলে জাগিয়ে দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জুনের প্রথম ভাগের উজ্জ্বল সূর্যালোক টার্মিনালের সমস্ত কোণকে আলোয় ভরিয়ে দিয়েছিল। টার্মিনালকে একটা খোলা স্টেডিয়াম মনে হচ্ছিল। ট্রেন থেকে নেমে মসকা বসন্তের হাওয়া বুক ভরে টেনে নেওয়ার সাথে সাথে সে পাশের শহরের আবর্জনার স্তূপের একটা মৃদু গন্ধ পেল। ট্রেনের অপর প্রান্তে সে ওভি পরিহিত সৈন্য পল্টনের সারিতে দাঁড়াতে দেখল। অন্য সিভিলিয়ানদের সাথে সে একটা বাসের দিকে এগোল।

তারা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বিজয়ীর মত হেঁটে যাচ্ছিল যেমন পুরোন দিনে ধনীরা গরীবদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেত, এদিক ওদিক না চেয়ে এবং আগে থেকে জেনে যে তাদের জন্য পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বিজিতদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড় পরেছে, দেহ ও মুখ রোগা পাংশুটে। যারা দেউলিয়া আবাসে বাস করে ও লঙ্গরখানা থেকে খায়। বিষণ্ণ মুখগুলো তাদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে এই সব সুসজ্জিত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এ্যামেরিকানদের দিকে হিংসার চোখে তাকাচ্ছিল।

তারা স্টেশন থেকে একটা উন্মুক্ত খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো। তাদের উল্টোদিকে রেড ক্রস ক্লাব। জি-আইরা ইতিমধ্যেই সিঁড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিল। পাশেই সৈন্যদের থাকার জন্য পুনর্নির্মিত হোটেলগুলো মাথা তুলে আছে। রাস্তায় গাড়ীর ভিড় যার মধ্যে অনেক সামরিক বাসও ছিল। এইসব জি-আইরা এত তাড়াতাড়ি প্রেমিকা জুটিয়ে নিয়েছে দেখল। তারা স্টেশনের বেঞ্চে পাশাপাশি বসেছিল। মস্‌কা ভাবল সবই আগের মতো আছে, কিছু পাল্টায়নি। জি-আইরা ট্রেন আসার জন্য অপেক্ষা করছিল যেমন করে গ্রামের বৌরা তাদের স্বামীদের জন্য অপেক্ষা করে। তারা এক একটা সুন্দরী মেয়ের সাথে ভাব জমিয়ে নিচ্ছিল। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় নোংরা স্টেশনে বেঞ্চের আশ্রয়ে ভোরের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করার জন্য তারা মদ, সিগারেট ও উষ্ণ বিছানার বন্দোবস্ত করে নিচ্ছিল। তারা খুব আনন্দেই রাত কাটায়, যদি বেছে নেওয়া খারাপ হয় তবু খানিকটা খারাপ লাগে। সাধারণতঃ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে তারা ভুল করে না।

রাস্তায় ব্লাকমার্কেটিয়ররা ভিড় করে। তাছাড়া ছোট ছোট ছেলেরা জি-আইদের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে মিছরি, সিগারেট ও সাবান বিক্রি করার জন্য।

বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে মসকা তার কাঁধে একটা স্পর্শ অনুভব করল। ঘুরে সে দেখল একটা লোক, কালো, হাড্ডিসার মুখ, জার্মান টুপি পরা।

তরুণ ছেলেটি নীচু ও ব্যগ্র স্বরে বলল, তোমার কাছে এ্যামেরিকান ডলার আছে। মসকা মাথা নেড়ে সরে গেল। কিন্তু আবার সে কাঁধে স্পর্শ অনুভব করল।

"সিগারেট আছে।"

মসকা বাসের জন্য চলতে শুরু করেছিল। তাড়াতাড়ি "তোমার হাত সরাও।" লোকটা পেছিয়ে গেল বিস্ময়ের সাথে। তার চোখে এবার একটা গর্বিত ঘৃণার ছবি ফুটে উঠল।

মসকা বাসে উঠে বসে পড়ল। ধূসর গ্যাবারডীন স্যুট পরা লোকটা জানলার ভেতর দিয়ে তাকে দেখছিল। তার চোখে ঘৃণার দৃষ্টি দেখে তার মনে হল সে যেন আবার মলিন অলিভ ইউনিফর্ম পরা সৈনিক হয়ে গেছে।

বাসটা আস্তে আস্তে এগিয়ে স্কোয়ারের অনেকগুলো প্রবেশ পথের একটা দিয়ে বেরিয়ে এলো। বাসটা একটা অন্য জগতের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল। সেণ্ট্রাল স্কোয়ারে বাইরে ধ্বংসের মিছিল দেখা যাচ্ছিল। যতদূর চোখ যায় ভাঙা বাড়ী, বাড়ীর লোহার কঙ্কালগুলো আকাশের দিকে যেন কঙ্কালের হাত বাড়িয়ে রেখেছিল। কঙ্কালের গায়ে লেগে থাকা চুন বালি এবং ভাঙা কাচ যেন পচা গলিত মাংসের মত মনে হচ্ছিল।

ফ্রাঙ্কফুর্টের বেশীর ভাগ সিভিলিয়ান বাস থেকে নেমে গেল। তারপর চলতে লাগল মসকা ও আর কয়েকজনকে নিয়ে ওয়েজবেডেন বিমানক্ষেত্রের দিকে। মিঃ জেরাল্ড ছাড়া মসকাই একমাত্র সিভিলিয়ান, যারা পুরোপুরিভাবে স্টেটসে যোগ দিয়েছে। অন্যরা ফ্রাঙ্কফুর্টে অপেক্ষা করবে নির্দেশের জন্য।

বিমানক্ষেত্রে তার কাগজপত্র পরীক্ষার পর সে অপেক্ষা করতে লাগল। লাঞ্চ পর্যন্ত ব্রেমেলের বিমানের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। যখন বিমানটি আকাশে উঠল, মহাদেশ ত্যাগ বা দুর্ঘটনার জন্য তার কোন ভাবান্তর হোল না। সে বাইরের সবুজ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল, মহাদেশ পেরোবার পর সে বাইরে শুধুই অন্ধকার

উপত্যকা ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। তারপরেই সমস্ত রহস্য অন্তর্হিত হোল। উপরের ব্যালকনি থেকে দেখার মত নীচটা সমান টেবিল ক্লথের মত মনে হচ্ছিল। এবার তার মনে হল যে সে এতদূরে চলে এসেছে যে আর ফেরা সম্ভব নয়। বাড়ীতে তার ব্যবহার ও বাড়ীর লোকেদের ধৈর্যের কথা ভেবে সে একটু অপরাধী বোধ করল। কিন্তু তাদের আবার দেখার জন্য তার আর ইচ্ছে নেই। বিমানটার গতিহীনতায় সে একটু অধৈর্য্য হয়ে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল অসীম পরিষ্কার বসন্তের আকাশে তারা যেন ঝুলে আছে। সে বুঝতে পারল যাকে যা সে সত্যি ভেবে বলেছিল আসলে তা মিথ্যে। সে সেই জার্মান মেয়ের জন্যই ফিরে যাচ্ছে, যা তার মা ভেবেছিলেন। কিন্তু তাকে ফিরে পাওয়ারও কোন আশা নেই। এত মাস বিচ্ছেদের পর তাকে পাওয়ার কোন আশাও অর্থহীন। কিন্তু তাকে ঐ মহাদেশে ফিরে যেতেই হবে। তাকে ফিরে না পাওয়ার বেদনা তার মনের মধ্যে একটা বেদনা এনে দিল। বেদনাটা যেন রক্তের সাথে মিশেছে। সে তার মুখ, চোখ, চুলের রঙ-এর কথা ভাবতে লাগল সচেতন ভাবে। তার চিন্তা—তার নাম তাকে তীব্রভাবে আঘাত করছিল।

প্রায় বছরখানেক আগে হেলার সাথে তার পরিচয়ের ঘটনা মনে পড়ল। মসকা জিপে উঠে অপেক্ষা করছিল। যার জন্য অপেক্ষা করছিল সে একজন লেফট্যান্যান্ট, স্টেটস থেকে নতুন এসেছে। সে কয়েক মিনিট পরে এলো। তারা কনটেক্সেপের সরকারী হেড কোয়ার্টারের দিকে চলল। সামরিক পুলিশ বাহিনী ইতিমধ্যেই জায়গাটাকে ঘিরে ফেলেছে। তাদের জীপ ও সাদা হেলমেট রাস্তা আটকাচ্ছিল। লেফট্যান্যান্ট ও মসকা তাদের কাগজপত্র দেখিয়ে রাস্তা খোলা পেল।

এ্যাম ওয়াল্ড স্ট্রাসিতে দাঁড়িয়ে আছে সেই বিরাট কালচে সবুজ বাড়ীটা। এটা ছিল বৃহৎ ও চারকোণা, ভেতরে প্রাঙ্গন ছিল গাড়ী পার্ক করার জন্য। জার্মান সিভিলিয়ানরা এখনও প্রধান প্রবেশ পথ দিয়ে দলে দলে বেরিয়ে আসছিল। তাদের চোখ মুখ, পোষাক আশাক ধুলোয় ভর্তি। কিছু কিছু মহিলা পাগলের মত কাঁদছিল। একটা জনতাকে বাড়ীটা থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু বাড়ীটাকে নিস্তব্ধ ও উদাসীন মনে হচ্ছিল।

মসকা একটা পার্শ্ববর্তী প্রবেশ পথের দিকে লেফট্যান্যান্টকে অনুসরণ করল, তারা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করল।

ভেতরের প্রাঙ্গনে আবর্জনার স্তূপ জমেছিল। কোন কোন জায়গায় ভাঙা

জীপগাড়ীর অংশ মাথা উঁচিয়ে ডুবে যাওয়া কোন জাহাজের মাস্তলের মত। বিস্ফোরণে বাইরের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে তিনতলা পর্যন্ত। ঘরের ভেতরের টেবিল, চেয়ার, দেয়ালঘড়ি দেখা যাচ্ছিল। মসকা একটা অচেনা শব্দ শুনল যে শব্দ ঐ মহাদেশের সব শহরে পরিচিত হয়ে গেছিল। প্রথমে মনে হল শব্দটা যেন সব দিক থেকে আসছে। একটা নীচু অবিচ্ছিন্ন জন্তুর আর্তনাদের মত। মানুষের স্বর বলে বোঝাই যাচ্ছিল না। সে শব্দটা কোনদিক থেকে আসছে স্থির করল, তারপর প্রাঙ্গনের ডানদিকে অর্ধেক হেঁটে অর্ধেক হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। সে জার্মান পুলিশের সবুজ কলারওয়ালা একটা মোটা লাল গলা দেখতে পেল। শক্ত মাথা ও ঘাড়টা জীবনহীন মনে হচ্ছিল। আর্ত চিৎকারটা আসছিল ঐ দেহটার নীচ থেকে। মসকা ও লেফট্যানান্ট ইট সরাবার চেষ্টা করল কিন্তু আবর্জনা পড়তেই থাকল। লেফট্যানান্ট হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেল সাহায্য পাবার আশায়।

এবার অনেক লোক প্রাঙ্গনটায় এসে ভিড় করল, সামরিক ডাক্তার জি-আই এবং শ্রমিক। তারা চেষ্টা করছিল দেহটি বের করার জন্য। মসকা হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

রাস্তার বাতাস বেশ বিশুদ্ধ। অ্যামবুলেন্সগুলো লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। বিপরীত দিকে জার্মান ফায়ার ইঞ্জিনগুলো প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শ্রমিকরা প্রবেশপথের আবর্জনা তুলে ট্রাকে ভর্তি করছিল। ধারে একজন কর্নেল টেবিলটাকে কমাণ্ডিং পোস্ট বানিয়ে তার উপর দাঁড়িয়েছিল। জুনিয়ার অফিসাররা টেবিলের চারদিকে ভিড় করেছিল। মস্‌কা মজার সাথে দেখল তারা সবাই স্টিল হেলমেট পরে আছে। একজন অফিসার ইসারায় ডাকলেন।

তিনি বললেন, "তুমি গিয়ে আমাদের ইনটেলিজেন্স অফিস পাহারা দাও।" তিনি মস্‌কাকে তার পিস্তল বেল্ট খুলে দিলেন। যদি আর কোন বিস্ফোরণ হয় যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে।

প্রধান প্রবেশ দ্বার দিয়ে মসকা বাড়ীটায় ঢুকল। সিঁড়িটা আবর্জনার স্তূপে ভর্তি, সে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল ঘুরে ঘুরে। সে সিলিং-এর দিকে চেয়ে করিডর দিয়ে হাঁটতে লাগল। সে সযত্নে ঝুলে পড়া জায়গাগুলো এড়িয়ে চলতে লাগল।

করিডরের ঠিক মাঝখানেই ইনটেলিজেন্স অফিসটা, দরজা খুলে ঘরের মাত্র অর্ধেকটা আছে, বাকীটা প্রাঙ্গনের আবর্জনার স্তূপে মিশে গেছে। কোন কিছুই

পাহারা দেওয়ার নেই, একটা মাত্র তালা বন্ধ, ফাইল কেবিনেট ছাড়া। কিন্তু নীচে যে নাটক চলছিল তা সে খুব ভালভাবে দেখতে পাচ্ছিল।

আরাম করে একটা চেয়ারে বসে, পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। মেঝেতে কিছু একটা পায়ে ঠেকল। নীচু হয়ে সে বিস্ময়ের সাথে দেখল বীয়ারের বোতল মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। সে একটা তুলে দেখল ইটের চাপে ও সর্টারে বোতলটা তুবড়ে গেছে, মসকা দরজার তালায় বোতলটা খুলে আবার আরাম করে বসল।

নীচের প্রাঙ্গনের দৃশ্যটা জমাট হয়ে গেছে, ধূলি আচ্ছন্ন আবহাওয়ায় যেন স্বপ্নের মত, সে দেখতে পেল সেই দেহটার কাছ থেকে জার্মান শ্রমিকরা ইট সরাচ্ছে অবসন্ন ভঙ্গীতে। তাদের উপর ঝুঁকে একজন এ্যামেরিকান অফিসার ধৈর্য্য-ভরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে – তার গোলাপী ট্রাউজার সবুজ ব্লাউজ ধূলোয় সাদা হয়ে গেছে। তার পাশে একজন সার্জেণ্ট একটা পাত্রে রক্তের প্লাজমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিটা যেন কোন বড় চিত্রকরের আঁকা থেকে ধার করা। তাদের উপরের সূর্যা-লোকিত বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো ধূলো উড়ে বেড়াচ্ছে। তারপর ধূলোগুলো আস্তে আস্তে নেমে চুল ও পোশাক-আশাক সাদা করে দিচ্ছে।

মস্‌কা বীয়ার খাচ্ছিল আর সিগার টানছিল। সে করিডরে একজনের পায়ের শব্দ শুনল। পায়ের শব্দটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

লম্বা হলটা, যেখানে মেঝে ও সিলিং প্রায় মিশে গেছে, সেখানে ছোট একদল জার্মান নারী পুরুষকে দেখা যাচ্ছিল। ভীত আতংকিত দলটা তাকে লক্ষ্য না করেই তাকে অতিক্রম করে গেল। দলের শেষ মেয়েটা একটু রোগা, খাকী স্কী প্যাণ্ট এবং উলের ব্লাউজ পরেছিল। সে টলতে টলতে পড়ে গেল কিন্তু দলের কেউ লক্ষ্য করল না। মস্‌কা ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়েটাকে তুলে ধরল: মেয়েটা চলেই যেত, কিন্তু মস্‌কা বীয়ারের বোতল ধরা হাতটা বাড়িয়ে মেয়েটাকে থামাল।

মেয়েটা চোখ তুলল, মস্‌কা মুখটা দেখতে পেল। তার গলাটা মৃতের মত সাদা, চোখ দুটো আতঙ্কে বিস্ফারিত। চোখে জল নিয়ে মেয়েটা জার্মান ভাষায় বলল, "দয়া করে আমায় যেতে দিন।" মস্‌কা হাতটা সরিয়ে নিল, মেয়েটা এগোল। কিন্তু কয়েক পা যাওয়ার পরই দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খেল।

মস্‌কা নীচু হয়ে দেখল তার চোখ দুটো খোলা। কি করবে ভেবে না পেয়ে সে বীয়ারের বোতলটা মেয়েটার মুখে ধরল, কিন্তু মেয়েটা ঠেলে সরিয়ে দিল।

"না", মেয়েটা জার্মান ভাষায় বলল, আমি শুধু দুর্বলতার জন্য হাঁটতে পারছি না।

সে তার গলায় লজ্জার রেশ বুঝতে পারল। মস্‌কা একটা সিগারেট ধরিয়ে মেয়েটার ঠোঁটে দিল, তারপর তাকে তুলে একটা চেয়ারে বসাল।

মস্‌কা আর একটা বীয়ারের বোতল খুলল। এবার মেয়েটা একটুখানি খেল, নীচের প্রাঙ্গনে উত্তেজনা বেড়েছে। ডাক্তারকে খুব ব্যস্ত দেখাচ্ছে। রক্তের প্লাজমা নেওয়া লোকটা ঝুঁকে পড়েছে। থেঁতলানো, ধুলো মাখা মৃত দেহগুলো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মেয়েটা তার চেয়ার থেকে উঠে বলল, এবার আমি হাঁটতে পারব। সে চলে যাচ্ছিল কিন্তু মস্‌কা তার পথ আটকাল।

তার ভাঙা ভাঙা জার্মান ভাষায় মস্‌কা বলল, আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা কোরো। সে মাথা নাড়ল, মসকা বলল তোমার একটু মদ খাওয়া উচিত, মদ খেলে তুমি চাঙা হয়ে উঠবে।

কোন খারাপ কিছু করব না, আমার দিব্যি, মস্‌কা বলল। মেয়েটা হাসল এবং মসকার শরীর ঘেঁসে চলে গেল, আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে।

এই ভাবেই আরম্ভ হয়েছিল। নীচে শত্রু মিত্র সবারই মৃতদেহের মিছিল চলেছিল। ঠিক সেই লগ্নে মস্‌কা সেই দুর্বল নমনীয় মেয়েটার জন্য করুণা, এবং কেমন একটা অদ্ভুত স্নেহ অনুভব করেছিল। রাত্রে তারা ছোট্ট রেডিও শুনেছিল, আর পিপারমেন্টের মদ খেয়েছিল, মেয়েটা যখন চলে যাওয়ার কথা বলেছিল, মস্‌কা বিভিন্ন অজুহাতে তাকে আটকে ছিল। মেয়েটা নারাজ হয়নি। অবশ্য সমস্ত সন্ধ্যা ধরে মেয়েটা তাকে চুমু খেতে দেয়নি।

বিছানার চাদরের নীচে মেয়েটা তার পোষাক খুলেছিল; মস্‌কা সিগারেট ও মদে শেষ চুমুক দিয়ে বিছানায় গেছিল। সে তার দিকে খুব আগ্রহভাবে ফিরেছিল। মস্‌কা একটু অবাক হলেও খুশী হয়েছিল। কয়েক মাস পরে মেয়েটা বলেছিল যে সে বছরখানেক কোন পুরুষের সঙ্গ পায়নি। মস্‌কা হেসেছিল, মেয়েটা রাগ করে হেসে বলেছিল—"যদি কোন পুরুষ বলে, যে সবাই তাকে করুণা করে, তখন তারা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসে।"

কিন্তু প্রথম রাতেই সে বুঝেছিল শত্রু হিসাবে মেয়েটা তাকে ভয় করে। রেডিওর নরম সুর, গরম পানীয়, দামী সিগারেট মোটা মোটা স্যাণ্ডউইচ এসবের লোভ তার সাথে দেহের উগ্র কামনা মেয়েটা অতিক্রম করতে পারেনি। তারা দৈহিক ভাবে পরস্পরের উপযুক্ত ছিল এবং তারা দীর্ঘ অন্ধকারে কামনাময় রাত কাটিয়েছিল।

ধূসর সকালে সে যখন সিগারেট টানছিল মেয়েটা তখনও অঘোর ঘুমে। মস্কা ভাবল কিছু করুণা স্নেহের সঙ্গে এই ছোট্ট নরম শরীরটায় সে কত অত্যাচার করেছে, অবশ্য মেয়েটার উগ্র বাসনা তাকে অবাক করেছিল।

যখন হেলা বেলায় জেগে উঠল, তখন ভয় পেয়ে গেছিল, কোথায় সে আছে ভেবে না পেয়ে। পরে সে লজ্জা পেয়েছিল একজন শত্রুর কাছে এত সহজে আত্মসমর্পণ করাতে। তার গাটা মস্কার গায়ে জড়ানো ছিল, তার দেহ একটা মৃদু উষ্ণতায় তলিয়ে গেছিল। সে কনুইয়ের ভর দিয়ে উঠে মস্কার মুখ দেখল। এই ভেবে লজ্জা পেল যে সে মস্কার মুখটাও ভাল করে দেখেনি।

শত্রু-মুখটা সরু প্রায় সাধু সাধু, শক্ত চোয়াল, মুখের মধ্যেও যা নমনীয় হয় না। সে শক্ত হয়ে শুয়েছিল সঙ্কীর্ণ বিছানায়, খুব চুপচাপ শুয়েছিল, মনে হচ্ছিল নিঃশ্বাসই ফেলছে না, মেয়েটা ভাবছিল এইভাবে দেখার জন্য মস্কা কি লজ্জা পাচ্ছে।

হেলা খুব শান্তভাবে বিছানা থেকে নেমে পোষাক পরে নিল। তার খিদে পেয়েছিল। মস্কা টেবিলের উপর দেখে নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেটটা ভাল স্বাদের। সে বাইরে তাকাল রাস্তা থেকে কোন আওয়াজ না পেয়ে বুঝল, এখনও খুব বেলা হয়নি। তার চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আশা করছিল মস্কা ঘুম থেকে জাগার পর ঘরের কোণে টিনের খাবার দেবে। সে লজ্জা এবং আনন্দের সাথে ভাবল, তার নিশ্চয়ই অধিকার জন্মেছে খাবার পাওয়ার।

বিছানার দিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠল, এ্যামেরিকানটা চোখ খোলা রেখে চুপচাপ তাকে দেখছে। সে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং একটা হাস্যকর লজ্জার সাথে হাত বাড়িয়ে বিদায় চাইল। মসকা হাসল, হাত বাড়িয়ে তাকে বিছানায় টেনে নিল। সে ইংরেজীতে বলল, "আমরা দুজন প্রাণের বন্ধু।"

সে বুঝতে পারল না, ঠাট্টা করছে ভেবে রেগে গেল। জার্মানে বলল, আমায় যেতে হবে, কিন্তু সে তার হাত ছেড়ে দিল না।

'সিগারেট' মস্কা বলল, সে তার জন্য একটা ধরিয়ে দিল। সিগারেট টানার জন্য সে উঠে বসল, গায়ের চাদরটা পড়ে যেতে দেখল তার কুঁচকি থেকে বুক পর্যন্ত "একটা সাদা ক্ষতের দাগ।" মেয়েটা জার্মানে বলল, "যুদ্ধে"।

সে হাসল, তার দিকে দেখিয়ে বলল, "তুমি"। ক্ষণকালের জন্য তার মনে

হল সে তাকে ব্যক্তিগতভাবে দোষী করছে। সে মুখটা ঘুরিয়ে নিল, যাতে তাকে আর না দেখতে হয়।

সে তার ভাঙা ভাঙা জার্মানীতে বলল, 'তোমার কি খিদে পেয়েছে?' সে মাথা নাড়ল, সে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল, গায়ে কাপড় ছিল না। থমথমে পোষাক পরছিল মেয়েটা চোখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখল। ব্যাপারটা মসকাকে মজা দিল।

বেরোবার জন্য তৈরী হয়ে সে তাকে ছোট্ট করে চুমু খেয়ে জার্মানে বলল, "বিছানায় ফিরে যাও।" সে কোন ভাবান্তর দেখাল না, বুঝতে পারল না সে কথাটা বুঝেছে কিনা। তবে মসকা বুঝতে পারল সে কথাটা বুঝেছে, কোন কারণে রাজী হচ্ছে না। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বাইরে মোটর পুলের দিকে। সে মেস-হলে গিয়ে কিছু কফি, ভাজাডিম আর স্যাণ্ডউইচ নিয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখল সে এখনও পোষাক পরেই জানালার ধারে বসে আছে।

সে তাকে খাবার দিল, দুজনে মিলে কফি খেল। মেয়েটা একটা স্যাণ্ডউইচ ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল, কিন্তু সে তার মাথা নাড়ল। সে দ্বিতীয়বার তাকে আর যাচল না।

"তুমি কি আজ রাতে আসবে?" সে জার্মানে জিজ্ঞেস করল।

সে মাথা নাড়ল। তারা পরস্পরের দিকে দেখল, মসকার মুখে কোন আবেগ ছিল না। মেয়েটা দেখল সে আর তাকে বলবে না, সে তার মন এবং স্মৃতি থেকে তাকে মুছে ফেলতে প্রস্তুত। তারা যে রাতটা কাটাল তাও মুছে ফেলবে। তার নিজের গর্বের জন্য এবং বিবেচক প্রেমিকের কথা ভেবে সে বলল "কালকে"? সে হাসল। সে কফিতে শেষ চুমুক দিল। ঝুঁকে তাকে চুমু খেল, তারপর চলে গেল।

সে এসব কথা বলত মসকাকে কিছুকাল ধরে। তিন মাস কি চার মাস তারা পরম আরামে কাটাল, একদিন ঘরে ফিরে এসে দেখল তাকে চিরন্তন বধূর বেশে, কি একটা কাজ করছিল।

'আহা', সে জার্মানে বলল, "সুন্দরী বধূ"।

হেলা সুন্দর করে হাসল এবং তার দিকে এমনভাবে তাকাল মনে হল, সে তার অন্তরে প্রবেশ করতে চাইছে। বুঝতে চাইছে তার এই নতুন রূপ তার মনে কি ধারণার সৃষ্টি করেছে। সেই থেকে তার যাত্রা শুরু হোল তাকে জয় করার। যাতে

সে তাকে কোনদিন ত্যাগ করতে না পারে। যাতে এই শত্রুর দেশে তাকে নিয়ে বাস করে।

তারপরে সেই শেষ মারাত্মক অস্ত্র প্রয়োগ। সে গর্ভবতী হোল। কিন্তু সে কোন ঘৃণা বা করুণা বোধ করেনি শুধু মাত্র বিরক্তি।

"মুক্ত হতে হবে", মস্‌কা বলল, একজন ভাল ডাক্তারের সাথে আলোচনা করব।

"না", হেলা মাথা নাড়ল, আমি মা হতে চাই।

মস্‌কা কাঁধ ঝাঁকাল "আমি বাড়ী চলে যাব, কেউ আমায় আটকাতে পারবে না।"

"ঠিক আছে"—সে কোন আপত্তি করল না। মেয়েটা তার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিল। তাই সে না বলে থাকতে পারল না, "আমি ফিরে আসব।" যদিও কথাটা তখন মিথ্যে ছিল। হেলা তার দিকে তীব্রভাবে তাকাল এবং সে বুঝতে পারল তার মিথ্যে কথা সে বুঝতে পেরেছে। সেটাই ভুল হয়েছিল। পরবর্তীকালে তারা যে বারবার তার কথাটা বলেছে এবং শেষে তারা দুজনেই বিশ্বাস করেছিল, যে সে ফিরে আসবে।

শেষ দিনে সে বাড়ী ফিরে দেখল সে ইতিমধ্যেই তার ব্যাগ গুছিয়ে দিয়েছে। লাঞ্চের পরে অক্টোবরের ঠাণ্ডায় কমলা রঙ আলো ঘরটাকে ভরিয়ে দিয়েছিল। যাওয়ার জন্য ট্রাক রাত্রের খাবারের পর যাত্রা করবে। সে আতঙ্কিত এইটুকু সময় তার সাথে কাটাতে হবে ভেবে। চল আমরা বেড়াতে যাই, সে বলল। মেয়েটা মাথা হেলাল।

সে তাকে ইশারা করল এবং দুজনেই কাপড় ছাড়ল, আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ তার চোখে ধরা পড়ল। তার কোন ইচ্ছে ছিল না কিন্তু সে জোর করে তার ইচ্ছেটাকে জাগাল, এবং তার আবেগের প্রাচুর্য্যে সে লজ্জা পেল। যখন যাওয়ার সময় হল সে পোষাক পরল এবং তাকে পোষাক পরতে সাহায্য করল।

আমি এখন চলে যেতে চাই, মসকা বলল। ট্রাকে যাত্রার সময় পর্যন্ত তোমায় অপেক্ষা করতে হবে না।

সে বাধ্য মেয়ের মত বলল, ঠিক আছে। নিজের কাপড় চোপড় গুছিয়ে সে তার ছোট স্যুটকেশে রাখল। বেরোবার সময় সে তাকে সমস্ত সিগারেট ও তার কাছে যত জার্মান টাকা ছিল তাকে দিয়ে দিল। দুজনে এক সাথে বেরোল। রাস্তায় সে তাকে বিদায় জানিয়ে চুমু খেল। সে দেখল, হেলা কথা বলতে পারছে না,

চোখ জলে ভরে গেছে। কিন্তু সে সোজা হেঁটে চলে গেল কোনদিকে না তাকিয়ে এবং একবারও পেছন না ফিরে।

সে তাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেখল এই বিশ্বাসে যে সে কোনদিন আর তাকে দেখবে না। এত সহজে ও ঝামেলা ছাড়া ব্যাপারটা হয়ে যাওয়াতে সে মনে মনে স্বস্তি পেল। তার মনে পড়ল কয়েক রাত আগের কথা। সে আন্তরিকতার সাথেই বলেছিল আমার জন্য বা বাচ্চার জন্য চিন্তা কোর না। নিজেকে অপরাধী মনে কোর না। যদি তুমি ফিরে না আস তবে বাচ্চাটাই আমাকে সান্ত্বনা দেবে, আমি ভাবতে পারব আমরা এক সময় কত সুখে ছিলাম। তুমি যদি না চাও তবে শুধু আমার জন্য ফিরে এসো না।

সে রাগ করেছিল, কথাগুলো তার কাছে নকল মহত্বের মত মনে হয়েছিল। সে বলেছিল, আমি তোমার জন্য এক বছর বা দু বছরও অপেক্ষা করতে পারি।

হেলা বলেই চলল—তুমি যদি না আস, আমি অসুখী হব না, আমি আর কাউকে খুঁজে নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেব, এই ভাবেই লোকে জীবন কাটায়। তুমি কি বুঝলে আমি ভয় পাচ্ছি, না? সে বুঝতে পেরেছিল, সে বিচ্ছেদকে অথবা তার মধ্যে স্নেহের অথবা কঠোরতা জমেছে তাকে আর ভয় করে না। কিন্তু যেটার জন্য হেলাকে হিংসে করছিল সেটা হোল তার ঔদার্য্য, এই কঠোর বাস্তব পৃথিবীটাকে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা। সে ভালবাসায় এখনও বিশ্বাস হারায়নি এবং সে নিজের চেয়ে মসকার জন্য বেশী দুঃখ পায়।

একটা বাদামী দেওয়াল তার চোখের সামনে থেকে সবকিছু মুছে দিল। প্লেনটা সোজা হল। মসকা দূরের এয়ারফিল্ড বিমানের হ্যাংগার ও ছোট ছোট বাড়ীগুলি দেখতে পেল। প্রশাসক বাড়ীটা সূর্যালোকে ঝকঝক করছিল। অনেক দূরে সে ব্রেমনের অবশিষ্ট দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ীগুলো দেখতে পেল। সে বুঝতে পারল বিমানের চাকা মাটি স্পর্শ করল একটা ঝাঁকুনির সাথে। সে প্লেনের বাইরে আসার জন্য ছটফট করছিল, হেলার জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য। ঠিক এই সময়ে বিমান থেকে বেরোবার মুহূর্তে সে খুব নিশ্চিত হয়ে গেল এই ভেবে যে হেলা নিশ্চয়ই তার জন্য অপেক্ষা করছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একজন জার্মান কুলি তার স্যুটকেশ বিমান থেকে বের করে আনল। এবার মসকা দেখল এডি কেসিন তার সাথে দেখা করার জন্য এগিয়ে আসছে। সে খুব শান্তভাবে করমর্দন করে একটা সহানুভূতি মিশ্রিত কম্পিত গলায় বলল, ওয়ালটার, তোমার সাথে আবার দেখা হয়ে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

কাজ ঠিক করে দেওয়া ও এখানে আসার জন্য কাগজপত্র ঠিক করে দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, মসকা বলল।

ওটা কিছু নয়, এডি কেসিন বলল, একজন পুরোন লোক ফিরে এসেছে সেটাই আমার কাছে বেশী আনন্দের ব্যাপার। ওয়ালটার, আমরা একসাথে কত সুন্দর ও স্মরনীয় মুহূর্ত কাটিয়েছি। সে তার একটা ব্যাগ তুলে নিল।

মসকা তার নীল জিম ব্যাগ আর একটা সুটকেশ নিয়ে বিমানক্ষেত্রের বাইরের দিকে হেঁটে চলল।

এডি কেসিন বলল আগে—আমার অফিসে চল সেখানে একটু পান করা যাবে, পুরোন বন্ধুদের সাথেও দেখা হবে। সে তার খোলা হাতটা মসকার কাঁধে রেখে বলল, তুই জানিস তোর মত পুরোন একটা শয়তান ফিরে আসাতে আমি আনন্দিত হয়েছি।

মসকা একটা শিহরণ অনুভব করল। এই উষ্ণ ভালবাসার ছোঁয়ায় তার মনে হল এতদিনে সে গন্তব্যে পৌঁছেছে।

তারা একটা তারের বেড়ার পাশ দিয়ে একটা ইঁটের তৈরী বাড়ীর দিকে এগোতে লাগল। বাড়ীটা একটু দূরে ছিল অন্য বাড়ী থেকে।

"আমি এখানকার সর্বেসর্বা", এডি কেসিন জানাল। সে হচ্ছে সিভিলিয়ান পার্সোনেল অফিসার। যিনি সিভিলিয়ান পার্সোনেল অফিসার তিনি সব সময় উড়ে বেড়ান। "পাঁচশজন জার্মানদের আমি প্রভু, পাঁচশ জনের মধ্যে দেড়শজনই মেয়ে, কেমন জীবন বল ওয়ালটার।"

বাড়ীটা একতলা, বাইরের অফিসটা বিরাট বড়। জার্মান ক্লার্করা এদিক ওদিক

যাওয়া আসা করছিল। অনেক নতুন লোক বসেছিল ইণ্টারভিউ দেওয়ার জন্য,. মেকানিক বা কিচেনের, মেসের ইত্যাদি কাজের জন্য। কিছু বাজে দেখতে লোক, বৃদ্ধা, যুবক এবং অনেক যুবতী মেয়ে, তাদের মধ্যে অনেকে সুন্দর ছিল। এডি যখন চলে গেল তখন তাদের চোখ সেদিকে ধাওয়া করল।

এডি ভেতরের অফিসের দরজা খুলল। এখানে দুটো পাশাপাশি ডেস্ক ছিল, যাতে বসলে মুখোমুখি হওয়া যায়। একটা চেয়ারে লেখা ছিল, লেফট্যানাণ্ট এ. ফোর্ট, সি পি ও। একগুচ্ছ নীল কাগজ সই হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। অন্য ডেস্কটায় দুটো বাক্স, কাগজে উপচে পড়ছে। কাগজে প্রায় ঢেকে যাওয়া লেখাটা মসকা পড়তে পারল, ই কেসিন, এ্যাসিস্টেণ্ট সি পি ও। কোণে একটা ডেস্কে একটা খারাপ দেখতে মেয়ে টাইপ করছিল। একটুখানি থেকে সে এডিকে গুড আফটারনুন জানাল—'কর্নেল আপনাকে ফোন করতে বলেছেন।'

এডি মসকার দিকে চোখ পিটপিট করে টেলিফোনটা তুলে নিল। সে যখন কথা বলছিল মসকা একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করার চেষ্টা করল। সে এডির দিকে তাকিয়ে হেলার চিন্তাটা তাড়াতে চাইল। এডি একদম পাল্টায়নি ভাবলো সে। চুলগুলো ধূসর কোঁকড়ানো, দোহারা চেহারায় এখনও বেশ শক্ত সমর্থ। মুখটা মেয়েদের মত স্পর্শকাতর, নাকটা লম্বা, নবাব-নবাব গোছের। চোয়ালটা দৃঢ়। চোখগুলো যেন কামনার পর্দায় ঢাকা। চুলের ধূসরতা খানিকটা গায়ের রঙের সাথে সাদৃশ্য রচনা করেছিল। তথাপি তার আকৃতি যৌবনময়, সহজ সরল। কিন্তু মসকা জানে যখন এডি মদ খেয়ে মাতাল হয় তখন তার পাতলা ঠোঁটে একটা বিশ্রী কুঞ্চন আসে, মুখটা হয়ে ওঠে ভীষণ। সেই ভীষণতার রূপ বুঝতে পারে সেই সব মেয়েরা যারা তার সাথে তখন থাকে। এডি সম্বন্ধে তার বেশ একটা ধারণা হয়ে গেছে, মদ আর মেয়ে মানুষের ব্যাপারে একটা শয়তান স্বরূপ। অন্য সময়ে সে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ, বন্ধুর জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত। এডি বেশ চালাক, হেলা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করে না। তার ইচ্ছে করছিল এডিকে জিজ্ঞেস করে হেলার সাথে দেখা হয়েছে কিনা বা তার কি হয়েছে। কিন্তু সে জিজ্ঞেস করতে পারল না।

ফোনটা রেখে এডি তার ডেস্কের একটা ড্রয়ার খুলে এক বোতল জিন এবং এক টিন আঙ্গুরের রস বার করল। টাইপিস্টের দিকে চেয়ে বলল—ইঙ্গেবর্গ, গিয়ে গ্লাসগুলো ধুয়ে আনো তো। সে কয়েকটা গ্লাস নিয়ে চলে গেল। এডি ভেতরের

দরজার দিকে গিয়ে বলল, এসো ওয়ালটার, তোমার সাথে আমার কয়েকজন বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিই।

পাশের অফিসে একজন বেঁটে মোটা, চ্যাপ্টা মুখ লোক চেয়ারের হাতলের উপর পা তুলে দাঁড়িয়েছিল। সে হাতে কাগজ নিয়ে পড়ছিল, তার পরণে ছিল এডির মতই অলিভ সবুজ ইউনিফর্ম, লোকটার সামনে একজন জার্মান শক্ত হয়ে এ্যাটেনসানে দাঁড়িয়েছিল ধূসর সবুজ টুপিটা বগলের মধ্যে নিয়ে। জানালার ধারে একজন লম্বা দেখতে এ্যামেরিকান সিভিলিয়ান বসেছিল। তার চোয়াল লম্বা এবং চৌকো ছোট মুখ।

"উলফ", লোকটার দিকে তাকিয়ে এডি বলল, "ওয়ালটার মসকা একজন আমার পুরোন বন্ধু।"

ওয়ালটার উলফ এখানকার নিরাপত্তার লোক। সে কাজের খোঁজে আসা ক্রাউটদের তাড়া করে।

করমর্দনের পরে, এডি বলতে লাগল, ঐ জানালার পাশের লোকটা হল গর্ডন মিডলটন। তিনি এখনও বেকার, তাই তাকে এখানে সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছে। কর্নেল একে তাড়াতে চান তাই তাকে কোন কাজ দেওয়া হয়েছে। মিডলটন করমর্দন করার জন্য উঠল না। তাই মসকা শুধু মাথাই নাড়ল, লোকটা একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। এডি হাত নেড়ে জার্মানটাকে বাইরে যেতে বলল, জার্মানটা বুটের শব্দ করে মাথা ঝুঁকিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। উলফ একটা ঘৃণার সাথে তার কাগজটা টেবিলে ফেলে দিল।

—কোনদিন পার্টিতে ছিলাম না, এস-এতে না, হিটলারের যুবক বাহিনীর মধ্যেও না, আমি একজন নাৎসীকে দেখার জন্য বড় উন্মুখ।

সবাই হেসে উঠল। এডি জ্ঞানীর মত মাথা নেড়ে বলল, সবাইএর এক কথা। উলফ, এখানে ওয়ালটার একমাত্র লোক যে তোমার মনের মত। একটা কঠোর চরিত্র যখন আমরা মিলগভে একসাথে ছিলাম তখন দেখেছি।

"তাই নাকি"—উলফ তার ধূসর ভুরু তুলে বলল।

হ্যাঁ মিলগভে আমরা একটা ঝামেলায় পড়েছিলাম, ক্রাউটরা সমস্ত জার্মান প্রতিষ্ঠানে কয়লা সরবরাহ করতো, কিন্তু যখনই কয়লা আসার কথা হোত, কয়লা প্রশাসক বলতেন, কয়লা নেই বা ট্রাক নেই। এই ছেলেটিই সমস্যার সমাধান করেছিল।

"শুনে খুব ভাল লাগছে", উলফ বলল। তার একটা সহজ এবং অনুগ্রহভাজন করার গলার স্বর ছিল। উপর নীচ মাথা নাড়ানোর ভঙ্গীটা এমনই যেন ব্যাপারটা সে পুরো বুঝে ফেলেছে।

ইঙ্গেবর্গ গ্লাস, বোতল এবং ফলের রসের বোতল নিয়ে এল। জিন ছাড়া এডি চারটি গ্লাসে পানীয় ঢালল। বোতলটা সে মিডলটনকে দিয়ে বলল, এই কাজে এইই একমাত্র লোক যে মদ খায় না, জুয়ো খেলে না, মেয়েদের পেছনে ধাওয়া করে না, সেই জন্য কর্নেল একে তাড়াতে চান। সে ক্রাউটদের মধ্যে খারাপ প্রভাবের সৃষ্টি করবে।

গর্ডন বলল, "এ গল্পটা শোনা যাক"।

তার নীচু গলা বেশ ভদ্র, ধৈর্যশীল।

"আচ্ছা বলছি"—এডি শুরু করল:

"ব্যাপারটা হোল, মস্কাকে প্রত্যেক শনিবার ঘোড়ায় চড়ে ক্যাম্পে যেতে হোত কয়লার সরবরাহ নিশ্চিত করতে। এক দিন সে ক্লাপ খেলায় ব্যস্ত ছিল বলে ট্রাকগুলো ওকে ছাড়াই গেছিল। কিন্তু কয়লা পাওয়া গেল। আমি তাকে গাড়ী করে নিয়ে গেলাম যেখানে ট্রাকগুলো অচল হয়েছে। মস্কা ড্রাইভারদের উদ্দেশ্য করে ছোট্ট একটা বক্তৃতা করল।'

মস্কা ডেস্কে ভর দিয়ে বিব্রতভাবে একটা সিগারেট ধরাল। তার মনে পড়ল ঘটনাটা, বুঝতে পারল এডি ঘটনাটাকে নিয়ে কি ধরণের গল্প বানাবে। তাকে এখানে বীর বানিয়ে দেবে, কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সেরকম ছিল না। ড্রাইভারদের সে বলেছিল যদি তাদের কাজে ইচ্ছে না থাকে তবে সে কাজ থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করবে। যদি তাদের কাজ করার ইচ্ছে থাকে তবে তাদের যে কোনমতে ডি পি ক্যাম্পে কয়লা পৌঁছে দিতে হবে, ঘাড়ে করে হলেও পৌঁছে দিতে হবে। একজন ড্রাইভার চলে গেছিল, মস্কা তার নামটা টুকে নিয়ে সবাইকে সিগারেট দিয়েছিল।

এডি তরতরিয়ে এমনভাবে বলছে যে সে ছ'জন ড্রাইভারকে ধরাশায়ী করে দিয়েছিল।

'তারপর সে কয়লা প্রশাসকের বাড়ী গিয়ে কিছু কথা বলল, ক্রাউটরা কাজ করে না বসে থাকে। পরের শনিবার থেকে কয়লা আসতে আরম্ভ করল। সত্যিই একজন একজিকিউটিভ।' এডি প্রশংসাভরে মাথা দোলাল।

সব বুঝে যেলার ভঙ্গীতে উল্ফ উপর নীচে মাথা নাড়ছিল। "এই ধরণের লোক আমাদের এখানে দরকার", সে বলল, "এই ক্রাউটগুলো খুন করে পালিয়ে যায়।"

"তুমি এখন তা করতে পার না, 'ওয়ান্টার'"— এডি বলল।

"আহা, আমরা ক্রাউটদের গণতন্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছি"— উলফ এমন বিরক্ত মুখ করে বলল যে সবাই হেসে উঠল।

এমন কি মিডলটন পর্যন্ত মৃদু হাসল।

সবাই মদে চুমুক দিল। মস্কা জানালায় গিয়ে দেখল একটা মেয়েকে গেটের দিকে যেতে।

এখানে এমন সুন্দর মেয়ে আছে দেখছি, সে মন্তব্য করল।

এই সময় দরজাটা এক ঠেলায় খুলে ফেলে ধাক্কা খাওয়া একজন লম্বা ও সোনালী চুলের ছেলে ঘরে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল। তার হাতে হ্যাণ্ডকাফ দেওয়া ছিল। সে কাঁদছিল, তার পেছনে দুজন লোক কালো স্যুট পরা। একজন এগিয়ে এল।

"হ্যার ভলম্যান", সে বলল, "এই লোকটা আমাদের সাবান চুরি করেছে"।

উল্ফ হাসিতে ফেটে পড়ল।

"সাবান চোর"— সে মস্কা ও এডির কাছে ব্যাখ্যা করল। জার্মান ছেলেদের দেওয়ার জন্য অনেক রেডক্রস সাবান চুরি গেছিল। এই লোক দুজন এই শহরের ডিটেকটিভ।

একজন লোক হ্যাণ্ডকাফটা খুলে দিল। সে তার তর্জনী ছেলেটার নাকের কাছে নিয়ে বলল "বোবা সাজার চেষ্টা কোর না"। ছেলেটা মাথা হেলাল।

উল্ফ কঠোর ভাবে বলল, তোমরা এবার যেতে পার। লোকদুটো পিছিয়ে চলে গেল।

উল্ফ ছেলেটার কাছে গিয়ে এক ধাক্কায় তার মাথাটা সোজা করে দিয়ে বলল, "তুমি জানো ঐ সাবানগুলো জার্মান ছেলেদের দেওয়া হোত।"

ছেলেটা তার মাথাটা নীচু করল, কোন উত্তর দিল না।

তুমি এখানে কাজ কর। তোমাকে বিশ্বাস করা হত। আর এ্যামেরিকানদের জন্য তুমি কাজ করতে পারবে না। তুমি যদি কাগজে লিখে দাও যে তুমি এই কাজ করেছ তাহলে আমরা তোমায় শাস্তি দেব না, রাজী আছ?

ছেলেটা তার মাথা হেলাল।

"ইঙ্গেবর্গ"—উলফ ডাকল। জার্মান টাইপিষ্ট ঘরে এল। উলফ সেই লোক দুটিকে বলল, "তোমরা একে পাশের অফিসে নিয়ে যাও, ইঙ্গেবর্গ জানে কি করতে হবে।' সে মস্কা ও এডির দিকে ঘুরে বলল, "ব্যাপারটা খুব সহজ"। বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হাসল। "এটা সবাইকে বিভিন্ন ঝামেলা থেকে বাঁচাল, ছেলেটা ছ'মাসের শাস্তি পাবে।"

মস্কা বলল, "কিন্তু তুমি যে ছেলেটাকে ছেড়ে দেবে, বললে।"

উল্ফ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল "ঠিক। কিন্তু জার্মান পুলিশরা তাকে ব্ল্যাক মার্কেট করার জন্য ধরেছে, ব্রেমেনের পুলিশ চীফ আমার পুরনো বন্ধু। আমরা পরস্পরের সহযোগিতা করি।"

"আইন কাজ করছে", এডি বলল, 'ছেলেরা সাবান চুরি করেছে কি হয়েছে—তাকে একটা সুযোগ দাও।'

উলফ উত্তর করল—"এটা করা যায় না, চুরি করে সব শেষ করে দেবে।" সে তার টুপী পরে বলল – "আজকের রাতটা ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হবে। কিচেনের সমস্ত কর্মীদের তাদের ছুটির পর সার্চ করার পর তবে মুক্তি। সে হেসে বলল, "ব্রেমেন থেকে একজন মেয়ে পুলিশ আসে মেয়ে কর্মীদের সার্চ করার জন্য। সে দুটো বিরাট রাবার গ্লাভস এবং জি-আই সাবান নিয়ে আসে। তুমি ধারণা করতে পারবে না মেয়েগুলো মাখনের স্টিক কোথায় কোথায় লুকোয়. দূর, দূর"—উলফ থুতু ফেলল।

উলফ চলে যাওয়ার পরে মিডলটন উঠে দাঁড়িয়ে তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলল, কর্নেল একে পছন্দ করেন।

সে মসকার দিকে হাসল, যেন ব্যাপারটা তাকে মজা দেয় এবং যাতে তার কোন রাগও নেই। অফিস থেকে চলে যাওয়ার আগে এডিকে বলল, আমি আগের বাসেই চলে যাব। মসকার দিকে তাকিয়ে বলল, ঐখানেই দেখা হবে, ওয়াল্টার।

দিনটা ছিল সপ্তাহের শেষ দিন। জানলা দিয়ে মসকা দেখল, জার্মান শ্রমিকরা গেটের কাছে ভিড় করছে, সার্চ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। মিলিটারী পুলিশ তাদের সার্চ করছে।

এডি জানলার কাছে গিয়ে মসকার পাশে দাঁড়াল।

"আমার অনুমান তুমি শহরে গিয়ে মেয়েটার খোঁজ করতে চাও", এডি মিষ্টি করে হাসল, "এর জন্যই তোমার জন্য আমি এখানে একটা চাকরী ঠিক করলাম, মনে হয়েছিল তুমি মেয়েটার জন্য আসতে চাও, ঠিক তো ?"

"আমি জানি না", মসকা বলল, "তবে কিছুটা অনুমান করতে পারি।"

"তুমি কি শহরে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে তারপর মেয়েটার খোঁজ করবে, না, এখনই তার খোঁজে যাবে ?"

আগে থাকার ব্যবস্থা হোক, মসকা বলল।

এডি হেসে বলল—"তুমি যদি এখন যেতে চাও তাহলে মেয়েটাকে ঘরেই পাবে। যদি আগে থাকার জায়গা ঠিক করতে চাও তাহলে মেয়েটাকে রাত আটটা অবধি পাবে না, হতে পারে তখনও তাকে পাবে না।"

"আমার কঠিন ভাগ্য", মসকা বলল।

তারা দুজনে একটা স্যুটকেশ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল যেখানে এডি তার জিপটা পার্ক করেছিল।

এডি মোটর স্টার্ট করার আগে মসকার দিকে তাকিয়ে বলল "তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করনি, তবু আমি বলছি, আমি তাকে অফিসের কাছে অথবা কোন জি-আইর সাথে দেখিনি।" একটুখানি থেমে আরম্ভ করল, "তুমি নিশ্চয় চাইতে না আমি তার খোঁজ করি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্রেমেনে ঢোকার মুখে ব্রিজটার উপরে এসে মসকা রাস্তা চিনতে পারল। দূরে একজন রোগে ক্ষয়প্রাপ্ত মানুষের মত গীর্জার চূড়াটা দাঁড়িয়েছিল। তারপর তারা চেনা পুলিশ প্রেসিডিও পেরিয়ে গেল যার কালচে সবুজ বিস্ফোরণের সাদা দাগ এখনও চোখে পড়ল। তারা সোয়াঘাসার হেরস্ট্রেসী দিয়ে ব্রেমেনের অন্য প্রান্তে চলে গেল যে এলাকাটা এককালে খুব ফেসনেবল্ ছিল। এখন এর বাড়ীগুলো সৈন্যদের আবাসস্থলে পরিণত রয়েছে।

মস্কা তার পার্শ্ববর্তী লোকটার কথা ভাবছিলো। এডি কেসিন কোনদিন রোম্যান্টিক ছিল না, মসকা থেকে সে সম্পূর্ণ বিপরীত। তার মনে পড়ল তারা যখন জি-আইতে ছিল এডি একজন বেলজিয়ান তরুণীর সাথে পরিচিত হয়েছিল। মেয়ে ড্রেসডেনের পুতুলের মত সুন্দর ছিল। এডি তাকে একটা ছোট্ট জানালাবিহীন বিলেটে রেখেছিল। মেয়েটা তিনদিন ধরে প্রায় তিরিশজন জি-আই-এর কামনা মিটিয়েছিল। লোকগুলো একটা বাইরের ঘরে যেটা আসলে রান্নাঘর ছিল, বসে তাস খেলছিল আর তাদের পালার জন্য অপেক্ষা করছিলো। মেয়েটা এত সুন্দর ও ভাল প্রকৃতির ছিল যে লোকগুলো তাকে নিজের গর্ভবতী স্ত্রীকে আদর করার মত আদর করেছিলো। তারা তাকে ডিম, হ্যাম, বেকন ইত্যাদি উপহার দিয়েছিল—তার লাঞ্চ আর সাপারের জন্য তারা মেস থেকে খাবার নিয়ে আসত। রাতদিন সবসময় তার ঘরে কেউ না কেউ থাকত এবং সে সবাইকে সমান আদর আর ভালবাসা দিয়েছিল। একটা ব্যাপারে সে একটু জোর দেখাত, এডি কেসিনকে দিনের মধ্যে অন্তত একবার একঘণ্টার জন্য হলেও তার কাছে থাকতে হোত। মেয়েটা সব সময় 'ড্যাডি' বলে ডাকত।

"সে এত সুন্দর ছিল যে তার কাছে থাকতে হত"—এডি বলেছিল। মস্কা তার কথার সুরে একটা সন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করত।

তারা কারফারস্টেন এ্যালি থেকে মেটসার স্ট্রেসীর দিকে চলল। বড় বড় পাতায় ভর্তি গাছের ছায়ায় তাদের গাড়ি চলছিল। এডি একটা নতুন নতুন দেখতে ইঁটের চারতলা বাড়ীর সামনে গাড়ী পার্ক করল। সামনে একটা ছোট লন্ ছিল।

"এইটাই অবিবাহিত এ্যামেরিকানদের জন্য সবচেয়ে বড় বিলেট", এডি বলল।

গ্রীষ্মের সূর্য একটা কালচে লাল আলোয় ইটগুলোকে রাঙিয়ে দিয়েছিল। রাস্তা-গুলো গভীর ছায়ায় তন্দ্রামগ্ন। মস্কা তার স্যুটকেস ও জিম ব্যাগ তুলল। এডি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল। দরজায় জার্মান গৃহকর্তার সাথে দেখা হোল।

"ইনি হলেন ফ্রাউ মেয়ার" -- কেসিন বলল এবং হাত দিয়ে মহিলাটির কোমর জড়িয়ে ধরল। ফ্রাউ মেয়ারের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, চুলগুলো প্লাটিনামের মত সোনালী। অনেক বছর ধরে সাঁতার শিক্ষিকার কাজ করার ফলে তাঁর চেহারাটা এখনও দারুণ ছিল। তাঁর চাউনি বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ।

মসকা মাথা হেলাল।

মহিলা বললেন, মিঃ মসকা, আপনাকে দেখে খুশী হলাম, এডি আপনার সম্বন্ধে অনেক গল্প করেছে।

এক সঙ্গে তারা তিন তলায় উঠে এল। মহিলাটি একটি ঘরের দরজা খুলে দিয়ে চাবিটা মসকাকে দিলেন। ঘরটা বিরাট বড়। এক কোণে একটা সংকীর্ণ বিছানা, অন্যপ্রান্তে সাদা রঙ করা একটা বৃহৎ ওয়ার্ডরোব। দুটো বড় জানালা দিয়ে সন্ধ্যার মরা আলো ও ভোর বেলার মিষ্টি রোদ ঘরে ঢোকে। ঘরের বাকী অংশ খালি।

মসকা তার স্যুটকেশ দুটো রাখল। এডি বিছানায় বসে ফ্রাউ মেয়ারকে বলল, "ইয়ারগেনকে ডাকুন।"

ফ্রাউ মেয়ার বললেন, আমিও বিছানার চাদর আর কম্বল নিয়ে আসি। তাঁর ওপরে ওঠার শব্দ তারা পেল।

'খুব ভাল মনে হচ্ছে না', মসকা বলল।

এডি কেসিন বলল, এখানে একজন ম্যাজিসিয়ান আছে। সে হলো ইয়ারগেন, ওসব ঠিকঠাক করে দেবে।

অপেক্ষা করতে করতে এডি বিলেটটা সম্বন্ধে বলতে লাগল: ফ্রাউ মেয়ার খুব ভাল গৃহকর্ত্রী, দেখবে গরম জল সব সময় প্রস্তুত আছে। আটজন কাজের মেয়ে সব কিছু পরিষ্কার ঝকঝকে রাখে। এখানকার লণ্ড্রিও খুব ভাল। তিনি নিজে দুটো ঘর নিয়ে থাকেন। ঘরগুলো সাজান গোছান, বেশ আরামদায়ক। আমি বেশীর ভাগ সময় সেখানে কাটাই।

এডি বলে চলল, তোমার ঘরটার ঠিক নীচে আমার ঘর। সুতরাং আমরা পরস্পরকে ঠিক লক্ষ্য রাখতে পারব না, ভগবানকে ধন্যবাদ।

সন্ধ্যা যত নেমে আসছিল মসকা মনে মনে অধৈর্য্য হয়ে পড়ছিল আর এডির বিলেট সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনে যাচ্ছিল। এডি বলছিল —মেটসার স্ট্রীটের এ্যামেরিকানদের কাছে ইয়ারগেন অবশ্য প্রয়োজনীয়। সে বাড়ীর জলের পাম্প এমনভাবে ফিট করতে পারে যাতে সবচেয়ে ওপরের তলার লোকও স্নান করতে পারে। সে এমন বাক্স ও প্যাকেজ করতে পারে যাতে এ্যামেরিকায় লোকেরা কোনদিন অভিযোগ করে না। চায়নাওয়ার ভেঙে গেছে, যারা এ্যামেরিকায় চায়নাওয়ার পাঠায় তাদের কাছে ইয়ারগেন অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইয়ারগেন ও ফ্রাউ মেয়ার মিলে একটা ভাল টিম তৈরী করেছে। শুধুমাত্র এডি জানে যে ঐ দিনটায় তারা প্রত্যেক ঘরগুলোতে সযত্নে লুট করবে, কোন ঘর থেকে একজোড়া আণ্ডার প্যাণ্ট, কোন ঘর থেকে সক্‌স, কোনটা থেকে টাউয়েল বা রুমাল। এ্যামেরিকানগুলো তাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে খেয়াল রাখে না। কোন বেখেয়ালী এ্যামেরিকানের ঘর থেকে এক প্যাকেট বা আধ প্যাকেট সিগারেটও পাওয়া যাবে। খুব সাবধানে কাজ করতে হবে! কাজ করা মেয়েগুলো বেশ সৎ।

'ভগবানের দোহাই', মসকা বলল, 'আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

এডি দরজার কাছে গিয়ে বলল—এই মেয়ার তাড়াতাড়ি কর। তারা শুনতে পেল মেয়ারের নেমে আসার শব্দ।

তিনি হাত ভর্তি বিছানার চাদর নিয়ে এলেন—পেছনে ইয়ারগেন, তার হাতে একটা হাতুড়ি, মুখে কতকগুলো পেরেক। সে একজন বেঁটে রোগা মধ্যবয়সী জার্মান, ওভারঅল ও এ্যামেরিকান খাকী শার্ট পরিহিত। তার মধ্যে একটা দক্ষতার ও মর্যাদার ভাব ছিল যাকে বিশ্বাস করা যায়, যদিও তার চোখের নীচের কোঁচকানো চামড়ার ভাঁজে একটা চাতুর্যের ভাব ছিল।

সে এডির সাথে করমর্দন করল। এবং মসকার দিকে এগিয়ে এল। মসকা শান্তভাবে তার সাথে করমর্দন করল, আবহাওয়াটা বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিল।

আমি এখানকার সবজান্তা, ইয়ারগেন বলল, কোন সময়ে অসুবিধে পড়লে শুধু আমায় বলবেন।

আমার একটা বড় বিছানা দরকার, কিছু আসবাবপত্র, একটা রেডিও এবং আর যা দরকার পরে বলব—মসকা বলল।

ইয়ারগেন তার এ্যামেরিকান শার্টের বোতাম খুলে একটা পেন্সিল বার করল। নিশ্চয়ই, সে বলল, "ঘরগুলোকে খুব খারাপভাবে সাজিয়েছে। আমি আপনার অন্য বন্ধুদের সাহায্য করেছি। বড় কি ছোট রেডিও দরকার?"

"কত লাগবে"—মসকা জিজ্ঞেস করল।

"পাঁচ থেকে দশ কার্টন।"

"টাকা", মসকা বলল, "আমার কোন সিগারেট নেই।"

"এ্যামেরিকান ডলার অথবা অংশীদার রসিদ"।

"মানি অর্ডার।"

আমি আপনাকে বলছি শুনুন, ইয়ারগেন আস্তে আস্তে বলল, আপনার দরকার একটা রেডিও, কয়েকটা টেবিল ল্যাম্প, চার পাঁচটা চেয়ার, একটা কোচ, এবং একটা বড় বিছানা। আমি আপনাকে সব ব্যবস্থা করে দেব, টাকার কথা পরে হবে। আপনার যদি কোন সিগারেট না থাকে, আমি অপেক্ষা করব। আমি একজন ব্যবসাদার। আমি জানি কখন ধার দিতে হয়, তাছাড়া আপনি কেসিনের বন্ধু।

খুব ভাল কথা, মসকা বলল। সে তার নীল জিমের ব্যাগ খুলে সাবান আর তোয়ালে বের করল।

যদি আপনার কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করার দরকার হয়, আপনি আমাকে বলবেন, আমি মেডদের অর্ডার দিয়ে দেব।

ফ্রাউ মেয়ার তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তিনি তার লম্বা দেহটা পছন্দ করলেন, তার সেই দীর্ঘ ক্ষতস্থানটাও যেন তাঁর কাছে আভরণের মত মনে হোল।

"কত খরচা লাগবে?" মসকা একটা স্যুটকেশ খুলে কাপড়-চোপড় বার করছিল।

—ধন্যবাদ, কোন টাকা লাগবে না, আপনি সপ্তাহে কয়েকটা চকোলেট বার দেবেন, তা দিয়েই আমি মেডদের সন্তুষ্ট রাখব।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, মসকা অধৈর্য্যভাবে বলল। তারপর ইয়ারগেনের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি জিনিসগুলো কালকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করবেন।

জার্মান দুজন চলে যাওয়ার পর এডি দুঃখিতভাবে মাথাটা নেড়ে বলল, ওয়ালটার সময় পাল্টে গেছে, আমাদের অধিকারের একটা নতুন রূপ এসেছে। আমরা ফ্রাউ মেয়ার বা ইয়ারগেনের মত লোকদের সাথে করমর্দন করি, তাদের সম্মান দেখাই,

এবং সব সময় তাদের সিগারেট দিই, তারাই আমাদের উপকার করতে পারে,-ওয়ালটার।

মসকা জিজ্ঞেস করল, "স্নানের ঘর কোথায়।"

এডি কেসিন তাকে হলঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। স্নানের ঘরটা বিরাট বড়, তিনটে বাথটাব, এত বড় বাথটাব মসকা জীবনে কোনদিন দেখেনি, একটা টাওলেটের গামলা। যার পাশে একটা ছোট টেবিলে দুনিয়ার খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিন।

"সত্যিই ভাল" মসকা স্নানের জন্য তৈরী হল। এডি বসল টাওলেট বাওয়েলের উপর—তাকে সঙ্গ দেবার জন্য।

এডি জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি তোমার মেয়ে বন্ধুকে এখানে নিয়ে আসবে?"

"যদি আমি তাকে খুঁজে পাই এবং সে যদি আসতে চায়"—মসকা উত্তর করল।

"তুমি কি আজ রাতে তার সাথে দেখা করছ?"

মসকা দেহটা মুছে ফেলে রেজারে একটা ব্লেড লাগাল। 'হ্যাঁ', সে বলল এবং অর্ধেক খোলা জানালার দিকে তাকাল। সন্ধ্যার শেষ আলো মিলিয়ে যাচ্ছিল। "আমি আজ রাতেই চেষ্টা করব।"

এডি উঠে দরজার কাছে গিয়ে বলল "যদি তুমি না পাও, তাহলে ফ্রাউ মেয়ারের ঘরে চলে এসো। ওখানে বসে পান করা যাবে। এডি মসকার পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বলল যদি সবকিছু ঠিকঠাক চলে তবে কাল সকালে এয়ার বেসে এসো, ওখানেই দেখা হবে"—বলেই সে চলে গেল।

একলা একলা মসকার কেমন যেন একটা প্রচণ্ড ইচ্ছে হচ্ছিল দাড়ি কামানো শেষ না করতে ও ঘরে ফিরে গিয়ে ফ্রাউ মেয়ারের ঘরে পান করে সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দিতে। হেলার জন্য খোঁজাখুঁজি করতে এই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে তার ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু শেষে দাড়িকাটা শেষ করল ও চুলটা আঁচড়াল। বাথরুমের জানালায় গিয়ে জানালাটা পুরো খুলে দিল। পাশের রাস্তাটা প্রায় জনহীন। কিন্তু ঐ আবর্জনার কাছে একজন কালো কাপড় পরিহিত মেয়েকে দেখতে পেল, যাকে পড়ন্ত আলোয় একটা কালো পিণ্ডের মত মনে হচ্ছিল, মেয়েটা পাথরকুচির মাঝে মাঝে গজানো ঘাসগুলো উপড়াচ্ছিল। তার হাতে একটা ঘাসের বিরাট বোঝা। তার কাছে, জানালার নীচে একটা পরিবারকে দেখতে পেল, একজন পুরুষ, একজন মহিলা এবং দুটো বাচ্চা। তারা একটা দেওয়াল তৈরী

করছিল, দেওয়ালটা এখন কেবল ফুটখানেক লম্বা। ছেলেগুলো একটা ঠেলা গাড়ী থেকে ভাঙা ইট বয়ে আনছিল। ইটগুলো নিশ্চয়ই ভাঙা বাড়ীগুলো থেকে যোগাড় করেছে। পুরুষ ও মেয়েটা ইটগুলোকে নিচ্ছিল দেওয়াল তৈরীর জন্য। বাড়ীর কংকালটা ও লোকগুলো মসকার মনে গেঁথে গেল। দিনের শেষ আলো মুছে গেল ও নীচের লোকগুলো অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিল, কালো বস্তুপিণ্ডের মতো মনে হচ্ছিল। মসকা তার ঘরে ফিরে এল।

সে তার স্যুটকেশ থেকে একটা বোতল বার করে অনেকটা খেয়ে ফেলল, এবার তার পোষাক সম্বন্ধে সে সযত্ন হলো এই ভেবে যে, সে এই প্রথমবার তাকে ইউনিফর্ম ছাড়া সাধারণ পোষাকে দেখবে। সে একটা হাল্কা ধূসর স্যুট এবং সাদা সার্ট পরল। সে ঘরের যা যেরকম ছিল সেইরকম ফেলে রাখল, স্যুটকেশটা খোলা, নোংরা কাপড়গুলো মেঝেতে, সেভিং জিনিসপত্রগুলো অযত্নে বিছানার উপর ছড়ানো।

সে শেষ মুহূর্তে আর একটু মদ খেল, তার পর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গরম গ্রীষ্মের রাতের রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

সে একটা রাস্তার গাড়ী ধরল, টিকিট দেওয়ার লোকটা তার কাছে একটা সিগারেট চাইল। নিশ্চয়ই সে বুঝেছে যে সে একজন এ্যামেরিকান। মসকা তাকে সিগারেট দিল, তারপর রাস্তাগুলোর উপরে সযত্নে দৃষ্টি রাখল। সে ভাবছিল, হয়তো সে ইতিমধ্যেই সন্ধ্যাটা কাটানোর জন্য কোথাও বেরিয়ে পড়েছে। সে উত্তেজিত ও নার্ভাসভাব অনুভব করছিল।

যখনই সে কোন মেয়ের পেছনটা দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু কোন সময় নিশ্চিত হতে পারছিল না সে কি-না।

যখন সে গাড়ী থেকে চেনা রাস্তাটায় হাঁটতে শুরু করল তখন তার মনে হল সে ঠিক বাড়ীটা চিনতে পারবে না, তাই সে প্রত্যেক বাড়ীর নাম দেখতে দেখতে এগোল।

সে মাত্র একটা ভুল করেছিল, কারণ দ্বিতীয় লিস্টটাতে তার নাম ছিল। সে কড়া নাড়ল, কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে আবার কড়া নাড়ল।

দরজাটা খুলে গেল। ভেতরের অল্প আলোয় সে বাড়ীর মালিককে চিনতে পারল। বৃদ্ধার সাদা চুলগুলো মাথার চারদিকে ক্লিপ দিয়ে গোটানো ছিল। তার কালো আভরণ ও ছেঁড়া শাল তার মুখে সেই চিরাচরিত বৃদ্ধ বয়সের দুঃখের ভাব এনে দিয়েছিল।

"কি দরকার", তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"ফ্রলাইন হেলা কি বাড়ী আছে।"

মসকা তার নিজের সহজ স্বাভাবিক জার্মান উচ্চারণে অবাক হোল।

বৃদ্ধা তাকে চিনতে পারল বা বুঝতেই পারল না যে সে জার্মান নয়। "ভেতরে আসুন"। মসকা তাকে স্বল্পালোকিত হলঘরের মধ্যে দিয়ে অনুসরণ করল।

ফ্রলাইন হেলা, তোমার একজন অতিথি এসেছেন, পুরুষ লোক।

শেষ কালে সে তার শান্ত অথচ বিস্মিত গলা শুনতে পেল "পুরুষ লোক? তাহলে এক মুহূর্ত অপেক্ষা কর'।

মসকা দরজা খুলে ঘরে ঢুকল।

সে তার দিকে পেছন ফিরে বসেছিল, তাড়াতাড়ি তার সদ্য সিক্ত চুলে ক্লিপ লাগাচ্ছিল, পাশের টেবিলে একখণ্ড হলদে রুটি রাখা ছিল। দেওয়ালের ধারে একটা সংকীর্ণ বিছানার ধারে একটা নাইট টেবিল।

হেলা তার চুলে তাড়াতাড়ি ক্লিপ লাগিয়ে তাড়াতাড়ি রুটিটা ওয়ার ড্রোবের কাছে নিয়ে গেল। তখনই সে ঘুরল, তার চোখ দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মসকার চোখে এসে পড়ল।

মসকা তার হাড় বের করা প্রায় কঙ্কালসার মুখটা দেখতে পেল। শরীর আরও শীর্ণ, সে যতটা দেখেছিল তার চেয়েও। তার হাত থেকে রুটিটা কাঠের মেঝেতে পড়ে গেল।

তার মুখে বিস্ময় ছিল না, কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হল তার মুখে বিরক্তি। তারপরেই মুখটা যেন দুঃখ কষ্টের মুখোশের আড়ালে লুকাল। সে তার কাছে এগিয়ে গেল, চিবুকটা তুলে ধরল, চোখের ধারা তার ভাঁজ পড়া চামড়া বেয়ে তার চিবুক ধরা আঙ্গুল স্পর্শ করল, শান্তভাবে। সে তার মাথা নীচু করে তার কাঁধে চেপে ধরল।

"তোমাকেএকটু দেখতে দাও" মসকা বলল, তোমার মুখটা একটু দেখতে দাও। সে তার মুখটা তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু হেলা তার কাঁধে মুখটা গুঁজেই রইল। সব ঠিক আছে, আমি তোমাকে চমকে দেব ভেবেছিলাম। হেলা কাঁদতেই থাকল।

নিরুপায় হয়ে মসকা ঘরের চারদিকটা দেখতে লাগল। সংকীর্ণ বিছানা, পুরোন ফ্যাসানের ওয়ারড্রোব, তার ড্রেসার ওপরে রাখা ছিল একটা ফোটো প্লেট, সে

তাকে দিয়েছিল। ঘরের একমাত্র মৃদু টেবিলল্যাম্পের আলোয় সবকিছু খুব ম্রিয়মান লাগছিল। ওপরের আবর্জনার চাপে ছাদটা ঝুঁকে পড়েছিল।

হেলা মুখ তুলল, তার মুখে হাসি থাকলেও তখনও চোখ থেকে জল পড়ছিল। "তুমি, তুমি কেন আমায় চিঠি দাওনি। কেন আমায় কোন কিছু জানতে দাওনি। কান্না ছড়ানো গলায় অভিযোগের পর অভিযোগ করছিল।

"আমি তোমায় চমকে দিতে চেয়েছিলাম"। সে তাকে নরম করে চুমু খেল। হেলা তার গায়ের সাথে জড়িয়ে থেকে দুর্বল ও ভাঙা গলায় বলছিল, যখন তোমায় দেখলাম, মনে হোল তুমি মারা গেছ। অথবা আমি স্বপ্ন দেখছি অথবা পাগল হয়ে গেছি, আমি আমার মধ্যে ছিলাম, তাই আমাকে তেমন মারাত্মক দেখাচ্ছিল। আমি এইমাত্র চুল ধুয়েছি। সে নীচু হয়ে তার নিজের বিবর্ণ আকারহীন পোষাক দেখল তারপর আবার তার দিকে তাকাল।

সে এখন তার চোখের নীচের কালো বলয়গুলি দেখতে পেল, যেন তার মুখের সমস্ত রঙটা এসে ওখানে জমাট বেঁধে কালো হয়ে গেছে। তার চুলগুলো ভেজা এবং নিস্প্রাণ, তার গায়ে লেগে থাকা দেহটা শক্ত ও তির্যক।

সে হাসল এবং মসকা দেখতে পেল মুখের একপাশে ফাঁকা জায়গা। সে তার গালে আদর করে জিজ্ঞেস করল "আর এটা"।

হেলাকে বিহ্বল দেখাল। 'বাচ্চাটা'— বলল সে, "আমি দুটো দাঁত হারিয়েছি"।

সে তার দিকে তাকিয়ে বাচ্চার মত জিজ্ঞেস করল "আমাকে খুব খারাপ দেখাচ্ছে না।"

মসকা মাথা নেড়ে বলল 'না'। তারপর মনে পড়তে বলল, বাচ্চাটার কি হোল, তুমি কি ওটা থেকে মুক্তি পেয়েছিলে?

"না" হেলা উত্তর করল, বাচ্চাটা খুব তাড়াতাড়ি পৃথিবীর আলো দেখেছিল, মাত্র কয়েকঘণ্টা পৃথিবীর আলো দেখেছিল। আমি মাত্র মাসখানেক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছি।

তারপরেই সে যখন বুঝতে পারল যে মসকা অবিশ্বাস করতে পারে তাই সে ওয়ারড্রোবের ভেতর থেকে একগুচ্ছ কাগজ বার করল, সে খুঁজে খুঁজে চারটে অফিসিয়াল প্রমাণপত্র বার করল।

"এগুলো পড়"। সে আহত হয়নি বা রাগ করেনি কারণ এই পৃথিবীতে এই সময়ে বিশ্বাসের স্থান খুব নীচে।

অফিসিয়াল সীল ও স্ট্যাম্প তার সমস্ত অবিশ্বাস ধুয়ে দিল। প্রায় দুঃখের সাথে সে স্বীকার করল যে সে মিথ্যে কথা বলেনি।

হেলা ওয়ারড্রোব থেকে এক দঙ্গল কাপড় বের করল,—ছোট ছোট অন্তর্বাস. জামা, ছোট ছোট প্যাণ্ট, সবকিছু সে তুলে তুলে দেখাল। কোন কোনটার রঙ তার কাছে পরিচিত। তারপরে সে বুঝতে পারল টাকার অভাবে সে পোষাক এমন কি অন্তর্বাস কেটে সেলাই করেছে—একটা ছোট্ট দেহকে ঢাকার জন্য।

"আমি জানতাম ছেলেই হবে", সে বলল। হঠাৎ মসকার খুব রাগ হল। রাগের কারণ হোল, হেলা তার গায়ের রঙ, দেহের রক্ত মাংস, দাঁত, এমন কি তার কাপড় পর্যন্ত উৎসর্গ করেছে কিন্তু বিনিময়ে কিছুই পায়নি। সে নিজে জানে যে সে ফিরে এসেছে তার নিজের জন্তই, হেলার জন্য নয়।

"এটা খুব বোকামো করেছ" মসকা বিছানার উপর বসল। হেলা গিয়ে তার পাশে বসল। কয়েক মুহূর্ত তারা খুব অস্বস্তিকর নীরবতায় কাটালো, তারা ঘরের চারিদিকটা চোখ বোলাচ্ছিল। মনে মনে তৈরী হচ্ছিল পরবর্তী আলাপটা কি ভাবে করবে। পুরোন সম্পর্কে তারা আর ফিরে যেতে পারবে কি না।

মসকা হেলাকে জড়িয়ে শুয়ে পড়ছিল। মদের উষ্ণতা ও তীব্রতা তার মধ্যে কাজ করছিল। মসকার মধ্যে একটা অপরাধ বোধ, একটা বেদনা কাজ করছিল; হেলার মনে ছিল পরম প্রেম, মমতাময়ী স্নেহ, তার বিশ্বাস হচ্ছিল এই ভাল হয়েছে, তারা চরম সুখী হবে। সে তার অসুস্থ দেহের বেদনা সত্ত্বেও মসকার উদগ্র কামনার কাছে সঁপে দিল।

সে জানে পরম সত্যটা—যত মানুষকে সে দেখেছে, সবাই তার কাছ থেকে, তার বিশ্বাস, ভালবাসা, পরিচর্যা এবং দেহ দাবী করেছে। এটাই পুরুষের চিরন্তন রূপ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুখময় দ্বিতীয় গ্রীষ্মটা মসকার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেছিল। এয়ার বেসে তার কাজ খুব হাল্কা। একমাত্র তার কাজ ছিল কেসিনকে সঙ্গী করে গল্প করা, সে যখন মাতাল হোত তার হয়ে কাজগুলো করে দেওয়া। এডি কেসিনকে খুব একটা কাজ করতে হোত না। সকালে কয়েক মিনিটের জন্য লেফট্যানাণ্ট ফোর্টে আসতেন কাগজপত্র সই করার জন্য, তারপর চলে যেতেন পাইলটদের সাথে আড্ডা মারতে। কাজের পর—মসকা উলফ, এডি—কোন কোন সময় গর্ডনের সাথে সাপার খেত রথস্কেলারে—যেটা ব্রেমেনে আমেরিকান অফিসার ও সিভিলিয়ানদের অফিসিয়াল মেস।

সন্ধ্যেবেলা সে আর হেলা একটা কোচে শুয়ে গল্প করত এবং রেডিওতে কোন জার্মান স্টেশান চালিয়ে দিত, যাতে কোন নরম সুর বাজত। যখন গ্রীষ্মের গোধূলীর শেষ আলো নিভে যেত তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসত তারপর শুতে যেত। তারা অনেকক্ষণ ধরে রেডিও শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত।

যে ফ্লোরে তারা থাকত সেটা খুব শান্ত চুপচাপ থাকত। নীচের ফ্লোরে রাতের পর রাত পার্টি চলত। গ্রীষ্মের সন্ধ্যেগুলোতে মেটসার স্ট্রীট ভরে যেত রেডিওর শব্দে এবং এ্যামেরিকান ভর্তি জীপের আওয়াজে। এ্যামেরিকানদের কোলে থাকত উন্মুক্ত পা জার্মান মেয়েরা। জীপগুলো শব্দ করে বাড়ীটার সামনে ব্রেক কষত। মেয়েদের চীৎকার শোনা যেত। হাসির শব্দ ও গ্লাসের ঠুনঠুন শব্দে সাবধানী পথচারীরা তাদের ঔৎসুক্যের চোখ তুলে দেখত। পরে মত্ত এডি কেসিনের কোন মেয়ে বন্ধুকে নিয়ে চীৎকার চেঁচামেচি শোনা যেত। কোন কোন সময় পার্টি খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত। সব কিছু শেষ হয়ে গেলে গ্রীষ্মের রাতে নরম হাওয়া রাস্তার ধারের পাতাগুলোকে আদর করত। সে আদরের মৃদু আর ভীরু শব্দ দূর থেকে ভেসে আসা সঙ্গীত মূর্চ্ছনার মত মনে হোত।

রবিবারে হেলা ও মেয়ার মিলে মেয়ারের ফ্লাটে খরগোস বা হাঁসের মাংস রান্না করত। এডি ও মসকা কাছের কোন ফার্ম থেকে মাংস ও শাকসব্জি জোগাড় করে এনে দিত। তারপর তারা কফি ও আইসক্রীম দেওয়া জার্মান রুটি খেত। খাওয়ার

পর এডি আর মেয়ারকে রেখে তারা দুজন বেরিয়ে পড়ত হাঁটতে। হাঁটতে হাঁটতে তারা গ্রামের দিকে চলে যেত সবুজ স্বপ্নের দেশে।

মসকা সাধারণত সিগারেট টানত, হেলা তার সাদা সার্ট পরে থাকত, হাতা দুটো কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে তোলা। তারা হাঁটতে হাঁটতে পুলিশ বাড়ী – সেই বিরাট কালচে সবুজ বাড়ী যার গায়ে বিস্ফোরণের সাদা দাগ, পেরিয়ে যেত। তার কিছু পরে শ্লোক বিল্ডিং, যেটাতে এখন এমেরিকান রেডক্রস ক্লাবের অফিস বসে। তার সামনের স্কোয়ারে বাচ্চারা অপেক্ষা করত সিগারেট ও চকোলেট ভিক্ষে করার জন্য। ছেঁড়া খোঁড়া আর্মি জ্যাকেট ও টুপি পরা লোক দাঁড়িয়ে থাকত অপেক্ষা করে কখন কোন এমেরিকান সিগারেটের বাট ফেলে দেয়। জি-আইগুলো অপেক্ষা করত, মেয়েদের দিকে তাকাত। কোন সুন্দর মেয়ে দেখলে আলাপ জমাত। স্কোয়ারটা একটা উৎসবের রূপ ধরত, কত লোকের ভিড় হোত। দিনগুলোকে মোটেই রবিবারের মত মনে হোত না।

বড় বড় অলিভ রঙ বাসগুলো, কাদামাখা ট্রাকগুলো মিনিটে মিনিটে সামরিক বাহিনীর লোকে ভর্তি হয়ে স্কোয়ারের কাছে আসত। ব্রেমেনের আশেপাশে এমন কি ব্রেমেরহেভেন থেকেও সৈন্যরা এখানে আসত। জি-আইগুলো অলিভ-রঙা ইউনিফর্মে ও মেহগনি রঙের বুটে সুসজ্জিত থাকত। ইংলিশসৈন্যরা তাদের ভারী উলের পোশাক ও হেডগিয়ার পরে ঘামত। এমেরিকান মার্চেন্ট মেরিনাররা জীর্ণ ট্রাউজার, নোংরা সোয়েটার ও জঙ্গলে দাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত বিরক্ত ভঙ্গীতে এম পি-দের জন্য যারা এসে তাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে বিল্ডিং-এ ঢুকতে দেবে।

মাঝে মাঝে সৈন্যদের মত ইউনিফর্ম পরা জার্মান পুলিশরা ভিখারী বাচ্চাদের ও আজে বাজে লোকদের তাড়া করে রাস্তার অন্যদিকে পাঠিয়ে দিয়ে আবার বিশ্রাম করত। জার্মান কুমারীরা তাদের মেরি-গো-রাউণ্ডে মজা করত, তাদের কেউ তাড়াত না।

মসকা রেডক্রস থেকে স্যাণ্ডউইচ নিয়ে নিত, আবার জনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিত বার্জার পার্কের দিকে।

রবিবারের দিন শত্রুরাও তাদের চিরাচরিত সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ত। জার্মান লোকরা গৃহকর্তার মর্যাদামণ্ডিত হয়ে হাঁটত, কেউ কেউ খালি পাইপ মুখে গুঁজে হাঁটত। তাদের স্ত্রীরা বাচ্চাদের গাড়ী ঠেলে চলত এবং তাদের দুর্বল ছেলেমেয়ে

আশেপাশে চলত। ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীর আবর্জনাগুলোয় উড়ে আসত ধূলো, তাদের উপর পড়ন্ত সূর্যের সোনালী আলো পড়ত। শহরটাকে মনে হত সোনার আলোর কুয়াশার জালে আটকে পড়া কোন অপার্থিব প্রাণী।

তারপর তারা শহরের সীমানায় বাড়ী ঘরের ধ্বংসস্তূপের আবর্জনা পেরিয়ে গ্রামের দিকে চলে যেত। তারা হাঁটতেই থাকত, অবসন্ন না হওয়া পর্যন্ত। তারপর নরম ঘাসের সবুজ গালিচায় বসে পড়ত কোন উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মত। তারা সেখানে শুয়ে পড়ত অথবা স্যাণ্ডউইচ খেত। জায়গাটা যদি ফাঁকা ও মনুষ্যহীন থাকত, তাহলে সেই নিস্তব্ধতার জগতে এক চিরন্তন প্রেমিক প্রেমিকা হয়ে যেত। আদরে সোহাগে তাদের ভালবাসার কথা বলত ঠোঁটের ও দেহের অকথিত ভাষায়।

যখন সূর্যটা তাদের মুখের উপর আলো ফেলত আবার শহরে ফিরে আসত। আবর্জনার স্তূপের মাথায় সোনা রঙ ফেলে সূর্য পাটে বসত। স্কোয়ারে এসে তারা দেখত জি-আইরা রেডক্রস বিল্ডিং ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সৈনিকরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেয়, মনে হয় যেন বাড়ী ফিরে পাড়ার রাস্তার মোড়ে আড্ডা মারছে। যে কুমারী মেয়েরা ঘোরাফেরা করছিল তাদের সংখ্যা কমে আসে। দেখা যেত বিজিত ও বিজয়ীরা এক সাথে হাত ধরাধরি করে একে একে অদৃশ্য হয়ে যায় কোন নির্জন মধুর একাকীত্বে। রেডক্রস বিল্ডিং থেকে নরম সুর স্কোয়ারে ছড়িয়ে পড়ত। বিরল মানুষকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সুরটা কাঁপতে কাঁপতে মৃদু বাতাসে পাখা মেলে দিত, নদীর কালো জলের গায়ে আদর করার জন্য। হেলা ও মসকা সে সুরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেত নদীর ধারে ধারে জলের দিকে তাকাতে – চন্দ্রালোকিত কঙ্কালসার শহরের দিকে।

মেটসার স্ট্রেসিতে এডি ও মেয়ার চা ও খাবার নিয়ে অপেক্ষা করে থাকত। কোন কোন সময় এডি মদ খেয়ে কোচে একটা দলার মত হয়ে পড়ে থাকত, কিন্তু তাদের গলা শুনে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠত। তারা চা খেত, এবং তাড়াতাড়ি কথা সেরে নিত কারণ তাদের ক্লান্ত অবসন্নতা অন্ধকারের মত আস্তে আস্তে দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ত। শান্ত গ্রীষ্মের রাত তার গভীর ঘুমের কোলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিলেটে তাদের পাশের ঘরে থাকত এক জন বেঁটে মোটাসোটা লোক, যে চিরাচরিত অলিভ রঙা ধূসর ইউনিফর্ম পরে থাকত। পোষাকের উপরে একটা সাদা নীল অংশে লেখা থাকত এ-জে-ডি-সি। তারা তাকে খুব কম দেখতে পেত। ওখানকার বাসিন্দারা তারা তাকে চিনতো না। কিন্তু রাতে ঘরে তার চলাফেরার শব্দ শোনা যেত, রেডিওর মৃদু সঙ্গীত ভেসে আসতো। একদিন সন্ধ্যায় লোকটা তার জীপে মসকাকে লিফট দিয়েছিল। দুজনেই রথস্‌কেলারে সাপারের জন্য যাচ্ছিল।

তার নাম হোলো—লিও, সে কাজ করত এমেরিকান জয়েন্ট ডিস্ট্রিউবিশন কমিটিতে—যেটা ছিল একটা জিউদের রিলিফ প্রতিষ্ঠান। তার জীপেও বড় বড় সাদা অক্ষরে ইনিশিয়ালগুলো লেখা ছিল।

যখন তারা রাস্তায় গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিল লিও খুব জোরে কথা বলল, "তোমাকে কি কোথাও দেখেছি, তোমায় খুব চেনা মনে হচ্ছে"। তার কথায় ইংলিশটান ছিল।

"আমি আপনার সাথে থাকতাম মিলগ্রফে যুদ্ধের পরে।" মসকা বলল, সে নিশ্চিত ছিল লোকটার সাথে তার কোনদিন দেখা হয়নি।

"হ্যা হ্যা" লিও বলল, "তুমি গ্রোন-এ এসেছিলো, কয়লা ট্রাকের সাথে।

"ঠিক বলেছেন" মসকা বিস্মিত হয়ে বলল।

"আমি সেখানে একজন সঙ্গী ছিলাম একজন ডি পি", লিও হেসে বলল। "তুমি তখন খুব একটা ভাল কাজ কর নি। অনেক সপ্তাহের শেষে আমরা গরম জল পাইনি"' লিও বলল।

"কিছু সময় আমরা একটু সমস্যায় পড়েছিলাম পরে সব ঠিক হয়ে যায়—মসকা বলল।

তারা একসাথে সাপার সেরেছিল। লিওকে সাধারণ সময়ে বেশ মোটা বলে মনে হয়। তার নাকটা বাজপাখীর মত, মুখটা মোটামোটা হাড়ে গঠিত, মুখের এক-পাশটা মাঝে মাঝে কাঁপে। সে নার্ভাসনেসের সাথে কিন্তু বেশ ক্ষিপ্র গতিতে নড়াচড়া করত। কিন্তু তার চলাফেরার একটা অস্বাভাবিকতা ছিল, বোধ হয়

কোনদিন ওর কোন রকম এ্যাথলেটিক্সে যোগদান না দেওয়ার ফল। সে প্রায় সব খেলাধুলায় অজ্ঞ ছিল।

কফি খেতে খেতে মসকা জিজ্ঞেস করল, "আপনারা এখানে কি করেন ?"

"ইউ.এন.আর.এ-র কাজ। আমরা জিউদের মধ্যে সরবরাহ বিতরণ করি, যে জিউরা জার্মানী ছাড়ার জন্য ক্যাম্পে অপেক্ষা করছে। আমি আট বছর বুকেন-ওয়াল্ডে আছি।

অনেকদিন আগে, যে সময়টা আর বেঁচে নেই, মসকা ভাবল, যে কারণে লিও কনসেনট্রেসান ক্যাম্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সেই মসকা এখন আর নেই, সে বেঁচে আছে ঐ ছবিটায়, যে ছবিটাকে তার মা, আলফ এবং গ্লোরিয়া এখনও এত আদর করে।

এই সব মনে পড়ার পর তার নিজের উপর একটা রাগ এল, একটা অস্বস্তির ভাব এল, কারণ সে আর তেমনটা নেই বলে।

লিও বলল, "আমি যখন তের বছরের তখন আমি যোগ দিই ; সে তার হাতের স্লিভটা ওপরে গুটিয়ে তুলল, আমার বাবা তখন ঐ কাজে ছিলেন, কিন্তু ক্যাম্প মুক্তির কয়েক বছর আগেই মারা যান।"

"আপনি খুব ভাল ইংরেজী বলতে পারেন তো", মসকা বলল, "কেউ ভাবতে পারবে না যে আপনি একজন জার্মান।"

লিও তার দিকে হাসি মুখে তাকাল, তারপর সে নার্ভাস হয়ে তাড়াতাড়ি বলল "না না", আমি জার্মান নই, আমি একজন জিউ। সে কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর বলল, আমি জার্মান ছিলাম নিশ্চয়ই, কিন্তু, জিউরা আর বেশীদিন জার্মান থাকতে পারে না।

"আপনি কি করে জার্মানী ছেড়ে যান নি ?" মসকা জিজ্ঞেস করল।

"আমার এখানে একটা খুব ভাল কাজ আছে। আমি এমেরিকানদের মত সমস্ত সুবিধে পাই, বেশ ভাল টাকাও পাই। আমাকে এখন ঠিক করতে হয়, আমি প্যালেস্টাইন যাব অথবা ইউ-এস-এতে। সিদ্ধান্ত নেওয়া বড় কঠিন।"

তারা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল। মস্‌কা হুইস্কি, আর লিও কফি খাচ্ছিল। একসময় মস্‌কা নিজেকে দেখতে পেল সে লিওকে বিভিন্ন খেলা সম্বন্ধে বোঝাচ্ছে। বাচ্চা বয়সের খেলা কত ভাল লাগে, কারণ লিও সমস্ত শৈশবটাই কনসেনট্রেসান ক্যাম্পে কাটিয়েছে।

মস্‌কা তার কাছে ব্যাখ্যা করছিল। বাস্কেটবলে একটা সট নেওয়ার আগে

কেমন লাগে, দেহটাকে শূন্যে ভাসিয়ে দিয়ে বাস্কেট করার কত আনন্দ। জিমের উষ্ণ কাঠের মেঝেতে দৌড়োনর কেমন অনুভূতি। ঘর্মাক্ত অবসন্নতা এবং গরম জলে স্নান করার পরের আশ্চর্য সজীবতা। তারপর রাস্তার জিম ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরোনর পর সে বেশ আরাম অনুভব করেছিল, আইস-ক্রীম পার্লারে তাদের জন্য মেয়েদের অপেক্ষা। তারপরে গভীর ঘুমের এক অবিচ্ছেদ্য আরাম ও সুখানুভূতি।

বিলেটের দিকে যেতে যেতে লিও বলল, "আমাকে সব সময় রাস্তায় রাস্তায় থাকতে হয়েছে, কাজটাতে ভীষণ ঘোরাঘুরি করতে হয়। কিন্তু শীতকাল এসে গেলে আমি বেশীর ভাগ সময় ব্রেমেনে কাটাই। আমরা আরও বেশী পরিচিত হব।"

"আমি আপনাকে বেস্ বল খেলা শেখাব", মসকা হেসে বলল, "স্টেট্সে যাওয়ার জন্য তৈরী হোন।"

এরপর থেকে কোন কোন রাতে লিও মসকার ঘরে আসতো, চা কফি খাওয়া হত। মসকা তাকে তাস, পোকার, ক্যাসিনো, রামী খেলা শেখাত। লিও তার ক্যাম্প জীবনের কথা কোনদিন বলত না, বা তার মধ্যে হতাশাও দেখা যেত না। কিন্তু সে এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকতে পারতো না, সে শান্ত চুপচাপ জীবনও পছন্দ করতো না।

হেলার সাথে লিওর বেশ বন্ধুত্ব জমে গেল। লিও ঘোষণা করল হেলা-ই একমাত্র মেয়ে সে তাকে ঠিক ভাবে নাচতে শিখিয়েছে।

তারপর পাতা ঝরানোর সময় হেমন্ত এল। রাস্তার সাইকেল চলার পথটায় পড়ে-যাওয়া পাতায় গালিচা তৈরী হল। সতেজ হাওয়া মসকার রক্তে সজীবতা এনে দিল, সে তার গ্রীষ্মের আলসেমি ত্যাগ করে টগবগে তরুণ হয়ে উঠল। সে কেমন অস্থির হয়ে উঠল। সে রথস্কেলারে বা অফিসার্স ক্লাবে বেশী সময় কাটাতে লাগলো, এইসব জায়গায় হেলার ঢোকার অনুমতি ছিল না। কারণ হেলা শত্রু গোষ্ঠীভুক্ত। রাত করে একটু মত্ত হয়ে সে বাড়ী ফিরত। ক্যাম্প থেকে ঘন স্যুপ খেয়ে নিত। হেলা তার জন্য ইলেকট্রিক প্লেটে নিজেকে উষ্ণ করে রাখত এবং তারা কামনাময় রাত কাটিয়ে দিত। কোন কোনদিন সে খুব সকালে উঠে দেখত প্রথম অক্টোবরের হাওয়া ধূসর মেঘগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে দেখতে পেত জার্মান শ্রমিকরা অলস পায়ে হেঁটে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে, যেখান থেকে বাস ধরে তারা শহরের কেন্দ্রস্থলে যেতে পারবে।

একদিন সকালে সে যখন জানলায় দাঁড়িয়ে আছে, হেলা উঠে এসে তার পাশে দাঁড়াল। সে তার রাতের পোষাক তখনও পালটায়নি। হেলা তার হাতটা দিয়ে তাকে বেষ্টন করে দাঁড়াল। দুজনে নীচের রাস্তা দেখতে থাকল।

— তুমি ঘুমোতে পার না সে অলস ঘুম জড়ানো গলায় বললো 'তুমি রোজই খুব সকালে উঠে পড়।

—আমার মনে হয়, আমার আরও বেশী বাইরে থাকা দরকার, এই ঘরের জীবন আমাকে অতিষ্ঠ করছে।

মসকা নীচে পাতার কম্বল বিছানো পথটা দেখতে লাগল।

হেলা তার কাঁধে মাথা রেখে বলল, "আমাদের একটা বাচ্চা দরকার, একটা সুন্দর বাচ্চা", খুব নরম করে বলল।

"ভগবান"! মসকা বলল, "তোমাদের ফুয়েরার বোধহয় ব্যাপারটা তোমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

"শিশুদের তার আগেও ভালবাসা হত"। তার একটু রাগ হল, সে যে জিনিসটা এত করে চায়, সেই চাওয়ার প্রতি সে হাসতে পারে। আমি জানি বাচ্চা চাওয়া খুব বোকামোর কাজ। বার্লিনের মেয়েরা আমাদের তাকিয়ে হাসত কারণ আমরা কৃষকরা গাড়ী ভর্তি বাচ্চা নিয়ে যেতাম ও তাদের সম্বন্ধে কথা বলতাম। সে তার কাছ থেকে সরে গেল — "যাও তুমি কাজে যাও।"

মসকা যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করল, তুমি জান যে, নিষেধাজ্ঞা তুলে না নেওয়া পর্যন্ত আমরা বিয়ে করতে পারছি না। আমরা যা করছি সবই অবৈধ, বিশেষ করে এই বিল্লেটের মধ্যে। যখনই বাচ্চা হবে তখনই আমাদের জার্মান কোয়ার্টারে সিফ্ট করতে হবে, যা আমি করতে পারি না, আমার এখন কাজ পড়ে রয়েছে, ওরা এখন যে কোন মুহূর্তে স্টেটসে পাঠিয়ে দিতে পারে। তোমাকে নিয়ে যাওয়ারও কোন উপায় নেই।

সে তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

তার হাসির মধ্যে একটা দুঃখের ভাব ছিল। "আমি জানি তুমি আর আমায় এখানে ছেড়ে চলে যাবে না।

মসকা বিস্মিত হোল ও ভয় পেলো এই ভেবে যে মেয়েটা এ কথা জেনে ফেলেছে। মসকা ইতমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছে যে সে নকল কাগজপত্র নিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গিয়ে যদি কোন সমস্যায় পড়ে।

"আ' ওয়ালটার", সে বলল, আমি নীচের তলার লোকদের মত ক্লাবে নাচা, বিছানায় পড়ে থাকা আর নিজেদের ছাড়া বাঁচার আর কোন বিষয় না রাখা, ওদের মত জীবন আমি চাই না, আমরা যে ভাবে জীবন কাটাই, সেটাই যথেষ্ট নয়। হেলা তার নাভি পর্যন্ত অন্তর্বাস পরে দাঁড়িয়ে ছল, কোন সম্মান বা লজ্জা তার ছিল, সে হাসতে চেষ্টা করল।

"এটা খুব ভাল নয়", মসকা বলল।

"শোন, তুমি যখন চলে গেছিলে আমি বেশ সুখে ছিলাম, কারণ আমি মা হতে যাচ্ছিলাম, আমার মনে হোত আমার কি ভাল ভাগ্য। মনে হত তুমি যদি ফিরে না আস তাহলে পৃথিবীতে আর একজন মানুষ পাব যাকে আমি ভালবাসতে পারব, বুঝতে পারছ। আমার সমস্ত পরিবারে একমাত্র একজন বোন বেঁচে আছে, সেও অনেক দূরে। তুমি আবার এলে আবার চলে গেলে। বেঁচে থাকার মত আমার আর কোন অবলম্বন থাকবে না, পৃথিবীতে নিজের আর কেউ থাকবে না যাকে আমি ভালবাসতে পারবো, যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারবো। যে আমার বেঁচে থাকার খোরাক জোগাবে।"

তাদের নীচের রাস্তায় কয়েকজন এমেরিকান বেরিয়ে এলো, জীপের সিকিউরিটি চেন খুলে গাড়ীটার ইঞ্জিন চালিয়ে দিল। গাড়ীর উঁচু নীচু শব্দ জানালার ভেতর দিয়ে ঘরে আসছিল।

মসকার হাত দুটো হেলাকে বেষ্টন করলো, "তোমার শরীর ভাল নেই।" সে তার রোগা নগ্ন দেহটার দিকে তাকাল। আমি চাই না তোমার কিছু একটা হয়ে যাক।

একথা বলতে বলতে তার মধ্যে একটা অবুঝ ভাবনা তাকে ভয় পাইয়ে দিল, যদি কোন কারণে হেলা তাকে ছেড়ে চলে যায় তাহলে এই ধূসর সকালগুলোতে সে জানালায় একা দাঁড়িয়ে থাকবে। তার পেছনের ঘরটা শূন্য হয়ে যাবে। হয়ত তার কোন দোষের জন্য এরকম হবে। হঠাৎ তার দিকে ঘুরে মসকা খুব নরমভাবে বলল, "আমার প্রতি পাগলামি করো না, একটু অপেক্ষা কর।"

সে তার বাহুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। শান্তভাবে বলল, 'তুমি আসলে তোমার নিজের জন্যই ভয় পাচ্ছ। আমার মনে হয় তুমি সেটা জান। আমি দেখি তুমি অন্যদের সাথে কেমন ব্যবহার কর আর আমার সাথে কেমন ব্যবহার কর। সবাই ভাবে তুমি মোটেই বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। মোটেই—কথাটা বলে সে হাসল, তাকে

রাগানোর জন্য উপযুক্ত কথা খুঁজে পাওয়ার জন্য বলল—তারপর বলল তোমার ব্যবহার বেশ বাজে, আমি জানি সত্যিই তুমি তা নও। সব কাজেই তোমার চেয়ে ভাল লোকের আমার দরকার নেই। আমি যখন তোমার সম্বন্ধে কোন ভাল কথা বলি, দেখি, মেয়ার ও ইয়ারগেন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। .আমি জানি তারা কি ভাবে। তার গলায় একটা তিক্ততা, পৃথিবীর সব মেয়েদের গলার তিক্ততা যখন তারা নিজেদের ভালবাসার কারণ সম্বন্ধে বলে ও তাদের প্রেমকে সমর্থন করে—যখন অন্যলোকে তাদের প্রেমের কথা বুঝতে পারে না। হেলা বলল, "তারা বোঝে না"।

সে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। তার উপরে একটা কম্বল তুলে দিল।

"তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে" কাজে চলে যাওয়ার আগে তাকে চুমু খেল—"তুমি যা চাও সব কিছু পাবে"।

সে বলে হাসল, "বিশেষ করে সেই সব জিনিস যা খুব সহজে পাওয়া যায়। ভেবো না, ওরা আমাকে বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারবে না।"

"না আমি ভাবব না, আজ রাতে তোমার জন্য অপেক্ষা করব"—হেলা হেসে বলল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যখন তারা জার্মান নাইট ক্লাবে ঢুকল ব্যাণ্ডে ক্রতলয়ে নাচের বাজনা বাজছিল। ঘরটা সাজানো নয়, চৌকো, আলোগুলোতে কোন শেড্ ছিল না। উঁচু দেওয়ালে অসমানভাবে চুনকাম করা, উঁচু সিলিংয়ের জন্ম একটি ক্যাথিড্রালের ভাব বিরাজ করছিল। এটা একটা স্কুল অডিটোরিয়াম, কিন্তু বাড়ীর বাকী অংশটি বিস্ফোরণে উড়ে গেছে।

চেয়ারগুলো ফোল্ডিং করা এবং শক্ত। টেবিলগুলোতে কোন আবরণ ছিল না, সাদাসিদে। কোন জায়গায় ডেকোরেশানের কোন চিহ্ন ছিল না। ঘরটা লোকের ভিড়ে জ্যাম হয়েছিল, তাই ওয়েটাররা কোন কোন সময়ে টেবিলে পৌঁছতে পারছিল না—মাঝের দম্পতিকে বাড়িয়ে দিতে বলছিল।

উলফ এখানে বেশ পরিচিত। তারা উলফকে দেওয়ালের একটা টেবিলের দিকে অনুসরণ করলো।

উলফ্ চারদিকের সবাইকে সিগারেট দিয়ে ওয়েটারকে ছটা স্নাপ্‌সের অর্ডার দিল। সে তার প্যাকেটের বাকী সিগারেটগুলো ওয়েটারের হাতে গুঁজে দিল। "খুব পরিষ্কার জিনিস" ওয়েটার মাথা ঝুঁকিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

ফ্রাউ মেয়ার তার সোনালী মাথা চারদিক ঘুরিয়ে মন্তব্য করল, "জায়গাটা ভাল নয়।"

এডি তার হাতে থাপ্পড় মেরে বলল, বেবী, যারা যুদ্ধে হেরে গেছে এটা তাদের জন্ম।"

মসকা হেলার দিকে হেসে বলল, "খুব খারাপ নয়, কি বল।"

সে মাথা হেলিয়ে বলল "এটা একটা চেঞ্জ। আমি দেখব আমার জার্মান জাতের লোকেরা কি ভাবে আনন্দ করছে।"

মসকা তার গলার সামান্য অপরাধ বোধ টের পেল না, কিন্তু এডি বুঝতে পেরে ঠোঁট বাঁকিয়ে মুচকি হাসল। একটা অস্ত্র পাওয়া গেছে, সে একটা আনন্দ বোধ করল।

"জায়গাটা সম্বন্ধে একটা ভাল গল্প আছে" উলফ বলল, "এরা মিত্রগণের

এডুকেশন অফিসারকে ঘুষ দিয়েছিল, যাতে তিনি সার্টিফিকেট দেন যে এটা আর স্কুলের উপযুক্ত নয়। তারপর তারা এটাকে এনটারটেনমেন্ট পারপাসে কাজে লাগাবার জন্য ফাইন আর্টস অফিসারকে ঘুষ দিয়েছিল। কেউ জানে না। জায়গাটা নিরাপদ কিনা, সে আবার যোগ করল, "তাতে কিছু আসে যায় না, কয়েকদিনের মধ্যেই এটা বন্ধ হয়ে যাবে।"

'আহা, কেন?' হেলা জিজ্ঞেস করল।

"অপেক্ষা কর এবং দেখ"—উলফ সবজান্তার ভঙ্গীতে বলল।

লিও তার স্বাভাবিক রহস্যের সুরে বলল, "ওদের দেখ। সে ঘরের চারদিকটা দেখাল, "আমি জীবনে এ রকম দুঃখী দুঃখী লোক দেখিনি, এইরকম বাজে সময় কাটানোর জন্য তারা পয়সা খরচ করছে।"

সবাই হেসে উঠল

ওয়েটার তাদের জন্য পানীয় নিয়ে এল।

এডি তার গ্লাস তুলে নিল, তার সুন্দর মুখটায় একটা ছন্দ গাম্ভীর্য এনে বলল, "আমাদের দুজন বন্ধু সুখী হোক, একটা সুন্দর মানিয়ে যাওয়া দম্পতি। তাকিয়ে দেখ, একজন সুন্দর মিষ্টি রাজকুমারী, অন্যজন একটা বিশ্রী—দেখতে অসভ্য, মেয়েটা তার জন্য সিগার রেডি করে দেয়, সকাল ঠিক করে দেয়, প্রতিদানে জোটে মার আর গালাগালি। বন্ধুগণ, এদের বিয়েটা খুব উত্তম ব্যাপার হবে। এদের প্রেম একশ বছর ধরে বেঁচে থাকবে যদি না মেয়েটাকে সে আগেই মেরে ফেলে।"

তারা পান করল, মসকা ও হেলা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসল। ভাবটা এমন যে তারা এর উত্তর জানে যেটা এখানকার কেউ অনুমান করতে পারে না।

দুই দম্পতি ঘরের অন্য প্রান্তে স্টেজের ধারের ফ্লোরে নাচতে গেল। উলফ এবং লিও একা পড়ে রইল। উলফ চারদিকটা দেখে নিল তার অভ্যস্ত দৃষ্টিতে।

সিগারেটের ধোঁয়া উচু সিলিংয়ের দিকে উঠে যাচ্ছিল। লোকগুলো বিভিন্ন ধরণের, কোন কোন বয়স্ক দম্পতি ছিল যারা তাদের ভাল আসবাবপত্র বিক্রী করে এখানে এসেছে তাদের প্রাত্যহিক একঘেয়েমী কাটানোর উদ্দেশ্যে। তরুণ ব্ল্যাক মার্কেটীয়ার, এমেরিকান মেস সার্জেন্ট ও পি. এক্স. অফিসাররা টেবিলে বসেছিল,

সুন্দর সুন্দর মেয়ে পাশে নিয়ে যারা নায়লন স্টকিং পরেছিল. সুসজ্জিত মেখেছিল, বৃদ্ধ লোকেরা—যারা হীরে. ফার, অটোমোবাইল এইরকম দামী জিনিসের ব্যবসা করে—মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বসেছিল যাদের তারা মাইনে দিয়ে রেখেছে, মেয়েগুলোর পোষাক দামী নয়, দেখতেও খুব সুন্দর নয়।

সেই ভিড়ের ঘরটায় গোলমাল বেশী হচ্ছিল না, সবাই নীচু স্বরে কথা বলছিল। মাঝে মাঝে দীর্ঘ সময়ের পর পানীয়ের অর্ডার করা হচ্ছিল। কোন খাদ্যের চিহ্ন কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। ব্যাণ্ড চেষ্টা করছিল এমেরিকান সুরে জ্যাজ বাজানোর জন্য—ড্রামবাদকদের মধ্যে এদিক ওদিক দুলছিল এমেরিকান ড্রামবাদকের ভঙ্গিতে।

উলফ অন্য টেবিলের লোকদের দিকে মাথা দোলাল, লোকগুলো ব্ল্যাক মার্কেটীয়ার তার সাথে পরিচিত হয়েছিল সিগারেটের ব্যবসার ব্যাপারে। তারা যখনই এসেছে এ্যামেরিকানদের চিহ্নিত করেছে. সে ভাবল। তাদের টাইয়ের বিশেষত্বের জন্য তারা বেশ সহজে চিনতে পারছিল. অন্য লোকেরা বেশ সুসজ্জিত, শুধুমাত্র তাদের ছিন্ন মলিন টাই ছাড়া ব্ল্যাক মার্কেটীয়ারেরা কি টাই সরবরাহ করতে পারে না, উলফ ব্যাপারটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। সহজে ডলার আয় করার আর একটা পদ্ধতি।

বাজনা থেমে গেল, সবাই টেবিলে ফিরে এল। এডিরর মুখটা নাচের জন্য ও মেয়ারের সাহচর্যে একটু লাল হয়ে উঠেছিল। সে হেলাকে মন দিয়ে দেখছিল, মসকার কাঁধে হাত রেখে সে তার দিকে ঝুঁকে পড়ল। সে মনশ্চক্ষে একটা কম্বলে মোড়া একটা শক্ত সাদা দেহ দেখছিল. দেহটা বেড়েই চলেছিল। এক মুহূর্তে সে তার নিশ্চিত সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হল, কিন্তু কি ভাবে সফলতা আসবে সে জানে না, কিন্তু হঠাৎ তার ছবিটা ভেঙে গেল ব্যাণ্ডের হঠাৎ সজোর বাজনায়।

ঘরটা চুপচাপ হয়ে গেল, ঘরের উজ্জ্বল সাদা আলোগুলো স্তিমিত হয়ে এলো, ঘরটা স্বপ্নময় হয়ে গেলো যেন ঘরের উঁচু সিলিংটা অন্ধকারে ডুবে গেল।

অডিটোরিয়ামের স্টেজে একদল মেয়ে এসে নাচতে লাগল, এত বাজে নাচছিল যে একবারও কেউ ওদের উৎসাহ দিল না। তারপরে একজন ম্যাজিসিয়ান ও তারপরে একজন এক্রোবেট এল। তারপরে একজন বেঁষাস্ট মেয়ে দুর্বল গলায় গান গাইতে লাগল।

"ওঃ ভগবান, চল এখান থেকে চলে যাই", মসকা বলল।

উলফ মাথা নেড়ে বলল, "একটু অপেক্ষা কর"।

শ্রোতারা এখনও ধৈর্য্য ধরে আশা করেছিল আরও ভাল কিছুর। ট্রাম্পেট আবার জোরে বেজে উঠল।

আলো কমতে কমতে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল, স্টেজটাকে হলদে আলোর একটা চতুষ্কোণ পদার্থ মনে হচ্ছিল। স্টেজের উপর উঠে এল একজন কালো বেঁটে মত লোক। জন্মগত কমেডিয়ানদের মত মুখটা গোল রবারের মত, সবাই তাকে সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানাল।

সে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলার ভঙ্গীতে সহজ কথা বলতে লাগল যেন দর্শক ও তার মধ্যে কোন সীমানা নেই।

—"আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমার নামকরা কিছু অভিনয় আপনাদের দেখাতে পারছি না, আমার কুকুর ফ্রেডারিককে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না"। সে থামল, তার মুখে দুঃখ, তারপর উদ্গত রাগে বলল, "লজ্জার ব্যাপার, সত্যিই লজ্জার ব্যাপার, দশটা কুকুরকে আমি শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু একে একে সবগুলোই অদৃশ্য হোল। বার্লিনে গেল, ডুসেলডর্ফে গেল এবং এখানেও গেছে। সব সময় একই ব্যাপার। একটা মেয়ে দৌড়ে স্টেজে এসে দাঁড়াল। সে তার কানে কানে কিছু বলল, কমেডিয়ান তার মাথাটা নেড়ে দর্শকদের দিকে ঘুরে বলল, "বন্ধুগণ, ম্যানেজমেণ্ট আমাকে ঘোষণা করতে বললেন শো এর পরে এখানে মাংস ও স্যাণ্ডউইচ পাওয়া যাবে"। সে চোখ পিটপিট করে বলল, "রেশন কার্ড লাগবে না কিন্তু দামটা বেশ চড়া, এখন যা আমি বলছিলাম" সে থামল, তার মুখটা এত হাস্যকর হয়ে উঠল। তারপরেই সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারল, হাসির ঝড় বয়ে গেল। "ফ্রেডারিক আমার ফ্রেডারিক" সে আর্তনাদ করল ও স্টেজ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। আবার সে আলোর বৃত্তে ফিরে এলো স্যাণ্ডউইচ চিবোতে চিবোতে। হাসি থামার পর সে বলল, অনেক দেরী হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ বছর সে একজন ভাল বন্ধু ছিল। স্যাণ্ডউইচটার স্বাদ খুব ভাল। একটা বিরাট কামড়ে সে স্যাণ্ডউইচটা প্রায় শেষ করে ফেলল।

হাসি থামার জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে তার মুখ মুছল। তারপর একখানা কাগজ তার পকেট থেকে বার করল।

চুপ করার জন্য হাত তুলে সে বলল "আজকের কেলোরির জন্য সবার ভাবনা, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ১৩০০ কেলোরীর প্রয়োজন। আমরা মিলিটারী গভর্ণমেণ্টের রেশান থেকে ১৫৫০ কেলোরী পাই,

শাসকদের কোন সমালোচনা করা চলে না। কিন্তু আমি কিছু বলতে চাই—কি করে এই ২৫০ বেশী কেলোরী ব্যবহার করা যায়। কয়েকটা সাধারণ নিয়ম আছে।

সে কেলোরী সম্বন্ধে সমস্ত পুরোনো জোকগুলোর পুনরাবৃত্তি করল, কিন্তু এত সুন্দরভাবে করল যাতে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ছিল। একজন স্বল্পবাস মেয়ে এসে তাকে থামিয়ে দিল। মেয়েটা তার চারদিকে ঘুরছিল। সে মেয়েটার দিকে লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল তারপর তার পকেট থেকে গাজর, লেটুস এবং এক-মুঠো কাঁচা বিন বের করল। সে তার আঙ্গুল গুণে মাথাটা নাড়িয়ে বলল, এরজন্য "অন্তত এক হাজার কেলোরীর দরকার"।

মেয়েটা তাকে ঠেলা মারছিল। সে মেয়েটাকে মুকাভিনয়ে বুঝিয়ে দিল মুসকিলটা কোথায়। সে তার বুকের মাঝখান থেকে একগুচ্ছ আঙ্গুর বার করল। সে ইঙ্গিতে দেখাল—যথেষ্ট নয়। মেয়েটা তার পেটিতে হাত দিল কিন্তু লোকটা অসম্মতির ভঙ্গীতে বলল, "অনুগ্রহ কর, আমি পারব না"। মেয়েটা যখন হতাশ হয়ে স্টেজ থেকে বেরিয়ে গেল তখন লোকটা হতাশার ভঙ্গীতে হাত দুটো বাড়িয়ে বলল "যদি আমি একটা গরম বীফষ্টিক পেতাম"! হাস্যরোল সিলিংয়ে গিয়ে ঠেকল।

স্টেজের উপরে কমেডিয়ানের বাবারের মত মুখটা যেন ফুলতে লাগল। সে খুব তাড়াতাড়ি নকল করছিল। প্রথমে রুডলফ হেসের, ইংলণ্ড পালানোর দৃশ্য; গোয়েলসের, তার স্ত্রীর কাছে চরম ও নগ্ন মিথ্যে কথার দৃশ্য; গোয়ারিংয়ের প্রতিশ্রুতির দৃশ্য, বার্লিনের উপর কোনদিন বোমা পড়বে যখন তিনি নিজে টেবিলের তলায় আশ্রয় নিচ্ছিলেন, খসে পড়া ইট বালি থেকে বাঁচার জন্য। যখন কমেডিয়ান থামল সবাই ওকে উচ্চস্বরে প্রসংশা করল, তারপরেই সব চুপচাপ।

তার চুলগুলো চোখের উপর পড়েছিল, তার ঠোঁটের উপর একচিলতে কালো রেখা দেখা যাচ্ছিল—যেটা গোঁফ হতে পারে। সে তার মুখটা এমনভাবে সঙ্কুচিত করেছিল, যাতে তাকে হিটলারের মত লাগছিল। সে উইংসের ধারে দাঁড়িয়েছিল, মুখ থেকে শক্তি ও একটা আকর্ষণ বিকীরণ করছে। সে শ্রোতাদের দিকে কিছুক্ষণ সম্মোহনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে উঁচু গলায় বলল, "আপনারা কি আমায় ফিরে পেতে চান।"

মুহূর্তের আহত নিস্তব্ধতা নেমে এল। তার সাদা মুখে একটা মারাত্মক অন্ত-জাগতিক হাসি ফুটল। তারপরেই সবাই বুঝতে পারল।

ঘরটা যেন ফেটে পড়ল। কেউ কেউ টেবিলে বা চেয়ারের উপর লাফিয়ে উঠে প্রশংসাসূচক অব্যয় শব্দ উচ্চারণ করছিল। মেয়েরা পাগলের মত হাততালি দিচ্ছিল। কেউ কেউ মেঝেতে পা ঠুকছিল কেউ বা টেবিলে ঘুষি মারল। হাসির শব্দে ঘরটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

উলফ তার গোড়ালীর উপর দাঁড়িয়ে জনতাকে দেখছিল একটুকরো হাসি মুখে নিয়ে। মসকা বুঝতে পারল, সে চেয়ারে হেলান দিয়ে মদে চুমুক দিতে থাকল।

ফ্রাউ মেয়ার টেবিলের দিকে মুখ নীচু করে হাসি চাপার চেষ্টা করছিলেন। এডি জিজ্ঞেস করল "কি হল, কি হল তোমার ?"

মেয়ার উত্তর দিলেন, "কিছু হয়নি"।

হেলা টেবিলের উপর দিয়ে লিওকে দেখছিল। তার মুখটা কঠিন, কিন্তু তার মুখের বাঁদিকটার কম্পন তার আয়ত্বের বাইরে ছিল। হেলার মুখটা লাল হয়ে গেল সে মাথাটা দুলিয়ে ইসারা করল, যাতে লিও এখানে যা হয়ে গেল তার সম্বন্ধে কোন অনুভূতি প্রকাশ না করে। লিও তার থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে স্টেজের দিকে তাকাল।

কমেডিয়ানের রবারের মত মুখটা এখন স্বাভাবিক, সে তার চুলটা পেছনে সরিয়ে দিয়ে মাথা নোওয়াল, সে প্রশংসা খুব সহজে গ্রহণ করলো যেন এগুলো তার প্রাপ্য এমন ভঙ্গীতে।

ব্যাণ্ডে আর একটু সুর বাজতে লাগল। উলফ মাথা নাড়ছিল, যেন সে সবকিছু বুঝে ফেলেছে। আবার সবাই নাচার জন্য উঠে গেল। তাদের টেবিলের দিকে অনেকেই তাকাল। পাশেই দুজন তরুণ বসেছিল দুটো মেয়েকে পাশে নিয়ে।

লিও মাথাটা নামিয়ে নিল, বুঝতে পেরেছে তার মুখের একদিক কাঁপছে। মনে মনে সে রেগে গেছিল, একটা অসহায় হতাশা তাকে চেপে ধরেছিল। সে আশা করছিল অন্য কেউ এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা বলবে।

মসকা তার দিকে দেখতে দেখতে ব্যাপারটা বুঝতে পারল, সে উলফ এবং অন্যকে বলল, "চল যাওয়া যাক"। যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন দেখতে পেল পাশের টেবিলের একজন তরুণ এদিকে চেয়ার ঘুরিয়ে বসেছে, লিওকে দেখার জন্য। মুখে মজা পাওয়ার হাসি, মাথার সামনের দিকটা টাক পড়ে গেছে, শরীরটা বেশ ভারী।

মসকা উলফের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "লোকটাকে আমাদের সাথে নিয়ে চল।"

উলফ মসকাকে পরীক্ষার দৃষ্টিতে তাকাল যেন সে এটা অনুমান করেছিল ও আশা করেছিল। ঠিক আছে, আমি আমার ইনটেলিজেন্স কার্ডের সাহায্যে ওকে বাইরে নিয়ে যেতে পারব। তোমার কাছে কি অস্ত্র আছে, যদি দরকার হয়?

"ওদের মধ্যে একজন হাঙ্গারিয়ান", মসকা বলল।

লিও তার মাথাটা তুলে বলল, "আমি এ রকম কোন কাজ করতে চাই না, চল আমরা চলে যাই।"

হেলা মসকার হাত ধরে বলল, "চল আমরা চলে যাই"। সে উঠে দাঁড়াল। উলফ আবার উপর নীচ মাথা দোলাল যেন সে কিছু বুঝেছে। সে লিওর দিকে করুণ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল। সে দেখল মসকা বিরক্তির ভঙ্গী করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলতে লাগল। উলফ যখন পাশের টেবিল দিয়ে যাচ্ছিল সে ঝুঁকে পড়ে তরুণ জার্মানের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "খুব জোর হাসি, অস্বাস্থ্যকর বুঝলে?" সে তার ইনটেলিজেন্স কার্ড বের করল, জানত যে জার্মানটা সেটা পড়তে পারবে। সে যখন অন্যদের অনুসরণ করছিল, সে হাসল— পেছন থেকে কোন হাসি শোনা গেল না।

তারা মসকার ঘরে এল মদ খাওয়ার জন্য। হেলা ইলেক্ট্রিক প্লেটে বেকন ও স্যাণ্ডউইচ তৈরী করতে লেগে গেল।

তারা সবাই টেবিলটাকে ঘিরে বসল। শুধু এডি কোণের কোচটায় শুয়ে পড়ল। মসকা সাদা রঙা ওয়ার্ডড্রোব খুলে মদ ও সিগারেট বের করল।

এডি কোণ থেকে বলল, "বাষ্টার্ড গুলো কি করে আজ বেরিয়ে গেল?"

"তারা বেরোতে পারবে না" উলফ বলল, "আজ রাতে সে অনেক দূর এগিয়ে গেছিল, ওদের অভ্যর্থনাটা কেমন লেগেছিল বল"। উলফ তার সাদা মুখটা দোলাচ্ছিল মজার সঙ্গে। "এই ক্রাউটগুলো কোনদিন শিখবে না, তুমি ভাবছ যে তারা রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে বলে আর কোনদিন যুদ্ধ করবে না। কিন্তু তারা তৈরী হচ্ছে, যুদ্ধ ও প্রতিহিংসা তাদের রক্তে মিশে আছে।"

মসকা লিওকে ঠাট্টা করে বলল, "তুমি মনস্থির করে ফেল কোথায় যাবে— প্যালেস্টাইনে অথবা ইউ এস এতে।"

লিও কাঁধ ঝাঁকিয়ে তার কফিতে চুমুক দিতে থাকল।

উলফ জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি স্টেটসে যেতে পারবে?"

"হ্যাঁ আমি সেখানে যেতে পারি", লিও বলল।

'তাহলে চলে যাও' "উলফ তাকে পরীক্ষা করে বলল, আজকের রাতটা যদি কোন ইঙ্গিত হয়, আপনি ওসব ব্যাপারে খুব নরম।

লিও তার মুখের বাঁ দিকটায় হাত রাখল।

ছেড়ে দাও ব্যাপারটা—মসকা বলল। না, আমাকে ভুল বোঝ না, লিও, তোমাদের জাতির পক্ষে সমস্যাটা কোথায় জান, তারা কোনদিন যুদ্ধ করবে না, কেউ কেউ ভাবে তোমরা ভীরু। আমার মনে হয় এটা বেশী সুসভ্যতার ফল। তারা শক্তিতে বিশ্বাস করে না। যেমন আজ রাতে, যদি তুমি লোকটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে মার লাগাতে তাতে সমস্যার সমাধান হোত না। যদি তোমরা কোনদিন নিজেদের একটা দেশ পাও তাহলে এই সন্ত্রাসবাদী প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ দিতে হবে। সন্ত্রাস ও শক্তি একটা বিরাট অস্ত্র। প্রত্যেক দেশের প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবহার করে এবং কখনো তাদের শক্তি কমিয়ে দেখে না। আমি বিস্মিত হচ্ছি, তুমি যা সবের মধ্যে দিয়ে গেছ তবুও তুমি কিছু জান না।

লিও আস্তে আস্তে বলল, "আমি প্যালেষ্টাইন যেতে ভয় পাই না, এবং আমি জানি এটাই আমার কর্তব্য। কিন্তু আমি জানি সেটা খুব দুর্ভোগের ব্যাপার হবে। আমি এখন আনন্দ চাই, একমাত্র এই ভাবেই আমি এটা চিন্তা করি। তথাপি আমি লজ্জিত যে আমি এভাবে চিন্তা করি, কিন্তু আমি চলে যাব।

"বেশী দেরী কোর না" উলফ বলল : এই ক্রাউটগুলো কোনদিন পাল্টাবে না। এটা তাদের রক্তে মিশে আছে, তুমি প্রত্যেকদিন এটা দেখতে পাবে।

লিও বলে চলল, যেন সে কিছুই শোনেনি, "সন্ত্রাসে বা শক্তিতে আমার বিশ্বাস নেই। আমার বাবা ক্যাম্পে ছিলেন, তিনি জার্মান ছিলেন কিন্তু মা জিউ ছিলেন। আমার বাবা রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন, তিনি আমার আগেই গেছিলেন।"

লিওর মুখের কম্পন আবার দেখা গেল. সে হাত দিয়ে সেটা চেপে ধরল। "তিনি সেখানে মারা যান কিন্তু মরার আগে তিনি আমায় শিখিয়ে যান। তিনি বলেছিলেন আমি একদিন মুক্তি পাব। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হবে যদি আমি আমার অত্যাচারীদের মত হয়ে যাই। আমি এখনও তা বিশ্বাস করি, যদিও একটু কঠিন তবু এখনও তা আমি বিশ্বাস করি।

উলফ মাথা নেড়ে বলল, "আমি জানি, আমি জানি তোমার বাবার মত লোককে।" তার গলাটা ভাবলেশহীন।

হেলা ও মেয়ার সবাইকে গরম বেকন ও স্যাণ্ডউইচ পরিবেশন করল। লিও খেতে রাজী হল না।

'আমি শুতে যাচ্ছি', সে চলে গেল। ঘরে গিয়ে রেডিও খুলে কোন জার্মান ষ্টেশন থেকে নরম স্বর শুনতে লাগল।

ফ্রাউ মেয়ার এডিকে ঠেলা মেরে বলল "স্বপ্ন দেখা বন্ধ কর।"

এডি হাসল। তার সুন্দর মুখটায় ঘুমের অবসন্নতা জড়িয়ে ছিল, সে হেলাকে ইলেকট্রিক প্লেটের পাশে দেখে চিন্তা করল, এই ঘরেই ব্যাপারটা হবে। সমস্ত আসবাবপত্রগুলো পরিষ্কার ভাবে প্রতিভাত হচ্ছিল, তার মনে হচ্ছিল ঘরে অন্য কোন লোক নেই। সে সব সময় এই রকম চিন্তা করে। যে মেয়েকে সে কোনদিন এপ্রোচ করেনি তার সম্বন্ধেও সে স্বপ্ন দেখে।

উলফ বেকন ও স্যাণ্ডউইচ চিবোতে চিবোতে বলল, "লোকের ভাবনা চিন্তাগুলো হাস্যকর"। তারপর গলা নামিয়ে বলল, যে লোকগুলো লিওর ক্যাম্প চালাত তারা সম্ভবত তোমার আমার মত সাধারণ লোক, খালি আদেশ পালন করতো। যুদ্ধের সময় যখন আমি কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সে ছিলাম, আমরা যাদের বন্দী করতাম, মেজর তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাদের বলতেন, আমি এইসব খবরগুলো জানতে চাই ঠিক দুটোর মধ্যে। আমরা খবরগুলো পেয়ে যেতাম। উলফ মসকার থেকে একটা সিগারেট নিয়ে টানতে টানতে বলল, আমি এই কাজ শুরু করার আগে কিছু যুদ্ধের ছবি দেখেছিলাম, ছবিগুলোতে বীররা ধরা পড়তো, তাদের অত্যাচার করা হোত, কিন্তু তাদের মৃত্যুর আগে তারা মুখ খুলত না।

মসকা তার গ্লাসটা ভরে নিল, উলফ ছাড়া সবার মধ্যে ঘুম ঘুম ভাব দেখা যাচ্ছিল। ফ্রাউমেয়ার জড়োসড়ো হয়ে এডির কোলে বসেছিল, হেলা দেয়ালের ধারের কোচে শুয়ে পড়েছিল।

উলফ হাসল, আমার একটা বিশেষ কৌশল আছে। আমি তাদের প্রথমেই একটু টরচার করে নিই কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আগেই। যেমন সেই নব বিবাহিত দম্পতির ব্যাপারে। যখন তারা একা হয়েছিল স্বামীটা মেয়েটার কণ্ঠরোধ করেছিল, বলেছিল "এটা কোন কিছুর জন্য নয়, দেখ তুমি নিজে কি করেছিলে", একই আইডিয়া, সে হাসল, তার মৃতের মত সাদা মুখটা আনন্দে উদ্ভাসিত হোল। আমি জানি তুমি কি চিন্তা করছ, একাজে কোন ভাল লোক আসে না, কাউকে তো এ ধরণের কাজ তো করতেই হবে। এছাড়া কোন যুদ্ধ জয় করা যায় না। তুমি

বিশ্বাস কর ঐসব ফিল্মের মত আমি কোন বিকৃত যৌন আনন্দ পাই না। এসব কাজের প্রয়োজন আছে। আমি এর মধ্যেও একটা সম্মান বজায় রাখার চেষ্টা করি। সে তাড়াতাড়ি কিন্তু অস্থিরতার সাথে বলল, আমরা জার্মানদের মত কোনদিন অত নিষ্ঠুর হতে পারি না।

এডি হাই তুলে বলল, সমস্ত কিছুর বেশ আকর্ষণ, কিন্তু আমি আমার নীচের ঘরে চলে যাব।

উলফ বলল, লেকচার মারতে একটু দেরী করে ফেলছ। এডি ও ক্রাউ-মেয়ার ঘর ছেড়ে চলে গেল।

উলফ তার পানীয় শেষ করে বলল চল আমার সাথে নীচে চল, আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই। তারা বাইরে বেরিয়ে উলফের জীপে বসল।

"এডি সব বাজে চিন্তা করে", উলফ রাগ ও ঘৃণার সাথে বলল।

"সে তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল", মসকা বলল।

"তুমি কেন অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াও"—উলফ জিজ্ঞেস করল।

"আমি একটা অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত, যুদ্ধটাও খুব বেশীদিন শেষ হয়নি।"

উলফ মাথা নেড়ে বলল, "আমিও রাতে অস্ত্র না নিয়ে বেরোই না।"

এক মুহূর্তের নীরবতা নেমে এল, মসকা ছটফট করছিল।

উলফ তার সিগারেট টানতে টানতে বলল, "আমি তোমায় একা ডেকে আনলাম, কারণ বেশ কিছু টাকা আয় করা সম্বন্ধে আমার একটা আইডিয়া আছে। আমার মনে হয় আমাদের একাজে লিপ্ত সবাই একটু বেশী টাকা ওড়ায়, এখন আমার হাতে সিগারেটের বদলে হীরের অনেক কনটাক্ট আছে। আমি তোমায় এ ব্যাপারে পেতে চাই।

মসকা অধৈর্য্য ভাবে বলল, "আমি ওসব কাজ করতে চাই না।"

উলফ ইতস্তত করে বলল, কোনদিন হয়ত আসবে যে দিন তোমার অনেক টাকার দরকার হবে। যেমন ধরো, ওরা যদি কোনদিন তোমার ঘরে হেলাকে দেখতে পায় তাহলে তোমাকে আবার ষ্টেটসে পাঠিয়ে দেবে। সে তার হাত উঁচু করে বলল, আমি জানি তুমি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যাবে, অনেকেই তা করে, কিন্তু তখন তোমার টাকার দরকার হবে। অথবা কোন সময় তোমাকে হেলাকে নিয়ে জার্মানীর বাইরে চলে যেতে হবে, তুমি ভূয়ো কাগজপত্র পেতে পার কিন্তু তাতে তোমার একটা

হাত ও পা চলে যাবে। ফ্রান্সে বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় যেখানেই যাও না কেন খরচা প্রচুর। এসব কথা চিন্তা করেছ কি ?

"না করিনি"—মসকা আস্তে আস্তে বলল।

—আমি এটা চিন্তা করেছি। আমার সাহায্যের দরকার, তাই তোমার সাহায্য চাইছি। আমার কোন মহত্ব নেই, তোমার কোন উৎসাহ আছে কি ?

"বলে যাও"—মসকা বলল।

উলফ থেমে সিগারেট টানতে টানতে বলল, "তুমি জান আমরা কি ধরণের টাকা ব্যবহার করি, আর্মি স্ক্রিপ ? ব্লাক মার্কেটীয়ার মাথা ফাটিয়ে ফেলে এগুলো পাওয়ার জন্য। তারপরে তারা এগুলো জি-আইদের দেয় মানিঅর্ডারের জন্য। কিন্তু এসব কাজ তাদের খুব ধীরে ধীরে করতে হয়। আমরা যত স্ক্রিপ পাই সেগুলো মানি অর্ডারে রূপান্তরিত করতে পারি। যেটা আমরা পুরোন মার্কে করতে পারতাম না।

"এই ব্যাপার ?" মসকা বলল।

—এখন একটা কথা হচ্ছে গত কয়েক সপ্তাহে জার্মান ব্লাক মার্কেটীয়াররা বেশ কিছু স্ক্রিপ পেয়ে গেছে। আমি তাদের হয়ে সেগুলোকে মানি অর্ডারে রূপান্তরিত করে দিচ্ছি। এখন আসল ব্যাপারটা বলছি। আমি উৎসুক হয়ে চারদিক খোঁজ নিয়ে একটা মারাত্মক গল্প শুনতে পেলাম। যখন স্ক্রিপ সহ জাহাজ এসে ব্রেমার-হেভেনে ঠেকল, যদিও সমস্ত চরমভাবে গোপনীয়—এক মিলিয়ন বাকের একটা বাক্স হারিয়ে গেল। আর্মি চুপচাপ থাকল কারণ ব্যাপারটা তাদের বোকা বানিয়ে দিয়েছিল। পরিকল্পনাটা কেমন ? গল্পটা বলতে বলতে সে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। "এক মিলিয়ন বাক"—সে আবার বলল।

মসকা উলফের অর্থক্ষুধায় হাসল, "অনেক টাকা না !" সে বলল।

—এবার আমার পরিকল্পনা শোন, আমার মনে হয় টাকাটা সমস্ত দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এখানকার কোন গ্যাংয়ের হাতে টাকাটার একটা বড় ভাগ আছে। আমরা যদি একবার তাদের ধরতে পারি, একটা বিরাট ব্যাপার হবে।

মসকা জিজ্ঞেস করল, কি করে তুমি তাদের খুঁজে বার করবে ? তাদের কাছ টাকাটা হাতাবে কি করে ?

—টাকা খোঁজা আমার দায়িত্ব, শুধু তোমার সাহায্য দরকার, উলফ বলল, যত

কঠিন মনে হচ্ছে তত কঠিন নয়। জানো নিশ্চয়ই আমি একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোক, আমার হাতে অনেক কনটাক্ট আছে। আমি তোমায় আমার সাথে নিয়ে যাব, তোমায় একজন বড় পোস্ট এক্সচেঞ্জ সাজিয়ে যে সিগারেট ডাম্প করছে, এক কার্টন তিন কি চার বাক হিসাবে। তারা এই দামের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে।

...আমরা এইভাবে কুড়ি কি ত্রিশ কার্টন ছাড়ব, তারপরে আমরা বলব আমরা একসাথে পাঁচ হাজার কার্টন ছাড়তে চাই, একটা বিরাট ব্যাপার। একটা গল্পও বানাতে হবে, কেউ না কেউ হাজির হবে ক্রেতা হিসাবে, তারা হয়ত কুড়ি হাজার বাকের মত স্ক্রিপ নিয়ে হাজির হবে। আমরা টাকাটা নিয়ে নেব, তারা পুলিশের কাছে যেতে পারবে না, তারাও না আমরাও না, তারাই সমস্যায় পড়বে। উলফ তার সিগারেটে শেষ টান দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ল। তারপর শান্তভাবে আরম্ভ করল, ব্যাপারটা খুব কঠিন কাজ, কয়েক রাত শহরময় ঘুরে বেড়াতে হবে, একাজে সাহস ও শক্তির প্রয়োজন।

"সত্যিই পুলিশও ডাকাত" মসকা বলল। উলফ হাসল। মসকা রাত্রির আঁধারে আবর্জনার দিকে তাকিয়ে দেখল। অনেক দূরে একটা গাড়ীর হেড আলো রাতের অন্ধকারকে ফালা ফালা করছে।

উলফ এবার গভীর ভাবে বলল, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। কোন কোন সময় আমার আগের জীবনটাকে স্বপ্নের মত মনে হয় তোমারও বোধহয় একই রকম মনে হয়। এবার আমাদের সত্যিকারের জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। পরবর্তী জীবনের পথ বড় কঠিন, সত্যিই কঠিন, আমাদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এটাই শেষ সুযোগ।

মসকা বলল,—ঠিক আছে কিন্তু ব্যাপারটা বড় জটিল লাগছে।

উলফ মাথা নেড়ে বলল, এটাতে কাজ নাও হতে পারে কিন্তু ইতিমধ্যে তোমায় আমি কিছু কিছু এক্সচেঞ্জের ব্যবসা করিয়ে দেব। যা হোক না কেন তুমি বেশ কয়েকশ' কামিয়ে নিতে পারবে। যদি আমরা একটু ভাগ্যবান হই, আমরা পনের বা কুড়ি হাজার কামাতে পারব, বেশীও হতে পারে।

মসকা জীপ থেকে নেমে দাঁড়াল, উলফ জীপ চালিয়ে চলে গেল। উপরের দিকে তাকিয়ে সে হেলার কালো মাথাটা দেখল, ঘরের আলো তার মাথার পেছনে পড়ছিল, সে তার দিকে হাত নেড়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মসকা পার্ক করা জীপের মধ্যে আশ্রয় নিল, অক্টোবরের বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়া এড়ানোর জন্য, ভেতরের জমে যাওয়া ধাতু তার দেহকে শিহরিত করল।

একটু দূরে রাস্তার মোড়টা একটা বড় চৌমাথা। গাড়ীগুলো এদিক ওদিক ছুটে যাচ্ছিল, মিলিটারী গাড়ীগুলো অল্প থামছিল পাশের নির্দেশাবলী পড়ে নেওয়ার জন্য। রাস্তার ধারে ধারে আবর্জনার স্তূপ জমেছিল, কয়েকটা ছোট ছোট বাড়ী মাথা তুলছে। পাশেই একটা ছোট্ট সিনেমা হল খোলা হয়েছে, দর্শকদের লম্বা লাইন আস্তে আস্তে ঢুকছিল।

মসকার ক্ষিদে পেয়েছিল, সে অধৈর্য্য হয়ে পড়ছিল। সে দেখতে পেল তিনটে ঢাকা মিলিটারীর গাড়ী পাশ দিয়ে চলে গেল। গাড়ীটায় জার্মান যুদ্ধবন্দীরা ছিল। গাড়ীটা চৌমাথায় গিয়ে দাঁড়াল, বোধহয় যুদ্ধের আসামী, সে চিন্তা করল। দুটো সশস্ত্র জীপ পেছন পেছন অনুসরণ করছিল। মসকা দরজার দোকানের দরজায় এসে দাঁড়াল, পরে জীপের সীটে শুয়ে পড়ল। তারা দুজনেই রাস্তায় একটা মেয়েকে দেখতে পেল যে চেঁচিয়ে ওঠার আগেই দৌড়াতে শুরু করেছিল। সে ফুটপাথ ছেড়ে পাগলের মত চৌমাথার দিকে দৌড়ে গেল। সে একটা হাত পাগলের মত নাড়তে নাড়তে একটা নাম উচ্চারণ করছিল। কিন্তু নামটা বোঝা যাচ্ছিল না, শেষ ট্রাকটা থেকে একটা লোক মেয়েটার দিকে হাত নাড়ল। ট্রাক চলতে লাগল, পেছনের জীপগুলোকে রাখালদের জীপের মত মনে হচ্ছিল। মেয়েটা কোন আশা নাই দেখে থেমে গেল। সে রাস্তায় বসে পড়ল, তারপরেই সে পুরোপুরি শুয়ে পড়ল, রাস্তার গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে গেল।

লিও জীপের উপর উঠে পড়ল। তারা দেখল, মেয়েটাকে ফুটপাথের উপর তুলে নেওয়া হল। তারপরে লিও জীপটা চালিয়ে দিল। তারা যা দেখল সে সম্বন্ধে তারা কোন কথা বলল না। কিন্তু মসকার মনের গভীরে একটা ধূসর ছবি উঠে এল, ধীরে ধীরে আকৃতি পেতে লাগল।

ঠিক যুদ্ধের শেষে মসকা প্যারিসের রাস্তায় একটা ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেছিল, ভিড় থেকে বেরোনর চেষ্টা করতে করতে সে ঠেলাঠেলিতে ভিড়ের একেবারে

মধ্যিখানে চলে গেল। সে দেখতে পেল, ফরাসী যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে যারা ছাড়া পেয়েছে, যাদের কাউকে সবাই মৃত ভেবে নিয়েছিল, রাস্তার লোকের আনন্দের চীৎকার জীপের লোকদের গলা ডুবিয়ে দিচ্ছিল। তারা লাফিয়ে নেমে আসছিল, কেউ কেউ ঝুঁকে চুম্বন গ্রহণ করছিল, ফুলের তোড়া নিচ্ছিল। হঠাৎ একজন ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমে এসে একটা মেয়েকে খুব জোরে আলিঙ্গন করলো, ট্রাকের কেউ তার ক্রাচটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "অশ্লীল"। সবাই হেসে উঠল। এমন আলিঙ্গনে অন্য সময় হলে সব মেয়েই লজ্জা পেয়ে যেত। কিন্তু মেয়েটা সবার সাথে হাসছিল।

যে ব্যথা, যে অপরাধ বোধ মসকা তখন অনুভব করেছিল, এখন তার মধ্যে সেই অনুভূতি ফিরে এল।

লিও যখন রথস্কেলারের সামনে জীপ থামাল মসকা লাফিয়ে নামল। বলল, আমার ক্ষিদে নেই, পরে তোমার সাথে এখানে দেখা করব।

লিও জীপের সিকিউরিটি চেন লাগাতে লাগাতে বিস্ময়ের সাথে মাথা তুলে বলল, "কেন কি হল?"

"একটু মাথা ধরেছে, সেরে যাবে।"

তার শীত করছিল। একটা সিগার ধরাল, তামাকের ভারী ধোঁয়া তাকে একটু উষ্ণতা এনে দিল। সে পাশের গলিটা দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল। রাস্তাটা পরিত্যক্ত। কারণ জমে থাকা আবর্জনার জন্য, সেখানে গাড়ী ঢুকতে পারে না। ইঁট পাথরের উপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে সেই গোধূলি বেলায় মসকা এগোতে লাগল।

আর ঘরে ঢুকে তার একটু জ্বর জ্বর লাগলো। আলো না জেলেই তার জামা কাপড় খুলে কোচের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়ল বিছানায়। চাদরের নীচেও তার শীত করছিল, টেবিলের কোনায় রাখা সিগারের শেষাংশের ধোঁয়া তার নাকে ঢুকল। একটু গরম হওয়ার জন্য সে গুটিয়ে জড়োসড়ো হয়ে শুল কিন্তু তবুও সে ঠাণ্ডায় কাঁপছিল। তার মুখটা শুকিয়ে গেছিল, মাথাটা ধকধক করছিল।

সে দরজায় তালা খোলার শব্দ শুনতে পেল। তারপরে হেলা ঘরে ঢুকল। আলো জেলে সে এসে বিছানায় বসল।

"তোমার শরীর ভাল নেই"—সে ব্যগ্র গলায় বলল, তাকে এমন দেখে সে যেন একটা অদ্ভুত শক্ পেল।

"একটু শীত করছে" মসকা বলল, "আমার জন্য একটা এসপিরিণ এনে দাও আর ঐ সিগারটা ফেলে দাও।"

সে বাথরুম থেকে একগ্লাস জল এনে তাকে দিয়ে তার কপালে হাত রাখল। "তোমার জ্বর হল, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, আমি কি কোচে শোব!"

"না, আমার প্রচণ্ড শীত করছে" মসকা বলল, "এসো আমার কাছে এসো"।

সে আলোটা নিভিয়ে বিছানায় এসে কাপড় ছাড়ল। ঘরে সামান্য আলোয় সে তাকে কাপড় খুলে চেয়ারের উপর রাখতে দেখল, তার দেহ কামনায় ও জ্বরে যেন পুড়ে যাচ্ছিল, হেলা আসার সাথে সাথে সে তাকে জোরে জড়িয়ে ধরল। তার বুক, উরু, মুখ ঠাণ্ডা, গাল দুটোও ঠাণ্ডা। মসকা যথাসম্ভব জোরে তাকে জড়িয়ে থাকল।

যখন সে তার বালিসে মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিল, সে অনুভব করল তার উরুর মাঝখানটা ও পিঠটা ভিজে গেছে, তার মাথা ধরা চলে গেছিল, কিন্তু তার সমস্ত দেহ এমনকি হাড় পর্যন্ত ব্যথা হয়ে গেছিল। সে তার দেহের উপর দিয়ে নাইট টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা নিল।

হেলা তার উত্তপ্ত মুখে হাত বুলিয়ে বলল "সোনাটা, তোমার যেন খারাপ কিছু না হয়"।

"না, আমার ভাল লাগছে" মসকা বলল।

"এবার কি কোচে ঘুমোব?"

"না এখানেই থাক।"

সে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল, কয়েক টানের পর সেটাকে দেয়ালে ঘসে দিল। আগুনের ফুলকিগুলো কম্বলের উপর পড়ল।

"ঘুমোতে চেষ্টা কর" হেলা বলল।

"আমি ঘুমোতে পারব না। আজ কি বিশেষ কিছু ঘটেছে?"

"না, আমি তো ফ্রাউ মেয়ারের সাথে সাপার খেলাম। ইয়ারগেন তোমায় বাড়ী ঢুকতে দেখে আমাকে বলল। সে বলল, তোমার শরীরটা তার কাছে ভাল ঠেকেনি, আমাকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে বলল। লোকটা বড় দয়ালু।"

"আমি আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম" মসকা রাস্তার মেয়েটার কথা বলল।

ঘরের অন্ধকারে, সে শব্দহীনতা অনুভব করতে পারল। হেলা ভাবছে যদি

সে জীপে থাকত, তবে মেয়েটাকে ট্রাকের পেছনে নিয়ে যেত এবং মেয়েটাকে ট্রাকের লোকটার সাথে দেখা করিয়ে দিত। পুরুষ মানুষরা বড় কঠোর, ওদের কোন করুণা নেই।

কিন্তু সে কিছু বলল না। অন্ধ অন্ধকার রাতের মত সে মসকার সেই দীর্ঘ ক্ষতে হাত বোলাতে লাগল। সে বাচ্চা মেয়ের মত আঙ্গুল দিয়ে তার ক্ষত স্থানটাকে নিয়ে খেলা করতে লাগল।

মসকা সোজা উঠে বসে খাটের বাজুতে মাথা রাখল। হাত দুটো ভাঁজ করে সে মাথার তলায় রাখল। শান্ত ভাবে বলল, "আমি ভাগ্যবান, দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছি"।

"আমি দেখছি" হেলা বলল।

"তুমি জান আমি কি বোঝাতে চাইছি। ব্যাপারটা আমার মুখের উপর হলে, অন্য রকম হোত।"

সে ক্ষতটার উপরে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বলল, "আমার কাছে নয়।"

মসকা জ্বরের জন্য অস্বস্তি অনুভব করছিল। হেলার আঙ্গুলগুলো আরামদায়কভাবে ঘোরাফেরা করছিল।

"ঘুমিয়ে পড়ো না" মসকা বলল, "সব-সময় তোমায় কিছু বলতে চাই, কিন্তু কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না"। মসকা তার গলাটাকে সুরেলা করল, যেমন বড়রা বাচ্চাদের পরীর গল্প শোনায়। "আমি তোমায় ছোট্ট একটা গল্প বলব," সে সিগারেটের জন্য হাতড়াল।

বারুদের গুদাম মাইলের পর মাইল দীর্ঘ। একদিকে সেলগুলো গোছা গোছা রাখা আছে। মসকা একটা বুলেটাকৃতি ট্রাকে কেবিনে বসে লক্ষ্য করছিল বন্দীদের সামনের গাড়ীটায় ভর্তি করছে। বন্দীরা সবুজ টুইলসের জামা ও ফ্লপ হ্যাট পরেছিল, জামার রঙেই তারা চারদিকের বনানীর সাথে সহজেই মিশে যেত যদি না তাদের পেছনে বিরাট সাদায় লেখা 'পি' টা না থাকতো।

বনের কোন এক জায়গা থেকে বাঁশীর তিনবার আওয়াজ শোনা গেল। মসকা তার গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে চেঁচাল, "এই ফ্রিৎস এখানে এসো"।

তিন ট্রাক বন্দীদের নেতাটা তার কাছে এগিয়ে এল।

"আমরা চলে যাওয়ার আগে লোড করার সময় এখনও হাতে আছে।"

চল্লিশ বছরের বেঁটে জার্মানটা তার অদ্ভুত কোঁচকানো মুখ নিয়ে চেতনাহীন ভাবে বলল, "আমাদের দেরী হয়ে যাবে।"

তারা নিজেদের মধ্যে হাসল। বন্দীদের অন্য কেউ হলে মসকার অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য স্বীকার করে নিত যে লোভ করার জন্য সময় আছে।

"ঠিক আছে যা তুলেছ সেগুলো ঠিক ঠাক করে নাও"। মসকা লোকটাকে একটা সিগারেট দিল, লোকটা সিগারেটটা পকেটে রাখল। বারুদের গুদামের কাছে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ কিন্তু মসকা বা জি-আইরা সিগারেট টেনে থাকে।

"বাকীদের ফ্রিৎস তুলে দাও এবং আমাকে সংখ্যাটা দিও।"

লোকটা চলে গেল। বন্দীরা ট্রাকে উঠতে আরম্ভ করল।

তারা খারাপ রাস্তার উপর দিয়ে বনের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে এগোল। অন্য গাড়ী চৌমাথাগুলোর কাছে এসে তাদের দলের সংখ্যা বাড়াচ্ছিল, শেষকালে খোলা ট্রাকের একটা বিরাট লাইন হয়ে গেল যখন তারা বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে সকালের কমলা রঙা আলোয় স্নান করল। সৈন্য বা বন্দীদের কাছে যুদ্ধটা যেন অনেক দূরের। তারা নিরাপদ এবং তাদের মধ্যে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তারা খুব নিশ্চিন্তে এগোচ্ছিল কারন সেই বনভূমি কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা ছিল।

যে সব জি-আইরা খুব খারাপভাবে আহত হয়ে আর ডিউটিতে আসতে পারেনি তারা আর যুদ্ধ চাইতো না। সন্ধ্যে বেলায় যখন প্রহরীরা জীপে চড়ে হাওয়া খেতে বেরোত তখন তাদের ভাগ্য নিয়ে বন্দীরা দুঃখ করত। যুদ্ধ বন্দীরা তারের বেড়ার ধারে গিয়ে বাইরেটা দেখত। সন্ধ্যে বেলায় বাচ্চাদের নিয়ে যে গৃহস্থরা বেরোত তাদের দিকে হিংসের চোখে তাকিয়ে থাকত।

পরের দিন সকালে ঠিক ভোরের আলো ফোটার মুহূর্তে তাদের বনের দিকে যেতে হোত। সকালে কাজের অবসরে তারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে ঘাসের উপর বসে রুটি চেবাত। মসকা লোকগুলোকে রুটিনের বেশী বিশ্রামের সময় দিত। ফ্রিৎস্ তার পাশে সেলের গাদার উপর এসে বসত।

"খুব খারাপ জীবন নয়, কি বল ফ্রিৎস" মসকা জিজ্ঞেস করতো।

"আরও খারাপ হতে পারতো" ফ্রিৎস বলতো "এখানে আমরা শান্তিতে আছি।" মসকা মাথা নাড়ত। সে জার্মানটাকে পছন্দ করতো, যদিও সে তার আসল নামটা মনে করার চেষ্টা করতো না। তারা বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিজয়ী ও বিজিতর মধ্যের সম্পর্কটা ভুলতে পারতো না। এখনও মসকা তার কারবাইনটা ধরে রাখতো

প্রতীক হিসাবে। একটা গুলি থাকতো, কোন কোন সময় গুলি পুরতে ভুলে যেত।

জার্মানটা সেদিন খুব খারাপ মুডে ছিল। হঠাৎ সে নিজের ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে লাগলো, মসকা একটু আধটু বুঝতে পারছিল।

"এটা খুব অদ্ভুত যে, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ আমরা যে কাজ করছি চলাফেরা করছি তা নিজের ইচ্ছানুসারে নয়। মানুষের এই কি কাজ? তোমরা কি করে একে অপরকে আঘাত কর, হত্যা কর? এবং কিসের জন্য। আমাকে বলত, যদি জার্মানি, ফ্রান্স আর আফ্রিকা দখল করে রাখত তাতে কি আমার এক পয়সা লাভ হোত। যদি জার্মানি সমস্ত পৃথিবী জয় করে নেয় তাতে আমার নিজের কি হবে? যদিও আমরা জয়ী হই, তবে সারাজীবন ধরে আমি মাত্র একটা ইউনিফর্ম পাবো। যখন আমি বাচ্চা ছিলাম তখন দেশের পূর্বের গৌরবময় ইতিহাস আমাকে শিহরিত করতো। কি করে ফ্রান্স জার্মানি বা স্পেন কি করে পৃথিবীতে আধিপত্য করেছে। তারা সেই সব লোকেদের প্রতিমূর্তি তৈরী করেছে যারা পৃথিবীতে তাদের নিজেদের মত লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে, কি করে এসব হয়, কেন হয়? আমরা পরস্পরে ঘৃণা করি, মেরে ফেলি, যদি তাতে কোন লাভ একটা হোত, যদি তারা ফ্রান্সের একখানা জমি দখল করে বলত তোমরা আর একখানা করে বেশী রুটি—তাহলে একটা কথা ছিল, এবং তুমি, তোমরা আমরা ইতিমধ্যেই জানি তোমরা জয়ী। কিন্তু তোমরা কি ভাব আর বেশী কিছু লাভ করবে"।

উষ্ণ সূর্যের আলোয় অন্য বন্দীরা ঘাসের বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল। মসকা শুনল, অল্প অল্প বুঝল ও সে একটু রাগও করল। জার্মানটা কর্তাবিহীন বিজিতের মত কথা বলছিল। সে প্যারিসের, প্রাগের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাস্তা দিয়ে গর্বের সাথে হেঁটেছে, এখন কাঁটাতারের বেড়াজালের মধ্যে এসে ন্যায় নীতির কথা মনে পড়েছে।

এই প্রথম জার্মানটা তার হাতটা মসকার বাহুর উপর রাখল, "বন্ধু তোমার আমার মত লোক মুখোমুখি হয় একে অন্যকে হত্যা করে। আমাদের শত্রুরা আমাদের পেছনে আছে।" হাতটা নামিয়ে নিয়ে বলল "তারা আমাদের পেছনে এমন জঘন্য অপরাধ করে যার জন্য আমাদের মরতে হয়।" তিক্ততার সাথে বলল।

কিন্তু বেশীর ভাগ সময় জার্মানটা হাসিমুখে থাকে। সে দুটো ছবি দেখিয়েছিল,

একটাতে তার স্ত্রী ও দুটি বাচ্চার ফোটো আর একটাতে তার নিজের ফটো কারখানার সামনে যেখানে সে কাজ করত তার বন্ধুদের সাথে। সে মেয়েদের সম্বন্ধেও কথা বলত।

সে খুব উৎসাহের সাথে বলত, "যখন ইটালীতে ছিলাম বা যখন ফ্রান্সে ছিলাম মেয়েগুলো কত সুন্দর ছিল। আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করব জার্মান মেয়েদের চেয়ে তারা সুন্দর। ফুয়েরার যা বলুন না কেন, মেয়েরা অন্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের সাথে রাজনীতিকে মিলতে দেয় না, এই রকমই শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসছে।"

তার নীল চোখটা নাচত—"আমার সব সময়েই দুঃখ হয় আমরা অ্যামেরিকায় যেতে পারলাম না, সেই সুন্দর মেয়েগুলো, যাদের পা গুলো লম্বা লম্বা, গায়ের রঙ আশ্চর্য্য সুন্দর। আহা অবিশ্বাস্য! আমি তাদের কেবলমাত্র সিনেমায় ও ম্যাগাজীনে দেখেছি, এটা খুব খারাপ।"

মসকা খেলাচ্ছলে বলত, "তারা তোমার দিকে ফিরেই তাকাবে না।"

জার্মানটা ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়াত, "মেয়েগুলোর মাথায় কিছু থাকে না।" তুমি কি ভাব যে তারা উপোশ করে যাতে শত্রুর কাছে তাদের দেহটা বিকিয়ে না যায়। এসব ব্যাপারে মেয়েদের মাথা বেশ পরিষ্কার। আহা নিউইয়র্ক যদি দখল করা যেত ব্যাপারটা খুবই উপভোগ্য হত।"

মসকা ও জার্মানটা একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসত। তারপর মসকা বলত "এবার তোমার লোকদের কাজে লাগাও।"

শেষদিনে যখন ফিরে যাওয়ার বাঁশী শুনতে পেল জার্মানরা তাড়াতাড়ি যে যেখানে ছিল দৌড়ে এসে কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্রাকে উঠে বসল। ড্রাইভার গাড়ী স্টার্ট করল।

অভ্যেসবশতঃ মসকার চোখ ফ্রিৎসকে খুঁজল, তখনও কোন সন্দেহ জাগেনি। সে কাছের গাড়ীটার দিকে কয়েক পা হেঁটে গেল, বন্দীদের চোখে একটা অদ্ভুত চাউনি—সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, কি ঘটে গেছে।

সে রাস্তার আরম্ভের দিকে দৌড়ে গিয়ে ড্রাইভারদের বেরিয়ে আসতে বললো, যখন সে দৌড়াচ্ছিল তখনই সে তার কারবাইনে একটা গুলি ঢুকিয়ে নিল। তারপরে পকেট থেকে বাঁশী বার করল। বাঁশীটা সে এতদিন ব্যবহার করেনি, বাঁশীটায় সে দু'বার ছোট ছোট ফুঁ দিল। একমুহূর্ত অপেক্ষা করার পর আবার দু'বার বাঁশী বাজাল।

অপেক্ষা করতে করতে সে সব বন্দীদের ট্রাক থেকে নামিয়ে একজায়গায় ঘাসের উপর দাঁড় করাল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাদের সে লক্ষ্য রাখছিল, যদিও জানত কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না।

সিকিউরিটি সোজা বনবাদাড় ভাঙতে ভাঙতে ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল। জীপের সার্জেন্টের ইংরেজদের মত গোঁফ, বিরাট ভারী চেহারা। সব কিছুর চুপচাপ ভাব দেখে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। অন্য জি-আই দুজন দুদিকে চলে গেল। জীপের ড্রাইভারটা সাব মেসিনগানটা বের করে একটা পা মাটিতে ঠেকিয়ে গাড়ীতে বসে রইল।

সার্জেন্ট মসকার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মসকা বলল, 'একজন লোককে পাওয়া যাচ্ছে না যাকে আমি চিনি। সে ছিল ওদের মুরুব্বী।

সার্জেন্ট ওডি পরিহিত, পিস্তলধারী, বুকে গুলির বেলট। তিনি বন্দীদের দিকে গিয়ে তাদের দশজন করে সারি ধরে দাঁড়াতে বললেন। পাঁচটা লাইন হোল এবং একটা সংক্ষিপ্ত দুজনের লাইন। ষষ্ঠ লাইনে যে দুজন লোক দাঁড়িয়েছিল তাদের কেমন একটা অপরাধী অপরাধী ভাব, যেন যা হয়েছে তার জন্য তারাই দায়ী।

"কি মনে হচ্ছে", সার্জেন্ট মসকাকে জিজ্ঞেস করলেন।

"মোট চারজন নেই", মসকা উত্তর করল।

"খুব ভাল কাজ করেছ" সার্জেন্ট বলল। এই প্রথম মসকা লজ্জিত ও নিজেকে অপরাধী মনে হোল, যদিও তার রাগ হচ্ছিল না।

সার্জেন্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "মহা সমস্যার ব্যাপার হোল। এটা নিয়ে অনেক জল ঘোলা হবে।" তিনি মসকাকে বললেন, "তোমাকে আর কাজে রাখা হবে না, তুমি জান?"

তারা দুজনেই সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের সহজ জীবনের কথা চিন্তা করছিল কোন ভয় নয় কোন পরিদর্শন নয় কোন কড়াকড়ি নয়, একেবারে সিভিলিয়ানদের মত।

এবার সার্জেন্ট রেগে বললেন, "দেখা যাক কি করা যায় ঐসব বাস্টার্ডদের নিয়ে। "এটেনশান"—তিনি চেঁচালেন। তিনি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জার্মানদের সামনে হাঁটলেন। কয়েক মুহূর্ত কথা না বলার পর ধীরে ধীরে ইংরেজীতে বলতে লাগলেন।

"তোমরা জান আমরা এখন কোন অবস্থায় আছি। যুদ্ধের সময় শেষ হয়ে গেছে। তোমাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করা হোত। তোমাদের ভাল খাবার দেওয়া শোওয়ার

ভাল জায়গা দেওয়া হয়। তোমাদের কোন দিন কি শক্ত কাজ করতে বলা হয়েছে? তোমাদের ভাল লাগেনি আমরা তোমাদের ব্যাঁরাকে থাকতে দিয়েছি। কারুর কোন অভিযোগ আছে? এগিয়ে এসো যে কেউ!" তিনি থামলেন যেন তাদের কেউ সত্যিই কোন অভিযোগ করবে। তারপর বললেন, "তাহলে আমি যা বললাম সব ঠিক। তোমাদের কেউ কেউ জান লোকগুলো কোথায় গেছে কখন গেছে। কথা বল। আমরা মনে রাখব, আমরা স্বীকৃতি দেব।" সার্জেন্ট কথা বলা ও হাঁটা বন্ধ করে তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। যখন তারা ফিসফিস করে একে অপরকে সার্জেন্টের কথাগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছিল তিনি অপেক্ষা করছিলেন। তার পরেই তারা নীরব হয়ে গেল, কেউ সামনে এগিয়ে এল না।

এবার সার্জেন্টে ভিন্ন স্বরে কথা বললেন "ঠিক বাস্টার্ডের দল।" তিনি জীপের কাছে গিয়ে ড্রাইভারকে বললেন 'ব্যারাক থেকে কুড়িটা কোদাল কুড়িটা বেলচা নিয়ে এসো, চারজন লোক ও আর একটা জীপও নিয়ে এস। কোন অফিসার যদি কিছু না বলে, তাহলে ঠিক আছে, তবে সাপ্লাই অফিসার কোদাল বেলচা দিতে গুঁইগুঁই বলবে আমি ফিরলে তার মাথাটা ভাঙব।' তিনি ড্রাইভারকে রাস্তা দেখিয়ে দিলেন।

তারপর বন্দীদের ঘাসের উপর বসতে সংকেত দিলেন।

যখন জীপটা আরও লোক ও একটা ট্রেলারে করে সরঞ্জামগুলো নিয়ে এল, সার্জেন্ট বন্দীদের দু-লাইনে মুখোমুখি দাঁড করালেন। তিনি সরঞ্জাম গুলো ধরিয়ে দিলেন। না কুলোনর জন্য বাকী লোকগুলোকে অন্যদিকে গিয়ে মাথা নীচু করে শুয়ে থাকতে বললেন।

কেউ কথা বলছিল না, বন্দীরা দীর্ঘ ট্রেঞ্চ খুঁড়ে চলল। যারা কোদাল ধরেছিল তারা খোঁড়ার পর বিশ্রাম করছিল। তারপর বেলচাধারীরা মাটিগুলো তুলে ফেলছিল। তারা খুব আস্তে আস্তে কাজ করছিল। প্রহরীরা গাছে হেলান দিয়ে আরাম করছিল, তাদের উদাসীন ও বেসাবধানী লাগছিল।

সার্জেন্ট মসকার দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বললেন, "একটা ভাল মিথ্যে সব সময় কাজে দেয়, লক্ষ্য কর।"

আর একটু সময় খুঁড়তে দিয়ে তিনি থামতে বললেন। "এখানে কেউ মুখ খুলতে চাও।"

কেউ উত্তর করল না।

"ঠিক আছে", সার্জেণ্ট হাত নেড়ে বললেন, "খুঁড়তে থাকো।"

একজন জার্মান তার বেলচা ফেলে দিল। সে একজন তরুণ এবং গালগুলো গোলাপী। "অনুগ্রহ করুন", সে বলল, "আপনাকে কিছু বলছি"—সে বন্দীদের মধ্যে থেকে সামনের দিকে এগিয়ে এলো।

"বলে ফেল"—সার্জেণ্ট বললেন।

জার্মানটা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সে অসহায় ভাবে পেছনে সঙ্গীদের দিকে তাকাল। সার্জেণ্ট বুঝতে পেরে লোকটার হাত ধরে জীপে নিয়ে গেলেন। নীচু গলায় তারা ওখানে কথা বলল, বন্দীরা ও প্রহরীরা সবাই তাকিয়ে দেখছিল। সার্জেণ্ট লোকটার দিকে ঝুকে পড়েছিলেন, পরিচিতভাবে লোকটার কাঁধের উপর দিয়ে একটা হাত রেখে। তারপর তিনি মাথা নাড়লেন। তিনি তাকে জীপে উঠার সংকেত দিলেন।

তিনটে ট্রাকে আবার বন্দীদের ভর্তি করা হোল। নির্জন বনের মধ্যে দিয়ে লাইনটা এগোতে লাগল। সার্জেণ্ট সামনে সামনে জীপে যাচ্ছিলেন, বাতাসে তার গোঁফটা উড়ছিল, তারা বন থেকে বেরিয়ে দেখল, সারা জায়গাটা অস্তগামী সূর্যের রাঙা আলোয় ভরে গিয়েছে।

মাথা ফিরিয়ে সার্জেণ্ট মসকাকে বললেন, "তোমার বন্ধু পরিকল্পনাটা অনেক আগে তৈরী করেছিল, কিন্তু তার ভাগ্য খারাপ"।

"সে কোথায়?" মসকা জিজ্ঞেস করল।

"শহরে, আমি বাড়ীটা চিনি।"

দলটা ব্যারাকে ঢুকল। দুটো জীপ দলছুট হয়ে শহরের দিকে চলল।

দুটো জীপ শহরে ঢুকে প্রধান রাস্তা দিয়ে চলতে থাকল, প্রধান গীর্জার কাছে এসে ডানদিকে বাঁক নিল। তারা একটা ছোট্ট পাথরের বাড়ীর সামনে থামল। অন্য জীপের দুজন লোক বাড়ীর পেছন দিকটায় চলে গেল। অন্য লোকগুলো জীপেই থাকল।

তারা কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে গেল। তাদের সামনে ফ্রিৎস এসে দাঁড়াল। সে একটা জীর্ণ সার্জএর ট্রাউজার পরেছিল, একটা কলারহীন সাদা জামা একটা কালো জ্যাকেট। সে তাদের দিকে তাকিয়ে একটা অনিশ্চিত হাসি হাসল। বাকীরা উপরে আছে তারা নেমে আসতে ভয় পাচ্ছে, সে বলল।

"ডাকো তাদের", সার্জেন্ট বললেন, "ওপরে গিয়ে ওদের বল, ওদের মারধর করা হবে না।

ফ্রিৎস্ সিঁড়ির কাছে গিয়ে জার্মান ভাষায় জোরে বলল, "সব ঠিক আছে, নেমে এসো, কোন ভয় নেই।"

তারা উপর থেকে দরজা খোলার আওয়াজ পেল, অন্য তিনজন বন্দী ধীরে ধীরে নেমে এল। তারা সবাই ছেঁড়া সাধারণ পোষাক পরেছিল। তাদের চোখেমুখে কেমন জন্তু জন্তু অপরাধী ভাব।

"জীপে চলে যাও", সার্জেন্ট নির্দেশ দিলেন, তারপর ফ্রিৎসকে জিজ্ঞেস করলেন —"বাড়ীটা কার?"

জার্মানটা তার চোখ তুলল। এই প্রথমবার সে মসকার দিকে তাকাল, "একজন মহিলার যে আমার চেনা; ব্যাপারটা ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না, ভদ্রমহিলা ভীষণ একা তাই, এর সাথে যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই।

"বেরিয়ে এসো", সার্জেন্ট বললেন।

তারা সবাই বেরিয়ে এলো। সার্জেন্ট বাড়ীর পেছনের লোকগুলোকে ডাকার জন্য বাঁশী বাজালেন। জীপটা চলতে শুরু করার পর, একজন মহিলা একটা বিরাট বড় ব্রাউন পেপারে মোড়া প্যাকেট নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। তিনি বন্দীদের জীপে দেখে পেছন ফিরে যেদিক থেকে এসেছিলেন ওদিকে চলে গেলেন। সার্জেন্ট মসকার দিকে একটু হেসে বললেন, "শয়তান মহিলা।"

ক্যাম্পের দিকের নির্জন রাস্তার ঠিক মাঝামাঝি অবস্থায় সার্জেন্ট জীপটা একদিকে নিয়ে দাঁড় করালেন। অন্য জীপগুলোও পেছনে থামল। দু'শ গজ দূরে কঙ্করময় একখানা তৃণভূমি যেটা বনের ছায়ায় গিয়ে মিশেছে।

"লোকগুলোকে জীপ থেকে বার কর", সার্জেন্ট বললেন। সবাই তারা নেমে সেই নির্জন রাস্তায় অস্বাভাবিক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। সার্জেন্ট কয়েক মুহূর্ত গভীর চিন্তা করলেন। "তোমাদের দুজন ক্যাম্পে গিয়ে এই ক্রাউটগুলোকে রেখে আসতে পার। তারপর ট্রেলার থেকে সরঞ্জামগুলো নিয়ে চলে এসো, তিনি ফ্রিৎসকে বললেন "তুমি এখানে থাকবে।"

"আমি ফিরে যাব", মসকা তাড়াতাড়ি বলল।

সার্জেন্ট মসকার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে রাগমিশ্রিত ঘৃণার স্বরে বললেন "শোন, শূয়োরের বাচ্চা, তোমায় এখানে থাকতে হবে। আমি না থাকলে তোমায়

অবস্থা খুব খারাপ হত। আমার কোন দায় নেই যে দেশময় ক্রাউটদের তাড়া করে বেড়াব। তুমি এখানে থাক।"

দু'জন গার্ড নি:শব্দে তিনজন বন্দীকে নিয়ে চলে গেল। তাদের জীপটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল, ফ্রেৎস অপস্রিয়মান জীপটাকে দেখছিল। চারজন লোক তাদের ওলিভ রঙা ইউনিফর্ম পরে নেই নির্বান্ধব জার্মানের সামনে দাঁড়িয়েছিল, সার্জেণ্ট তার গোঁফে তা দিচ্ছিলেন, জার্মানটার মুখ ধূসর দেখাচ্ছিল কিন্তু সে যেন এ্যাটেনশানের ভঙ্গীতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

"দৌড়োও"—বনের দিকে তৃণভূমির উপর দিয়ে দেখিয়ে সার্জেণ্ট নির্দেশ দিলেন।

জার্মানটা নড়ল না, সার্জেণ্ট তাকে একটা আঘাত করলেন। "দৌড়োও"—তিনি জার্মানটাকে সেই তৃণভূমির দিকে ঠেলে দিলেন। সূর্য্য অস্ত গেছিল, আকাশে কোন আলো ছিল না, শেষ গোধূলির ক্ষীণ ধূসরতা ছাড়া, বনটাকে দূরের একটা দীর্ঘ কালো দেওয়ালের মত মনে হচ্ছিল।

জার্মানটা আবার তাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তার হাতটা তার কলারবিহীন সার্টটা ঠিক করছিল, যেন একটু সম্মানিত হওয়ার চেষ্টা করছে। সে মসকার দিকে দেখল, তারপরে অন্যদের দিকে। সে ঘাস ও পাথর থেকে, তাদের দিকে পা বাড়াল। তার দেহ ও পা এক মুহূর্ত কাঁপল, কিন্তু গলা ঠিক ছিল।

সার্জেণ্ট ঘৃণা ও রাগের সাথে বললেন, "দৌড়োও, বাস্টার্ড, দৌড়োও"। দৌড়ে জার্মানটার কাছে গিয়ে তার মুখে আঘাত করলেন। জার্মানটা যখন পড়ে যাচ্ছিল তাকে তুলে ধরে আবার তৃণভূমির দিকে ধাক্কা মেরে পাঠিয়ে দিলেন, তিন-চারবার চীৎকার করে বললেন, "ক্রাউট বাস্টার্ড দৌড়োও।"

জার্মানটা পড়ে গিয়ে আবার উঠল। আবার তাদের দিকে এগিয়ে এল। একজন গার্ড তার দিকে এগিয়ে গিয়ে কারবাইন দিয়ে পেটে আঘাত করল, অন্য হাত দিয়ে তার মুখে ঘুষি মারল।

তার কোঁচকানো চামড়াময় মুখটায় রক্ত দেখা দিল। তারপর সে বনটার কালো দেওয়ালের দিকে চলার আগে তাদের দিকে শেষবার তাকাল, তাকানোটা হতাশার, মৃত্যুর ভয়ের নয়। তার চোখে আতঙ্ক যেন যে সে কিছু লজ্জাকর জঘন্য ঘটনা দেখেছে যা সে কোনদিন বিশ্বাস করেনি।

তারা দেখল সে আস্তে আস্তে বনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কয়েক পা গিয়ে সে

ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। তারা তার কলারবিহীন সাদা সার্টটা কেবল দেখতে পাচ্ছিল।

মসকা দেখছিল জার্মানটা প্রত্যেক বার ফিরে তাকানোর পর একটু একটু ডানদিকে সরে যাচ্ছিল। সে একটা প্রস্তরময় উঁচু জায়গা দেখতে পেল। কৌশলটা নিশ্চিত। লোকগুলো রাস্তায় হাঁটু গেড়ে বসে কারবাইনগুলো কাঁধে তুলল।

জার্মানটা যখন হঠাৎ দৌড়তে চেষ্টা করল, সার্জেন্ট ফায়ার করলেন, দেহটা পড়বার মুহূর্তে অন্যদের গুলির আওয়াজ শোনা গেল। পড়ে যাওয়া দেহটা একটা গর্তে ঢুকে গেল। কিন্তু পাগুলো দেখা যাচ্ছিল।

গুলির তীক্ষ্ম শব্দের পর গুলির ধূসর ধোঁয়ার নিশব্দে উদ্গমনের মধ্যে সেই জীবন্ত লোকগুলো নির্জন নিস্তব্ধতায় জমে গেল। সন্ধ্যার বাতাসে গুলির ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল।

"চলে যাও", মসকা বলল, "আমি ট্রেলারের জন্য অপেক্ষা করব। তোমরা চলে যাও।" মসকা যে গুলি করেনি সেটা কেউ লক্ষ্য করেনি। মসকা রাস্তা ধরে কয়েক পা এগোল।

সে একটা গাছে হেলান দিয়ে বনের কালো দেওয়ালের প্রেক্ষাপটে পাদুটোকে দেখতে দেখতে জীপের আওয়াজ পেল। রাতকে খুব কাছাকাছি মনে হলো। সে একটা সিগারেট ধরাল, তার কোন আবেগ ছিল না। কিন্তু তার মধ্যে কেমন একটা বমি বমি ভাব আসছিল। শরীরটাকে কেমন ছাড়া ছাড়া লাগছিল। সে অপেক্ষা করছিল, আশা করছিল, ট্রেলারটা অন্ধকার নামার আগে এসে যাবে।

ঘরের ঘন অন্ধকারে মসকা হেলার উপর দিয়ে নাইট টেবিলে জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল। জল খেয়ে আবার আধ-শোওয়া হল।

সে পুরোপুরি সৎ হওয়ার চেষ্টা করল। "এগুলোতে আমার বিশেষ কিছু হয় না, শুধু মাত্র দৃশ্যগুলো, যেমন আজকের রাস্তার মেয়েটা—আমার মনে পড়ছে লোকটা কি বলেছিল—সে দুবার বলেছিল—'আমার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে আছে,' আমি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারছি না, কিন্তু, ব্যাপারটা এই রকম, যেমন আমরা টাকা থাকলে ওড়াই, কারণ টাকা জমানোর কোন মানে হয় না।" সে হেলার কথা বলার জন্য অপেক্ষা করল।

সে আবার বলতে আরম্ভ করল "পরে আমার সৈন্য বাহিনীতে যেতে ভয় হোত,

আমার মনে হয় ঐ সার্জেন্টের প্রতি মনে মনে একটা ভয় জন্মে গেছিল। এবং সে একজন জার্মান এবং জার্মানরা অনেক ভয়ানক কাজ করতে পারে। কিন্তু প্রধান ব্যাপারটা হোল, যখন লোকটাকে মারা হচ্ছিল, সে যখন অনুনয় করছিল, তাকে যখন গুলি করা হল তখন আমার কোন করুণা হয়নি। পরে আমি খুব বিস্মিত ও লজ্জিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমি কখনোই করুণা বোধ করিনি, এটা খুবই খারাপ।

মসকা হেলার মুখটা খোঁজার চেষ্টা করল, তার গালে হাত পড়তে দেখল চোখের নীচটা ভেজা। এক মুহূর্ত পর তার বমি ভাব এল, তারপর জ্বরের উত্তাপে ভাবটা যেন শুকিয়ে গেল। সে তাকে বলতে চাইছিল ব্যাপারটা কি রকম, কেমন ওটা যেন একটা স্বপ্নের মত, ম্যাজিকের মত, চারদিকে ভয়ের দেওয়াল। অদ্ভুত শহরগুলোর নির্জন রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহ। ধ্বংসস্তূপের আনাচে কানাচে যুদ্ধ। কংকালময় বাড়ীগুলো থেকে উদ্গত ধোঁয়ার কালো ফুল। তারপর সাদা দাগের সমারোহ, মৃতদেহের, চারদিকে, ভাঙ্গা ট্যাঙ্কের চারদিকে চার্চে, বাড়ীর দেওয়ালে, রাস্তায়, গ্রামের বাড়ীতে, গরু ভেড়ার মৃত দেহের চারদিকে সাদা দাগ কেটে দেওয়া হয়েছিল ওগুলো যাতে কেউ না ছোঁয়। একদিন আশ্চর্য সকালে শহরের সবকিছু শান্ত নির্জন হয়ে গেল। মসকা একটা গা-ছমছমে ভয় অনুভব করতো যদিও যুদ্ধ অনেক দূরত্বে চলে গেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন চার্চের বেল বাজতে আরম্ভ করলো, স্কোয়ারে লোক জমতে আরম্ভ করলো, মসকা বুঝতে পারলো সে দিনটা রবিবার, তারপর একদিন তার ভয়টা চলে গেল, সেই কঙ্কাল ও আড়াআড়ি হাড়ের ছবি, সে সাদা ফিতে আর বেশী দেখা গেল না, তখনই মসকা ঠিক বুঝতে পারল তার ভয়ের স্বরূপটাকে—এই ভয় হোল—ধ্বংসের আতঙ্ক।

সে আর কিছু বলছিল না অনুভব করল হেলা পেটে ভর দিয়ে শুয়ে বালিশে মুখটা গুঁজে আছে। সে তাকে কঠিনভাবে ঠেলে সরিয়ে বলল, "যাও কোচে শোবে যাও, সে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অনুভব করল, দেওয়ালের আর্দ্রতা তার শরীরের উষ্ণতাকে টেনে নিচ্ছে। সে দেওয়ালে আরো জোরে চাপ দিল।

তার ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখল ট্রাকটা অনেক দেশ ঘুরে বেড়াল, অসংখ্য মেয়ে যেন মাটি থেকে উঠে এসে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে খুঁজছিল। বিকীর্ণ লোকগুলো আনন্দে কাকতাড়ুয়ার মত নাচছিল, এবং তারপর যখন সামনের মেয়েরা

কাঁদতে আরম্ভ করল তারা নীচু হচ্ছিল চুম্বন নেওয়ার জন্য। সাদা ফিতা তাদের ঘিরে দিল, সেই মানুষ গুলোকে সেই রাস্তা, সেই ট্রাক, সমস্ত পৃথিবীকে। অপরাধ-বোধের আতঙ্ক সর্বত্র ছড়ানো।

সাদা ফুলগুলো ক্ষয়ে গিয়ে মরে যাচ্ছিল।

মসকা জেগে উঠল, শেষ রাতের অন্ধকাররূপী প্রেত বিদায় নিতে শুরু করেছিল, মসকা ওয়ারড্রোবটাকে ক্ষীণভাবে দেখতে পেল। বাতাসে খুব শীত কিন্তু তার শীত শীত ভাব ও জ্বর বিদায় নিয়েছিল। সে একটা সুখকর মৃদু অবসন্নতা অনুভব করল। তার খুব খিদে পেয়েছিল। সে ভাবল ব্রেকফাস্টটা খুব রুচিকর হবে।

সে হাত বাড়িয়ে হেলার ঘুমন্ত শরীরটা স্নিগ্ধ তন্ময়তায় অনুভব করল। সে তাকে কখনো ত্যাগ করবে না একথা জেনে সে তার গালটা তার উষ্ণ পিঠে ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

নবম পরিচ্ছেদ

গর্ডন মিড্লটন দেখছিল বাচ্চারা দুটো সারি ধরে বাড়ীর সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তারা তাদের বিলম্বিত গানের তালে কাগজের বাতিগুলো নাড়ছিল, গানের সুর বন্ধ জানালা দিয়ে খুব ক্ষীণ ভাবে ঘরে প্রবেশ করছিল। তারা এবার জড়ো হয়ে তাদের হাতের প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে নিল, আলোগুলোকে অক্টোবরের গোধূলির জোনাকীর মত মনে হচ্ছিল। গর্ডন তার নিউ হ্যামিসফিয়ারে গ্রামের বাড়ীর জন্য একটা ব্যথা অনুভব করল। তাদের সুন্দর গ্রাম, যেখানে রাতের বাতাসে কেবল মাত্র জোনাকীর আলো দেখা যায়, এখানকার মত সেখানেও শীতের আগমনে সব কিছু মৃত মনে হয়।

তার মাথা না ঘুরিয়ে গর্ডন জিজ্ঞেস করল "প্রদীপ হাতে বাচ্চাগুলো কি গান গাইছে অধ্যাপক।"

অধ্যাপক দাবার টেবিলে বসে সন্তুষ্টির সাথে দেখছিলেন কি ভাবে তিনি তার প্রতিপক্ষকে শেষ করে দিয়েছেন। পাশের চামড়ায় গ্রীষকেসে দুটো স্যাণ্ডউইচ ও দু-প্যাকেট সিগারেট—যেগুলো তিনি গর্ডনের কাছ থেকে পান জার্মান ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। সিগারেটগুলো তিনি তার নিউরেমবার্গবাসী ছেলের জন্য জমিয়ে রেখে দেন। তিনি ছেলের অতিথি হওয়ার জন্য অনুমতি চাইবেন। বড় বড় লোকের অতিথি থাকলে তার ছেলের কেন অতিথি থাকবে না।

"তারা অক্টোবর ফেস্ট-এর গান গাইছে, তারা দেখাতে চাইছে যে রাতগুলো এখন বড়", প্রফেসার বললেন।

"আর ঐসব লণ্ঠন"— গর্ডন জিজ্ঞেস করল।

"আমি প্রাচীন প্রথা বিশেষ জানি না, বোধহয় রাস্তা আলোকিত করার জন্য" অধ্যাপক বিরক্তির ভাব গোপন করলেন। তিনি চাইছিলেন এমেরিকানটাকে দাবায় বসিয়ে পুরোপুরি জয়লাভ করতে। যদিও এমেরিকানটা কখনও বিজয়ীর ভাব দেখায় না। কিন্তু অধ্যাপকের মনে একটা বিজিতের গ্লানি আছে।

গর্ডন মিড্লটন জানালাটা খুলে দেওয়ার পর বাচ্চাদের মিষ্টি গলার স্বর হালকা

হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এসে ঘরটা ভরিয়ে দিল। সে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, তাদের সহজ সরল পরিষ্কার গলায় গান সে সহজেই বুঝতে পারল।

"আপনি ভাবতে পারেন তাদের বাবাদের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে লণ্ঠন তৈরী দেওয়া থেকে।" গর্ডন আবার গান শুনতে লাগল।

গর্ডন মিডলটন দেখতে পেল মসকা কারফারস্টেন এলি দিয়ে সেই লণ্ঠনধারী সঙ্গীত-মুখর বাচ্চাদের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

"আমার বন্ধু আসছে" গর্ডন অধ্যাপককে বলল। গর্ডন দাবার টেবিলে গিয়ে রাজাটাকে উল্টে দিল।

অধ্যাপক হাসলেন ও ভদ্রতার খাতিরে বললেন, "জেতার আশা এখনও ছিল"। অধ্যাপক সব তরুণদের ভয় পান— কঠোর, রাগী ও পরাজিত জার্মান তরুণদের। এদের থেকে তিনি বেশী ভয় করেন এমেরিকানদের যারা মত্তাবস্থায় খুন করতে পারে কোন কারণ ছাড়াই। তারা জানে তাদের উপর প্রতিহিংসা নেওয়ার শক্তি জার্মানদের নেই। কিন্তু মিডলটনের কোন বন্ধু নিশ্চয়ই বিপদজনক হবে না। মিডলটন তাকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করেছে। এবং মিডলটনও বিপদজনক নয়। তাকে প্রায় পিউরিটান ইয়াংকীদের মত লাগে, তার লম্বা লম্বা চেহারায় নাকে ও চৌকো মুখে। সে তার ছোট্ট নিউ ইংলণ্ড শহরে একজন স্কুল মাস্টার। তিনি হাসলেন, ভাবতে লাগলেন আগে স্কুল শিক্ষকরা অধ্যাপকদের কত সন্মান দেখাত আর এখন তার শিক্ষার মর্যাদার কোন দাম নেই।

ঘন্টা বাজতে গর্ডন দরজা খুলতে গেল। অধ্যাপক উঠে দাঁড়িয়ে তার কোট ও টাই ঠিকঠাক করে নিলেন। তিনি তার আলুর মত পেটটা সোজা করে দাঁড়লেন, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

যখন গর্ডন পরিচয় করিয়ে দিল অধ্যাপক বললেন "তোমার সাথে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম" ও তার হাতটা বাড়িয়ে ধরলেন। তিনি তাঁর সম্মান মর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তিনি তার গলাটাকে আজ্ঞানুবর্তী ও কম্পিত করে ফেলেছেন। তিনি লক্ষ্য করলেন ছেলেটার চোখ কঠিন হয়ে গেল এবং হাতটাও সে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল। লোকটাকে রাগিয়ে দিয়েছেন ভেবে মনে মনে কাঁপতে কাঁপতে তিনি দাবার খুঁটিগুলো সাজাতে লাগলেন।

"খেলতে চাও নাকি?" তিনি মসকাকে জিজ্ঞেস করে তার ক্ষমা প্রার্থনার হাসিটা চাপতে চেষ্টা করলেন।

গর্ডন টেবিলের দিকে দেখিয়ে বলল "দেখ ওয়াল্টার, তুমি কিছু করতে পার নাকি— তিনি আমার চেয়ে অনেক ভাল খেলেন।"

মসকা বিপরীত টেবিলে বসে বলল "আমার থেকেও বেশী কিছু আশা করবেন না, গর্ডন আমাকে দু' মাস আগে দাবা খেলতে শিখিয়েছে।"

অধ্যাপক মাথা হেলিয়ে বললেন, "তুমি সাদা নাও"—মসকা তার প্রথম চাল দিল।

অধ্যাপক দাবায় ডুবে গিয়ে তার অস্বস্তি ভুলে গেলেন। এ্যমেরিকানরা খুব সাধারণ খেলা খেলে। তবু গর্ডন খুব সাবধানে খেলত, কিন্তু মসকা খুব তাড়াতাড়ি তরুণের মত খেলতে লাগল। প্রতিভা আছে যদিও তিনি কয়েকটা অভিজ্ঞতা পূর্ণ চালে তার আক্রমণ ভোঁতা করে দিলেন। তারপরেই তিনি তার সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

"আপনি আমার চেয়ে অনেক ভাল খেলেন" মসকা বলল, অধ্যাপক লক্ষ্য করলেন তার গলায় আর রাগের ভাব নেই।

তারপরে হঠাৎ মসকা বলল "আমি চাই আপনি আমার প্রেমিকাকে সপ্তাহে দুদিন ইংরাজী শেখান। কি রকম লাগবে?"

প্রফেসার অবাক হলেন। এটা অপমানকর, এটা যেন দোকানদারের সাথে দর কষাকষি হচ্ছে। "তুমি কিন্তু নিজেই বেশ ভাল জার্মান বলতে পার।" তুমি তো নিজেই শেখাতে পার।

"আমি চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু সে গ্রামার, স্ট্রাকচার সব কিছু শিখতে চায়," মসকা বলল। "প্রত্যেক দু'দিনের জন্য এক প্যাকেট সিগারেট দেব—ঠিক আছে?"

অধ্যাপক মাথা হেলালেন। মসকা গর্ডনের কাছ থেকে পেন্সিল নিয়ে একটা কাগজে লিখল, সে সেটা অধ্যাপককে দিয়ে বলল, "আমি এখানে আমার ঠিকানা লিখে দিয়েছি এবং একটা চিঠিও লিখে দিয়েছি। যদি আপনাকে বিলেটে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে...।"

"ধন্যবাদ" প্রফেসার প্রায় মাথা নীচু করে ফেললেন, "কাল সন্ধ্যেতে কি সুবিধা হবে?"

"নিশ্চয়ই"—মসকা বলল।

বাড়ীর বাইরে একটা জীপ জোরে জোরে হর্ন দিতে লাগল। "নিশ্চয়ই লিও", মসকা বলল, "আমরা অফিসার্স ক্লাবে যাচ্ছি, তুমি কি যেতে চাও গর্ডন?"

"না"। গর্ডন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা এটা কি সেই লোকটা যে বুকেনওয়াল্ডে ছিল"।

যখন মসকা সম্মতি সূচক ভাবে মাথা নাড়ল তখন গর্ডন বলল, "তাকে এক সেকেণ্ড আসতে বল, আমি তার সাথে দেখা করতে চাই।"

মসকা জানালাটা খুলে মাথা বার করে বলল "ভেতরে এস"। খুব অন্ধকার হয়ে গেছিল। বাচ্চারা ও তাদের লণ্ঠন অদৃশ্য হয়ে গেছিল।

লিও উপরে এসে গর্ডনের সাথে হাত মেলাল, আর প্রফেসরকে কঠিন স্বরে সুপ্রভাত জানাল। প্রফেসর নীচু হয়ে তার স্যুটকেশ তুলে বললেন "আমায় যেতে হবে।" গর্ডন তাকে বাইরের দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে বিদায়ের করমর্দ্দন করলো। গর্ডন বাড়ীর পেছনের দিকে রান্নাঘরে চলে গেল।

তার স্ত্রী টেবিলে ইয়ারগেনের সাথে বসে কিছু কালোবাজারী পণ্যের দাম কষাকষি করছিল। ইয়ারগেন ভদ্র, মর্যাদাসম্পন্ন; তারা দুজনেই জানে তার স্ত্রী বেশ কম দামে পাচ্ছে। ইয়ারগেন গুনপনায় বিশ্বাসী। টেবিলের একটা চেয়ারে এক ফুট উঁচু বেশ ভাল দেখতে মরচে রঙের উলের কাপড়ের স্তূপ।

"গর্ডন, ওগুলো খুব সুন্দর, তাই না?" এ্যান মিডলটোন মুগ্ধস্বরে বললেন। তিনি দেখতে মোটা, তার দৃঢ় চিবুক ও কুটিল চোখ সত্ত্বেও তাকে ভাল প্রকৃতির ও দয়ালু মনে হয়।

গর্ডন সম্মতি জানিয়ে বলল "তোমার যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এসো, তোমাকে আমার বন্ধুদের সাথে আলাপ করিয়ে দিই।" ইয়ারগেন তাড়াতাড়ি তার কফিটা খেয়ে নিয়ে তার চামড়ার ব্রীফকেসের মধ্যে টেবিলে রাখা চর্বি ও মাংসের গোল টিনগুলো ভরতে লাগল।" "আমি যাই", সে বলল। "তুমি পরের সপ্তাহে আমার স্বামীর জন্য কোটের কাপড় আনতে ভুলো না" — এ্যান মিডলটন মনে করিয়ে দিলেন।

ইয়ারগেন বলল, "না, পরের সপ্তাহে, খুব বেশী দেরী হলে।"

পেছনের দরজা বন্ধ। এ্যান মিডলটন একটা কাপকোর্ড খুলে এক বোতল হুইস্কি ও কয়েকটা কোকা কোলার বোতল বার করলেন। "ইয়ারগেনের কাছে কেনা-কাটা করা ভাল, বাজে কথায় একটুও সময় নষ্ট করে না।" দুজনে তারা বসার ঘরে এল।

পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর সে একটা আর্ম-চেয়ারে এলিয়ে পড়ল, তার স্ত্রীকে

ছোটখাট ভদ্রতার কথা বলার সুযোগ দিয়ে। সে এই অপরিচিত ঘরের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করল। ঘরের আসবাবপত্র তার অচেনা, ঘরের ছবিগুলো কে টানিয়েছিল কে জানে। দেওয়ালের কাছে পিয়ানোয় কার হাতের ছোঁয়া লাগত তাও তার অজানা। তার বুদ্ধির কাছে এই ভাবটা বিশ্ব সবাকতা করে যদিও এটা নতুন নয়। সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগে সে তার বাড়ীতে বাবা-মার সাথে দেখা করতে গেছিল, স্মৃতিটা তাকে বড় পীড়া দেয়। তার মনে পড়েছিল ঘরের সেই সব অতিপরিচিত আসবাবপত্রের কথা যেগুলো তার পূর্ব পুরুষেরা ব্যবহার করেছেন, সেই বাবা-মার শীতার্ত শুষ্ক গালে শেষ চুমু খাওয়া, সে জানতো সে আর ফিরে যাবে না— যেমন অন্য সব তরুণেরা যুদ্ধে যায়, কারখানায় কাজ করতে যায় আর ফিরে আসে না। জন্মভূমির সেই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, পাহাড়ের মাথায় বরফ শুভ্রতা, গাছপালার সতেজ সবুজ রঙ সে আর কোনদিন দেখতে পাবে না। দেশটায় আর কোন তরুণ ও তারুণ্য থাকবে না, শুধু মাত্র পলিত-কেশ বৃদ্ধরা সেখানে স্মৃতিচারণ করতে করতে মৃত্যুর দিকে এগোবে। তাদের বসার ঘরে ছিল মার্কস্-এর একটা বিরাট ছবি যেটাকে তার মা একটা ছবি হিসেবে ভাবতেন—তার জানার জন্য গর্ডন একটু গর্ব বোধ করত, তার মার অজ্ঞানতায় সামান্য করুণা বোধ করত। এখনও বোধ হয় ছবিটা ঠিক সেই জায়গাটায় ঝোলানো আছে।

তার স্ত্রী নরম পানীয় প্রস্তুত করে ফেলেছিল—নরম, কারণ হুইস্কির রেশন হয়ে গেছে এবং সে হুইস্কি কালোবাজারী জিনিস কেনার কাজে লাগায়।

গর্ডন লিওকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার ক্যাম্পে মিত্র শক্তির বিমান আক্রমণে কয়েকজন বন্দী মারা পড়েছিল কি ?"

"হ্যাঁ", "লিও উত্তর করল, "আমার মনে পড়ছে। কিন্তু আমাদের তাতে রাগ হয়নি। আমায় বিশ্বাস করতে পারো।"

"আমি পড়েছিলাম যে ঐ বিমান আক্রমণে থ্যালম্যান নামে একজন কমিউনিষ্ট নেতা মারা যান, তুমি কি তাকে জানতে ?" একমুহূর্ত গর্ডনের গলায় শান্তভাব নষ্ট হল, একটা কাঁপা কাঁপা স্বর বেরোচ্ছিল।

"সেটা একটা রহস্যময় ব্যাপার", লিও বলল, "থ্যালম্যানকে ঐ বিমান আক্রমণের দু'দিন পরে নিয়ে আসা হয়। তারপরে অল্পসময়ের মধ্যেই তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা তার মৃত্যু ঘোষণার কথা শুনেছিলাম, আমরা ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা করতাম।"

গর্ডন একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, "তুমি তাকে দেখেছিলে ?"

"না", লিও উত্তর দিল, "আমার মনে আছে। কারণ অনেক কাপোই কমিউনিষ্ট ছিল। তাদেরই প্রথম ক্যাম্পে পাঠান হয়েছিল, স্বভাবতই তারা ভাল কাজ পেয়েছিল। যাইহোক, আমি শুনেছিলাম তারা কিছু মিষ্টি ও মদ জোগাড় করেছে থ্যালম্যানকে একটা গোপন অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাকে সবসময় বিশেষ প্রহরী বেষ্টিত করে রাখা হত।"

গর্ডন ধীরে ধীরে তার মাথাটা নাড়ছিল একটা দুঃখকর গর্বের ভাব নিয়ে। সে তার স্ত্রীকে চাপা রাগের স্বরে বলল, "দেখতে পাচ্ছ, ফ্যাসিজম্-এর আসল শত্রু কারা।"

লিও তিক্তস্বরে বলল, "কমিউনিষ্টরা খুব ভাল লোক নয়। একজন কাপোই একটা বৃদ্ধকে পিটিয়ে মেরে ফেলে বেশ আনন্দ পেয়েছিল। সে এমন অনেক কাজ করেছিল, যা তোমার স্ত্রীর সামনে বলা যায় না।"

গর্ডনের চোখে মুখে বেশ রাগ ফুটে উঠল। তার স্ত্রী মসকাকে বলল "তুমি একদিন রাতে তোমার প্রেমিকাকে নিয়ে আমাদের ফ্ল্যাটে ডিনার খেতে এসো না! লিও, তুমিও।" তারা সব ঠিকঠাক করল যতক্ষণ না স্বাভাবিক হয়। হঠাৎ গর্ডন লিওকে বলল, "আমি বিশ্বাস করি না লোকটা কমিউনিষ্ট ছিল। কোনদিন হয়ত ছিল। সে হয় দলত্যাগী, নয় প্রতারক ও ভণ্ড।" এই কথায় লিও ও এ্যান হাসতে লাগল কিন্তু মসকা তার চোখা মুখটা গর্ডনের দিকে ঘুরিয়ে বলল, "লোকটা অনেক দিন ক্যাম্পে ছিল। তুমি বুঝতে পারছ মানেটা কি হয়।" লিও বেশ আরাম করে বলল, "হ্যাঁ, সে ছিল বেশ পুরোন।"

তাদের ঘরের উপরের ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে কেঁদে উঠল। গর্ডন উঠে গেল এবং একটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চাকে নিয়ে ফিরে এল। যাকে তার ছ'মাস বয়েসের চেয়েও আরও বেশী মনে হচ্ছিল। গর্ডন খুব সহজে বাচ্চার তোয়ালেটা পালটে দিল।

"সে আমার চেয়েও ভাল" এ্যান মিডলটন বলল "সে এগুলো করতে ভালবাসে, আমার কিন্তু ভাল লাগে না।"

"তোমরা ক্লাবে না গিয়ে এখানে সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছ কেন ?" গর্ডন বলল।

"হ্যাঁ", এ্যান বলল, "ক্লাবে যাও"।

"আমরা আর একটু থাকতে পারি"—মসকা বলল, "কিন্তু আমাকে এডি কেসিনের সাথে দেখা করতে হবে দশটার সময়, সে অপেরায় গেছে।"

এ্যান মিডলটন বললেন, "আমি বেট ধরে বলতে পারি সে এখনও অপেরায় আছে।"

"তাছাড়া আজকে রাতের অনুষ্ঠানে একটা মারাত্মক অনুষ্ঠান আছে। লিও এখানে কোন স্ট্যাগ শো দেখেনি। সে এটা মিস করতে পারে না।" মসকা বলল।

গর্ডন তাদের দরজায় এগিয়ে দিয়ে মসকাকে বলল "আমাদের কমিশারী কার্ডে আমরা সমস্ত এ্যালাউন্স ব্যয় করি না। তোমার যদি মুদির দোকানের কোন জিনিসের দরকার হয় আমাকে বোলো।"

গর্ডন দরজায় তালা দিয়ে বসার ঘরে ফিরে এল।

এ্যান তাকে বলল "সত্যিই খুব লজ্জার ব্যাপার হোল। তুমি লিওর সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছ।"

গর্ডন জানতো এটাই এ্যানের পক্ষে সবচেয়ে বড় ভৎর্সনা। তবুও সে বললো, "আমি এখনও বিশ্বাস করি লোকটা ভণ্ড ছিল।"

এবার তার স্ত্রী হাসল না।

নরম, গোলাপী আলো মিলিয়ে গেল। এডি কেসিন সীটে সামনের দিকে ঝুঁকে সেই বুড়ো লোকটাকে হাততালি দিচ্ছিল। পর্দা উঠে গেল।

যখন বাজনা খুব আস্তে বেজে উঠল, এডি কেসিন আবেগের বশে ভুলে গেল যে সে স্কুল অডিটোরিয়ামে বসে আছে, চারদিকে জার্মানরা বসে আছে—দুজন বিরাট বিরাট রাশিয়ান তার দৃষ্টিপথ আগলে বসে আছে। স্টেজে পরিচিত চেহারাগুলো আসার পর সে তার মুখ ও চোয়াল তালুতে চাপা দিল তার আবেগ ও উত্তেজনা রোধ করার জন্য।

স্টেজের মেয়ে পুরুষ যারা আগে তদের ভালবাসার গান গেয়েছিল, এখন তাদের ঘৃণার গান গাইছে। কৃষকদের পোষাক পরা লোকটা তার রাগী অথচ সুন্দর গলায় গান গাইছিল। তার গলা ওঠানামা করছিল, বাজনার সুরও ওঠানামা করছিল, প্রয়োজনে কোন কোন সময় থেমেও যাচ্ছিল। মেয়েটার গলা তীব্র, অর্কেস্ট্রার সুর তাদের গানে সহযোগীতা করছিল। লোকটা মেয়েটাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিল। তার ঠেলা মারাটা এত জোরে হয়েছিল মেয়েটা কাঠের মেঝেতে আছড়ে পড়ল।...

মেয়েটা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে গালাগালের সুরে গান করছিল। ছেলেটার অভিযোগ খণ্ডন করছিল। হঠাৎ ছেলেটার গলা ও অর্কেস্ট্রা থেমে গেল। জেগে রইল শুধু মেয়েটার গলা—সে শান্ত মায়াবী, তার দোষ স্বীকার করল, তারপরে সে আরো নীচু গলায় ও মিষ্টি স্বরে সে দুঃখ ও মৃত্যুর সুর ফোটাল। তার গান থেকে দৈহিক প্রেমের কথা উচ্চারিত হচ্ছিল। এডি কেসিনের চোখের সামনে লোকটা মেয়েটাকে তার চুল ধরে টেনে তুলল এবং একটা ছোরা তার দেহে ঢুকিয়ে দিল। মেয়েটা উচ্চেস্বরে সাহায্যের জন্য চেঁচাল, কিন্তু লোকটাও তার সাথেই মারা গেল—তার গলা থেকে প্রতিশোধের আবেগ ও অপূরণীয় ক্ষতির শেষ সুর বেরিয়ে এল। পর্দা পড়ে গেল।

সবুজ ও সোনালী ইউনিফর্ম পরিহিত রাশিয়ানরা খুব আবেগের সাথে দীর্ঘ হাততালি দিল।

এডি কেসিন আস্তে পথ করে করে অডিটোরিয়ামের বাইরে বিশুদ্ধ রাতের বাতাসের মধ্যে এসে শ্বাস নিল। সে তার জীপে হেলান দিল, অবসন্ন ভাবে। কিন্তু তাতে সন্তুষ্টির অভাব ছিল না। সে সবার চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করল। তারপরে সেই অভিনেত্রী মেয়েটি বেরিয়ে এল। সে দেখল মেয়েটা সাধারণ, জার্মান মেয়েদের মত ভারী চেহারার, পোষাক খুব ঢিলেঢালা। সে তার চলে যাওয়া দেখল। তারপর জীপে উঠে চলতে লাগল প্রপার ব্রেমেনের দিকে। রাস্তায় সে নাটকটার কথা ভাবতে ভাবতে চলল। এখন সে নাটকের মায়া কাটিয়ে উঠেছে। নাটকের মধ্যে সে চোখের জল ফেলেছিল তার জন্য লজ্জা হল; নাটকের সেই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে তার চোখের জল যেন বাচ্চাদের মত।

অফিসার্স ক্লাবটা বেশ ঘরোয়া, তার লনটা এখন জীপ ও গাড়ীর পার্কিংএর জায়গা। পেছনে বাগান থেকে উচ্চপদস্থ অফিসারদের বাড়ীতে ফুল যায়।

যখন এডি কেসিন ক্লাবে ঢুকল, ড্যান্স ফ্লোরটা খালি ছিল। কিন্তু অফিসাররা এদিক ওদিক গড়াগড়ি দিচ্ছিল, অন্যরা বার রুম থেকে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে এই উন্মত্ত ভিড় দেখছিল।

কেউ একজন এডির গা ঘেঁসে ড্যান্স ফ্লোরের দিকে চলে গেল, সেই মেয়েটির উগ্র নগ্নতা পুরোপুরি প্রকাশ পাচ্ছিল ড্যান্স ফ্লোরের উপর। তার চুল

তিন কোনা করে কাটা হয়েছিল, সে চুলগুলোকে একটু এলোমেলো করে ফুলিয়ে একটা নরম ঘন জঙ্গলে পরিণত করেছিল। নাচে তার কোন দক্ষতা ছিল না, সে স্টেজ থেকে নেমে এসে অফিসারদের সামনে চলে এলো, সে তার নগ্ন যৌবনকে কোন কোন অফিসারের দৃষ্টির সামনে নিয়ে যাচ্ছিল। অফিসারগুলো চমকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। অফিসারদের মুখ ঘুরিয়ে নেওয়ায় সে হাসছিল, যখন কোন বয়স্ক অফিসার তাকে ধরতে যাচ্ছিল সে নাচের ভঙ্গীতে এড়িয়ে যাচ্ছিল। দৃশ্যটা মোটেই কামনামুখর নয়। কেউ একজন মেঝের উপর একটা আয়না ছুঁড়ে দিল, মেয়েটা কৌশলী ঘোড়ার মতো ত্রুলকী চালে নাচছিল। অফিসাররা ঠাট্টা করছিল যা মেয়েটা বোঝে না।

অপমানে তার মুখ ও নাচ দুটোই হাস্যকর হয়ে উঠছিল। একজন অফিসার চেঁচাল "এটা লুকোয়"। অবশেষে ক্লাব অফিসার বিরাট বড় একটা কাঁচি নিয়ে এলেন, মেয়েটা দৌড়ে তার সাজের ঘরে চলে গেল। এক কোণে সে মসকা ও উলফকে দেখে তাদের দিকে এগিয়ে গেল।

"আমাকে যেন শুনতে না হয় যে লিও শো মিস করবে" এডি বলল, "ওয়ান্টার, তুমি গ্যারান্টি দিয়েছিলে।

'কি বল মসকা, সে ইতিমধ্যে একজন নর্তকীর সাথে আটকে গেছে, মজায় ভেতরে আছে।'

এডি হেসে উলফের দিকে তাকিয়ে বলল, "সোনার খনি পেলে?" সে জানত উলফ আর মসকা রাতে বেরোয় ও কালো বাজারের ব্যবসা করে।

"ব্যবসা বড় কঠিন" উলফ বলল।

"আমাকে ভুলিয়ো না" এডি কেসিন বলল, "আমি শুনলাম তোমার প্রেমিকা তার পায়জামায় হীরে পরছে।"

উলফ একটু বিরক্ত স্বরে বলল, "সে পায়জামা পাবে কোথায়?"

তারা সবাই হেসে উঠল।

ওয়েটার এলে মসকা ডবল হুইস্কির অর্ডার দিল। উলফ ড্যান্স ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ রাতে তোমাকে সামনের সারিতে আশা করেছিলাম।"

"না", এডি কেসিন বলল,"আমি সুসভ্য, আমি অপেরায় গেছিলাম, সেখানকার শো অনেক সুন্দর।"

অন্য ঘর থেকে ক্লাব অফিসাররা এসে বারটা ভরিয়ে তুলল। শো শেষ হয়েছে,

ঘরটায় ভিড় হয়ে গেল। মসকা উঠে দাঁড়িয়ে বলল "চলো ডাইস টেবিলে, একটু খেলা যাক।"

ডাইস টেবিলটা পুরোপুরি বেষ্টিত। এটা খুব সাধারণ ব্যাপার, চারটে কাঠের রঙ-না-করা পা, তার উপর সবুজ কভার। ডাইসগুলোকে আটকাবার জন্য চারদিকে এক ফুট দেওয়াল দেওয়া।

কর্নেল যিনি বেঁটে মোটা, গোঁফগুলো যার সোনালী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অদক্ষ হাতে ডাইস গড়িয়ে দিচ্ছিলেন। বাকী সব খেলোয়াড় অফিসার। কর্নেলের ডাইনে দাঁড়িয়েছিলেন তার সহকারী—তিনি খেলছিলেন না।

সহকারীটি একজন তরুণ ক্যাপটেন সাদাসিদে দেখতে, হাসিটি আকর্ষণীয়। সহকারীর কাজে তার একটা সুনাম আছে, সে সপ্তাহান্তের কষ্টকর কাজের জন্য অফিসার নিয়োগ করে। কর্ণেল তার ওপর নির্ভর করেন। লোকটা বেশ ভাল, কিন্তু একটু প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে ওঠে যখন তার পদের প্রতি কোন অবমাননা হয়ে। সৈনিক জীবনের কঠোর নিয়ম শৃংখলা তার কাছে একটা ধর্ম এবং অবমাননা সে সহ্য করতে পারে না। সে তার ধর্মে একটা তারুণ্যের আবেগ এনেছে। সে মসকার চেয়ে বয়স্ক নয়।

একজন সাদা জ্যাকেট পরা ওয়েটার বারের পেছনে ঘরের কোণের দিকে দাঁড়িয়েছিল। যখন কোন খেলোয়াড় পানীয় চাইছিল তখন সে বেরিয়ে এসে মদের গ্লাস ভর্তি করে ডাইস-টেবিলের ধারে রাখছিল।

উলফ খেলছিল না, সে একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল। এডি কেসিন, মসকা টেবিলের ধারে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। যখন এডির দান চালবার সময় এল তখন মসকা তার সাথে বেট করল। এডি কেসিন বেশ সতর্ক জুয়াড়ী, সে খুব দুঃখের সাথে একটা ডলার রাখল, এডি ভালই খেলল। কিন্তু মসকা তার চেয়েও বেশী টাকা কামিয়ে নিল।

মসকা এডি পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল, তাই পরের বারই মসকার দান এল। ডাইসটা ক্লক-ওয়াইজ ঘুরছিল, ইতিমধ্যে জিতেছিল মসকা, তাই সে একেবারেই কুড়ি ডলার স্ক্রিপ বেট করল। চারজন অফিসার প্রত্যেকেই পাঁচ ডলার করে নিল। মসকা উল্টোহাতে বড় বড় চৌকো ডাইসগুলো চালল, সাত উঠল। "আমি লাগিয়ে দিয়েছি" সে বলল। সে এখন নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত। সেই চার জন অফিসারকে চল্লিশ ডলার দিতে হল। এডি কেসিন বলল "তিনি দশটা পেয়েছেন।"

কর্নেল বললেন "আমি ওটা নেব।" তারা টাকা টেবিলের উপর রাখল।

মসকা খুব জোরে টেবিলে কোণের দিকে ডাইস ছুঁড়ল, কাঠের দেওয়াল থেকে ধাক্কা খেয়ে ডাইসগুলো ফিরে এল এবং চারটে বলের মত ঘুরল। তার পরেই থেমে গেল। আবার সাত পড়েছিল। 'আশি বাক পেয়েছি" মসকা চেঁচাল। "কুড়ি তিনি পাবেন"—এডি কেসিন টাকাটা টেবিলের উপর রাখল। কর্নেল সেগুলো নিলেন।

এবার মসকা ডাইস খুব আস্তে ছাড়ল, যেন একটা পোষা জন্তু ছেড়ে দিল, ডাইসগুলো বোর্ডে আঘাত খেয়ে ফিরে এসে সেণ্টারে ছড়িয়ে পড়ল। আবার সাত পড়েছিল, একজন অফিসার বলল "ডাইসগুলোকে ভেঙ্গে ফেল।" তার গলায় কোন রাগ ছিল না, সে কেবল মসকার ভাগ্যকে হিংসে করছিল। মসকা অফিসারের দিকে হেসে বলল, "এবার একশ ষাট পেয়েছি।"

সহকারী এখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক হাতে মদ নিয়ে, চোখগুলো ছিল মসকার ও ডাইসের দিকে।

এডি কেসিন সতর্ক ভাবে বলল, "তিনি দশ পাবেন" এবং ত্রিশ ডলার তুলে নিল যা সে জিতেছিল।

কর্নেল বললেন "আমি কুড়ি ডলার তোমার সাথে বেট করছি।" সে অনিচ্ছুক-ভাবে দশ ডলার বিল রেখে মসকার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। সাদা চিহ্ন সমন্বিত লাল ডাইসগুলোতে চার পড়ল।

একজন অফিসার বলল, 'অমি পাঁচ থেকে দশ ডলার বাজী রাখলাম'। মসকা তার বাজী ও অন্য কয়েকজনের বাজী ধরল। সে টেবিলে ডাইসগুলো রেখে, তার টাকা বের করল, সে যে কোন বাজী ধরতে প্রস্তুত ছিল কারণ সে তার ভাগ্যে প্রচণ্ড নিশ্চিত হয়ে গেছিল, সে বেশ খুসী হচ্ছিল। এই ডাইস খেলার উত্তেজনা তার মধ্যে একটা সুখকর উষ্ণতা ছড়াচ্ছিল। ডাইস খেলায় এরকম ভাগ্য তার আর কোনদিন হয়নি। "আমি একশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত বাজী ধরতে রাজী আছি।" কেউ যখন উত্তর দিল না সে ডাইসগুলো তুলে নিল।

তার ছোঁড়ার আগে কর্নেল বললেন "আমি কুড়ি ডলার বাজী ধরলাম"। মসকা দশ ডলারের বিল ছুঁড়ে দিয়ে বলল "আমি ওটা নিয়ে নেব।"

"তুমি শুধু দশ ডলার রাখ" কর্নেল বললেন, মসকা ডাইসগুলো ঘসতে ঘসতে টেবিলের উপর নীচু হল, তার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে কর্নেলের মত আর্মির পুরোন

লোক হয়ে ডাইসের নিয়ম বোঝেন না। "কর্নেল, আপনাকে চার পয়েন্ট হলে একের পরিবর্তে দুই দিতে হবে।" মসকা কথাগুলো বলল এবং তার গলা থেকে রাগটা তাড়াতে চাইছিল।

কর্নেল একজন অফিসারের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন "এটা কি ঠিক লেফট্যানান্ট ?"

"এটাই ঠিক", অফিসারটি অপ্রস্তুত হয়ে বলল। কর্নেল কুড়ি ডলার ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে খেল।"

লাল চতুষ্কোনগুলো টেবিলের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, টেবিলের ধারে ধারে দ্রুত চলাফেরা করে বিস্ময়জনক ভাবে হঠাৎ থেমে গেল। প্রত্যেক লাল চতুষ্কোন-গুলোতে দুটো করে ফুটকি ছিল। মসকা টাকাগুলো নেওয়ার আগে ডাইসগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল। মনে মনে বলল "আমি এর আগে এত সুন্দর দৃশ্য দেখিনি।'

আর বেশী ভাগ্য পরীক্ষা করার আর কোন যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু সে খেলতে লাগল মোটামুটি ভাগ্য নিয়ে। কর্নেল যখন ডাইস তুলে নিলেন তখন মসকা তার সাথে বাজী ধরল।

কিন্তু কর্নেলের ভাগ্য খারাপ। "তোমার ভাগ্য খুব ভাল", কর্নেল বললেন। গলায় রাগ ছিল না। তিনি এবার চলে গেলেন এবং তার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল।

এবার টেবিলের চারদিকে আবহাওয়াটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সবাই স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতে লাগল। ওয়েটারটা ভীষণ ব্যস্ত। সবাই অর্ডার দিচ্ছে। এবার সহকারীটি বারের কাছে টুলে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তার গ্লাসটা ভর্তি হওয়ার পর সে মসকাকে ডাকল "এক মিনিট এখানে আসতো।" মসকা তার কাঁধের উপর দিয়ে ফিরে তাকাল, এডি কেসিন এবার ডাইস নিয়েছিল, এবার তার পালা।

"দাঁড়াও, আমারটা হয়ে যাক" সে বলল।

এডি খুব ভাল দান ফেলল, কিন্তু মসকা তাড়াতাড়ি সাত ফেলে সহকারীটির কাছে গেল।

সহকারীটি তার চোখের দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে বলল, "তুমি বাপু কোত্থেকে এলে যে কর্নেলকে নিয়ম শেখাবে।"

মসকা বিস্মিত হল, একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলল, "তিনি বাজী ধরতে চেয়েছিলেন, কেউ তাকে চারে বাজী ধরতে বলেনি।" সহকারীটি শান্তস্বরে, যেন একটা বোকা ছেলেকে বোঝাচ্ছেন, বললেন, 'কমপক্ষে দশজন অফিসার এখানে উপস্থিত ছিল-- তারা তো কেউ নিয়ম শেখায়নি, যদি তারা তা করতো তবে তারা আরও বিনয়ের সাথে ভদ্রভাবে করত।"

মসকার ভেতরে রাগ জমছিল। সে বুঝতে পারলো আর কেউ ডাইস খেলছে না, কারণ ডাইসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই তাদের দিকে দেখছে। সে একটা পরিচিত অস্বস্তি অনুভব করল যেটা সে অনুভব করত সৈন্য বাহিনীতে তার প্রথম ক'মাসে। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আমার মনে হয়েছিল তিনি জানেন, তাই আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।"

সহকারীটি উঠে দাঁড়াল, "তুমি ভাবতে পার কারণ তুমি একজন সিভিলিয়ান, ওসব করে তুমি পার পেয়ে যেতে পার। তুমি কেন সহজভাবে বুঝিয়ে দিলে যে কর্নেল তার পদ মর্যাদা ব্যবহার করছেন, তোমাকে দশ ডলার থেকে বঞ্চিত করছেন। একটা কথা মনে রাখবে; আমরা তোমাকে খুব সহজেই আবার স্টেটসে ফেরৎ পাঠাতে পারি, তুমি নিশ্চয়ই সেটা চাও না। তাই খেয়াল রাখবে। বুঝে শুনে চলবে। যদি কর্নেল কিছু না জানেন তবে তার সহকারীরা তাঁকে বুঝিয়ে দেবে। তুমি কমাণ্ডিং অফিসার ও এই ঘরের সব অফিসারদের অপমান করেছো। এই রকম যেন আর না ঘটে।"

অচেতন ভাবে মসকা তার মাথাটা নামিয়ে ফেলেছিল। লজ্জায় ও রাগে সে জ্বলে যাচ্ছিল। সে দেখল, এডি কেসিন তার দিকে দেখছে—তার চোখে মুখে আনন্দের ভাব। মসকা তার গভীর রাগের কুয়াশার মধ্য দিয়ে সহকারীকে বলতে শুনল, যদি আমার উপায় থাকতো তবে আর তোমায় অফিসার্স ক্লাবে ঢুকতে দিতাম না। আমি জানি না আর্মি বলতে কি বোঝায়।"

কিছু চিন্তা না করেই মসকা তার মুখটা তুলল। সে সহকারীটির পরিষ্কার চোখ এবং তার তীক্ষ্ণ মুখটা দেখতে পেল।

"ক্যাপটেন, আপনি ক'টা তারকা যুদ্ধের জন্য পেয়েছেন", মসকা জিজ্ঞেস করল, "কটা ল্যাণ্ডিং আপনি করেছেন?"

সহকারীটি আবার বসে তার মদে চুমুক দিচ্ছিল। মসকা প্রায় তার হাতটা তুলে ফেলেছিল যখন সহকারীটি কথা বললেন—"আমি সে অর্থে বলেনি। এখানে

অনেক অফিসার আছেন যারা তোমার চেয়ে অনেক বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কই তারা তো এমন ব্যবহার করেন না।'' সহকারীটির গলাটা প্রচণ্ড শান্ত ও ঠাণ্ডা শোনাল।

মসকা তার রাগের ভাব ছেড়ে তার শান্ত ও ঠাণ্ডা ভাব নিল, যেমন বয়সে ও আকৃতিতে সমান তেমনি। "ঠিক আছে, কর্নেলকে বলে আমি ভুল করেছি, আমি এবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কিন্তু আপনি আমাকে সিভিলিয়ান সম্মানে ভূষিত করবেন না।"

সহকারীটি হাসল, "কোন ব্যক্তিগত অপমান নয়। কিন্তু পুরোহিত তাঁর ধর্মের জন্য কষ্ট পাচ্ছেন। যতদিন না তুমি সবকিছু বুঝতে পারছো।"

"ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি"—মসকা বলল। হতেই করুক না এটা তার কাছে একটা পরাজয়। ডাইসের টেবিলে যখন সে ফিরে এল, তার মুখটা লজ্জায় জ্বলছিল। সে দেখল, কেসিন আর একটা হাসি চাপল। তাকে খুসী করার জন্য সে চোখ পিটপিট করছে। দক্ষিণের একজন অফিসার তার ডাইস গড়াতে গড়াতে নীচু স্বরে—কিন্তু সহকারীটি শুনতে পান এমন স্বরে—বলল, "তুমি আরও দশ বাক জেতনি ভালই করেছ। আমাদের তোমাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে গুলি করতে হোত।''

টেবিলের চারদিকের সবাই হাসল। মসকার হাসি এল না। সে তার পেছনে শুনতে পেল সহকারীটি তার বন্ধুদের সাথে সহজ ভাবে গান করতে করতে কথা বলছেন, হাসছেন—যেন কিছুই হয়নি।

দশম পরিচ্ছেদ

মসকা ও গর্ডন মিডলটন কাজ করা বন্ধ করে দিল আড়িপাতার জন্য। এডির দরজা সামান্য খোলা ছিল যার ভেতর দিয়ে একটা মেয়ের গলা শোনা যাচ্ছিল। —"এডি তোমার সাথে দেখা করতে চাই এক মিনিটের জন্য। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।" তার গলা অল্প কাঁপছিল।

এডির গলা ঠাণ্ডা ও ভদ্র। "নিশ্চয়ই, বলো"।

মেয়েটা ইতস্তত করে বলল, "আমি জানি তুমি তোমার অফিসে আসতে বারণ করেছিলে, কিন্তু তুমি আর আমার কাছে গেলে না।"

গর্ডন আর মসকা নিজেদের মধ্যে হেসে নিল। গর্ডন তার মাথা নাড়ল। তারা শুনতে লাগল।

মেয়েটা বলল, "আমার এক কার্টন সিগারেট চাই।"

এক মুহূর্ত শব্দহীনতা, তারপর এডি ঠাণ্ডা বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কোন ব্রাণ্ডের ?"

কিন্তু তার পরোক্ষ প্রত্যাখানটা মেয়েটা বুঝতে পারলো না! "আহা, ওটা কোন ব্যাপার নয়।' সে বলল, "ডাক্তারকে দেওয়ার জন্য দরকার। এটাই তার ফি।"

এডির গলা এবার ভদ্র। "তোমার অসুখ না কি ?"

মেয়েটা লজ্জায় হাসল, "আহা, এডি তুমি বেশ ভাল করেই জান, আমার বাচ্চা হবে। এক কার্টন সিগারেটের বদলে তিনি আমাকে ওটা থেকে মুক্ত করে দেবেন বলেছেন।" তারপর এডিকে নিশ্চিত করে বলল, "কোন বিপদ নেই।"

মসকা ও গর্ডন দু'জনে নিঃশব্দে হাসল। এডির মুশকিলে পড়াতে তারা বেশ মজা পাচ্ছিল, ব্যাপারটার জন্য তাকে এক কার্টন সিগারেট খসাতে হবে। কিন্তু এডির পরবর্তী কথাটা তাদের মুখের হাসি মুছে দিল।

এডির মুখ এখনও ভদ্র ও ঠাণ্ডা কিন্তু গলায় এখন একটা আনন্দ মিশ্রিত ঘৃণা, "তোমার জার্মান বয়ফ্রেণ্ডকে সাহায্য করতে বোলো, তুমি আমার কাছ থেকে কোন

সিগারেট পাবে না। যদি আবার আমার অফিসে আস তাহলে এয়ার-বেসে কাজ করা তোমার ঘুচিয়ে দেব। নিজের কাজে যাও এখন।

মেয়েটা কাঁদছিল। সে একটা শেষ প্রতিবাদ করলো, ''আমার কোন বয় ফ্রেণ্ড নেই। এটা তোমার বাচ্চা। তিন মাস হয়েছে এডি।''

"এই-ই সব ?" কেসিন বলল।

মেয়েটা তার সাহস ফিরে পেয়েছিল, ঘৃণায় তার রাগ হচ্ছিল। "তুমি একমাস আমার কাছে আসনি। আমি জানতাম না তুমি আর আসবে কিনা, ঐ ছেলেটা আমায় কয়েকবার নাচতে নিয়ে গেছিল। আমি দিব্যি করছি! তুমি জান, তুমিই একমাত্র। দেখ, তোমার কাছে এক কার্টন সিগারেট কিছু নয়।"

তারা শুনতে পেল·এডি ফোন নিয়ে অপারেটারকে এয়ারবেসের মার্শালকে দিতে বলল।

তারপরেই আতঙ্কিত মেয়েটার গলা শোনা গেল—"আমায় বাঁচাও, কেসিন আমাকে দয়া করে বাঁচাও।" তারপরে তারা হলের দরজা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল। এডি অপারেটারকে বলল, "কিছু মনে করবেন না।"

এডি কেসিন তাদের দরজা খুলে ঢুকল। তার মুখে এক টুকরো তৃপ্তির হাসি। "তোমরা আমাদের টুকরো দৃশ্যে মজা পেয়েছ কি ?—"জিজ্ঞেস করল।

মসকা তার চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘৃণার স্বরে বলল, "তুমি সত্যিই একটা লোক এডি।"

গর্ডন মিডলটন বলল, "আমি তোমার হয়ে মেয়েটাকে সিগারেট দেব এডি।" তার গলায় মসকার মত কোন ঘৃণার ভাব ছিল না, সে যেন এডির সিগারেট খরচ বাঁচিয়ে দিচ্ছে এভাবে বলল।

এডি তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের স্বরে বলল, "তোমারা কি ভাল লোক, আমার মত গরীবকে সাহায্য করবে! শোন—ঐ ছোট ডাইনিটা সবসময় একটা ছেলেকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমি যে চকোলেট বার বা সিগারেট দিই ঐ ছেলেটাই সব ওড়ায়।" সে এবার সত্যি মজায় হেসে উঠল। "তাছাড়া আমি ইতিমধ্যেই এসব করেছি। কালো বাজারে গর্ভপাত করানোর ফি হল, হাফ কার্টন।"

অফিসের দরজা খুলে উলফ ঢুকল! সে তার ব্রীফকেসটা রেখে একটা অবসন্নতার শ্বাস নিয়ে বসে পড়ল, "একদল হাসিখুশী লোক তোমরা।" তার মুখটা সুখকর হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "দুজন ক্রাউটকে ধরেছি, কফি বিক্রী করছিল। তুমি

জান যে মেসের অফিসাররা ছোট পাত্রে তাদের স্যুপ বাড়ী নিয়ে যেতে দেয়। তারা কফি নীচে রেখে ওপরে স্যুপ রেখেছিল।"

কোন কারণে এটা এডির ভাল লাগল না। সে বিষণ্ণ হয়ে বলল, "উলফ, সব সময় লোকগুলোকে ধরতে পার, কি করে পার আমাদের বল না।"

উলফ হেসে বলল, "কে বলে দেবে, সবসময়ে কি একই কৌশলে ধরা পড়ে?"

মিডলটন দাঁড়িয়ে বলল, "আমায় একটু আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, ঠিক আছে এডি?"

"ঠিক আছে" এডি বলল।

উলফ তার হাত উঁচু করে বলল, "এক মিনিট দাঁড়াও গর্ডন।" গর্ডন খোলা দরজার কাছে থেমে গেল। "বলো না আমি তোমায় বলেছি, তোমরাও কাউকে বলো না, কিন্তু তোমরা স্টেটস্-এ ফিরে যাওয়ার অনুমতি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পেয়ে যাবে—ঠিক আছে?"

গর্ডন মাথা নীচু করে মেঝের দিকে তাকাল।

উলফ বলল, "তুমি এটা আশা করেছিলে, তাই না গর্ডন?"

গর্ডন মাথা তুলে মৃদু হেসে বলল, "হ্যাঁ, তাই আশা করেছিলাম। ধন্যবাদ উলফ"। সে দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেল।

এডি শান্ত স্বরে উলফকে বলল, "ঐ সিকিউরিটি চেক স্টেটস্ থেকে ফিরে এসেছে।"

"ও"! উলফ বলল।

এডি কেসিন তার ডেস্ক পরিষ্কার করতে লাগল। গোধূলি জানালাগুলোকে অন্ধকার করে দিচ্ছিল। সে তার ব্রীফকেস খুলে দু'বোতল জিন, বড় একটা টিন আঙুরের রস, কিছু চকোলেট বার ঢোকাল।

উলফ বলল, "তুমি তোমার সিগারেটগুলো আমায় দিয়ে দিচ্ছ না কেন! খালি বাক্সে টাকাই জমাবে, না একটু ফুর্তি করবে।"

এডি তার ব্রীফ কেসটা বগলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। "আমি চলে যাচ্ছি", সে বললে, "তোমার শুকুনের ভাগ্য হোক, আমি একটা গরিলাকে পোষ মানাতে যাচ্ছি।"

সাপারের সময়ে উলফ মসকাকে বলল, "তুমি জান আমি গর্ডনকে প্রথম

চিহ্নিত করি, একদিন তাকে শহরে লিফট দিই। সে রাস্তার মধ্যে থামতে বলল, সে জীপ থেকে নেমে পেছনে হাঁটল এবং সে চাকা থেকে খুলে যাওয়া একখানা সরু লোহা কুড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপরে সুন্দর হেসে বলেছিল, 'কারুর গাড়ীর চাকা যাবে।' কাজটা কত সুন্দর এবং লোকটাও খুব ভাল। কিন্তু সে একটু বেশী ভাল, তাই যখন আমার বস্ তার উপর লক্ষ্য রাখতে বললেন কারণ সে পার্টির মেম্বার, তখন বিস্মিত হইনি। তারা ঐ ধরণের লোককে শেষ করে দেয়। গাধা বাস্টার্ড।

উলফ তার খাবার চিবাচ্ছিল, বলল, "এবার তোমার মাথা খাটাও, দিনের মধ্যে কতবার যুদ্ধে যোগদানেচ্ছু জার্মানদের পাওয়া যায়? তারা রাশিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করতে চায়। অনেক সময় গুজব শোনা গেছে, রাশিয়ানরা ইংল্যাণ্ড ও এ্যামেরিকা আক্রমণ করবে। আমি সিক্রেট রিপোর্টগুলো দেখছি, বেশী দেরী নেই—খুব বেশী হলে দু'বছর। তারপরেই সব শুরু হবে। সুতরাং এখানে গর্ডনের মত লোককে রাখা যায় না।" তার গলায় একটা শব্দ করে উলফ বলল, "আমিও স্টেটসে ফিরে যাচ্ছি, আমি সাইবেরিয়ায় যেতে রাজী নই।"

মসকা আস্তে আস্তে বলল, কোন কিছুর আগে আমিও এখান থেকে চলে যেতে পারব।

একজন ওয়েটার যখন কফি দিতে এল উলফ হেলান দিয়ে বসল।—চিন্তা করোনা, আমি ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করছি যাতে ওরা বিয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়, তাহলেই আমরা প্রেমিকাদের নিয়ে কোন ঝামেলায় পড়বো না।'

তারা এবার বেরিয়ে উলফের জীপের দিকে চলতে লাগল। তারা এম্বারবেসের বাইরে এসে নিউস্টেডের দিকে জীপের মুখ ঘোরাল। অল্পক্ষণ পরেই তারা পৌছে গেল, উলফ একটা বাড়ীর সামনে তারা গাড়ী থামাল, বাড়ীটা খুবই সংকীর্ণ, যেন একটা ঘরই সামনে থেকে পেছন পর্যন্ত বিস্তৃত, সেখানে আরও কয়েকটা জীপ ও কয়েকটা জার্মান গাড়ীও ছিল, কয়েকটা সাইকেলও চেন দিয়ে একটা লোহার থামে বাঁধা ছিল।

উলফ বেল বাজাল। যখন দরজা খুলল, মসকা চমকে উঠল। এত লম্বা ও স্বাস্থ্যবান জার্মান সে জীবনে দেখেনি।

"আমাদের ফ্রাউ ক্লেভেনের সাথে দেখা করার কথা আছে।"

দৈত্যটা সরে দাঁড়াল তাদের ঢুকতে পথ করে দিয়ে।

ঘরটা প্রায় ভতি। দুজন জি-আই একটা সবুজ ব্যাগ নিয়ে পাশাপাশি বসেছিল। তিনজন অফিসার ছিল, প্রত্যেকের কাছে চকচকে ব্রীফ্‌কেস ছিলো। পাঁচজন জার্মান তাদের খালি কালো চামড়ার ব্রীফকেস নিয়ে সেখানে ছিল। সবাই ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষা করছিল, জার্মান এমেরিকান সকলেই তাদের পালা অনুসারে যাচ্ছিল। এখানে কোন বিজয়ী নেই।

সেই জার্মান দৈত্যটা এক একজনকে অন্য ঘরে নিয়ে যাচ্ছিল। আবার দরজার দিকেও লক্ষ্য রাখছিল। কয়েকজন জি-আই এল। মসকা তাদের চিনতে পারল— বেস্ পারসোন্যাল, ক্রু চীফ, মেস সার্জেন্ট, এবং পি-এক্স অফিসার। প্রথম অভ্যর্থনার পর তারা আর কেউ কাউকে চিনছিল না।

জানালাগুলোতে ভারী ভারী সাটার দেওয়া, তবুও জীপের শব্দ, পার্ক করার শব্দ আসছিল। যখন কেউ বিশাল দেহীর সাথে ওঘরে যাচ্ছিল তারা আর ফিরে আসছিল না। বাড়ীর অন্য প্রান্তের একটা দরজা বাইরে যাওয়ার রাস্তার কাজ করে। তাদের পালা আসতে লোকটা তাদের পাশে ঘরে নিয়ে গেল। সে তাদের অপেক্ষা করার সংকেত করল। ঘরটা খালি – শুধু দুটো ছোট কাঠের চেয়ার ও একটা টেবিল ছাড়া। টেবিলের উপর একটা ছাইদান ছিল। যখন তারা একা হোল মসকা বলল, "লোকটা বিশাল।"

"তার প্রহরী"—উলফ বলল। "কিন্তু এর কাছে যদি স্ক্রীপ থাকে তবে ব্যাপারটা কিছুই নয়। লোকটা অসার প্রায়। লোকটাকে রাখা হয়েছে মত্ত জি-আই ও ক্রাউটদের ভয় দেখানর জন্য। লোকটা বেশী কিছু করতে পারবে না।" সে মসকার দিকে হাসল।

একটু পরে দৈত্যটা ফিরে এল। সে তার দেহের মানান-সই এমন নরম স্বরে বলল, "তোমরা কি আমার কিছু জিনিস দেখবে যেগুলো আমি ব্যক্তিগতভাবে বিক্রী করব।"

সে একটা সোনার ব্যাণ্ড বের করল— যার মধ্যে একটা বড় হীরে আটকানো ছিল। সে সেটা মসকাকে দিয়ে বলল "মাত্র দশ কার্টন সিগারেট।"

মসকা সেটা উলফকে দিয়ে বলল, "জিনিসটা ভাল মনে হচ্ছে। কিছু না হলেও এক ক্যারেট হবে।"

উলফ ওটা ঘুরিয়ে দেখে বলল, "এর কোন দাম নেই। দেখ এর পেছনটা একেবারে সমান।"

সে সেটা ছুঁড়ে দিল দৈত্যটার দিকে। দৈত্যটা সেটা লুফতে না পেরে তার বিরাট দৈর্ঘ্য ঝুঁকিয়ে মেঝে থেকে কুড়াল। কিন্তু তারপরে সে সেটা মসকাকে দিয়ে বলল, "মাত্র দশ কার্টন। কিন্তু বৃদ্ধা মহিলাকে বলবেন না।" সে বার বার একই কথা বলতে লাগল। মসকা জিনিসটা টেবিলের উপর রেখেছিল। লোকটা আস্তে আস্তে দুঃখের সাথে ওটা তুলে নিল।

তারপরে সে তাদের অনুসরণ করতে বলে পাশের ঘরে দরজা খুলে ধরল। সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তাদের যেতে দিল, প্রথম মসকাকে তারপর উলফকে। কিন্তু যখন উলফ ঢুকছিল লোকটা তাকে ঠেলে দিল। উলফ একেবারে ঘরের মধ্যিখানে চলে গেল। তারপরে দরজা বন্ধ করে দরজার ধারে দাঁড়াল।

একজন বেঁটে, মোটা, সাদা চুলের মহিলা বসেছিলেন, তার পাশের টেবিলে একটা মোটা খাতা খোলা ছিল।

একদিকের দেওয়ালে পি-এক্স দ্রব্যাদি সাজানো, শত শত কার্টন সিগারেট। চকোলেট বারের হলদে বাক্স, টয়লেট সোপের বার, অন্য টয়লেটের জিনিসপত্র— উজ্জ্বল কাগজে মোড়া। একজন বেঁটে জার্মান জিনিসগুলোকে সাজিয়ে রাখছিল। তার জ্যাকেটের পকেট জার্মান কারেন্সীতে ভর্তি, যখন সে ফিরে তাদের দেখল এক বাণ্ডিল পড়েও গেল।

মহিলা আগে কথা বললেন। তিনি ইংরাজীতে বললেন, "আমি দুঃখিত, কখনো জোহানের কাউকে যদি অপছন্দ হয়, সে এইরকম করে। কিছু করার নেই।"

উলফ বিস্মিত হল। কিন্তু এখন তার মৃতের মত সাদা মুখটা লাল হয়ে গেল। মেয়েটার কথা বলার স্বর তাকে আরও বেশী রাগিয়ে দিল। সে দেখল মসকা হাসছে এবং সে দেওয়ালের ধারে এমন এক জায়গায় এগিয়ে গেল যেখান থেকে সে অস্ত্র দিয়ে সবাইকে কভার করতে পারবে। উলফ তার মাথা নাড়ল, তারপরে সে মহিলার দিকে তাকিয়ে দেখল তার চোখে একটা মজার ভাব।

"খুব ছোট্ট জিনিস", উলফ শান্ত ভাবে বলল, "আপনি জানেন কেন আমি এসেছি, আপনি কি আমায় সাহায্য করবেন?"

মহিলাটি তার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে ইংরাজীতেই বললে, "আপনার গল্পে একটু সন্দেহ হচ্ছে। আমি মিলিয়ান ডলারের স্ক্রিপের কথা কিছু জানি না। যদি আপনাদের সাথে ব্যবসা করতে হয় তাহলে আমাকে বেশ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আপনি আমার ইনটেলিজেন্সকে অপমান করেছেন।"

উলফ তার হাসিটা বজায় রাখল। ব্যবসার আগে পর্যন্ত হাসিটা বজায় রাখতে হবে, সে চিন্তা করল। তারপর বলল, "আপনি যদি কনটাক্টটা নেন, এটা ভাল টাকাই আপনাকে দেবে।"

মহিলাটির চোখে মুখে ঘৃণা ও তুচ্ছতা ফুটে উঠল। "আমি ব্যবসা করি, এরকম ব্যাপারে আমার না থাকাই ভাল। আমার বন্ধুদের আপনাদের বিষয়ে সতর্ক করে দেব।" তিনি একটু ছোট্ট হেসে বললেন, "আপনাদের পাঁচ হাজার কার্টন আছে?"

উলফ এখনও হাসছিল। "আপনার এই দুজন লোকের কেউ কি ইংরাজী বুঝতে পারে? ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।"

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন, "না, তারা বোঝে না।"

এবার উলফের মুখ থেকে মুখোশের মত হাসির আবরণটা সরে গেল। তার মুখে এবার শক্তি, আত্মপ্রত্যয় ও তীক্ষ্ণতার ভাব ফিরে এল। সে তার ব্রিফকেসটা টেবিলের উপর রেখে টেবিলের উপর ঝুঁকে দাঁড়াল মহিলাটির চোখের দিকে সোজাসুজি চোখ রাখার জন্য।

"আপনি বেশ চালাক ও গর্বিত" বেশ মাপা কঠোরতার সাথে কথা বললো, "আপনি ভাবছেন আপনার ক্ষমতা আছে, রক্ষা করার লোক আছে। আমি রাগী জার্মানদের পছন্দ করি না। আপনি এমেরিকানদের চেনেন না, আপনার ঐ দৈত্যটাও নয়।"

সেই বেঁটে জার্মানের চোখে একটা ভীতির লক্ষণ দেখা গেল। দরজার ধারের বিশাল দেহী জার্মান উলফের দিকে এগিয়ে এল।

মসকা তার ব্রীফকেস থেকে হাঙ্গারীয়ান পিস্তলটা বের করে সেফটি ক্যাচটা খুলে ফেলল। সবাই তার দিকে ঘুরে দেখল।

উলফ আবার মহিলাটির দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, "আমার বন্ধুকে পছন্দ হয়।"

তিনি কোন কথা বললেন না। মসকার দিকেই তাকিয়ে থাকলেন। ছোট-খাট জার্মানটা আদেশ ছাড়াই দৈত্যটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

"আমার বন্ধুটি বেশ মেজাজী ও একটু রাগী লোক। আপনার দৈত্যটি যদি আমাকে না ঠেলে ওকে ঠেলা দিত তাহলে আর কোন কথা হোত না, আপনি তখন বেশ দুঃখী হতেন। আমি কিন্তু বেশ যুক্তিযুক্ত। আমি ঐ ব্যাপারটার জন্য কোন

রাগ পুষে রাখছি না। কিন্তু আমি যদি জানতে পারি যে আমার খবরটা আপনি অন্যদের জানিয়েছেন, তাহলে আপনি আমার মুখের অন্যদিকটা ভাল করেই দেখতে পাবেন।"

সে থেমে বৃদ্ধার চোখের দিকে দেখল। চোখগুলোয় কোন ভয় ছিল না। তিনি তার দিকে শান্ত ভাবে দেখছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা তার কাছে চ্যালেঞ্জের মত মনে হল। যে ঐ তাকানোটা যত ভাল বোঝে অন্য কেউ বোঝে না। সে হাসল এবং বিশাল জার্মানটার কাছে গিয়ে একটা ঠেলা দিয়ে তাকে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দিল।

"তুমি তোমার বেল্টটা খুলে তোমার কর্ত্রীর কাছে দাঁড়াও।"

দৈত্যটা তাই করল।

উলফ সরে গিয়ে তার ব্রীফকেস থেকে পিস্তলটা বার করে মহিলাকে বলল "তাকে বলুন আপনার পিঠে তিনবার শক্ত আঘাত করতে।" তারপর তার গলাটা তিক্ত করে বলল "যদি আপনি কাঁদেন তাহলে আপনাদের তিনজনকে শেষ করে দেব। এখন তিন বার আঘাত করতে বলুন।"

বৃদ্ধা এখনও বেশ শান্ত। 'তুমি বুঝতে পারছ না'—তিনি বললেন 'আমি যদি আদেশ করি সে সত্যি সত্যি ভেবে নিয়ে আমাকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করবে। সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করবে।"

উলফ বিদ্রূপের সুরে বলল "আমি বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারছি।"

তাঁর মোটা গাল দুটোয় সন্দেহপূর্ণ হাসিতে ভাঁজ পড়ল। "তুমি তোমার কাজ সেরে নিয়েছ আর বেশী কিছু করার দরকার নেই। আমি প্রতিজ্ঞা করছি কাউকে বলব না। এখন অনুগ্রহ কর অনেক লোক অপেক্ষা করে আছে।"

উলফ অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর ইচ্ছে করেই একটা নিষ্ঠুর হেসে বলল, "একটা আঘাত। ওতেই আমাদের কাজ চুকে যাবে।"

এই প্রথমবার মহিলাটিকে ভীত মনে হল। তাঁর মুখটা ঝুলে পড়ল, গলাটা কাঁপতে লাগল, "আমি কিন্তু সাহায্যের জন্য চেঁচাব।"

উলফ কোন উত্তর করল না। সে মসকাকে আস্তে আস্তে বলল—যাতে মহিলাটিও শুনতে পান—"যখন মহিলাটি পড়ে যাবেন, ঐ দৈত্যটাকে শেষ করে দেবে।" সে তার পিস্তলটা মহিলাটির মুখের সামনে দোলাতে লাগল। মহিলা মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে জার্মানে বললেন "জোহান, আমার পিঠে জোরে আঘাত কর।" তিনি

টেবিলে মুখ নামিয়ে তাঁর সুগোল পিঠটা বেঁকিয়ে দিলেন ঘুষিটা নেওয়ার জন্য। দৈত্যটা তার বেল্টটা দুলিয়ে আঘাত করল। তারা পোষাকের তলাকার চামড়া ও মাংস ফেটে যাওয়ার একটা মারাত্মক ভয়াবহ শব্দ শুনল। তার মুখটা যন্ত্রনা ও ভয়ে রক্তহীন সাদা হয়ে গেছিল।

উলফ তার দিকে ঠাণ্ডা ও আবেগহীন চোখে তাকিয়ে দেখল।—"এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন", তারপর তাঁর রাগী গলা ও ব্যবহার নকল করে বলল, "কিছুই করা যাবে না!" সে দরজার কাছে গিয়ে ডাকল, "এসো ওয়াল্টার" তারা আবার যে ঘর দিয়ে এসেছিল সেটা পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

জীপে শহরের দিকে যেতে যেতে উলফ হেসে মসকাকে জিজ্ঞেস করলো, "আমি যদি বলতাম তাহলে কি দৈত্যটাকে গুলি করতে?"

মসকা একটা সিগারেট টানছিল। সে এখনও বেশ উত্তেজিত, "দূর! আমি জানতাম ব্যাপারটা একটা নাটক। উলফ তুমি বেশ ভাল অভিনয় করেছো।"

উলফ সন্তুষ্টির গলায় বলল, "অভিজ্ঞ ছেলে। আমাদের কোন কোন অফিসার বড় দুর্বল, তারা বন্দীদের উপর একটু চাপ দিতে পারে না। আমাদের ভয় দেখানোর কৌশল নিতে হয়। তোমাকে দেওয়ালের ধারে সত্যিকারের ভীতিপ্রদ মনে হচ্ছিল।"

"আমি অবাক হয়ে গেছিলাম যখন ঐ বিশাল দেহীটা তোমায় ঠেলে দিল এবং মহিলাটি চালাকী সুরে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। ভেবেছিলাম একটা ফাঁদ পাতা হয়েছে।" মসকা বলল। "তারপরেই আমি গরম হয়ে গেছিলাম, ওরা কি জানে না কোন কোন জি-আই ঐ রকম কোন স্টান্টের জন্য সব্বাইকে শেষ করে দিতে পারে?"

উলফ আস্তে আস্তে বলল, "আমি তোমায় বলব ওয়াল্টার লোকগুলো কেমন। ঐ বৃদ্ধাটি নিজেকে খুব চালাক ভাবেন। তার কাছে ঐ দৈত্যটা আছে এবং অফিসাররা এবং জি আইরা তাকে ভক্তি করে কারণ সে তাদের ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারে। তিনি ভুলে গেছিলেন কিছু ভয় পাওয়া উচিত। যে মারটা খেলেন ওটাই চাবিকাঠি। মনে রাখবে এই কথাটা, ঐ আঘাতটা ছাড়া তিনি ভয় পেতেন না। লোকে এই রকমই হয়।"

তারা ব্রীজ পেরিয়ে ব্রেমেনে ঢুকল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তারা বিলেটের সামনে পৌছে গেল।

জীপ পার্ক করে জীপে একসাথে সিগারেট টানতে টানতে নামল।

উলফ বলল, "এক সপ্তাহ বা এরকমের পরই গুরুত্বপূর্ণ কনট্রাক্ট পাব। আমাদের রাতের বেশীর ভাগ সময়ই বাইরে থাকতে হবে। যে কোন মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত থাকবে। ঠিক আছে?" সে মসকার পিঠে একটা চড় কষাল।

মসকা অল্প হেসে ঘুরে দাঁড়াল, সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলল "মহিলাটি কি তার বন্ধুদের কাছে বলে দেবে?"

উলফ মাথা নেড়ে বলল, "এই ব্যাপারটা আমি নিশ্চিত জানি যে সে তার মুখ আর কারুর কাছে খুলবে না।" মসকার দিকে মুচকি হেসে বলল, "তিনি তার পিঠের দাগটার কথা কোনদিন ভুলবেন না।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

সাধারণ পোসাক পরে মসকা সিভিলিয়ান পার্সোনেল অফিসের জানলা থেকে বাইরেটা দেখছিল। দেখছিল নীচের লোকদের চলাফেরা। এরোপ্লেনের মেকানিকরা তাদের চামড়ার পোষাকে এবং ফ্লাইং অফিসাররা তাদের কালচে সবুজ এবং বেগুনী ওভার কোট পরে চলাফেরা করছিল। পুরোন পোষাক পরা জার্মান শ্রমিকদেরও সে দেখতে পাচ্ছিল। তার পেছন থেকে এডি কেসিন ডাকবার পর মসকা ঘুরে দাঁড়াল।

এডি কেসিন তার চেয়ারে ঝুঁকে বসেছিল, "আমি তোমার জন্য কাজ পেয়েছি। আমার একটা আইডিয়া আছে, লেফট্যানাণ্টের ব্যাপারটা খুব ভাল লেগেছে। আমরা সমস্ত ইয়োরোপীয়ান থিয়েটারে একটা খাদ্য সংরক্ষণ অভিযান চালাব। চাউভুকদের বলো তাদের একটু সাবধান হতে। তবে তাদের বলবে— উপোসী থাকতে হবে না, শুধু তারা যেন তাদের ট্রে ভর্তি করে খাবার না নেয় ও নষ্ট না করে। এবার আইডিয়াটা হচ্ছে একজন জি-আইর ছবি নিতে হবে যার সামনে ট্রে ভর্তি খাবার। এ ছবিটা ক্যাপশান দিয়ে নীচে লেখা থাকবে—'এটা বন্ধ করুন'। ধারে আর একটা ছবি থাকবে যাতে দুটো জার্মান শিশু রাস্তায় বাট শুঁকছে। নীচে লেখা থাকবে: 'আপনারা এটাও বন্ধ করুন।'

"কেমন হবে বলত ব্যাপারটা?"

ভালই হবে—মসকা বলল।

এডি মুচকি হেসে বলল, ঠিক আছে। কিন্তু এটা বড় বুদ্ধিদীপ্ত মনে হচ্ছে, যেন সত্যিই পাবলিক রিলেশনের ব্যাপার। হেডকোয়ার্টার এটা করতে দেবে না। হলে স্টারস এণ্ড স্ট্রাইপস এটা ছাপিয়ে দেবে। ব্যাপারটা বিরাট বড় হয়ে যেতে পারে।

"ভগবানের দিব্যি," মসকা বলল।

"ঠিক আছে" এডি বলল, "শুধু দুজন বাচ্চার ছবি জোগাড় কর যারা বাট শুঁকছে। জীপটা বাইরে আছে, তুমি জীপটা নিয়ে ল্যাবে গিয়ে করপোরালকে ফোটোগ্রাফার হিসেবে ধরে আনতে পার।"

"ঠিক আছে" মসকা বলল। বাইরে এসে দেখল একটা প্লেন হঠাৎ যেন শূন্য থেকে নেমে এল। সে জীপে উঠে বসল।

শেষ বিকেলে সে ব্রীজের উপর দিয়ে চালিয়ে প্রপার ব্রেমেনে এল। করপোরাল হ্যাংগারের কাছে এদিক ওদিক ঘুরছিল। তাকে খুঁজে বের করতে মসকার এক ঘণ্টা লাগল।

ব্যস্ত জার্মানরা রাস্তায় ভিড় করেছে এবং গাড়ীগুলো ভিড়ের মধ্য দিয়ে রাস্তা করার চেষ্টা করছিল। মসকা গ্লোকির সামনে জীপ পার্ক করল।

কাজের দিনের ধূসর বিকেলে সব কিছু স্তব্ধ ও নির্জন লাগছিল। রেডক্রস ক্লাবের সামনে কোন ভিখারী বা পথচারী দেখা যাচ্ছিল না। এদের ভিড় শুরু হবে সাপার শেষ হবার পর। দুজন জার্মান পুলিশ ফুটপাথে আস্তে আস্তে পায়চারী করছিল।

মসকা ও করপোরাল জীপে বসে অপেক্ষা করছিল কোন ভিখারী শিশুর জন্য। তারা বসে বসে সিগারেট টানছিল। শেষে করপোরাল বললেন, ভাগ্য খারাপ। এই প্রথম দেখলাম কোন জার্মান ভিখারী ছেলে এসে ঘোরাফেরা করছে না।

মসকা জীপ থেকে নেমে বলল, "আমি একটু দেখি"।—বড় ঠাণ্ডা লাগছিল। মসকা তার জ্যাকেটের কলারটা তুলে দিল। সে মোড়ের দিকে গিয়ে কোন বাচ্চাকে দেখতে না পেয়ে গ্লোকি বিল্ডিংয়ের পেছনের দিকে গেল।

পেছনের আবর্জনার স্তূপের কাছে দুটো ছোট ছেলে দেখতে পেল। তারা এমন কোট পরেছিল যেগুলো জুতো পর্যন্ত ঝুলে পড়েছিল। টুপিগুলো কান ঢেকে দিয়েছিল। তারা আবর্জনা খুঁড়ছিল। সেখান থেকে পাথর নিয়ে তারা ছুঁড়ে মারছিল। পাথরগুলো কোন কিছু লক্ষ্য করে ছুঁড়ছিল না, খুব জোরেও ছুঁড়ছিল না—যাতে তারা তাদের ভারসাম্য হারাতে পারে।

"শোন", সে বাচ্চা দুটোকে ডাকল—"তোমরা কি চকোলেট চাও?"

বাচ্চা দুটো তাকে ভাল করে দেখল। তার সাধারণ পোষাক সত্ত্বেও তারা চিনতে পারল যে সে তাদের শত্রু। তারা স্তূপের উপর থেকে নেমে এল। তারা নিজেদের হাত ধরাধরি করে তাদের ক্রীড়াক্ষেত্র ছেড়ে মসকাকে অনুসরণ করল।

করপোরাল জীপ থেকে নেমে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের দেখার

পর সে তার ক্যামেরাটা ঠিকঠাক করতে লাগল। তার হয়ে যাওয়ার পর সে বলল, ওদের বলে দাও কি করতে হবে। সে জার্মান জানত না।

"ঐ সিগারেটের শেষাংশগুলো তুলে নাও এবং মুখ তুলে তাকাও যাতে ছবি তোলা যায়।" -- মসকা তাদের বলল।

তারা বাধ্যের মত নীচু হল। কিন্তু তাদের টুপিগুলো তাদের মুখগুলো অন্ধকার করে রেখেছিল।

"ওদের টুপিগুলো পেছনের দিকে সরিয়ে দাও", করপোরাল বললেন। মসকা তাই করল। তাদের হাসিখুশী মুখগুলো এবার আলোকিত হল।

—ঐ বাটগুলো বড্ড ছোট, দেখা যাবে না, করপোরাল বললেন। মসকা দুটো গোটা সিগারেট বার করল।

করপোরাল কয়েকটা সট নিলেন, কিন্তু তার সন্তুষ্টি হচ্ছিল না, সে আর একটার জন্য তৈরী হচ্ছিল। তখন মসকা তার কাঁধে হাতের স্পর্শ অনুভব করে ঘুরে দাঁড়াল।

তার সামনে দাঁড়িয়ে দুজন মহিলা পুলিশ। একজনের হাত, যে প্রায় তার সমান লম্বা, এখন তার কাঁধে রাখা ছিল। মসকা একটা ঠেলা মারল, সে তার হাতে মেয়েটার উল ইউনিফর্মের নীচে নরম বুকের স্পর্শ পেল। মেয়েটি একটু পিছিয়ে গেল, "এখানে ওসবের কোন অনুমতি নেই"। সে বাচ্চাদের দিকে ঘুরে বলল, "তোমরা এখনই এখান থেকে চলে যাও।"

মসকা বাচ্চাগুলোর কোট ধরে বলল, "এখানে থাক।" সে মহিলা দুটির দিকে ঘুরে রাগে মুখ প্রায় কালো করে বলল, তোমরা ঐ ইউনিফর্ম দেখতে পাচ্ছো? —করপোরালকে দেখিয়ে বলল। সে হাত বাড়িয়ে বলল, "তোমাদের আইডেন্টিফিকেশন কার্ড দেখি।' মেয়ে দুটো ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করল। তাদের ডিউটি হল ছেলেগুলোকে ভিক্ষে করতে না দেওয়া।

একজন জার্মান ভদ্রলোক পথে যেতে যেতে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, ছেলে দুটো ঝগড়ার কাছ থেকে সরে গেছিল, তিনি তাদের বকুনি দিলেন। ওরা দৌড়াতে আরম্ভ করল, মসকা তাদের আবার ধরে আনল। জার্মান লোকটা তাড়াতাড়ি মোড়ের ভিড়ে মিশে যাওয়ার জন্য পা চালাল। মসকা লোকটার পেছনে দৌড়াল। পেছনে পায়ের শব্দ শুনে লোকটা ঘুরে দাঁড়াল, তার চোখে ভীতি।

"তুমি কি বাচ্চা দুটোকে চলে যেতে বলেছ" মসকা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল।

জার্মানটা মাপ চাওয়ার ভঙ্গীতে বলল, "আমি বুঝতে পারিনি, আমি ভেবেছিলাম ওরা ভিক্ষে করছে।"

"তোমার পরিচয় পত্র দেখাও"—মসকা হাত বাড়াল। লোকটা ভয়ে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে তার পকেট থেকে মোটা একটা ব্যাগ বার করল। লোকটা মসকার দিকে তাকাতে তাকাতে কাগজ ঘাঁটতে লাগল। মসকা তার হাত থেকে কাগজ-গুলো নিয়ে নীল কার্ডটা নিজেই বের করে নিল।

মসকা ব্যাগটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "পুলিশ স্টেশনে এসে কাল সকালে পরিচয় পত্র নিয়ে যেও"। মসকা জীপের দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

রাস্তার ওপারের এক কোণায় সে লক্ষ্য করল একদল জার্মান তাকে দেখছে, কয়েক সেকেণ্ড সে ভীত হল যেন তারা তার ভেতরটা দেখতে পেল, তারপরেই আবার তার রাগ হল।

সে আস্তে আস্তে শান্তভাবে জীপের দিকে হেঁটে গেল, বাচ্চা দুটো এখনও দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মহিলা পুলিশ দুটি অদৃশ্য হয়েছে।

"চল যাই", মসকা করপোরালকে বলল। মেটসার স্ট্রীটে এসে সে নামল। সে করপোরালকে বলল "তুমি বেসে আমার জন্য জীপটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

করপোরাল মাথা হেলিয়ে বলল, "ঐ শটগুলোতেই হয়ে যাবে মনে হয়।" এবার তার মনে পড়ল যে আর ছবি তোলা হয়নি, সে বাচ্চা দুটোকে চকোলেট দেবে বলেছিল, দেওয়া হয়নি।

যখন মসকা ঘরে ঢুকল, হেলা ইলেকট্রিক প্লেটের উপর স্যুপ গরম করছিল। একটা বেকন ভর্তি প্যান পাশে ছিল। লিও কোচে বসে পড়ছিল।

ঘরের মধ্যের উষ্ণতায় ও খাবারের লোভনীয় গন্ধে একটা আরামদায়ক আবহাওয়া ছিল। বিছানা এবং ছোট নাইট টেবিল এক কোণে, আর একদিকে সাদা ওয়ারড্রোব, ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, টেবিল ঘিরে ক'টা চেয়ার। একদিকের দেওয়ালে একটা বিরাট ও শূন্য ক্লোজেট ঘরটাকে সুখকর করে তুলেছিল। ঘরের মধ্যে নড়াচাড়া করার জন্য অনেক জায়গা। একটা বিচ্ছিরি বড় ঘর, মসকা সব সময় ভাবে।

হেলা তার রান্নাবান্না থেকে মুখ তুলে চোখে খুশীর ভাব ফুটিয়ে বলল, "তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসেছ", সে উঠে দাঁড়াল চুমু খাওয়ার জন্য। তার মুখের ভাব সব সময় পাল্টে যায়, যখন সে তাকে দেখে। তার মুখের সুখে ও বিশ্বাসে-মাখা

সম্পূর্ণ নির্ভরতার ছবি মাঝে মাঝে মসকাকে ভয় ধরিয়ে দেয় কারণ মেয়েটা সম্পূর্ণ তাকে ঘিরেই একটা বিরাট প্রাসাদ গড়ে তুলেছে। বুঝি সে জানে না কত কি বিপদের মধ্যে দিয়ে মসকাকে যেতে হয়।

"শহরে একটা কাজ ছিল, আর বেসে ফিরে যাইনি", মসকা বলল। লিও মাথা হেলিয়ে আবার পড়তে শুরু করল। মসকা পকেটে হাত ঢুকাল সিগারেটের জন্য। আঙ্গুলে জার্মানটার পরিচয় পত্রের স্পর্শ লাগল। "খাওয়া-দাওয়ার পর তুমি কি একটা লিফ্‌ট দিতে পারবে, পুলিস স্টেশনে ?" মসকা লিওকে জিজ্ঞেস করল।

লিও মাথা হেলিয়ে বলল, "কি করবে তুমি ওখানে ?" মসকা তাদের ঘটনাটার কথা বলল। সে লক্ষ্য করল, লিও তার দিকে একটা অদ্ভুত মজার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হেলা কিছু না বলে গরম স্যুপ কাপে ঢালল, তারপর বেকনগুলো ইলেকট্রিক প্লেটে চাপাল।

ক্রেকার ডুবিয়ে তারা সযত্নে স্যুপ খেল। হেলা নীল পরিচয়পত্রটা তুলে নিল। একহাতে স্যুপ নিয়ে অন্য হাত দিয়ে সে কার্ডটা খুলল। "সে বিবাহিত"—সে পড়ছিল, "তার নীল চোখ, বাদামী চুল, চিত্রকরের কাজ করে, কাজটা ভাল।" সে ছবিটা পরীক্ষা করে বলল, "ভাল লোক মনে হয়। ভাবছি লোকটার বাচ্চা-কাচ্চা আছে কি না।"

"পাশে লেখা নেই ?" মসকা জিজ্ঞেস করল।

"না", হেলা বলল, "তার আঙ্গুলে একটা কাটা দাগ আছে।" হেলা কার্ডটা টেবিলে ফেলে দিল।

লিও পেছন দিকে হেলে তার স্যুপের শেষটুকু খেয়ে নিয়ে আবার সামনের দিকে ঝুঁকল। তার মুখের কাঁপুনিটা অল্প অল্প কাজ করছিল। "আমাকে বল, তুমি লোকটাকে নিয়ে সোজাসুজি পুলিস স্টেশনে গেলে। পুলিস স্টেশন কাছেই ছিল।"

মসকা তার দিকে মৃদু হেসে বলল—"আমি শুধু লোকটাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম। কিছু করব বলে সত্যি ভাবিনি।"

"লোকটার খারাপ রাত কাটাবে"—হেলা মন্তব্য করল।

"তার এটা দরকার। কোত্থেকে এসে বাচ্চা দুটোকে ভাগিয়ে দিচ্ছিল", মসকা রাগত স্বরে বলল।

হেলা তার বিষন্ন ধূসর চোখ দুটো তুলে বলল, "সে লজ্জিত হয়েছে এবং সে ভেবেছিল যে এটা তার দোষ যার জন্য বাচ্চা দুটো ভিক্ষে করছে এবং রাস্তা থেকে পোড়া সিগারেট কুড়াচ্ছে।'

"আহা, তাকে থামতে দাও" মসকা বলল, "বেকনগুলোকে পুড়িয়ে ফেলার পর ওগুলো আমাদের দেবে ?"

হেলা বেকন ও ধূসর জার্মান রুটি টেবিলে রাখল। তারা স্যাণ্ডউইচ খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল। হেলা পরিচয় পত্র নিয়ে ঠিকানাটা পড়ে বলল, "দেখ, লোকটা রাবসাম স্ট্রেসীতে থাকে, পুলিস স্টেশন থেকে কাছেই।"

মসকা তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, "আমার জন্য অপেক্ষা করবে না। আমরা এরপর ক্লাবে যাব।" তারপরে যখন দেখল হেলা তার সুন্দর রোগা মুখটা বাড়িয়ে দিয়েছে চুমুর জন্য, তখন সে হাসল। বলল, "তোমার জন্য কি অইসক্রীম নিয়ে আসব ?" সে মাথা হেলাল। তারা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল সে পেছন থেকে ডেকে বলল, 'ওটা ক্লাবে যাওয়ার রাস্তায় পড়ে।'

জীপে উঠে লিও বলল "আমরা কোথায় যাব ?'

"ঠিক আছে বাবা, আমাকে লোকটার বাড়ীতে নিয়ে চল। তোমার আর হেলার জন্য আমি আর পারলাম না।"

"আমার বিশেষ মাথাব্যথা নেই", লিও বলল, "কিন্তু বাড়ীটা ক্লাবে যাওয়ার রাস্তায় পড়ে। তাছাড়া একটু উদ্বেগে কি এসে যায় ?" সে মসকার দিকে তাকিয়ে একটা দুঃখের হাসি হাসল।

মসকা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "আমি ঐ বাস্টার্ডটার সাথে আর দেখা করতে চাই না, তুমি কি কার্ডটা দিয়ে দিতে পপরবে ?"

"না, আমি নয়", লিও বলল, "তুমি ওর কাছ থেকে নিয়েছ, তুমি দিয়ে আসবে।"

বাড়ী পেতে তাদের কোন অসুবিধে হল না। দরজার তালিকায় বাড়ীর সমস্ত অধিবাসীর নাম ও তাদের ঘরের নাম্বার দেওয়া ছিল। মসকা পরিচয়পত্র দেখে নামটা মিলিয়ে নিল। সে দোতলায় উঠে জোরে কড়া নাড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। সে বুঝতে পারল, ওপরের জানালা থেকে ওরা তাকে দেখেছে। কড়া নাড়ার শব্দের জন্য অপেক্ষা করছিল। দরজার সরে গেল, মসকার প্রবেশের জন্য।

সে সন্ধ্যের খাবারে বাধা দিয়েছে। সে টেবিলে দেখতে পেল চারটে ডিশ সাজানো আছে, ডিশের কালো স্যুপের মধ্যে শাকসব্জি ও আলু দেখতে পেল। ঘরের দেওয়ালে একটা সবুজ-বাদামীতে আঁকা বিরাট ছবি দেখতে পেল। একজন দুটো বাচ্চাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল,' যখন সে মসকাকে দেখতে পেল সে বাচ্চাদুটোকে ছেড়ে দিল। সবাই মসকার দিকে তাকিয়ে থাকল।

মসকা নীল পরিচয়পত্রটা ফিরিয়ে দিল। লোকটার গলা একটু কেঁপে উঠল।

মসকা বলল, "আপনাকে পুলিস স্টেশনে যেতে হবে না, ব্যাপারটা ভুলে যান।"

লোকটার মুখটা মৃতের মত সাদা হয়ে গেল। ভয় থেকে মুক্তি, ঘটনাটার আকস্মিকতা, ঘরের সামনে জীপ থাকা—এ সব কিছুই যেন বিষের মত হয়ে তার রক্তে মিশে গেছিল।

লোকটা দৃশ্যত কাঁপতে লাগল। তার স্ত্রী দৌড়ে এসে তাকে ধরে একটা খালি চেয়ারে বসিয়ে দিল।

মসকা একটু ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কি? ওর হ'লটা কি?"

'না কিছু না'—তার গলাটা মৃত আবেগহীন। "আমরা মনে করেছিলাম, আপনি তাকে নিতে এসেছেন।" তার গলাটা একটু কাঁপল।

একটা ছেলে হঠাৎ কেঁদে উঠল যেন তার চেনা তার জগতের দেওয়াগুলো ভেঙে পড়েছে। মসকা তার কান্না থামাবার জন্য তার দিকে এগিয়ে গেল, পকেট থেকে চকোলেট বের করল। ছেলেটা আরও ভয় পেয়ে আরও জোরে চেঁচাতে শুরু করল। মসকা থেমে গেল এবং মহিলাটির দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকল। মহিলাটি তার স্বামীর জন্য পানীয় আনছিল এবং গ্লাসটা স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাচ্চাটার কাছে দৌড়ে এল। বাচ্চাটার গালে জোর একটা চড় দিয়ে কোলে তুলে নিল। বাচ্চাটা থেমে গেল। বাবা এখনও বেশ উত্তেজিত, বলল, 'অনুগ্রহ করে একটু অপেক্ষা'—সে দৌড়ে কাপবোর্ডে তাড়াতাড়ি পানীয় বের করল।

সে এক গ্লাস পানীয় ঢেলে মসকার হাতে ধরিয়ে দিল। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুল, আমি ভেবেছিলাম বাচ্চাগুলো আপনাকে জ্বালাচ্ছে, আমি কোন হস্তক্ষেপ করতে চাইনি। তার মনে পড়ল লোকটার রাগী স্বর যখন ছেলে দুটোকে বকছিল, যেন তার ছেলেগুলো এবং তাদের অধ:পতনের জন্য সে লজ্জা পাচ্ছে।

"ঠিক আছে", মসকা চেষ্টা করল পানীয়ের গ্লাসটা টেবিলে রাখতে। কিন্তু জার্মানটা জোর করে তাকে পানীয় রাখতে দিল না।

তার স্ত্রী ও ছেলেপুলের কথা ভুলে গিয়ে সে বলতে লাগল, যেন সে প্রাণভিক্ষা করছে, "আমি কখনও নাৎসী ছিলাম না, আমি পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম চাকরী বাঁচাবার জন্য, সব চিত্রকরদের যোগ দিতে হত, কিন্তু আমি ধার শোধ করে দিয়েছি। আমি কোনদিন নাৎসী ছিলাম না, খেয়ে নিন, মদটা খুব ভাল—খেয়ে নিন, আমি মদটা জমিয়ে রেখেছি আমার শরীর খারাপের সময় খাওয়ার জন্য।"

মসকা ওটা পান করে দরজার দিকে এগোতেই জার্মানটা তার হাত ধরে বলল, "আপনাদের মহৎ হৃদয়, হৃদয়ের টানে বিবেকের জন্যই এসেছেন, আপনি উদার হৃদয়, জানি এমেরিকানরা খারাপ হয় না কোনদিন। আমরা জার্মানরা ভাগ্যবান।" শেষবারের জন্য সে তার হাতটা রগড়ে দিল। আতঙ্ক মুক্তির উত্তেজনায় সে তখনও কাঁপছিল।

এই মুহূর্তে মসকার প্রবল ইচ্ছে হল একটা ঘুষিতে লোকটার টেকো মাথা ফাটিয়ে দিয়ে রক্ত বের করে দেয়! তার নিজের ঘৃণার মুখটা সে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

দরজার গোড়ায় মহিলা পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল। তার মুখের মাংসগুলো শক্ত হয়ে হাড়গুলো স্পষ্ট দেখাচ্ছিল। তার চামড়া সাদা হয়ে গেছিল, মাথাটা সামান্য নামানো, পিঠটা একটু কুঁজো হয়ে গেছিল বাচ্চাটার ভারে। তার ধূসর চোখ কালো হয়ে গেছিল—যেন এক পুকুর তীব্র ঘৃণা। তার চুলগুলো বাচ্চার সোনালী চুলের পাশে কালো মনে হচ্ছিল। যখন মসকা তার মুখের দিকে তাকাল, মুখের একটা পেশীও নড়ল না।

যখন তার পেছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সে স্ত্রীটির নীচু অথচ তীব্র গলার স্বর শুনতে পেল—স্বামীর সাথে কথা বলছিল। রাস্তায় এসে সে উপরের জানালায় তাকিয়ে দেখল—মহিলা তাদের দেখছেন, কোলে এখনও বাচ্চাটা আছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উলফ জার্মান কৃষকদের রীতিতে তার ঠাণ্ডা সাপার খেল। তারপর সে একখানা কালো রুটি কেটে নিল তার পকেট ছুরি দিয়ে। যাদের বাড়ীতে সে থাকে, মেয়ে উরশুলা ও তার বাবা তারাও রুটি নিল। প্রত্যেকের পাশেই এমেরিকান বীয়ারের ক্যান ছিল। তারা তাদের ছোট গ্লাসে ক্যান থেকে ঢেলে নিচ্ছিল, যখন প্রয়োজন হচ্ছিল।

"তোমায় কখন যেতে হবে" উরশুলা জিজ্ঞেস করল। মেয়েটা কাল, বেঁটে। মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। উলফ তাকে পোষ মানাতে বেশ মজা পেত। সে ই তমধ্যেই তার বিবাহের শর্তাবলী ঠিক করে ফেলেছিল। প্রধান শর্ত হোল, ছেলেকে মেয়ের বাড়ীতে থাকতে হবে। অন্যান্য আরও শর্ত ছিল।

"এক ঘণ্টার মধ্যে মসকার সাথে আমাকে রথস্কেলারে দেখা করতে হবে", ঘড়ি দেখে উলফ বলল। ঘড়িটা সে যুদ্ধের পরে একজন পোলিশ রিফিউজির কাছ থেকে কিনেছিল।

"লোকটাকে আমার পছন্দ হয় না, লোকটার কোন ম্যানার নেই, কি জানি মেয়েটা ওর মধ্যে কি পায়?"

উলফ মজা করে বলল, "একই জিনিস যা তুমি আমার মধ্যে পাও।"

উলফ যেমন প্রত্যাশা করেছিল, ঠিক তেমনি সে জ্বলে উঠে বলল, "তোমরা বাজে এমেরিকানরা ভাব আমরা তোমাদের জন্য সব কিছু করব। তোমার এমেরিকান বন্ধুরা যেমন তাদের মেয়ে বন্ধুর সাথে ব্যবহার করে তুমি আমার সাথে সেই রকম ব্যবহার করবে। দেখব তোমায় রাখতে পারি কিনা, এখন বাড়ী থেকে বেরোও দেখি।"

বাবা রুটি চিবোতে চিবোতে তাকে ঠাণ্ডা করার জন্য বললেন, 'এই উরশুলা, উরশুলা।' তিনি এটা তার অভ্যাসের বশে বললেন—অন্য কিছু ভাবতে ভাবতে।

উলফ সাপার সেরে শোওয়ার ঘরে ফিরে গেল, ব্রীফ কেসটা খুলে তার মধ্যে সিগারেট, চোকোলেট বার ও কিছু সিগার ঢোকাল। এগুলো সে একটা তালাবন্ধ

ওয়ারড্রোব থেকে নিল, যার একমাত্র চাবি তার কাছে থাকে। সে যখন প্রায় বেরিয়ে পড়েছিল তখন উরগুলার বাবা এসে ঢুকলেন।

"উলফ, তুমি চলে যাওয়ার আগে যদি তোমায় কিছু বলি?" বাবা সব সময় ভদ্র, সব সময় মনে রাখেন তার মেয়ের প্রেমিক একজন এমেরিকান। উলফ এটা পছন্দ করে।

বাবা উলফকে সেই বাড়ীটার নীচ তলার ঠাণ্ডা স্টোর রুমে নিয়ে গেলেন। বাবা দরজাটা খুলে দিয়ে একটা নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, 'দেখ'।

কাঠের বীমগুলো থেকে শুয়োরের হাড় ঝুলছিল। কালো কালো মাংস ওগুলোর গায়ে লেগেছিল। আর একটা পাতলা আধো চাঁদের চীজ।

"আমাদের কিছু একটা করতে হবে উলফ, আমাদের জমা খাবার প্রায় শেষ", বাবা বললেন।

উলফ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। সে ভেবে পেল না এই সব জিনিস বুড়োটা কী করেছে। তারা দুজনেই ভালভাবে বুঝল যে এগুলো খাওয়া হয়নি। কোন রেজিমেণ্ট এরকম কাজ করতে পারে না। যখন বুড়োটা তার সাথে চালাকী করেছে, তখন উলফ ভাবে, 'দাঁড়াও, আমি আর উরগুলা স্টেটসে যাই, তারপর ভাল শিক্ষা দেব। বুড়ে আশা করে থাকবে, ছাই পাবে।' উলফ তার মাথা নাড়ল যেন সে সমস্যাটা চিন্তা করছিল।

'ঠিক আছে'। সে শোওয়ার ঘরে গিয়ে বাবাকে পাঁচ কার্টন সিগারেট দিল। —"কয়েক মাসের মধ্যে আমি আর দিতে পারব না। আমার একটা বড় ব্যবসা পড়ে আছে।"

'ভেব না—এতে অনেকদিন চলে যাবে', বাবা বললেন, 'মেয়ে ও বাবা খুব কম খরচে চালাবার চেষ্টা করব।'

উলফ মাথা নাড়ল, মনে মনে রাগ হচ্ছিল। বুড়োটা তাকে দিয়ে বেশ টাকা কামিয়ে নিচ্ছে।

ঘর থেকে চলে যাওয়ার আগে উলফ ভারী ব্রীফ কেসটা তুলে নিল।

উলফ তারপর ড্রয়ার থেকে পিস্তল বার করে তার কোটের জ্যাকেটে ঢোকাল। ব্যাপারটা সব সময় বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাঁকে আরও বেশী শ্রদ্ধাশীল করে তোলে এবং উরগুলার বাবার এই ভাবটা উলফকে খুশী করে।

তারা যখন ঘর থেকে বেরোল, বৃদ্ধ পিতার মত তার কাঁধে হাত রাখলেন।

'পরের সপ্তাহে আমি অনেক ধূসর ও বাদামী গ্যাবারডীন পাবো, তোমাকে উপহার দেওয়ার জন্য কয়েকটা সুন্দর স্যুট তৈরী করাব। যদি তোমার কোন বন্ধু কিনতে চায় আমি তাদের বিশেষ দামে দিতে পারি, তোমারই জন্য।'

উলফ গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ল। উলফ যখন দরজা অতিক্রম করল উরশুলা পেছন থেকে ডেকে বলল 'সাবধানে থেকো'। সে রাস্তার উপর কয়েক পা হাঁটল, তারপর সে আস্তে আস্তে রথস্কেলার-এর দিকে এগোতে লাগল। ওটা মাত্র পনের মিনিটের রাস্তা, হাতে অনেক সময় আছে, হাঁটতে হাঁটতে সে বাবার কথা ভাবছিল। গ্যাবার্ডিনের কথা যেগুলো তিনি কমিশন ছাড়া বিক্রী করবেন বলছেন। কেসিন ও গর্ডন কিনতে পারে, এমনকি জিউটাও। বৃদ্ধ কিছু টাকা করতে পারবেন, তিনি অনেকগুলো বিক্রী করতে পারবেন। যদিও এই টাকা খুব বেশী হবে না, তবুও অল্প টাকাই বা কে দেয় ?

রথস্কেলারে মাটির নীচের রেস্তোরাঁয়—যে রেস্তোরাঁটা যুদ্ধের আগে জার্মানীর মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল, উলফ এডি কেসিন ও মসকাকে বিরাট মদের পাত্রের পাশে বসে থাকতে দেখল। বিরাট ব্যারেলের ছায়া যেটা প্রায় ছাদ পর্যন্ত লম্বা, ওদের উপর পড়েছিল বলেই ওদের সেই গুহাময় ঘরের অন্য মেয়ে পুরুষের থেকে পৃথক মনে হচ্ছিল। তারের অর্কেস্ট্রায় মৃদু সঙ্গীত বাজছিল, সাদা চাদরে ঢাকা টেবিল বিস্তৃত হয়ে চলে গেছিল ঘরের দূর প্রান্তে।

'আরে উলফ, জীবন্ত সিগারেট বৃক্ষ!' এডি কেসিন চেঁচাল, তার গলা ঘরে মিউজিকের উপরে উঠে উঁচু সিলিং স্পর্শ করে সেখানেই মিলিয়ে গেল। কেউ মনোযোগ দিল না, কেসিন টেবিলের উপর ঝুঁকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল, 'আজ রাতে তোমাদের দুজনের প্ল্যান কি ?'

উলফ বসার পর বলল, 'একটু এদিক ওদিক ঘুরবো, দেখ তুমি যদি কোন লাভ কুড়াতে পার কিনা। চুপচাপ থাক, আমি তোমায় কিছু টাকা করিয়ে দেবো।' যদিও সে ঠাট্টা করল, উলফকে একটু উদ্বিগ্ন মনে হল। সে মসকাকে দেখল প্রায় কেসিনের মতই মাতাল হয়ে পড়েছে, সে একটু অবাক হল। সে মসকাকে এত মদ খেতে কোনদিন দেখেনি, সে ভাবতে লাগল আজ রাতের পরিকল্পনাটা বাতিল করবে কিনা। কিন্তু আজই প্রথম রাত, সব কিছু ঠিকঠাক আছে, হয়ত তারা ব্ল্যাক মার্কেটে টাকার খোঁজটা পেয়ে যাবে। উলফ মদের অর্ডার দিল, আর মসকাকে দেখতে লাগল, সে ঠিক আছে কিনা।

মসকা ব্যাপারটা লক্ষ্য করে হাসল। 'সব ঠিক হয়ে যাবে, কয়েক মিনিট তাজা বাতাসের দরকার'—সে খুব সাবধানে উচ্চারণ করতে চাইছিল, তবুও তার কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল। উলফ অধৈর্য্যময় হতাশায় মাথা নাড়ল।

এডি তার মাতাল মাথাটা উলফকে নকল করে নাড়ল, 'তোমার সমস্যা হল—বুঝলে উলফ, তুমি নিজেকে খুব চালাক মনে কর। তুমি একজন মিলিওনয়ার হতে চাও উলফ, মিলিয়ান বছরেও তুমি তা হতে পারবে না। প্রথম, তোমার কোন বুদ্ধি নেই, একটু চাতুর্য্য আছে। দুই তোমার সত্যি কোন সাহস নেই, তুমি ঐ ক্রাউট বন্দীদের চড়চাপড় মেরে বেড়াও। ওটাই তোমার সব, ওটাই সব।'

'তুমি এই বাক্যবাগীশকে সহ্য কর কি করে?' উলফ একটু অপমান করার জন্য বলল, 'মদ খেতে খেতে ওর মাথাটা নরম হয়ে গেছে।'

এডি তার চেয়ার থেকে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'কি বললে তুমি?' মসকা তাকে চেপে চেয়ারে বসিয়ে দিল। অন্য টেবিলের কিছু কিছু লোক এদিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা সহজ করে নাও এডি, ও তোমায় একটু রাগাচ্ছে, তুমিও উলফ। যে মদ খায় তার মাথার ঠিক থাকে, তাছাড়া তার স্ত্রী লিখেছে যে সে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে চলে আসছে, তাতেই ওর মাথাটা আরও ঘুরে গেছে।'

এডি মসকার দিকে ঘুরে ভৎর্সনার স্বরে বলল, 'ব্যাপারটা ওরকম নয়, ওয়ালটার, আমি ওকে কিছু কাঁচা ব্যবসা দিয়েছিলাম'। দুঃখের সাথে সে তার মাথাটা নাড়তে লাগল।

মসকা তাকে খুশী করার জন্য বলল, 'তোমার গরিলার কথাটা উলফকে শুনিয়ে দাও।'

উলফ মদটা খাওয়ার পর তার মেজাজটা শরীফ হয়ে গেল, সে এডি কেসিনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

এডি এবার শান্ত ভাবে প্রায় সৌজন্যের সাথে বলল, 'আমি একটা গরিলাকে পৌঁচাচ্ছি।' সে উলফের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করল।

'আমি অবাক হইনি', উলফ মসকার সাথে হাসল। 'ব্যাপারটা কি?'

'আমি সত্যিই একটা গরিলাকে পৌঁচাচ্ছি'—এডি কেসিন বলল।

উলফ প্রশ্নের ভঙ্গীতে মসকার দিকে তাকাল। মসকা বলল, 'ও বলছে মেয়েটা গরিলার মত দেখতে, এবং গরিলাদের মত গৃহপ্রিয়।'

এডি একবার টেবিলের দিকে মুখ নামিয়ে তারপর মসকার দিকে তাকিয়ে বলল,

'তোমার কাছে একটা স্বীকৃতি করার আছে, ও সত্যি সত্যিই গরিলা, তোমার কাছে লজ্জায় আমি স্বীকার করিনি। আমি তোমায় মিথ্যে কথা বলেছি। সে এয়ার-বেসের কাছে আর মিলিটারী গভর্ণমেণ্টের হয়ে কাজ করে। সে একজন অনুবাদক, সে তার মেজাজটা আবার ফিরে পেয়েছে।' তার হাসিতে, আশেপাশের টেবিলের লোক ঘুরে দেখল।

'তাকে এখানে আনা যায় না—আমরা একটু দেখব?' উলফ ঠাট্টা করে বলল।

এডি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'ওরে বাবা তাকে নিয়ে আমি কোনদিন রাস্তায় বেরোই না, অন্ধকার হলে তবে আমি ঘরে ঢুকি।'

'এবার আমাদের উঠতে হবে, মসকা'। উলফ বলল, 'আমাদের সামনে দীর্ঘ রাত্রি অপেক্ষা করছে'।

মসকা এডির দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ তো, বাড়ী যেতে পারবে তো?'

এডি মাথা নেড়ে বলল যে সে পারবে।

তারা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল পেছন থেকে এডির গলা শোনা গেল, আবার পানীয়ের অর্ডার দিচ্ছে।

উলফ অপেক্ষা করল যাতে মসকা তার সামনে হাঁটে, তার পা এখনও টলছিল। সিঁড়ির কাছে গিয়ে সে না বলে থাকতে পারল না, 'তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ রাত নষ্ট করলে।'

বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া তার ভেতরটা পর্যন্ত জমিয়ে দিচ্ছিল। তার গালের চামড়া হিম হয়ে গেছিল। সে একটা সিগারেট ধরাল, তার মুখ গলা একটু উষ্ণ করার জন্য। সে অনুভব করল ঠাণ্ডা হাওয়া কোটের ভিতর দিয়ে তার সমস্ত দেহটাকে যেন অবশ করে দিচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শে তার পেটের ভর্তি বীয়ার যেন মাথায় উঠে আসছে। তার বমি বমি পেল। সে বমি করতে চাইছিল, কিন্তু উলফের ভয়ে কোন রকমে চেপে দিল। সে জানত উলফ ঠিকই বলেছে, একটা গুরুত্বপূর্ণ রাত সে নষ্ট করে দিতে যাচ্ছে। কিন্তু সে নিরুপায়, কারণ হেলার সাথে তার এই প্রথম ঝগড়া, কোন কথা কাটাকাটি গালাগালি বা মারামারি নয়। তারা দুজনে কেউ কাউকে বুঝতে পারছিল না। হতাশজনক ও দুঃখজনক।

তারা যে রাস্তা ধরে এগোচ্ছিল, রাস্তাটা পাহাড়ী পথ, রথস্কেলার থেকে নেমে এসেছিল। রেডক্রস ক্লাব পেরোবার পর তারা আলোর রাজত্ব ছেড়ে অন্ধকারে চলে

এলো, পেছনের সঙ্গীতের সুর আস্তে আস্তে মরে গেল ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের মত। তারপর তারা পুলিশ ষ্টেশানের কাছে আসতেই, সার্চ লাইটের সাদা আলোয় তাদের চোখ একটু ধাঁধিয়ে দিল। তারপর তারা পাহাড়ী পথ দিয়ে নীচে নামতে লাগল। কুঁয়োর মত পাহাড়ী পথ ভীষণ ঢালু। তারপরেই তারা অন্ধকারে হারিয়ে গেল। তারা বেশ কিছুটা হেঁটেছিল কিন্তু মসকার কাছে কিছুই মনে হচ্ছিল না। উলফ একটা দরজায় কড়া নাড়ল। মসকা বুঝতে পারল তারা নিশ্চয়ই একটা ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে। বাইরের ঠাণ্ডাটা তাই আর তেমন লাগছে না।

ঘরের মধ্যে একটা বড় টেবিলের চারধারে চারটে চেয়ার ছিল। ঘরে আর কোন আসবাব ছিল না। দেওয়ালের ধারে স্তূপীকৃত মালপত্র যার ওপরে তাড়াতাড়ি একটা আর্মির কম্বল ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ঘরের কোন জানালা ছিল না, ঘরটা ধোঁয়াচ্ছন্ন।

মসকা শুনতে পেল উলফ কথা বলছে। তাকে পরিচয় করিয়ে দিল একজন বেঁটে জার্মানের সঙ্গে। ঘরের বদ্ধ পরিবেশে তার আবার বমি পেল, কিন্তু সে সেই ভাবটা চেপে সব কিছু শোনার ও দেখার চেষ্টা করছিল।

'জানো, তিনি কিসে উৎসুক,' মসকা বলছিল, 'শুধু টাকা, এমেরিকান স্ক্রিপ।'

জার্মানটা তার মাথা নেড়ে বলল, 'আমি জানি, আমি এখানে সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, কারুর কাছে এত টাকা নেই। আমি কয়েকশ' ডলার দিতে পারি, কিন্তু ওটাই সব।'

মসকা এবার কথা বলল, তাকে উলফ যেভাবে শিখিয়েছিল, 'আমি একসাথে অনেক মাল ছাড়তে চাই, কমপক্ষে পাঁচ হাজার কার্টন।'

জার্মানটা তার দিকে সমীহ, লোভ ও হিংসার দৃষ্টিতে তাকাল, 'পাঁচ হাজার কার্টন, আহা হা হা!' সে যেন স্বপ্নে ডুবে গেল—তারপর আস্তে আস্তে ব্যবসায়ীর গলায় বলল, 'আচ্ছা কোন ভয় নেই, আমি সব দিক লক্ষ্য রাখব। চলে যাওয়ার আগে এক পাত্র চলবে নাকি? ফ্রাইন'--সে ডাকল। একজন মহিলা ভেতরের দরজা খুলে উঁকি মারলেন। 'মদ নিয়ে এসো' লোকটা কেমন একটা রাগের ভঙ্গীতে বলল। মহিলাটি অদৃশ্য হলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি একটা পাতলা সাদা বোতল এবং তিনটে ছোট জলের গ্লাস নিয়ে ঢুকলেন। তার পেছনে ঢুকল একটি ছেলে ও মেয়ে। মেয়েটার চুল সোনালী কিন্তু মুখটা দেখতে ভাল নয়।

উলফ হাঁটু গেড়ে বসে বলল, আহা কি সুন্দর বাচ্চা। সে তার ব্রীফ

কেস খুলে চারটে চকোলেট বার বের করে তাদের দিকে দুটো দুটো করে বাড়িয়ে ধরল।

বাবা তাড়াতাড়ি তাদের কাছে এসে তার হাত থেকে চকোলেট বারগুলো নিয়ে বলল, 'না, অনেক রাত হয়েছে, এখন চকোলেট খাওয়ার সময় নয়।' সে দেওয়ালের দিকের ফুটলকারের কাছে গেল, তারপর যখন সে ঘুরে দাঁড়াল, তখন তার হাত ফাঁকা।

'সোনারা কালকে খাবে', সে বলল। বাচ্চা দুটো রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। যখন তারা মদের গ্লাস তুলে নিল, মহিলাটি তার স্বামীকে তীক্ষ্ণ ভাষায় কি যেন বলল, তারা মহিলাটির ভাষা বুঝতে পারল না। লোকটা রেগে গিয়ে বলল, 'কালকে, আমি বলেছি, কালকে।'

রাস্তার অন্ধকারে মসকা ও উলফ বেরিয়ে এল, রাস্তায় উপরের একটা জানালা থেকে হলুদ আলো পড়েছিল। তারা সেই জার্মান ও তার স্ত্রীর ভীষণ কথা কাটাকাটি শুনতে পেল।

এই বাড়ীর তৈরী মদ মসকাকে একটু উষ্ণ করেছিল, কিন্তু রাতের অন্ধকারটা তার কাছে আরও বেশী ঘন মনে হচ্ছিল। সে সোজা হয়ে হাঁটতে পারছিল না, মাঝে মাঝে টলছিল। শেষে উলফ তার হাত ধরে বলল, অনেক হয়েছে, আজ রাতে আর কোথাও যেতে হবে না, তুমি বাড়ী যাও। মসকা উলফের মৃতের মত সাদা মুখটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। তারা আবার হাঁটতে লাগল, উলফ একটু আগে আগে। মসকা পেছন পেছন শীতের কামড় খেতে খেতে চলেছিল। সে বিকেলের হেলার কথা ভাবতে ভাবতে চলল।

গত খ্রীষ্ট মাসে দেওয়া পোষাকটা যেটা মসকা দিয়েছিল, হেলা পরেছিল। এ্যান মিডলটন তার আর্মি স্টোরের কাপড়ের কার্ডটা তাকে দিয়েছিল। হেলা দেখছিল মসকা, তার ছোট্ট হাঙ্গারীয়ান পিস্তলটা তার পকেটে রাখল। তারপর হেলা তাকে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বাড়ী যেতে চাও না?'

সে জানত সে কি বোঝাতে চাইছে। গত খ্রীষ্টমাসে বিয়ের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটা মাস পেরিয়ে মসকা এখনও বিয়ের জন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করেনি।

সে জানত যে এর কারণ হচ্ছে যদি তারা বিয়ে করে ফেলে তাদের জার্মানী ছেড়ে

স্টেটসে চলে যেতে হবে। সে জবাব দিয়েছিল, 'না এখন নয়, কাজের প্রয়োজনে আমাকে আরও ছ'মাস থাকতে হবে।'

তার চলে আসার আগে তার চুমু খাওয়ার সময় তাকে বিপর্যস্ত ও ভীত মনে হয়। সব সময়েই তাকে এরকম লাগে যখনই সে বাইরে বেরোয়—কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও।

হেলা বলল, 'তুমি বাড়ীর চিঠিগুলো পড় না কেন? একটা ছোট্ট উত্তরও তো দিতে পার?'

তার দেহসংলগ্ন দেহটার পেটটার একটু ফোলা ভাব ও ভরাট বুকের স্পর্শ অনুভব করল। 'আমাদের এখানে কিছু সময় থাকতে হবে', সে বলেছিল। মসকা জানত যে, কথাটা সত্যি, কিন্তু সে তাকে বলতে পারে না, সে এখন বাড়ী যাবে না। তার মা ও আলফের জন্য তার কোন অনুভূতি নেই, তাদের চিঠি পড়া মানে তাদের কান্না শোনা। এই শহরের ধ্বংসস্তুপ, আবর্জনা, বিস্ফোরণের চিহ্ন, বাড়ীর কঙ্কাল, ধূসর লোকগুলো যারা তাদের ভয় পায়, তার ভাল লাগে। নিজের শহরের সাজানো গোছানো বাড়ী, অনন্ত রাস্তাগুলো দেখে রাগ হয়। সে স্বস্তি অনুভবকরে না।

'আমাদের সময় আছে', মসকা বলল, 'জুনে যখন আমাদের বাচ্চা আসবে, তখন আমাদের কাগজপত্র ঠিক করে আমরা বিয়ে করে নেব।'

হেলা তার কাছ থেকে সরে গেল। বলল, 'তার জন্য আমার ভাবনা নেই। কিন্তু তুমি কেন তোমার বাড়ীর লোকের সাথে এরকম ব্যবহার কর। তাদের চিঠির উত্তর দাও না কেন? অন্তত তাদের চিঠিগুলোও তো পড়তে পার।'

সে রেগে গিয়ে বলল, 'দেখ, আমি যা করতে চাই না তা করাতে চেও না।"

কথা না বাড়িয়ে হেলা তাকে নরম চুমু খেয়ে বলল, 'আজ রাতে সাবধানে থাকবে'।

মসকা অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পথ চলে। সে জানে যে সে বারণ করলেও হেলা তার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।

মসকা উলফের গলা শুনতে পেল, তার সাদা মুখটা দেখতে পেল। তারা একটা উঁচু আলোকিত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। আলোটা আসছিল একটা আবরণহীন বালব্ থেকে। বালবটা একটা বাড়ীর সামনে লাগানো ছিল। হলদে আলোটা রাতের সবগ্রাসী অন্ধকারের বিরুদ্ধে একটা দুর্বল প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। মসকা একটা লোহার স্তম্ভ শক্ত করে ধরেছিল।

"লোকটার সাথে তোমায় পরিচয় করিয়ে দিতে চাই' — উলফ বেল বাজাল, 'লোকটা স্যাকরা, যদি তোমার প্রেমিকার জন্য কিছু তৈরী করাতে চাও, এর কাছ থেকে করাতে পার।'

তাদের উপরে, বালবের উপরে একটা জানালা খুলে গেল। উলফ তার মাথাটা পেছনের দিকে ঝুঁকিয়ে বলল, 'হের ফারস্টেনবার্গ, শুভ সন্ধ্যা!'

'এক মিনিট দাঁড়ান, হের উলফ।' তার গলাটা দুঃখিত ও বয়সের ভারে পীড়িত।

যখন দরজাটা খুলে গেল, একজন টেকো মাথা, কালো, বড় বড় চোখওয়ালা লোককে দেখা গেল।

যখন উলফ মসকাকে জার্মানটার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল, লোকটা স্যালুট করে বলল, 'দয়া করে ভেতরে আসুন'। তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা বিরাট ঘরে ঢুকল। ঘরে অনেক আসবাব-পত্র ছিল, দুটো সোফা, তিন চারটে চেয়ার, আর একটা বিরাট বড় পিয়ানো, ঘরের মাঝখানে বিরাট বড় একটা টেবিল, দেওয়ালের ধারে ছোট ছোট আরও তিন চারটে। একটা বিরাট সোফায় দুজন জার্মান মেয়ে ব্যবধান রেখে বসেছিল, তাদের কারুরই বয়স ষোলর বেশী নয়। তাদের মাঝখানে বসে ছিলেন ফারস্টেনবার্গ।

তিনি তাদের কাছের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন। উলফ ও মসকা বসল।

'আমি তোমায় যার কথা বলেছিলাম তার সাথে পরিচিত হও', উলফ এবার জার্মান ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বলল, 'ইনি আমার বড় বন্ধু, আমি আশা করি আপনি তার সাথে ভাল ব্যবহার করবেন, যদি কোনদিন আপনি ওর দরকারে লাগেন।'

মেয়ে দুটোর কোমর হাত দিয়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন ফারস্টেনবার্গ। তিনি বেশ ভদ্রতার সাথে মাথা নোয়ালেন, 'তাতে কোন সন্দেহ নেই'। তারপর মসকার দিকে তার বড় বড় কালো চোখ ঘুরিয়ে বললেন, 'যখন কোন দরকার পড়বে চলে আসবেন।'

মসকা মাথা হেলিয়ে আরামদায়ক চেয়ারে হেলান দিল। সে অনুভব করল, অবসন্নতায় তার পা দুটো কাঁপছে। সে তার অবসন্নতার ধুসর কুয়াশার ভেতর দিয়ে দেখল, মেয়ে দুটোকে কোন সাজগোজ ছাড়াই বেশ তাজা দেখতে। তারা

পায়ে উলের ভারী স্টকিং পরেছিল। ওরা বেশ মেয়েলিভাবে ফারস্টেনবার্গের পাশে বসেছিল। একজনের পিগটেল বেনী তার দু'কাঁধের উপর পড়েছিল।

জার্মানটা এবার উলফের দিকে ঘুরে বলল, 'অন্য ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি খোঁজ নিয়েছি, কিন্তু আমি দুঃখিত সে ধরণের কাউকে পাইনি। আমার কোন বন্ধুর কাছেই ঐ মিলিয়ান ডলার স্ক্রিপ নেই। গল্পটা মারাত্মক।' তিনি দয়ালু হাসি হাসলেন।

"না', উলফ শক্ত স্বরে বলল, 'গল্পটা সত্যি'। সে উঠে দাঁড়িয়ে তার হাত দুটো বাড়িয়ে বলল; 'আপনাকে এত রাতে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত। যদি কোন খবরটবর পান আমাকে জানাবেন।'

"নিশ্চয়ই"—ফারস্টেনবার্গ উঠে দাঁড়িয়ে বো করলেন, তারপর মসকার সাথে করমর্দন করে বললেন, 'যে কোন সময় চলে আসবেন আপনার যদি দরকার পড়ে।' মেয়ে দুটো সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। স্নেহময়তায় তিনি আবার তাদের কোমর বেষ্টন করে তিনজনে মিলে উলফ ও মসকাকে এগিয়ে দিতে এলেন। তাদের মধ্যে একজন, যার চুলটা বড় নয়, সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল তাদের রাস্তা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। তারা শুনল তাদের পেছনে দরজা বন্ধ করার শব্দ। তারপর তারা আলোর জগৎ ছেড়ে আবার অন্ধকারে নেমে এল।

প্রচণ্ড অবসন্ন মসকা। ঘরের আরামটা ছেড়ে আসার জন্য রেগে গিয়ে তীক্ষ্ম স্বরে বলল, 'তুমি কি ভাবছ ঐ বাস্টার্ডগুলোকে খুঁজে বার করতে পারবে?'

'আজ রাতে শুধু একটা পথ শুরু করছি,' উলফ বলল, 'তোমাকে পরিচিত করিয়ে দেওয়া – সেটাই বড় ব্যাপার।'

এবার তারা অন্ধকার রাস্তায় চলা শুরু করল। ছায়াছন্ন মূর্তিগুলো তাদের তাড়াতাড়ি অতিক্রম করে যাচ্ছিল। নির্জন বাড়ীর সামনে জীপ পার্ক করা ছিল। 'সবাই আজ রাতে শিকারে বেরিয়ে পড়েছে', উলফ বলল, তারপর একটু অপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করল, 'ফারস্টেনবার্গকে তোমার কেমন লাগল!'

বাতাসের ধার কমে গেছিল এবং তারা সহজে কথা বলতে পারছিল। 'লোকটাকে বেশ ভাল লাগল'—মসকা উত্তর দিল।

'বিশেষ, জিউদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত ভাল', উলফ বলল, 'তোমার বন্ধুর বিরুদ্ধে কিছু বলছি না কিন্তু।'

সে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। মসকা কিছু বলে কি-না এই ভেবে। তারপর

আরম্ভ করল—'ফারস্টেনবার্গ কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও ছেলে পুলেরা স্টেটসে ছিল। তিনি ভেবেছিলেন ওদের সাথে দেখা করতে যাবেন। কিন্তু তিনি টিবিতে এমনভাবে ভুগছিলেন যে স্টেটসে যাওয়ার অনুমতি তাকে দেওয়া হয়নি। টিবি তার ক্যাম্পে থাকতেই হয়েছিল।'

মসকা কোন উত্তর দিল না।

এবার তারা একটা আলোকিত রাস্তায় এসে পড়ল। তারা শহরের মাঝখানে চলে এসেছে।

'তিনি একটু মাথা খারাপ করে ফেলেছিলেন', উলফ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

বাতাস আবার জোরে বইতে আরম্ভ করছিল, তাদের এখন আবর্জনার স্তূপ ডিঙিয়ে চলতে হচ্ছিল। একটা মোড় ঘোরার পর আবার বাতাসটা চলে গেল।

কথার রেশ ধরে উলফ বলে চলে, 'মেয়ে দুটোকে দেখলে? মেয়ে দুটোকে গ্রাম থেকে জোগাড় করেছেন। প্রায় প্রত্যেক মাসে নতুন নতুন মেয়ে জোগাড় করেন। তার এজেন্ট একথা আমাকে বলেছিল আমরা একসাথে ব্যবসা করি। ফারস্টেনবার্গ মেয়েগুলোর সাথে থাকার জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যান। মেয়েদের নিজেদের ঘর আছে। তিনি তাদের সাথে মেয়ের মত ব্যবহার করেন, তারপর একদিন রাতে তাদের ঘরে যান। তারপর একদিন তাদের দামী দামী উপহার দিয়ে জাহাজে তুলে দেন। পরের সপ্তাহেই আবার নতুন মেয়ে আমদানী করেন। এই মেয়েগুলো নতুন। এদের আমি আগে দেখেনি।'

'আরেক জন লোক', মসকা ভাবল, প্রত্যেকে তাদের ঝামেলা এড়াতে চায়, এবং সে তাদের চেয়ে ঝান্নু নয়। তারা বৃদ্ধের টিবির জন্য তাকে যাওয়ার অনুমতি পত্র দেয়নি। এটা বইয়ের আইন। যুক্তিযুক্ত কথা, আর সব আইনই বেশ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যুক্তিযুক্ত হলেও কাউকে না কাউকে সমস্যায় ফেলে। এটা ফারস্টেনবার্গকেও ঝামেলায় ফেলেছে। ঐ বাস্টার্ডটাকে ঝামেলায় ফেলে ভালই করেছে। তার নিজের চিন্তা আছে। সমস্যাটা আজ বিকেলে হেলাকে বলতে চেয়েছিল। প্রত্যেক দিনই সে আইন ভাঙছে—হেলাকে বিলেটে রাখা, তার সাথে শোওয়া, মিডলটনের কার্ড নিয়ে পোষাক এনে দেওয়া, এমন কি হেলাকে ভালবাসার জন্য তারা তাকে জেলেও পাঠাতে পারে। সে এতে ক্ষুব্ধ নয়, কারণ এটাই পৃথিবীর নিয়ম—সামাজিক নিয়ম। কিন্তু সবাই তাকে বোঝাবে—এটা করা উচিত, ওটা করা উচিত নয়—তখনই সে অসহায়। কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে তার মা, উলফ বা গ্লোরিয়ার উপদেশ বানী শুনতে পারে না। খবরের কাগজ পড়াও তার সহ্য হয় না। আজ বলবে এটা ভাল, আবার কালকে বলবে জোর দিয়ে তুমি খারাপ, তুমি খুনী তুমি পশু,—বলতে বলতে এমন ধারণা করে দেবে যাতে তুমি সত্যি খারাপ কাজ করতে আরম্ভ করবে। সে ফিৎসকে খুন করে পার পেয়ে গেছে, কিন্তু একটা মেয়ের জন্য, যে মেয়েকে সে চায় তাকে জেলে যেতে হবে। কয়েক সপ্তাহ আগে সে দেখেছিল, হ্যাণ্ডবল কোর্টের পেছনে এয়ার বেসে পোলাকদের গুলি করে মারা হল। তাদের দোষ হল তারা একটা জার্মান গ্রামে অত্যাচার লুটপাট করেছে। কিন্তু কিছুদিন আগে তো প্রত্যেক জার্মান গ্রামেই সে রকমই হয়েছিল! তাদের কাজের তফাৎ হলো যে তারা দখলদারীর কয়েক সপ্তাহ পরে এমন কাজ করেছে, অথচ তাদের ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে পশুর মত অসহায় ভাবে মরতে হল। মাটিতে শক্ত করে পোতা কাঠের সাথে তাদের বাঁধা হয়েছিল, মুখে কালো কাপড় বেঁধে ফায়ার স্কোয়াডের লোকেরা একেবারে প্রায় তাদের গায়ের উপর দাঁড়িয়ে গুলি করেছিল। তাদের ছিন্নভিন্ন দেহগুলো কাঠের খুঁটি থেকে ঝুলে পড়েছিল। এই মৃত্যুর কোন যৌক্তিকতা সে পায় না। শুধু কিছু সময়ের ব্যবধান। অকুপেশনের আগে এমন কাজ করলে তারা শ্রেষ্ঠ গেরিলার পদক পেত, সম্মান পেত, কয়েক দিনের ব্যবধানে তারা পেল মৃত্যুর আলিঙ্গন পুরস্কার হিসেবে। কিন্তু সেও পোলাকদের মৃত্যু দেখার পর বেশ ভাল ব্রেকফাস্ট খেয়েছিল।

কিন্তু সে হেলাকে বলতে পারে না কেন সে তার মা, ভাইকে ঘৃণা করে—আর কেনই বা হেলাকে ভালবাসে। হতে পারে হেলা যেমন ভয় পায় সেও তেমনি ভয় পায়। সে যে মৃত্যুকে ভয় করে সেও হয়ত তাই করে, আর এটা সত্যিও হতে পারে। সে যেমন সমস্ত কিছু হারিয়েছে তেমনি মসকা নিজেও। তবে মসকা যেমন নিজের অন্তরের সব কিছু হারিয়েছে, হেলার তা নয়। সে পৃথিবীর সমস্ত মা বাবা ভাই স্ত্রীকে ঘৃণা করে যাদের সে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় যা নিউজরীলে দেখতে পায়—যারা তাদের মৃত পুত্র, ভাই বা স্বামীদের জন্য মেডাল নিচ্ছে। সেই মা, ভাই বা স্ত্রীর মধ্যে হারানোর ব্যথা থাকলেও সেটা গর্বমণ্ডিত। তাদের মুখে লেগে থাকে গর্বিত হাসি তারা সম্মানীয় ব্যক্তিদের সামনে থেকে মৃতের বীরত্বের জন্য দেওয়া পুরস্কার গ্রহণ করে। উল্টোদিকে শত্রুর বৌ, মা, ভাইরাও ঠিক একরকম জিনিস

গ্রহণ করে। হঠাৎ সে মানসনেত্রে দেখতে পেল, ঐ পুরস্কার বিতরণী সভায় আমন্ত্রিত সম্মানীয় অতিথিরা যেন বিরাট বিরাট পোকা হয়ে গেছে। তারা উঠে মাথা নুইয়ে মৃতদের মা-বাবা-ভাই-বোনদের সম্মান জানাচ্ছে।

তাদের নিন্দাও করা চলে না কারণ তাদের সেবা তো সত্যি। কিন্তু ফিৎসেয়··· সেটা কি? ওটা একটা দুর্ঘটনা, সত্যিই একটা দুর্ঘটনা। সবাই তাদের ক্ষমা করবে সেই সম্মানিতদের মা, আলফকেও। প্রত্যেকে বলবে, তোমার কিছু করার ছিল না। সেই পোকাগুলোও ক্ষমা করবে। হেলা কেঁদেছিল, কিন্তু স্বীকার করে নিয়েছিল কারণ তার আর কিছু করার ছিল না। তাদের দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু তাই বলে আমাকে কেউ যেন না বলে—এটা খারাপ, বলো না আমার চিঠি পড়া উচিত, বলো না পৃথিবীটার শেষ হবে না কারণ মানুষ পবিত্র; তারা অমর আত্মার অধিকারী, বলো না সবার সাথে ভদ্রতা করে যাও এমন কি যারা আমার সাথে কেবলই মুখে ভদ্রতা দেখায়। কেন হেলা আমাকে বলে ইয়ারগেন ও ফ্রাউ মেয়ারের সাথে ভদ্রতা করতে ও বাড়ীর চিঠি পড়তে? বন্ধুদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে। এতে সব কিছু মিশে থাকে, কারুর কোন দোষ থাকে না।

তাকে হাঁটা বন্ধ করতে হল, তার শরীর ভাল লাগছিল না, মাথাটা ঘুরছিল। তার পা আর চলছিল না। উলফ তার হাত ধরেছিল, সে উলফের কাঁধে মাথা রেখে বিশ্রাম করল যতক্ষণ না তার মাথা পরিষ্কার হলো ও সে হাঁটতে সক্ষম হোল।

রাতের সাদা ও কালো দাগ দেখে সে মাথা তুলে সেদিকে তাকাল। দেখতে পেল লেকের পেছনে চাঁদ উঠেছে। সে দেখল চাঁদের হিম হিম আলো গাছের পাতা বরফ-সাদা আলোয় ধুইয়ে দিচ্ছে, পরিবেশকে স্বপ্নময় করে তুলেছে। হঠাৎ আকাশের এক প্রান্তে একখানা কালো মেঘ এসে রাহুর মত চাঁদটাকে ঢেকে দিল। সে আর চাঁদটাকে দেখতে পেল না। তারপর উলফ বলল, 'তোমার শরীর খুব খারাপ মনে হচ্ছে আর একটু হাঁট, কোথাও জায়গা পেলে আমরা বিশ্রাম করব।'

হঠাৎ তারা শহরের একটা স্কোয়ারের মধ্যে চলে এল। এক কোণায় একটা চার্চ যার কাঠের দরজাগুলো এখন বন্ধ। তারা পাশের একটা দরজা দিয়ে ঢুকে একটা সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। শেষের সিঁড়ির কাছে হঠাৎ একটা দরজা পাওয়া গেল। দরজাটা যেন দেওয়াল কেটে করা হয়েছে। উলফ কড়া নাড়ল, মসকা বুঝতে পারল এখানে ইয়ারগেন থাকে। কিন্তু ইয়ারগেন তো বিশ্বাস করবে না

তাদের কাছে এত সিগারেট আছে। কিন্তু তার এত শরীর খারাপ লাগছিল যে সে আর ভাবতে পারছিল না।

ঘরের সংকীর্ণতার জন্য মসকা দেওয়ালে হেলান দিল। ইয়ারগেন তাকে একটা সবুজ পিল, বালিস ও গরম কফি দিল। সে তার মুখে পিলটা ঢুকিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে গরম কফিটা এগিয়ে দিল।

হঠাৎ ঘরটায় ইয়ারগেন ও উলফের দিকে তার নজর গেল। বমির ভাবটা চলে গেছে। তারপর সে অনুভব করল, ঠাণ্ডা ঘাম সমস্ত দেহ থেকে নিংড়ে তার দুই উরুর মাঝখান দিয়ে নেমে যাচ্ছে। উলফ ও ইয়ারগেন তার দিকে 'বুঝতে পেরে গেছে' এরকম ভঙ্গীতে তাকিয়েছিল। ইয়ারগেন তার কাঁধ চাপড়ে বলল 'তুমি এবার ভাল হয়ে গেছ।'

ঘরটা ঠাণ্ডা। ঘরটা বড় ও চৌকো নীচু সিলিং, এককোণে বর্গক্ষেত্রের আকারের একটা পার্টিশান দেওয়া। পার্টিশানের গায়ে কমলা রঙ দেওয়া, পরীর গল্পের বইয়ের ছবি পার্টিশানের গায়ে সাঁটানো। 'আমার মেয়ে ওখানে শুয়ে আছে'—ইয়ারগেন যখন কথাটা বলল তখন পার্টিশানের ভেতর থেকে একটা আওয়াজ পাওয়া গেল। মেয়েটা নিজের গলার আওয়াজে নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছে।

ইয়ারগেন পার্টিশানের ভেতরে গিয়ে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে ফিরে এল। মেয়েটা একটা আর্মি কম্বলে জড়ানো। সে গম্ভীর চোখে তাদের দেখল, চুলগুলো কাল, চোখগুলো ভেজা।

ইয়ারগেন দেওয়ালের ধারে একটা কোচে বসল। উলফ তার পাশে গিয়ে বসল। মসকা ঘরের অন্য একমাত্র চেয়ার টেনে নিল বসার জন্য।

'আজ রাতে তুমি কি আমাদের সাথে যেতে পারবে?' উলফ জিজ্ঞেস করল, 'আমরা হুনির বাড়ীতে যাবো, তিনি এমন লোক যার কাছ থেকে কিছু আশা করা যায়।'

ইয়ারগেন মাথা নেড়ে বলল, 'আমি আজ রাতে পারবো না'। সে তার মেয়ের ভেজা গালে নিজের গালটা ঘসল। 'আমার মেয়ে সন্ধ্যেবেলায় একটু ভয় পেয়েছে। সন্ধ্যেবেলা কেউ একজন এসে দরজায় কড়া নেড়েছে। ও দরজা খোলেনি কারণ আমার কড়া নাড়ায় বিশেষ একটা বিশেষত্ব আছে যা সে বুঝতে পারে। ওকে একলা ফেলে রেখে চলে যেতে হয়। যে মেয়েটা ওর দেখাশোনা করে সে সাতটার সময় চলে

যায়। ফিরে এসে দেখি মেয়ে ভীষণ ভয় পেয়েছে। এত শক্‌ পেয়েছিল সে ওকে একটা পিল খাওয়াতে হল।

উলফ মাথা হেলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, ও খুব বাচ্চা। আর ওরকম করো না। তবে আমরা যে আসব তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারোনি। আমি তোমার ইচ্ছের মর্যাদা দিই, তাই এপয়েণ্টমেণ্ট ছাড়া আসি না।'

ইয়ারগেন তার মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি জানি উলফ তুমি খুব নির্ভরযোগ্য। এও জানি যে মেয়েকে এখন ওষুধ খাওয়ানো ঠিক নয়, কিন্তু ও এত ভয় পেয়েছিল।'

মসকা অবাক হয়ে ইয়ারগেনের চোখে তরলিত ভালবাসার গর্বের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ও হতাশার ছবি দেখতে পেল।

'তুমি কি ভাবছ, হনির এখনও কোন খবর আছে ?—উলফ জিজ্ঞেস করল।

'আমার মনে হয় না, কিন্তু এই মনে না হওয়ার জন্য আমায় ক্ষমা করবেন। আমি জানি হনি এবং আপনি ভাল বন্ধু। কিন্তু আমি যতদূর জানি ওর যদি কোনও খবর জানা থাকে তাহলে সে আপনাকে সহজে এখনই বলবে না।'

উলফ হাসল, 'তাই আমি মসকাকে নিয়ে এসেছি, ওকে বিশ্বাস করাবার জন্য যে ওর পাঁচ হাজার কার্টন সিগারেট আছে।'

ইয়ারগেন মসকার চোখের দিকে তাকাল। মসকা এই প্রথম বুঝতে পারল যে ইয়ারগেন তাদের কাজের অংশীদার। তার তাকানোর ভঙ্গীতে একটা ভয়, যেন সে এমন কারুর দিকে তাকিয়ে আছে যে তাকে খুন করতে পারবে। এবার সে বুঝতে পারল তার পার্টনাররা আসলে তার জন্য কি কাজ নির্ধারণ করেছে। সে ইয়ারগেনের দিকে তাকিয়ে থাকল যতক্ষণ ইয়ারগেন চোখ না নামিয়ে নেয়।

তারা চলল। রাস্তার অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে, চাঁদটা আকাশের গায়ে যেন নিজেকে মেলে দিয়েছে এবং অন্ধকারকে আলোর ঘা দিয়েই তাড়িয়ে দিয়েছে। মসকার নিজেকে তাজা লাগল, বাইরের উন্মুক্ত বাতাস তার মাথাটা পরিষ্কার করে দিল। সে আস্তে আস্তে উলফের পাশে পাশে হাঁটতে লাগল, একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়া তার দেহে একটা নরম উষ্ণতা ছড়িয়ে দিল। তারা কথা বলছিল না।

একবার উলফ বলল, 'অনেক হাঁটা হচ্ছে, আমরা আর একটা জায়গায় গিয়ে

আর কোথাও যাবো না। সেখানে ভাল ব্যবহার পাওয়া যাবে। ব্যবহার সাথে আনন্দ যুক্ত হবে।'

তারা ভাঙা বাড়ীর মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করছিল। মসকা দিক হারিয়ে ফেলল। তারপর তারা একটা রাস্তায় পড়ল যেটা প্রায় শহর থেকে বিচ্ছিন্ন। একটা ছোট গ্রাম—চারিদিকে আবর্জনায় ঘেরা। উলফ রাস্তার শেষের একটা বাড়ীতে অনেকবার কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে গেল, তাদের সামনে এসে দাঁড়াল সোনালী চুলের একজন বেঁটে লোক। মাথার সামনের ভাগটায় একেবারে চুল নেই। মাথার পেছনের সোনালী চুল টুপির মত মনে হচ্ছিল। সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরেছিল।

লোকটা উলফের হাত ধরে বলল, 'উলফগং, তুমি মধ্যরাতে স্ন্যাকের জন্য ঠিক সময়েই এসে গেছ।'

সে তাদের ভেতরে ঢুকতে দিয়ে দরজা সাবধানে বন্ধ করে দিল। সে উলফের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমায় দেখে খুব ভাল লাগছে। ভেতরে এসো।' সে তাদের একটা ঘরে নিয়ে এল। ঘরটা বেশ বিলাস-বহুল। এক ধারে একটা চায়না ক্লোজেট, কাট গ্লাস, টেবিলওয়ার সাজানো ছিল। মেঝে দামী কালচে-লাল কার্পেটে মোড়া, একটা দেওয়াল বইতে ভর্তি। উজ্জ্বল হলদে আলো আর আরামদায়ক চেয়ার।

একটা চেয়ারে একটা পা তুলে একজন মোটা সুবেশা শরীর ও ঠোঁটের ভদ্র মহিলা বসেছিলেন। তিনি একটা সুন্দর কভার দেওয়া এমেরিকান ফ্যাসান ম্যাগাজীন পড়ছিলেন। তাঁর চুলগুলো লাল। সেই সোনালী চুল লোকটা বলল, 'দেখ, আমাদের বন্ধু উলফ, সাথে তাঁর বন্ধু, যার কথা তিনি আমাদের বলেছিলেন।' তিনি হাতটা তাদের দুজনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ম্যাগাজীনটা মেঝেতে পড়ে গেল।

উলফ তার কোটটা খুলে ফেলল, ব্রীফকেসটা পাশের চেয়ারে রেখে।

সে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'হনি, কিছু মিলল ?'

'আহা' মহিলা বললেন, 'তুমি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ।'

তিনি উলফের সাথে কথা বলছিলেন কিন্তু মসকার দিকে তাকিয়েছিলেন। তার গলার স্বর অদ্ভুত সুন্দর, যা কিছু বলছিলেন সব কিছু যেন নরম হয়ে যাচ্ছিল। মসকা

সিগারেট ধরাল, তার মুখটা কামনায় কঠিন হয়ে উঠছিল। মহিলার উত্তপ্ত হাতের স্পর্শ, তার চোখের সহজ চাউনি মসকার মধ্যে কামনা উদ্রেক করেছিল। কিন্তু এখন সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে দেখলে, ভদ্র মহিলা আসলে কুৎসিৎ। মুখটা বড়, ছোট নীল চোখগুলো নিষ্ঠুর। তার কড়া মেকআপও তার অসৌন্দর্য সবটুকু ঢাকতে পারছিল না।

"এটা সত্যি ব্যাপার', উলফ বলছিল, 'শুধু আমি একজন উপযুক্ত লোকের সাথে কনটাক্ট করতে চাই। যে এই কনটাক্টে আমাকে সাহায্য করবে সে একটা বেশ ভাল উপহার পেয়ে যাবে।"

লোকটা হেসে জিজ্ঞেস করল, 'এই কি তোমার ধনী বন্ধু ?' তার মুখটায় বাচ্চাদের মত ভাব এসেছিল।

উলফ হেসে বলল, 'এখানে বসে আছে সেই লোক যার কাছে পাঁচ হাজার কার্টন আছে'।

উলফ গলায় এমন অনাসক্ত ভঙ্গী করল যাতে মনে হল সে একটু হিংসের সুরে কথা বলছে। মসকা মনে মনে বেশ মজা পেল, এবং জার্মান দুজনের দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে হাসল, যাতে মনে হল যেন দু'ট্রাক ভর্তি সিগারেট বাড়ীর বাইরে অপেক্ষা করছে।

তারাও হাসল। মসকা মনে মনে তাদের গালাগাল দিয়ে বলল, বাস্টার্ডরা পরে হাসিস্।

পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল। সেখানে আর একজন বেঁটে জার্মানকে বিজনেস স্যুট পরা অবস্থায় দেখা গেল। তার পেছনে মসকা দেখতে পেল, বরফ শুভ্র কাপড় দিয়ে মোড়া ডাইনিং টেবিলটা—উজ্জ্বল সিলভার, এবং সুন্দর কাট-গ্লাসের পানীয় সেবনের গ্লাস।

সোনালী চুলওয়ালা লোকটা বলল, 'আমাদের বিলম্বিত সাপারে আপনারা যোগ দিন, আপনাদের বিজনেসের ব্যাপারে কোন সাহায্য অসম্ভব। কিন্তু আপনার বন্ধুর মত বিরাট ধনী ব্যক্তির কাছে স্ক্রীপ ছাড়া আর কোন ব্যবসা আমি পেতে পারি।'

মসকা গম্ভীর ভাবে বলল, 'সেটা খুবই সম্ভব।'

সবাই জোরে হেসে উঠল যেন মসকা একটা মজার কথা বলেছে। সবাই তারা ডাইনিং রুমে গেল।

চাকরটা বিরাট বড় প্লেটে একটা বড় কালচে-লাল হ্যাম নিয়ে এলো, যেগুলো এমেরিকান আর্মি কমিশারীতে বিক্রি হয়। রূপোর পাত্রের উপর এমেরিকান আর্মির সাদা তাজা রুটি রাখা ছিল। সেগুলো বেশ গরম ছিল। উলফ বিস্ময়ের সাথে চোখ তুলে বলল, 'আরে রুটিগুলি এমেরিকান কমিশারীতে পাঠানোর আগে আপনার কাছে এসে গেছে দেখছি।' সোনালী চুলওয়ালা লোকটা হাসির ভান করল। চাকরটা কয়েক বোতল মদ নিয়ে এসে তাদের পাত্রে দিল। মসকা অনেকক্ষণ হাঁটার পর ভাল বোধ করছিল, সে বেশ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিল। সে তার গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে দিল।

লোকটা খুশী হওয়ার ভাব দেখাল।

সোনালী চুলওয়ালা লোকটা বলল 'এতদিনে আমি আমার মনের মত লোক পেয়েছি—উলফগং, উনি তোমার মত নন, তুমি তো সাবধানে ঢুকঢুক করে মদ খাও। এখন আমি বুঝতে পারছি ওনার কেন হাজার হাজার কার্টন সিগারেট আছে, তোমার কেন নেই।'

উলফ হাসিটা ফিরিয়ে দিয়ে শ্লেষের সাথে বলল, 'তরল মনস্তত্ত্ব, বন্ধু, বড়ই ভাসাভাসা মনস্তত্ত্ব। তুমি ভুলে গেছ আমি কেমন খাই।' তার পরেই সে বিভিন্ন প্লেট থেকে খাবার নিয়ে আরম্ভ করল। চীজ ও স্যালাড বেশ কিছু খেয়ে নিয়ে উলফ বলল, 'বন্ধু, এবার তোমার কেমন মনে হচ্ছে। এখন তুমি কি বলবে?'

হনির চোখটা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে গেছিল, সে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'আমি শুধু বলব, ভাল ক্ষিদে।'

লাল চুল ভদ্রমহিলা এবার অন্যদের সাথে হাসিতে যোগ দিলেন। তারপর নীচু হয়ে সেই বিরাট কুকুরটাকে খাবার খাওয়াতে লাগলেন। তিনি তার কুকুরটাকে বিরাট একখানা হ্যাম খেতে দিয়ে তার চাকরের কাছ থেকে কাঠের পাত্র নিয়ে তাতে পুরো এক বোতল দুধ ঢেলে দিলেন। তিনি যখন নীচু হয়েছিলেন তখন তার হাতটা মসকার উরুর উপর রেখেছিলেন। তাই মসকার উরুতে ভর দিয়েই আবার তিনি সোজা হলেন। তিনি এটা সহজ ভাবেই করলেন তাতে কোন কিছু লুকোচুরির ব্যাপার ছিল না।

"তুমি কুকুরটাকে বড় বেশী ভালবাস'—হনি বলল, 'তোমার একটা বাচ্চা দরকার।'

'প্রিয় হুনি', মহিলা বললেন, 'তাহলে তোমাকে 'তোমার ভালবাসার ধরণটা পাল্টাতে হবে'। তার গলার মিষ্টত্ব স্বরটা ভরিয়ে দিল।

হুনি বিড়বিড় করে বলল, 'ওটার জন্য তাহলে আমাকে অনেক ব্যয় করতে হবে।' সে উলফের দিকে তাকাল—'সবারই এক একটা রুচি আছে।' উলফ বিরাট স্যাণ্ড-উইচটা চিবোতে চিবোতে মাথা দোলাল।

তারা সবাই খেল ও পান করল, মসকা এবার বেশ সতর্ক। সে বেশী খেল, কম পান করল, তার বেশ ভাল লাগছিল। হঠাৎ মহিলা একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, হুনি এসো আমাদের সম্পত্তি এঁদের দেখাই।'

উলফের মুখটা তার স্যাণ্ডউইচের পেছন থেকে হাস্যকর লাগছিল। হুনি হেসে বলল, 'না না, উলফগং, ওতে কোন লাভ নেই, অনেক রাত হয়েছে, এবং সবাই বেশ দুর্বল।'

উলফ তার উৎসাহ চেপে সাবধানতার সাথে বলল, 'আরে বল আমাকে, ব্যাপারটা কি?'

সোনালী চুলওয়ালা লোকটা বলল, 'ওতে কেন লাভের ব্যাপার নেই, আমাদের পেছনের জমিতে আমরা একটা বাগান করেছি। রাস্তার অন্যদিকের বাড়ীটা ভেঙে আমার জায়গার উপর এসে পড়েছে। আমি সেগুলো পরিষ্কার করছি। ব্যায়ামটা আমার ভালই লাগছে। আমি কিন্তু একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম, একটা গর্ত। দেখলাম, বাড়ীর নীচটা অক্ষত আছে—উপরের অংশটা শুধু ভেঙে পড়ে নীচটা ঢেকে দিয়েছে। বীমগুলো এমন হেলেছে যে নীচের একখানা ঘর বেঁচে গেছে। সে হাসল, ব্যাপারটাও অদ্ভুত। তোমার যদি ইচ্ছে করে দেখতে পার।'

'নিশ্চয়ই', মসকা বলল।

উলফ মাথা নেড়ে উদাসীন ভাবে সম্মতি জানাল।

'কোট পরার দরকার নেই, বাগানের পাশেই একেবারে ঢুকলে ভেতরটা বেশ গরম।'

কিন্তু মসকা ও উলফ তাদের জিনিসপত্র নিয়ে নিল, তারা অস্ত্রহীন হয়ে যেতে চায় না, তারা জানতেও দিতে চায় না যে তাদের কাছে অস্ত্র আছে।

'একটু দাঁড়াও, আমি একটা ফ্ল্যাস লাইট ও আলো নিই। তুমি কি যাবে এড্রা' সে মহিলাকে জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই'—মহিলা উত্তর দিলেন। তারা চারজন চলল বাগানের ভেতর দিয়ে। হনি তার ফ্ল্যাসলাইট দিয়ে রাস্তা দেখাতে দেখাতে যাচ্ছিল। বাগানটা চতুষ্কোণ শক্ত জমি, চারদিকে নীচু দেওয়ালের উপর দিয়ে সহজে যাওয়া যায়। তারা একটা আবর্জনার স্তূপের উপর উঠল, কিন্তু চাঁদকে মেঘের পর্দা ঢেকে দিয়েছিল, তাই শহরটাকে দেখা যাচ্ছিল না। তারপর তারা একটা উপত্যকার মত জায়গায় নেমে এল— দুদিকে ভাঙা ইঁট গাদা করা। তারা এবার একটা দেওয়ালের কাছে এল যার উপরে আবর্জনার স্তূপ জমে ছিল।

সোনালী চুলওয়ালা লোকটা এবার বেশ নীচু হয়ে বলল, 'এই দিক দিয়ে।'

গর্তটা অন্ধকার একটা গহ্বরের মত মনে হচ্ছিল। তারা একটা সারিতে প্রবেশ করল— হনি প্রথম, তারপর মহিলা, উলফ ও মসকা শেষে।

অপ্রত্যাশিত ভাবে তারা দেখল, কয়েক পা এগোবার পর তারা একটা সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামছে। হনি পেছনের দিকে তাকিয়ে একটু সাবধান করে দিল, শেষ ধাপের কাছে হনি দাঁড়াল, মহিলা দুটো আলো জ্বালিয়ে একটা মসকাকে দিলেন।

প্রদীপের হলদে আলোয় তারা দেখতে পেল তারা একটা মাটির নীচের ঘরে দাঁড়িয়ে আছে।

তাদের আলোগুলি সেখানে জ্বলছিল বেশ উজ্জ্বল ভাবে। পেছনে বেশ বড় বড় ছায়া পড়েছিল। অন্য একটা সিঁড়ি ঘরের মাঝখান থেকে উপরের দিকে উঠে গেছিল। সিঁড়িটা ভাঙা ইঁটে অগম্য হয়ে গেছে। যেন কোন পাগল স্বর্গের দিকে একটা সিঁড়ি তৈরী করেছে।

'এটা একটা এস-এস বিলেট ছিল, তোমাদের বম্বারগুলো বোমা বর্ষণ করার আগে—ঠিক যুদ্ধটা যখন শেষ হল।' হনি বলতে থাকে, 'জায়গাটা এক বছরের বেশী কবরের নীচে ছিল।'

"এখানে দামী কিছু থাকতে পারে', উলফ বলল, 'তোমরা কোনদিন খুঁজে দেখেছ কি?'

'না', হনি বলল।

মহিলা একটা বিরাট ভেঙে পড়া কাঠের বীমের গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করছিল। তিনি তার আলোটা উঁচু করে ধরলেন, সেই আলোয় বাকী তিনজন ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

তারা খুব সর্তকতার সাথে এগোচ্ছিল, তাদের পাগুলো ভাঙা কাচ, চুন, শুরকির গুড়ো, ভাঙা ইঁটের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল। যখন নরম জিনিষের মধ্যে পা পড়ে তারা তলিয়ে যাচ্ছিল তারা ভয়ার্ত শব্দ করে ছুটোপুটি করে সরে যাচ্ছিল অন্য দিকে।

মসকা তার সামনে একটা চকচকে বুট দেখতে পেল। সে বুটটা ধরে টানল কিন্তু ওটা অপ্রত্যাশিত ভারী। সে বুঝতে পারল সেখানে একটা পা আছে, দেহটা আবর্জনার নীচে পড়ে গেছে। সে বুটটা ছেড়ে দিয়ে ঘরের একেবারে প্রান্তে চলে গেল। মাঝে মাঝে তার পা একেবারে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছিল। দেওয়ালের কাছে সে একটা দেহ দেখতে পেল যার হাত, পা, মাথা কিছুই ছিল না। সে আঙ্গুল দিয়ে চাপল— কালো পোষাক থাকায় কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। তার আঙ্গুল দিয়ে চাপের স্পর্শে বুঝতে পারল দেহটা থেকে সমস্ত রক্ত মাংস নিংড়ে বের হয়ে গেছে– ধ্বংসস্তূপের প্রচণ্ড চাপে মাথাগুলো হাড়ের সাথে শক্ত হয়ে আটকে আছে। কিন্তু নীচে সে একটা হাড়ের মত শক্ত ঢিবি অনুভব করল, দেহের দুটো প্রান্ত আবর্জনায় ঢেকে আছে।

মানুষের দেহাবশেষটিতে আর ভীতিজনক কিছু ছিল না। দেহগুলো এত প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়েছিল যে রক্ত মাংস কোথায় উবে গেছে। কাপড়গুলো দেহের সাথে চামড়ার মত হয়ে আটকে আছে। সবটুকু রক্ত ভাঙা ইঁটগুলো শুষে নিয়েছে।

মসকা আবর্জনাগুলো পা দিয়ে সরাতে চেষ্টা করল। কিন্তু যখন অন্য পাটা ডুবে গেল, সে তাড়াতাড়ি সরে গেল।

ঘরের অন্য প্রান্তে উলফকে ব্যস্ত দেখা গেল। আলো তার কাছে প্রায় পৌঁছাচ্ছিল না। তাকে প্রায় দেখা যাচ্ছিল না।

মসকার ভীষণ গরম লাগছিল। গরম ধুলো বাতাসে ভাসছিল, পোড়া মাংসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। যেন ঐ আবর্জনার নীচে, মাটির নীচে, সারা শহরের তলায় আগুন লেগেছে।

'আমাকে একটা আলো দাও'—উলফ একটা কোণ থেকে বলল, তার গলাটা ফ্যাসফ্যাসে শোনাল। মসকা তার আলোটা উলফের দিকে ছুঁড়ল। ঘরের মধ্যে একটা আলোর বক্ররেখা সৃষ্টি করে আলোটা উলফের গায়ের উপর গিয়ে পড়ল। উলফ আলোটা হাতে নিল না।

তারা দেখল, উলফের ছায়াটা একটা দেহ নিয়ে টানাটানি করছে। উলফ সাধারণ ভাবে কথা বলার স্বরে বলল, 'আমি কোন দেহের মাথা খুঁজে পাইনি। বড় অদ্ভুত ব্যাপারটা। এখানে সাত আটটা দেহ আছে, কারুর কারুর হাত পা আছে কিন্তু কারুর মাথা নেই। তাছাড়া দেহগুলো পচেও নি।'

'এখানে কিছু একটা আছে', উলফের গলা ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হল। সে একটা চামড়ার হোলস্টার তুলে ধরল যার থেকে একটা পিস্তল ঝুলছিল। সে পিস্তলটা টেনে বার করল, পিস্তলটার কোন কোন অংশ খুলে নীচে পড়ল। উলফ হোলস্টারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, আবার খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলো, মাঝে মাঝে হনির সাথে কথা বলছিল।

'এগুলো সেই পুরোন জমির মত,' উলফ বলছিল, 'জিনিসগুলো ওদের মধ্যে ঢুকে গেছে'। হতে পারে ওদের মাথাগুলো একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে, মাথাগুলো আবর্জনার সাথে মিশে গেছে, আমি এসব আগেও দেখেছি।'

সে আবার আলোর কাছ থেকে সরে দূরের কোণে চলে গেছিল, সেখান থেকে বলল, 'আমাকে একটা আলো দাও।'

মহিলা তার আলোটা খানিকটা উঁচু করে ধরলেন, উলফ তার হাতের জিনিসটা তুলে ধরল যাতে জিনিসটার উপর আলো পড়ে। হনিও তার ফ্লাসলাইটটা উলফের দিকে ফেলল।

উলফের চীৎকারটা বিস্ময়-জাত। মহিলা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল। ফ্লাসলাইট ও প্রদীপের আলোয় একটা হাত ঝুলছিল —হাতটা ধূসর ও ভীষণ লম্বা, ইঁটের লাল রঙ মাখানো।

প্রদীপের আলো সরে যাওয়া মাত্র উলফ হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঘরটা ভীষণ গরম হয়ে গেছিল, বেশ অস্বস্তিকর। তাদের চলাফেরার ফলে উত্থিত ধুলোর আবহাওয়াটা শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে উঠেছিল। মসকা উলফকে বলল, 'তোমার একটু লজ্জা করছে না?'

হনি আস্তে হাসল। কিন্তু হাসির সেই ক্ষীণ শব্দটা প্রতিধ্বনিত হয়ে ভীষণ শোনাল।

উলফ বলল, 'আরে আমি ভেবেছিলাম ইঁদুর-টিদুঁর হবে।'

মহিলা দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে বললেন 'চলুন, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

মসকা মহিলা ও আলোর দিকে এগোবার সময় দেখল দেওয়ালের একাংশ হঠাৎ সরে যাচ্ছে।

এক ঝাঁক আবর্জনার ধাক্কায় মসকা টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। তার মাথাটা একটা দেহতে গিয়ে আঘাত করল। তার ঠোঁটটা দেহটা স্পর্শ করল। সে বুঝতে পারল, দেহটায় কোন কাপড় নেই। কিন্তু চামড়াগুলো পুড়ে শক্ত হয়ে পশুর চামড়ার মত হয়ে গেছে। চামড়ার নীচে দেহটা গরম, যেন নীচে নরকের আগুন জ্বলছে। সে হাত দিয়ে সরিয়ে যখন উঠতে চেষ্টা করল—সে বমি করে ফেলল। সে অন্যদের বলতে শুনল তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসছে। সে বলল 'আমার থেকে দূরে দূরে থাকো।'

সে সবলে মাটি আঁকড়ে ধরে সমস্ত কিছু বমি করে দিল, মদ ও খাদ্য যা সে খেয়েছিল তরলাকারে বেরিয়ে এল। তার হাতটা আঠাল লাগল, কারণ মেঝের কাঁচগুলোতে তার হাত কেটে গেছিল।

তার পেট একেবারে খালি হওয়ার পর, সে উঠে দাঁড়াল। মহিলাটি তাকে হাঁটতে সাহায্য করলেন, প্রদীপের আলোয় সে ভদ্র মহিলার মুখে উত্তেজনা ও খুশীর ভাব দেখতে পেল। তারা যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল মহিলাটি তার কোট ধরে ছিল।

তারা এবার রাতের ঠাণ্ডা তাজা বাতাসের মধ্যে এসে জোরে জোরে শ্বাস নিল। 'বেঁচে থাকা ভাল'—হনি বলল, 'নীচের জায়গাটা মৃতপুরী।'

তারা সেই আবর্জনার ঢিবিটার উপর উঠে এল। চাঁদটা এখন মেঘের পর্দার বাইরে। মৃদু চাঁদের আলোয় শহরটাকে যেন কোন অদ্ভুত অচেনা পরীর দেশ বলে মনে হচ্ছিল। এখানকার মানুষগুলো প্রচণ্ড নির্জনতা নিস্তব্ধতার মধ্যে মৃতের মত ঘুমোচ্ছিল। এবার রাতের নিশ্ছিদ্র নির্জনতা ভেদ করে একটা গাড়ীকে হলদে আলো জ্বালিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে দেখতে পেল। মসকা বুঝতে পারল তারা মেটসার স্ট্রীর প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে, কারণ সে একই গাড়ী প্রায়ই এই রকম অবস্থায় এই রকম জায়গায় দেখে।

মহিলা হনিকে ধরে বলল, 'একটু গান করার জন্য কি ভেতরে যাবে ?'

'না'—মসকা বলল।

উলফ তাড়াতাড়ি বলল 'এবার আমরা বাড়ী যাব।'

মসকার কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। তার চারপাশের লোকদের—উলফসহ

তার ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল বিলেটে একা হেলার কিছু হয়েছে। এবার তারা আবার হাঁটতে আরম্ভ করল।

সে ভাবছিল, এডি কি বাড়ী যেতে পেরেছে, বা কখন গেছে। নিশ্চয়ই মধ্য রাতের পরে গেছে। হেলা তার জন্য নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে— কোচে বসে বই পড়ছে। এই প্রথমবার তার মা, ভাই ও গ্লোরিয়ার জন্য এবং তাদের চিঠির জন্য সে একটু আবেগ অনুভব করল। হঠাৎ তার মনে হোল ওরা প্রত্যেকেই বিপদের মধ্যে আছে। ওদের বাঁচাবার তার কোন উপায় নেই।

তার মধ্যে এখনকার অবস্থানটা সব ভাবনা চিন্তা ধুয়ে দিল। কোটের কলারের মধ্যে চিবুকটা ঢুকিয়ে সে হাঁটছিল। ঠাণ্ডায় তার হাত পা জমে যাচ্ছিল, তার দেহে কেমন একটা যন্ত্রণা অনুভব করছিল। রোদের মত চাঁদের আলোও শহরের সমস্ত আঘাতের চিহ্নকে নগ্ন করে দিচ্ছিল। যদিও সেই চিহ্নগুলোতে কোন রক্ত ও প্রাণের চিহ্ন ছিল না। চাঁদের আলোটাকে নির্দয়, প্রাণহীন ও কৃত্রিম মনে হচ্ছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বসন্তের সকালের সতেজ সুন্দর আলো সব কিছুর গায়ে রঙ মাখিয়ে দিচ্ছিল। ভাঙা ইঁটের উপর উজ্জ্বল সোনালী হলুদ আলো পড়েছিল। ফিকে নীল আকাশের গায়ে দূরের বাড়ীগুলোকে সুন্দর লাগছিল।

ইয়ারগেনের মেয়ে তার ক্রীম রঙের পুতুলের গাড়ী ঠেলে চলেছিল। তার মুখের দুঃখী ভাবের উপর একটা গর্ব ও সুখের প্রলেপ পড়েছিল। সে আকাশের রঙের সাথে মিলিয়ে তার পোষাক পরেছিল। ইয়ারগেন তার পাশে হাঁটছিল, মেয়ের মুখ তাকে আনন্দ দিচ্ছিল। সে অনুভব করছিল একটা ঔজ্জ্বল্য ও তারুণ্যের স্ফূর্তি কারণ দীর্ঘ শীতের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে, বসন্ত আসছে।

মেটসার ষ্ট্রেসীর দিকে ফিরে ইয়ারগেন দেখল মসকা ও তার বন্ধু একটা জীপ নিয়ে ব্যস্ত। হেলা একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আরও কাছে গিয়ে দেখল মসকা, এডি ও লিও মসকার জিনিসপত্র জীপে তুলছে। স্যুটকেশ, কাপড়-ভর্তি ব্যাগ, টিনের খাবার ভর্তি বাক্স এবং একটা ছোট্ট কয়লার স্টোভ যেটা ইয়ারগেন ওদের জন্য জোগাড় করে দিয়েছিল।

ইয়ারগেন তার মেয়ের কাঁধ স্পর্শ করে বলল, 'গিজেল, তোমার গাড়ীটা তুমি ওদের একেবারে মুখের সামনে ঠেলে নিয়ে যাও, যাতে তারা খুব অবাক হয়ে যায়।' ছোট্ট মেয়েটা খুশী হয়ে হাসল, তারপর তার গাড়ীটা জোরে ঠেলে চলল। হেলা তাদের প্রথম দেখে তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য একটা আনন্দের শব্দ করে ওদের দিকে দৌড়ে এল।

'তোমার পছন্দ হয়েছে ?' ইয়ারগেন জিজ্ঞেস করল—'তোমাকে যেমন বলেছিলাম সেই রকম না!'

'আহা খুব সুন্দর!' হেলা আনন্দের সুরে বলল। শান্ত সুন্দর মুখটায় এমন খুশীর ভাব ফুটে উঠেছিল যা ইয়ারগেনকে স্পর্শ করল। সে আবার গাড়ীটার দিকে দেখল, গাড়ীটা খুব সুন্দর। এর সাদা রঙটা রাস্তার সবুজ ও আকাশের নীলে বাঁধানো মনে হচ্ছিল।

আমার মেয়ে গিজেল নিজেই নিয়ে আসতে চাইল, ইয়ারগেন বলল। লাজুক মেয়েটা মাথা নীচু করল। হেলা মাটিতে হাঁটু গেড়ে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বলল, 'তোমায় অনেক অনেক ধন্যবাদ।' সে মেয়েটার গালে চুমু খেয়ে বলল 'তুমি কি এটা আমার নতুন বাড়ীতে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে?' মেয়েটা মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

মসকা জীপের কাছ থেকে এগিয়ে এল। গাড়ীটার দিকে প্রায় না তাকিয়ে বলল, 'ইয়ারগেন, আমি তোমায় পরে টাকাটা দিয়ে দেব, আমরা কারফারস্টেন এলীতে চলে যাচ্ছি। তুমি ও হেলা গাড়ীটা নিয়ে হেঁটে চলে যেতে পার। জীপটা ভর্তি হয়ে গেলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে চলে যাব।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' ইয়ারগেন খুশীর সাথে তার টুপিটা খুলে হেলাকে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গী হচ্ছি।' হেলা হাসল এবং ইয়ারগেনের বাড়ানো হাতটা ধরল, মেয়েটা সামনে হাঁটতে লাগল।

বসন্তের মৃদু ফুলের সুগন্ধ ও ঘাসের তাজা গন্ধ নিয়ে বাতাস তাদের গায়ে সুখানুভূতি মাখিয়ে দিচ্ছিল। হেলা তার কোটের বোতাম আটকাল। ইয়ারগেন দেখল পেটের কাছটায় কোটটা টাইট হয়ে আছে। ইয়ারগেন একটা অকারণ দুঃখমিশ্রিত সন্তুষ্টি অনুভব করল। তার স্ত্রী মারা গেছে, তার মেয়ে মা-হারা। সে এখন এক শত্রুর স্ত্রীর পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছে। সে কল্পনা করল, হেলা যদি তার স্ত্রী হত, তার স্নেহ ও ভালবাসার অধিকারী যদি ইয়ারগেন হত, এখন তার বাচ্চা পেটে নিয়ে হেলা যদি এমনি তার পাশাপাশি হাঁটত, ব্যাপারটা এই বসন্তের প্রভাতে কত মিষ্টি মধুর হত। তার ভেতর থেকে দুঃখ ও হতাশা ভয় সমস্ত কিছু ধুয়ে যেত। গিজেল নিরাপদ হোত। যখন সে এসব চিন্তা করছিল, গিজেল তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল।

'ওকে এখন বেশ ভাল লাগছে'—হেলা বলল। 'আমি ওকে আজই এক মাসের জন্য গ্রামে নিয়ে যাচ্ছি। ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছেন', ইয়ারগেন তার হাঁটা থামাল যাতে তার মেয়ে শুনতে না পায়—'ওর ভীষণ অসুখ, গত শীতটা ওর পক্ষে খুব খারাপ গেছে।'

গিজেল এখন ওদের থেকে অনেকটা এগিয়ে গেছিল, পরিপূর্ণ সূর্যের আলোয় সে গাড়ীটা ঠেলে নিয়ে চলেছিল।

হেলা আবার ইয়ারগেনের হাতটা ধরল। ইয়ারগেন কোমল স্বরে বলল, 'আমি

তাকে এই ধ্বংসস্তূপের বাইরে নিয়ে যাব, যাতে তার মায়ের কথা না মনে করো; জার্মানীর বাইরে।'···সে এক মুহূর্ত ইতঃস্তত করে সহজ ভাবেই বলল, 'ডাক্তার বলেছেন, ও পাগল হয়ে যেতে পারে।'

রাস্তার যেখানে ছায়া আরম্ভ হয়েছে সেখানে গিজেল অপেক্ষা করছিল, যেন সে ছায়াতে ভয় পায়। হেলা ইয়ারগেনের আগে আগে হেঁটে গিয়ে খুশীর স্বরে বলল, 'তুমি গাড়ী চড়বে?' গিজেল মাথা হেলাল। ইয়ারগেন তাকে গাড়ীতে উঠতে সাহায্য করল, দুদিকে দুটো পা ঝুলিয়ে ও গাড়ীতে চড়ে বলল। হেলা গাড়ী ঠেলতে ঠেলতে মেয়েটার আনন্দের রঙ মাখা চিবুকে ঠেলা মেরে বলল—'ও: আমার মেয়েটা কত বড়!'

হেলা গাড়ীটাকে জোরে ঠেলার চেষ্টা করল। কিন্তু সে একটু দুর্বল, গিজেলের মুখে একটা হাসির ছায়া লেগেছিল।

তারা এবার কারফারস্টেন এলীর একসারি সাদা পাথরের বাড়ীর সামনে চলে এল। হেলা প্রথম বাড়ীর সামনে থেমে গেল, বাড়ীটার দরজা পর্যন্ত একটা সিমেণ্টের রাস্তা ছিল।

হেলা ডাকল, ! 'ফ্রাউ সণ্ডার্স!' একজন মহিলার মুখ জানালায় দেখা গেল। মহিলার মুখটা দুঃখী-দুঃখী।

মহিলাটি কালো পোষাক পরেছিলেন।

'ডাকার জন্য ক্ষমা করবেন', হেলা হেসে বলল—'আমি এখন বিশেষ হাঁটতে পারি না। আপনি কি একটু চাবিটা ছুঁড়ে দেবেন। ওরা এক্ষুনি এসে যাবে।' তিনি চলে গেলেন, একটু পরেই চাবিটা ইয়ারগেনের অপেক্ষমান হাতে ফেলে দিলেন, তারপর আবার ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হলেন।

'আহা, ইয়ারগেন বলল, 'তোমাকে এখানে একটু অসুবিধেয় পড়তে হবে।' ওকে খুব শ্রদ্ধার পাত্রী মনে হচ্ছিল। তার পরেই ইয়ারগেন যা বলল তাতে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল। কিন্তু হেলা হেসে বলল, 'ভদ্রমহিলা খুব ভাল, তিনি বুঝবেন। ভদ্রমহিলা সম্প্রতি তার স্বামীকে হারিয়েছেন। ভদ্রলোকের ক্যানসার হয়েছিল। সেই জন্যই দুটো ঘর খালি পাওয়া গেছে। তার অসুখের জন্য বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাবে।'

'আপনি কি ভাগ্যবান যে এরকম একটা ঘর খুঁজে পেয়েছেন', ইয়ারগেন বলল।

'আমি জেলার হাউসিং অফিসারের কাছে প্রথমে খোঁজ নিয়েছি, অবশ্য আমাকে পাঁচ প্যাকেট সিগারেট প্রথমে দিয়ে কথা বলতে হয়েছিল', হেলা হেসে বলল।

ইয়ারগেন দেখল ভর্তি জীপটা এগিয়ে আসছে। লিও তার নিয়মমত ফুটপাথের একটা গাছে ধাক্কা মেরে গাড়ীটা থামাল। মসকা গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামল। লিও ও এডি সামনের সীট থেকে নেমে এল। ওরা জিনিসপত্র নিয়ে চলতে লাগল।

হেলা ওদের পথ দেখাচ্ছিল। হেলা যখন আবার বাইরে এল তার হাতে একটা বড় বাদামী রঙের বাণ্ডিল ছিল। 'দশ কার্টন, ঠিক আছে?'—বাণ্ডিলটা ইয়ারগেনকে দিয়ে বলল।

ইয়ারগেন বিনয়ে মাথা হেলিয়ে জানাল যে ঠিক আছে। গিজেল গাড়ীটায় হেলান দিয়েছিল। হেলা তার কাছে এসে তাকে একমুঠো চকোলেট দিয়ে বলল, 'এমন সুন্দর গাড়ী দিয়ে যাওয়ার জন্য তোমায় অনেক ধন্যবাদ, বাচ্চা হওয়ার পর তুমি কি দেখতে আসবে?' সে মাথা হেলিয়ে চকোলেটগুলো ইয়ারগেনের দিকে এগিয়ে দিল। ইয়ারগেন চকোলেটগুলো ভেঙে দিল যাতে গিজেল তার ছোট্ট হাতে চকোলেট ধরতে পারে। তারা এবার কারফারস্টেন এলী দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। হেলা দেখল কিছু দূর ইয়ারগেন মেয়েকে কোলে তুলে নিল, মেয়েটা বাদামী বাণ্ডিলটা ধরেছিল। হেলা বাড়ীর ভেতরে গেল, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

ঐ তলাটায় চারটে ঘর ছিল। একটা বেডরুম তারপর একটা বসার ঘর। তারপর আবার একটা বেডরুমের পর আর একটা ছোট ঘর যেটা কিচেন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। হেলা ও মসকা শোওয়ার ঘর ও কিচেনটা পাবে। মাঝে মাঝে কোন অনুষ্ঠানে বসার ঘরটা ব্যবহার করতে পারবে। ফ্রাউ সণ্ডার্স শোওয়ার ঘরে থাকবেন। বসার ঘরের ছোট একটা স্টোভে তার রান্নাবান্না করে নেবেন।

হেলা দেখল, মসকা লিও ও এডি তার জন্য অপেক্ষা করছে। ঘরের ছোট টেবিলের উপর দু'বোতল কোক ও দু'বোতল হুইস্কি রাখা ছিল। ঘরটায় স্যুটকেশ ইত্যাদি জিনিসপত্র এলোমেলো ছড়িয়ে ছিল। হেলা লক্ষ্য করল দুটো জানালায় ফ্রাউ সণ্ডার্স নীল ফুলওয়ালা পর্দা ঝুলিয়েছেন।

মসকা তার গ্লাসটা তুলে নিল। হেলা ও লিও তাদের কোকের গ্লাস তুলে নিল। এডি তার হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে শুরু করেছিল ইতিমধ্যে।

"আমাদের নতুন ঘরের জন্য" হেলা বলল। তারা সবাই পান করল। এডি কেসিন দেখল হেলা কোকের গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে স্যুটকেশ খুলে বিরাট মেহগনী ড্রেসারে তার কাপড়-চোপড় তুলতে লাগল।

সে কখনো হেলার সাথে কিছু করেনি যদিও সে হেলার ঘরে অনেক সময় একা কাটিয়েছে। সে ভেবে পেল না, কেন। তার পরে বুঝতে পারল যে হেলা তাকে কোনদিন সুযোগ দেয়নি। সে কখনো তার কাছে আসেনি বা দৈহিক বা মানসিক ভাবে তাকে কোন সুযোগ দেয়নি। সমস্ত কিছু বেশ সহজভাবে, যা কোনদিন তাকে উত্তেজিত করেনি। আর একটা কারণও ছিল। কারণটা, মসকাকে ভয়। ভয়ের কারণ হল মসকা অন্য লোককে কখনো পরোয়া করে না। সে আরও শুনেছে সার্জেণ্টের সাথে মসকার লড়াইয়ের কথা : যার জন্য খুব অল্পের জন্য মসকার কোর্ট মারশাল হয়নি ও তাকে মিলিটারী গভর্ণমেণ্টে বদলী করে দেওয়া হয়েছে। সার্জেণ্ট এত আহত হয়েছিলেন যে তাকে চিকিৎসার জন্য স্টেটসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ব্যাপারটা একেবারে চেপে দেওয়া হয়েছিল। মূলত ব্যাপারটা এত মারাত্মক যে এটা ভীতিপ্রদ। আমরা তার বন্ধুরা—লিও, আমি, উলফ ও গর্ডন যদি একদিনে মারা যাই তবে মসকার কিছু যাবে আসবে না।

'গাড়ীটা', হেলা বলল—'গাড়ীটা তুমি কোথায় রাখলে?'

সবাই হেসে উঠল। লিও তার মাথায় একটা চাপড় মেরে জার্মানে বলল, 'আহা হা, আমি গাড়ীটা রাস্তায় ফেলে রেখে এসেছি'। মসকা তাড়াতাড়ি বলল, 'ওটা ছোট ঘরটায় আছে, কীচেনটায়।' এডি কেসিন ভাবল মসকা ঠাট্টার সময়েও হেলাকে উদ্বিগ্ন দেখতে চায় না।

হেলা অন্য ঘরে চলে গেল। লিও তার গ্লাসের কোক শেষ করে বলল 'প রের সপ্তাহে আমাকে নিউরেমবার্গ যেতে হবে; কর্তারা চান বুকেনওয়াল্ডের প্রহরী ও অফিসিয়ালদের আমি একটু পরীক্ষা করে আসি। প্রথমে আমি অস্বীকার করেছিলাম, তারপরে ওরা আমাকে বলল ওদের মধ্যে একজন ডাক্তার আছেন। ঐ লোকটা আমাদের বলত : "আমি এখানে আসি আপনাদের যন্ত্রনা ব্যথা দূর করার জন্য নয়, আপনাদের বাঁচিয়ে রাখতে নয়, আপনাদের কাজে উপযুক্ত করে রাখতে।" ঐ বাস্টার্ড টাকে পরীক্ষা করতে হবে।'

মসকা তাদের গ্লাস আবার ভর্তি করল, লিওর গ্লাসে কোক ঢেলে দিয়ে বলল, 'আমি যদি তোমার কাছে থাকতাম, আমি ঐ বাস্টার্ডগুলোকে শেষ করে দিতাম।'

লিও কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি জানি না কেন এখন ওদের আমি আর ঘেন্না করি না—আমি জানি না, কেন! আমি শুধু এখান থেকে চলে যেতে চাই।' সে তার কোকের গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিল।

'আমরা তোমাকে বিলেতে মিস করব', এডি কেসিন বলল, 'তুমি কিভাবে ক্রাউটদের মত জীবন যাত্রা করবে?'

মসকা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'সবই এক ব্যাপার। আমাদের ল্যাণ্ডলেডিকে প্রথম দিনেই ভয় পাইয়ে দিতে চাই না, আর মদ চলবে না।'

'আমি পাল্টে গেছি, আমার স্ত্রী ও ছেলেপুলেরা ইংল্যাণ্ড থেকে আসছে', এডি একটা কৃত্রিম গর্বের সাথে বলল, 'আমার পরিবার আমার কাছে আসছে।'

মসকা মাথা নেড়ে বলল, 'হতভাগা, আমি ভেবেছিলাম, তোমার স্ত্রী তুমি আর্মিতে যোগ দেওয়ার পরই তোমাকে ছেড়ে দেবে। তোমার এখানের সব মেয়েগুলো কি করবে?'

এডি বলল, 'ওদের নিয়ে ভেব না, তারা ঠিক করে নেবে।'—হঠাৎ তার রাগ হল। সে তার জ্যাকেটটা নিয়ে চলে গেল।

এডি কেসিন কারফারস্টেন এলী দিয়ে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। বসন্তের সূর্যালোক ধৌত গাছের ছায়ায় উষ্ণতার সুখানুভূতি মাখতে মাখতে এডি এগোচ্ছিল। সে ঠিক করল বিলেট গিয়ে প্রথমে ভালভাবে স্নান করে তারপর রথস্কেলারে সাপার খেতে যাবে। মেটসার স্ট্রেসীতে ঢোকার আগে সে কারফারস্টেন এলীর দিকে সোজা একবার তাকিয়ে নিল। দূরের এক ঝলক রঙ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সে দেখলো, দূরে এক তরুণী দাঁড়িয়ে—তার চার দিকে দু'তিনটে বাচ্চা দৌড়াদৌড়ি করছে। সে মেয়েটার মুখের উপর নরম রেখা ও তার যৌবনের পবিত্রতা অনুভব করল। সে যখন দেখছিল মেয়েটা বিকেলের সূর্যের দিকে তাকিয়ে বাচ্চাদের দিকে পেছন ফিরে সোজা এডি কেসিনের দিকে তাকাল।

সে তার মুখে হাসি দেখতে পেল, এই হাসি তার সহজাত রতি শক্তির জন্য সব সময়েই তাকে উত্তেজিত করে। এটা যৌবনের হাসি, এই হাসি তারা হাসে যখন তারা প্রশংসিত হয়। তারা আশ্চর্য হয় এই ভেবে যে কি আকর্ষণ তাদের দেহের মধ্যে লুকিয়ে আছে। তাই হাসিটা সামান্য কামনাময় হয়। এডি কেসিনের

হাসিটার মানে হল মেয়েটার কুমারীত্ব ও পবিত্রতা, এই মানসিক পবিত্রতাময় মেয়েদের জয় করার মধ্যে কেসিন একটা আলাদা আনন্দ পায়।

রাস্তার দিকে তাকাতে তাকাতে সে একটা মিষ্টি দুঃখের ভাব অনুভব করল, ভেবে আশ্চর্য হল, এই সাদা ব্লাউজ পরা মেয়েটা এরকম আশ্চর্য অনুভূতি এনে দিয়েছে, সে মেয়েটার কাছে যেতে ইতঃস্তত করছিল। তার পোষাক নোংরা, সে দাড়ি কামায়নি। নিজের ঘামের গন্ধ নিজের কাছেই খারাপ লাগছিল। 'দূর আমি ওদের সবাইকে জয় করতে পারব না', সে আরও ভাবল, মেয়েটা এই পরিপূর্ণ সূর্যালোকে তার বয়সটা আন্দাজ করতে পারছে কিনা? তার বেশী বয়স ওর কাছে কিভাবে প্রতিভাত হবে—একটা অবক্ষয়?

সে বাচ্চাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, তাদের সুন্দর চলাফেরা। তার বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে ঘাসের উপর বসার দৃশ্য একটা সুন্দর ছবির মতো মনে হচ্ছিল। ছবিটা এডির মাথায় জ্বালা ধরিয়ে দিল, সেই ছায়াময় গাছের নীচে সেই সাদা ব্লাউজ পরা মেয়ে, মেয়েটা তার হাতাটা প্রায় কাঁধের উপর গুটিয়ে তুলেছিল। তার বুকের সাদা দুটো উঁচু জায়গা, সোনালী চুলওয়ালা মেয়েটা মাথাটা ঝুঁকিয়ে বাচ্চাদের সাথে কথা বলছিল। এ ছবি ভোলার নয়। সে তাড়াতাড়ি বিলেটের দিকে পা চালাল।

এডি স্নান করল, দাঁড়ি কামাল তাড়াতাড়ি সব করতে লাগল, কিন্তু ট্যালকাম পাউডার মাখতে সে বেশ সময় নিল। দেহে ও মুখে সে সুগন্ধি পাউডার মাখল। সে সযত্নে তার চুল আঁচড়াল এবং পরিষ্কার অলিভ সবুজ ইউনিফরম পরে নিল। কারণ সিভিলিয়ান পোষাকের চাইতে ইউনিফর্মে তাকে একটু কম বয়সের মনে হয়। তার কষ্ট হচ্ছিল রগের দু'পাশের সাদা চুলের জন্য।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। ফ্রাউ মেয়ার ভেতরে এলো, সে স্নানের পোষাক পরে ছিল। কৌশলটা পুরোন, যখন এডি স্নান করে সেও স্নান করে। তারপর এডি যখন সুগন্ধি মাখে সে তার ঘরে আসে, কৌশলটা প্রায়ই কাজ দেয়।

'এডি, আমায় একটা সিগারেট দেবে?' বিছানায় পা দুটো ঝুলিয়ে বসল। এডি তার জুতোর-ফিতে বাঁধতে বাঁধতে টেবিলের দিকে দেখিয়ে দিল, সে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বিছানায় বসল।

"তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে, তুমি কারো সাথে দেখা করতে যাচ্ছো নাকি?"

এডি থেমে তার নিখুঁত দেহটা পর্যবেক্ষণ করল। দেহটা তার জানা, সে তাকে বিছানা থেকে তুলে বাইরের হলে রাখল। 'আজ নয় বেবী'—বলেই সে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে বাইরে বেরিয়ে গেল। তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা কাজ করছিল। তার দেহটা কাঁপছিল, সে তাড়াতাড়ি মেটগার স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে লাগল, মোড়ের কাছে এসে সে তার হাঁটার গতি কমিয়ে দিল। তারপর সে কারফারস্টেন এলীর দিকে ঘুরল।

যতদূর চোখ যায় সে দেখল গাছগুলো একা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের নীচে কোন বাচ্চা নেই। ঘাসের রাজত্ব যতদূর চোখ যায় অবিচ্ছেদ্য ভাবে চলে গেছিল, তাদের উপর কোন মেয়ে প্রজাপতির মত স্বপ্ন রচনা করছিল না। যেখানে তারা বসেছিল সে জায়গাটায় সে এসে দাঁড়াল। এ যেন ঘরের দেওয়ালে কোন সুপরিচিত ছবির দিকে তাকিয়ে থাকা যে ছবির মানুষটাই অন্তর্হিত হয়েছে। এডি কেসিন রাস্তাটা পার হয়ে কাছাকাছি একটা বাড়ীতে গেল। সে জিজ্ঞেস করল সেই বাচ্চাদের সাথে মেয়েটার কথা। কিন্তু কোন বাড়ীর কেউ কিছু জানে না। শেষের বাড়ীটায় এমেরিকান সিভিলিয়ানরা থাকে। সে যখন কড়া নাড়ল একজন লোক বেরিয়ে এল। সে তাকে আগেই রথস্কেলারে দেখেছে বুঝতে পারল। না, সেও দেখেনি। 'তোমার ভাগ্য খারাপ'—সে সহানুভূতির সাথে এডি কেসিনের দিকে তাকাল।

সে গলিটার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে থাকল। বুঝতে পারছিল না কোনদিকে যাবে। সন্ধ্যে নেমে এল, বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাসে দিনের উষ্ণতাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

রাস্তার ঠিক উল্টোদিকে সে একটা বাগান দেখতে পেল। বসন্তের আগমনে গাছে গাছে নতুন পল্লবের সমারোহ, মাঝে একটা কাগজের কুঁড়েঘর যাতে বাগানের মালী তার জিনিসপত্র রাখে, কেউ কেউ ওখানে থাকেও। সে দেখতে পেল ঐ চৌকো জায়গাটায় কিছু লোক কাজ করছে। সে পাহাড়ের পেছনে নদীটার গন্ধ পেল, ধ্বংসস্তুপের মাঝে মাঝে সে দেখতে পেল জীবনের সমারোহ। বুনো গাছ ঐ আবর্জনার ফাঁকে ফাঁকে তাদের পল্লব বিস্তার করেছে। সে অনুভব করল, আর সে মেয়েটাকে দেখতে পাবে না, পেলেও সে চিনতে পারবে না। হঠাৎ একটা উত্তেজনার বশে সে চলতে আরম্ভ করলো, এক সময় শহরের শেষে চলে এলো। যেখানে পাহাড়ের গায়ে বসন্ত সবুজ ছায়া বিস্তার করেছে। যেখানে কোন ধ্বংসস্তুপ প্রকৃতিকে অশোভন করেনি।

ঐদিন সন্ধ্যেতে হেলা কাঠের তৈরী পরীর গল্পের ছবি দেওয়ালে আঁটছিল। সে তার ভাবী বাচ্চার জন্য এসব কিনে এনেছিল। কিন্তু মসকার বিশ্বাস এগুলো এক ধরণের সংস্কার— এই ছবিগুলোই দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া সরিয়ে দেবে, সব কিছু মঙ্গলময় করে তুলবে।

যখন হেলা তার কাজ শেষ করল, মসকা বলল, 'এবার আমাদের ফ্রাউ সওার্সের সাথে দেখা করা উচিত।'

'উ: ভগবান! আমি ভীষণ ক্লান্ত, আজ অনেক কাজ করেছি', হেলা বলল।

হেলা চুপ করে বিছানায় বসল। তার চোখ দুটো চতুষ্কোণ ঘরটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। সেই বাচ্চাদের ক্রীম রঙা গাড়ীটা দেওয়ালের ধারে নীল ফুলের পর্দার পাশে ছবির মত মনে হচ্ছিল। একটা ছোট্ট গোল টেবিল নীল কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল, চেয়ারগুলো ধূসর রঙের। মেঝেতে মেরুণ রঙের কার্পেট যেটা বয়সের জন্য ফিকে হয়ে গেছিল। খাট ও ড্রেসার মেহগনি কাঠের। দুদিকের দেওয়ালে দুটো গ্রামের ছবি ছিল, ছবিগুলোর সবুজ পটভূমিতে রূপোলী নদী বয়ে যাচ্ছিল। তার মনে আনন্দানুভূতি যেন কুল ছাপিয়ে গেল। কিন্তু মসকার দিকে তাকিয়ে বুঝতে সে অস্বস্তি অনুভব করছে। সে তার হাতটা কোলে নিয়ে বলল, 'এবার আমার মনে হচ্ছে, আমরা চিরদিন এক সাথে থাকব।'

'চল আমাদের ল্যাণ্ডলেডিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসি', মসকা বলল।

সমস্ত ঘরের দরজা ছিল হলঘরে যাওয়ার জন্য। হলঘরের একটা দরজা তালা বন্ধ থাকে যেটা দিয়ে সিঁড়িতে যাওয়া যায়। তারা তাদের ঘরের বাইরে হলঘরে এসে একটা ঘরে কড়া নাড়ল, ঘরের ভেতর থেকে একটা স্বর তাদের ঘরে ঢুকতে বলল।

ফ্রাউ সওার্স সোফায় বসে কাগজ পড়ছিলেন। হেলা যখন মসকার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল, তখন সওার্স মসকার সাথে করমর্দন করলেন। মসকা দেখল সে প্রথম একটুখানি দেখে যতটা বয়স মনে করেছিল ততটা নয়। তাঁর লম্বা দেহটার চলা ফেরায় একটা তারুণ্যের স্পর্শ ছিল।

'আমি আশা করছি আপনাদের যখন বসার ঘরের দরকার হবে তখন নিশ্চিন্তে ব্যবহার করবেন', ফ্রাউ সওার্স বললেন। তার গলাটা নীচু, মধুর এবং ভদ্র।

'আপনাকে ধন্যবাদ', হেলা বলল, 'আপনার পর্দা ও অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য

আপনাকে ধন্যবাদ। যদি আমরা আপনার কোন উপকার করতে পারি, অনুগ্রহ করে বলুন।'

ফ্রাউ সণ্ডার্স ইতঃস্তত করে বললেন, 'আমি শুধু আশা করছি কর্তৃপক্ষের সাথে কোন ঝামেলা না হোক।' তিনি মসকার দিকে এমন সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন যেন অন্য কিছু বলতে চান।

হেলা ব্যাপারটা অনুমান করতে পারল, 'না, না আমরা খুব শান্ত লোক। মসকা বেশ শান্তশিষ্ট লোক। অন্য এমেরিকানদের মত সব সময় পার্টি দেয় না।' সে মসকার দিকে তাকিয়ে হাসল, কিন্তু মসকা হাসল না। হেলা বলে চলল, 'আমরা কয়েক মিনিটের জন্য এসেছি। আমরা আজ ভীষণ অবসন্ন'—বলেই সে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়ল। মসকা ভদ্রভাবে একটু হাসল, মহিলাও একইভাবে হাসিটা ফিরিয়ে দিলেন।

মসকা বুঝতে পারল ভদ্র মহিলার বয়স বেশী হলেও এখনও তিনি লাজুক। এবং শত্রুকে নিজের ঘরে রেখে কিছু একটা আশঙ্কা করছেন।

তারা যখন ঘরে এসে কাপড় ছাড়ছিল, তখন মসকা হেলাকে একটা খবর দিল যেটা সে জানাতে ভুলে গেছিল। 'জানো মিডলটনের স্টেটসে ফিরে যাওয়ার অর্ডার এসছে, তারা পরের সপ্তাহেই চলে যাচ্ছে।'

হেলা বিস্মিত হয়ে বলল, 'খুব খারাপ খবর'।

মসকা আশ্বস্ত করে বলল, 'কোন চিন্তা করো না। আমি আর কারুর কাছ থেকে কমিশারীর কার্ড জোগাড় করব, তারপর একেবারে জার্মানদের মত গ্রামের দিকে ঘুরে বেড়াব।'

বিছানায় শুয়ে হেলা বলল, 'ও সেই জন্য তোমাকে আজকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল' মসকা কোন উত্তর করল না। হেলা ঘুমিয়ে পড়ার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত মসকা জেগে রইল।

সে ভাবতে লাগল, যে অবশেষে তাকে একটা বাড়ীতে শত্রু হিসাবে বাস করতে হবে।

এই বাড়ী। চারপাশের বাড়ী, তার বিছানায় শায়িত বাচ্চা সহ তার প্রেমিকা সব্বাই জার্মান।

তার মনে পড়তে লাগল, বিলেটের পার্টির চেঁচামেচির শব্দ। জীপের মোটরের শব্দ, রেডিওতে এমেরিকান গানের সুর ইত্যাদি, এখানে সব কিছু স্তব্ধ। সে পাশের

বাথরুমে জলের শব্দ শুনল—ক্রাউ সওার্স বোধ হয়। সে উঠল বাথরুমে যাওয়ার জন্য। একটুখানি অপেক্ষা করল যাতে ভদ্রমহিলা তার ঘরে চলে যান। সে জানালার কাছে গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখতে লাগল। সে মনে করতে চেষ্টা করল সেই প্রথম দিনের কথা যেদিন তাকে অস্ত্র, হেলমেট ও ইউনিফর্ম দেওয়া হয়েছিল, বক্তৃতা করে বলা হয়েছিল সে যেন সবসময় নিজেকে শত্রুর কাছ থেকে রক্ষা করে।

কিন্তু এখন সে সব সুদূর অতীতের ফিকে স্মৃতি বলে মনে হচ্ছে। এখন শুধু বাস্তব এই ঘর, এই নারী, এই বাচ্চাদের গাড়ী।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মিডলটনদের চলে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায় হেলা ও মসকা ওদের সাথে দেখা করতে যাওয়ার আগে বেড়াতে বেরোল। হেলা কারফারস্টেন এলীতে তার ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় দাঁড়ানো জার্মানদের সুপ্রভাত জানাচ্ছিল। মসকা তার পাশে ধৈর্য্য ধরে মুখে ভদ্র হাসি নিয়ে দাঁড়াল।

তারা শহরের ভেতরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। হেলা বলল, 'চল আমরা ফ্রাউ সণ্ডার্সের জন্য রেডক্রস ক্লাব থেকে আইসক্রীম কিনে আনি।' মসকা হেলার দিকে দেখল।

'এক সপ্তাহের মধ্যে তোমরা খুব বন্ধু হয়ে গেছ', মসকা বলল, 'তুমি তোমার খাবারের ভাগ দিচ্ছ—চিনি আর কফি দিচ্ছো, কিন্তু মিডলটনরা চলে গেলে অসুবিধেয় পড়তে হবে। ঐ জিনিস আর পাবে না।'

হেলা তার দিকে খুশীর দৃষ্টিতে তাকাল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি কিছু মনে করবে না, তুমি আপত্তি করলে দিতাম না। কিন্তু কষ্ট হয়, জানো। আমি আমার ঘরে ভাল মন্দ খাই, আমি মাংস রান্না করলে আমাদের ঘরটা গন্ধে ভরে যায়, আর ঐ ভদ্রমহিলা পাশের ঘরে শুকনো আলু চিবান। তাছাড়া আমি তো বেশ মোটা হয়ে গেছি, তাই না?'

তারা হাঁটতে লাগল। ফুটপাথে যেখানে আবর্জনা এসে জমা হয়েছিল সেখানে মসকা হেলার হাত ধরে তাকে পার করিয়ে দিচ্ছিল। গাছগুলো পাতায় পাতায় ভরে গেছিল। তাই সূর্যের কিরণ নীচে পর্যন্ত এসে পৌঁচছিল না। হেলা চিন্তিত স্বরে বলল, 'ফ্রাউ সণ্ডার্স সত্যিই ভাল মহিলা। তুমি তাকে বাইরে থেকে বুঝতে পারবে না। তিনি বেশ মজার মহিলা। তিনি আমার বেশীর ভাগ কাজ করে দেন। আমি উনাকে জিনিসপত্র দিই বলে নয়। উনি সত্যিই সাহায্য করতে চান'। আমরা তাই তাঁর জন্য কিছু আইসক্রীম নিয়ে যাব'।

মসকা বলল, 'নিশ্চয়ই'।

হেলাকে বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল যখন মসকা রেডক্রস ক্লাবের ভেতরে গেল। বাইরে এসে তারা হাঁটতে লাগল। একটা পার্কের কাছে এসে একটা

ছোটখাটজনতার দ্বারা তাদের গতি রুদ্ধ হয়। জনতা একজনের বক্তৃতা শুনছিল। তারা দেখল পার্কের বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে একজন চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। তারা থামল।

মসকা ঠাণ্ডা আইসক্রীমের প্যাকেটটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিল। হেলা তার কাঁধে মাথা রাখল।

'আমরা সবাই দোষী' লোকটা বলছিল, 'সে সময়টা ভগবানহীন,-এই দেশটাও ভগবানহীন। আমরা জেসাস ক্রাইস্টের কথা চিন্তা করি? আমরা তাঁর রক্ত গ্রহণ করেছি আমাদের মুক্তির জন্য, কিন্তু আমরা এখন তা বিশ্বাস করি না। পাপ আমাদের ঘিরে ফেলেছে। আমাদের ব্যবহারে ভগবান অসন্তুষ্ট, তিনি আর কতকাল অপেক্ষা করবেন? আর কতদিন যীশুর রক্ত আমাদের রক্ষা করবে?' তার গলাটা এবার নরম হয়ে এল। সে উপরোধের স্বরে বলল, 'যীশুকে ভালবাসা আর যথেষ্ট নয়, যীশুর রক্ত আর যথেষ্ট নয়, অনুগ্রহ করে আমাকে বিশ্বাস করুন—নিজেদের বাঁচান, নিজেদের বাবা-মা, স্ত্রী, ভাই বোনকে বাঁচান, নিজের দেশকে বাঁচান।' তার গলার স্বরে ব্যগ্রতা কমে এসেছিল। তার কথার মধ্যে যৌক্তিকতার স্বর আনল, সে সহজ ভাবে কথা বলছিল।

.. "আপনারা দেখছেন এই দেশটা ধ্বংস হয়েছে, এই মহাদেশ ধ্বংস হয়েছে। ভগবান ওপর থেকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, আমাদের দেশে শয়তানের রাজত্ব চলেছে। মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করেছিল সেগুলো ধ্বংস হওয়াতে শয়তান আনন্দের হাসি হাসছে।'

একটা বিমান মাথার উপর দিয়ে এয়ার বেসের দিকে উড়ে গেল। বিমানের মোটরের শব্দে লোকটা একটু থামল। লোকটা বেঁটে, বুকটা পায়রার মত, চোখগুলো পাখীর মত। লোকটা আবার বলতে আরম্ভ করল:

..."আপনারা একটা নির্দোষ পবিত্র জীবনের ছবির কথা ভাবুন, মেরুদেশের বরফ অক্ষত হয়ে আছে। আফ্রিকার মত দেশে যেখানে সূর্যের আলো ভগবানের আশীর্বাদের মত নেমে আসে, যেখানে আলোর প্রাচুর্যে কত জীবনের সমারোহ, সেখানেও সব কিছু শান্ত।" এবার তার গলাটা আবার উচ্চগ্রামে উঠল, তার চোখগুলো যেন বেরিয়ে আসছিল, "পশুর মৃতদেহগুলো উন্মুক্ত জায়গায় পড়ে পচছে। সমভূমিতে, উর্বর নদীর উপত্যকায়—যেখানে কুমীরও শয়তানের ভয়ে জল থেকে মাথা তোলে না, আমাদের শহরে যেটা সভ্যতার প্রাণ কেন্দ্র ছিল, এখন এখানে শুধুই

ধ্বংসস্তূপ আর আবর্জনা—পাথরের স্তূপ যেখান থেকে কোন প্রাণ জন্ম নেবে না। এক গুচ্ছ ঘাসও না—এটা চিরকালের জন্য মরে গেছে।'

সে থামল প্রশংসা ধ্বনি শোনার জন্য। কিন্তু জনতার বিভিন্ন জায়গা থেকে বিস্ময়কর চীৎকার শোনা গেল। 'তোমার পারমিট কোথায়? মিলিটারী গভর্নমেণ্ট থেকে তোমার অনুমতিপত্র দেখাও।' চারজন লোক দাবী করছিল, লোকটা পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

হেলা ও মসকা দেখল তারা এখন প্রায় জনতার মাঝখানে চলে গেছে, তাদের পেছনে অনেক লোক দাঁড়িয়ে গেছে, তাদের বাঁপাশে একজন তরুণ দাঁড়িয়ে—পরণে নীল শার্ট ও ভারী ট্রাউজার। তরুণটির কোলে একটা ছ' সাত বছরের মেয়ে ছিল। মেয়েটার গায়ে ফুল-ফুল ফ্রক, তার দৃষ্টি শূন্য। তাদের বাঁদিকে একজন বয়স্ক শ্রমিক পাইপ খাচ্ছিল। সেই তরুণ অন্যদের সাথে চেঁচাচ্ছিল।—'তোমার পারমিট কোথায়, মিলিটারী গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে পারমিশান কোথায়?' তার পরে মসকা ও বৃদ্ধের দিকে ঘুরে বলল, আমাদের সব সময় বলা হচ্ছে আমরা শেষ হয়ে গেছি—এমন কি এই শূয়োরটাও তাই বোঝাচ্ছে। মসকা সিভিলিয়ান কাপড় পরে ছিল। মসকা একটু হাসল। হেলা মজা পেল কারণ মসকাকে সবাই জার্মান ভেবে নিয়েছে।

এবার প্রচারকটি তার হাত দুটো শূন্যের দিকে তুলে বলল, 'আমি ভগবানের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছি।' অস্তগামী সূর্যের লাল আভা তার হাতটিকে যেন সিঁদুরে মাখিয়ে দিয়েছিল। সূর্য আস্তে আস্তে পাটে বসল, গ্রীষ্মের ধূসর গোধূলি নেমে এল। দিগন্তে ভাঙা বাড়ীর শ্মশানগুলোকে বর্শার মত মনে হচ্ছিল। প্রচারক মাথা নত করে ধন্যবাদ জানাল।

সে আবার আকাশের দিকে বলতে লাগল—'ফিরে এসো যীশু। যীশু তুমি ফিরে এসো, তোমার পাপকে পেছনে ফেলে। পাপ করা পেছনে ফেলে। অবৈধ সম্পদ ত্যাগ কর। জুয়া খেলা ত্যাগ কর, পার্থিব সাফল্যের জন্য গর্ব ও যীশুকে বিশ্বাস কর, তিনিই তোমাদের বাঁচাবেন। তোমরা তোমাদের পাপের জন্য শাস্তি পেয়েছ। শাস্তি তোমাদের চোখের সামনে, বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার আগে অনুতাপ কর। আর পাপের পথে যেও না।'

তার প্রচণ্ড গলার আওয়াজে লোকগুলো বিস্মিত হয়ে একটু পেছনে সরে গেছিল। লোকটা একটু বিরাম নিয়ে সাধারণ গলায় কথা বলতে লাগল :

.. তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের যুদ্ধের আগের জীবনের কথা চিন্তা কর। সে বলল, তোমরা কি বিশ্বাস কর না—এই দুঃখ কষ্ট, এই শাস্তি, এই ধ্বংস তোমাদের পাপের জন্য ভগবানের শাস্তির ফল।

...এখন তরুণী মেয়েরা শত্রু সৈন্যদের সাথে অবৈধ সঙ্গম করছে। তরুণগুলো সিগারেটের জন্য ভিক্ষে করছে, থুথু—সে ঘৃণায় থুতু ফেলল। স্যাবাথের দিনে আমাদের দেশের লোকেরা গ্রামের দিকে যায় চুরি করার জন্য বা ভিক্ষে করার জন্য : ভগবানের ঘর শূন্য। আমরা ধ্বংসকে ডেকে আনছি। অনুতাপ কর, আবার বলছি অনুতাপ কর, অনুতাপ কর, ভগবানকে বিশ্বাস কর, যীশুতে তোমার সব কিছু অর্পন কর, তিনিই তোমাদের রক্ষা করবেন।

একটুখানি থামার পর সে হঠাৎ ভীষণ রেগে গালাগালের স্বরে কঠোর ভাবে বলল—'তোমরা সবাই পাপী। তোমাদের অশেষ নরক ছাড়া আর কোন গতি নেই। আমি দেখছি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হাসছ। ভগবান কেন এত কষ্ট দিচ্ছেন, এই কথা জিজ্ঞেস করছো তো?'

জনতা থেকে কেউ একজন বলে উঠল, 'ভগবান নয়। এমেরিকান বম্বার।' লোকগুলো হেসে উঠল। প্রচারক একটু থামল, গোলমাল থামার অপেক্ষায়। তারপরে সেই পড়ন্ত আলোয় একজন মহিলার দিকে দেখিয়ে বল, তুমি ভগবানের কথায় হাসছো? তোমার স্বামী ছেলেমেয়ে কোথায়? সে মসকার পাশে দাঁড়ানো তরুণের দিকে দেখিয়ে বলল, 'দেখ।'

জনতার সবাই সেদিক লক্ষ্য করল।

....এই একজন উপহাসকারী ভবিষ্যতে জার্মানীর আশা—যার পাপের জন্য তার বাচ্চা বিকলাঙ্গ।

...এখনও সে ভগবানের রাগকে ব্যঙ্গ করছে। দাঁড়াও উপহাসকারী! তোমার বাচ্চার জন্য আর একটা শাস্তি অপেক্ষা করছে। সে জনতার দিকে হিংস্র ঘৃণার চোখ মেলে দেখল।

তরুণটি বাচ্চাটাকে নামিয়ে রেখে হেলাকে বলল, ওকে একটু দেখবেন, তারপর ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেল প্রচারকের বেঞ্চের দিকে। একটা প্রচণ্ড ঘুষিতে তরুণটি লোকটাকে মাটিতে ফেলে দিল। সে হাঁটু গেড়ে প্রচারকের ধারে বসে তার একমুঠো চুল ধরে মাথাটা সিমেণ্টে সজোরে ঠুকে দিল, তারপর সে উঠে দাঁড়াল।

জনতা এবার ফাঁকা হতে আরম্ভ করল। তরুণটা বাচ্চাটাকে নিয়ে পার্কের ভেতরে

চলে গেল। ম্যাজিকের মত সব লোকগুলো কোথায় উধাও হয়ে গেল। প্রচারকটি মাটিতে শুয়ে ছিল, নড়াচড়া করছিল না।

কিছু লোক প্রচারককে সাহায্য করছিল। তার ঘন কোঁকড়ান চুল বেয়ে ছোট ছোট লাল ধারা নেমে আসছিল তার কপালে। তার মুখটা একটা লাল মুখোসে ঢেকে গেছিল।

হেলা ঘুরে দাঁড়াল, মসকা তার হাতটা ধরে রাস্তা পেরোল। মসকা দেখল, রক্তের দৃশ্যে মসকা আঘাত পেয়েছে। মসকা বলল, তুমি আজ বাড়ীতে থেকো ফ্রাউ সণ্ডার্সের সঙ্গে। তার পরে সে ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ না করার অজুহাত দেখিয়ে বলল, এটা আমাদের কাজ নয়।

মসকা, লিও, এডি কেসিন, মিডলটনের বসার ঘরে বসেছিল। ঘরের আসবাবপত্রগুলো গৃহস্বামীর। তাই বসার মত চেয়ার তখনো ছিল। ঘরের বাকী জিনিসপত্র দেওয়ালের ধারে লাইন করা বাক্সগুলোতে ভরে দেওয়া হয়েছে।

'তাহলে তুমি সত্যিই কালকের নিউরেমবার্গ ট্রায়ালে যাচ্ছো?' গর্ডন লিওকে জিজ্ঞেস করল 'কখন যাচ্ছ?'

'সন্ধ্যেতে', লিও উত্তর দিল—'রাত্রেই বরঞ্চ গাড়ী চালিয়ে যাব।'

'এগুলো সেখানকার বাষ্টার্ডগুলোকে দিও', এ্যান মিডলটন বললেন, 'মিথ্যে কথা বলতে পার যখন দেখবে তারা তাদের সাপ্লাই ঠিক মত পাচ্ছে।'

'আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হবে না', লিও বলল 'আমার স্মৃতিশক্তি বেশ ভাল।'

'তুমি যখন শেষবার এখানে এসেছিলে তখনকার ব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি', গর্ডন মিডলটন বলল, 'আমি সেবারে বেশ খারাপ ব্যবহার করেছিলাম।'

লিও তার হাত নেড়ে বলল, 'না, আমি বুঝতে পেরেছি, আমার বাবা রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন, আমার বাবা কম্যুনিষ্ট ছিলেন। আমার মা ছিলেন জিউ, তাই ওরা আমাকে বাইরে পাঠায়। যদিও আমার বাবা কমুনিষ্ট ছিলেন কিন্তু ষ্ট্যালিন-হিটলার চুক্তির পর তিনি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কেউই কারুর চেয়ে ভাল নয়।'

সেই প্রফেসর যিনি দাবার টেবিলের পাশে মৃদু হাসি মুখে নিয়ে শুনছিলেন, এই রকম বোকার মত কথায় ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, গর্ডন মিডলটনের-

মুখ রাগে আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠছে। তার ঝগড়াঝাটি ভাল লাগছিল না। তিনি সমস্ত মারামারি ঝগড়াঝাটি থেকে দূরে থাকতে চান। তাই তাড়াতাড়ি উঠে গর্ডন মিডলটন ও এানের সাথে করমর্দন করে বললেন, 'তোমাদের এমেরিকা যাত্রা শুভ হোক। তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে আমি সুখী হয়েছিলাম। আমার এক্ষুণি পড়াতে যেতে হবে, তাই আমাকে চলে যেতে হচ্ছে, কিছু মনে কোর না।'

গর্ডন প্রফেসরকে দরজার কাছে এগিয়ে দিয়ে আগ্রহভরে বলল, 'চিঠি দিতে ভুলে যাবেন না প্রফেসর। আমি আপনার ওপর জার্মানীর খবরের জন্য নির্ভর করছি।'

প্রফেসর বললেন 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই'। তবে প্রফেসর ঠিক করে নিয়েছিলেন গর্ডন মিডলটনের সাথে কোন যোগাযোগ রাখবেন না। একজন কম্যুনিষ্টের সাথে যোগাযোগ—যত নির্দোষই হোক ভবিষ্যতে ভীষণ বিপদের সৃষ্টি করতে পারে।

'এক মিনিট অপেক্ষা করুন'—আবার প্রফেসরকে ঘরে নিয়ে এলো। গর্ডন বলল, 'লিও, আমি বলতে ভুলে গেছিলাম যে প্রফেসর সপ্তাহের শেষে নিউরেমবার্গে যাবেন, তুমি কি ওনাকে একটা লিফট দিতে পারবে, অথবা কাউকে লিফট দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ ?'

'না, না', প্রফেসর ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—'তার কোন দরকার নেই।'

'কোন সমস্যা নয়'—লিও বলল।

'না, না', প্রফেসর ভীষণ ভয় পেয়ে বললেন, তার কোন দরকার নেই, আমার ট্রেনের টিকেট কাটা হয়ে গেছে। সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। আপনার ঝামেলা বাড়াব না।'

'ঠিক আছে প্রফেসর, ঠিক', প্রফেসরকে সান্ত্বনা দিয়ে গর্ডন মিডলটন ওকে দরজার দিকে এগিয়ে দিয়ে গেল।

গর্ডন ফিরে এলে, মনিকা জিজ্ঞেস করল, 'উনি এত উত্তেজিত হলেন কেন ?'

গর্ডন লিওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তিনি খুব ঠিক লোক। সামান্য অপরাধ করে তার ছেলে এখন জেলে আছে। কিন্তু ছেলেটার জার্মান কোর্টেই বিচার হয়েছে, অকুপেশান কোর্টে নয়। আমি ঠিক ব্যাপারটা কি জানি না। আমার মনে হয়, প্রফেসর ভয় করছেন লিও হয়ত ব্যাপারটাকে কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের সাথে জড়িয়ে ফেলবে। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। তুমি কিছু মনে করো না লিও, মনে করবে কি ?'

'না'—লিও বলল।

'আমি তোমাকে বলব ব্যাপারটা কি ?' গর্ডন বলল, 'আমি ওঁর বাড়ীতে কাল যাব—সময় আছে। আমি তোমাকে বলে দেব, তুমি ওকে কাল রাতে গাড়ীতে তুলে নিও। তিনি রাজী হবেন। ঠিক আছে।'

'নিশ্চয়ই'—লিও বলল, 'ঐ বৃদ্ধ লোকের জন্য এতটা করছ দেখে আমার ভাল লাগছে।'

এ্যান মিডলটন তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল, কিন্তু লিওর মুখে কোন শ্লেষের দৃষ্টি নেই। সে হেসে বলল, 'গর্ডন তার কনভার্টদের সব সময় যত্ন নেয়।'

'আমি তাঁকে পরিবর্তিত করিনি' গর্ডন তার দীর্ঘায়িত স্বরে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি তার মাথায় কয়েকটা আইডিয়া ঢুকিয়ে দিয়েছি।' তারপর থেমে বলল, 'কনভার্ট' শব্দটা ব্যবহার করা ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়।' সবাই চুপ করে ছিল।

'তুমি কখন ফিরবে ভাবছ'—মসকা লিওকে জিজ্ঞেস করল।

লিও হেসে বলল —'ভাবনা করো না, আমি মিস করবো না।'

'কি মিস করবে ?' এ্যান মিডলটন জিজ্ঞেস করল।

'আমি মানস পিতা হতে চলেছি', লিও বলল, 'ইতিমধ্যেই উপহার কেনা হয়ে গেছে।'

'লজ্জার ব্যাপার বাচ্চাকে দেখার জন্য আমি এখানে থাকতে পারছি না।' এ্যান মিডলটন বললো 'আজ রাতেও সে এখানে থাকবে না, তার শরীর কি খুবই খারাপ ?'

'না, ও আজ সন্ধ্যাতে অনেক হেঁটেছে। ও আসতে চাইছিল, আমিই ওকে বারণ করলাম,' মসকা বলল।

'হ্যাঁ, আমরা তো তত বড় লোক নই, ওয়াল্টার', এ্যান মিডলটন ঠাট্টা করে বললে। তার গলায় একটু উষ্মার ভাবও ছিল। এডি কেসিন কোণের একটা চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছিল। সে চোখ খুলল। বিবাহিত দম্পতির বাড়ীতে যাওয়া তার পছন্দ হয় না। স্ত্রীরা যখন স্বামীর কাছে ও বাড়ীতে থাকে তখন ওদের পছন্দ হয় না, বিশেষ করে এ্যান মিডলটনকে তার পছন্দ হয় না। মেয়েটা বড় সাধারণ, প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন, সে এডিকে পছন্দও করে না।

মসকা তার দিকে হেসে বলল, 'তুমি ভাল করেই জান যে আমি ঠিক কাজই করেছি।'

'তুমি যে অন্য লোককে পরোয়া করো না, বা ভাবো, এটা ওকে ব্যথা দেয়', গর্ডন বলল, 'আমার ইচ্ছে করে আমিও একদিন ওরকম হয়ে যাই।'

মসকা বলল, 'গর্ডন হতে পারে—আমি লাইনের বাইরে, তবুও আমি এবার একটা সুযোগ নেব। সবাই জানে তোমাকে স্টেটসে ফিরে যেতে হচ্ছে কারণ তুমি কমিউনিষ্ট পার্টির মেম্বার। আমি পলিটিক্সের কিছু বুঝি না—যখন আমি বাহিনীতে যোগ দিই তখন আমি প্রায় বাচ্চা। কোন কোন সময় মনে হয় এখনও আমি বাচ্চা আছি। আমি যা বলতে চাইছি তা হলো, আমার শ্রদ্ধা আছে তোমার জন্য, তোমার সাহস ও শক্তির জন্য। তুমি জানো পৃথিবীর সব কিছু ঘোরালো। আমার মনে হয় এটা তোমার ভুল। যারা তাদের ইচ্ছেমতো আমাকে দিয়ে তাদের কাজ করিয়ে নেয় আমি তাদের বিশ্বাস করি না, যে কোন কারণেই হোক। তাদের মধ্যে পড়ে এমেরিকান সামরিক বাহিনী, কম্যুনিস্ট পার্টি, রাশিয়া ও সেই কর্নেল।' সে এডি কেসিনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি সব বাজে কথা আমি বোঝাতে চাইছি।'

এডি শুষ্ক ভাবে আস্তে বলল, 'বলতে চাইছ যে তুমি ওরই মত যদিও তুমি হেলাকে আসতে দাওনি'—সবাই হেসে উঠল।

গর্ডন হাসল না। তার লম্বা ইংয়াকী মুখটা ভাবলেশহীন। সে বলল, 'তুমি যখন মুখ খুললে তখন আমিও কিছু তোমায় বলছি যা আগেও আমি তোমায় চেয়েছি বলতে।'

সে এক মুহূর্ত থেমে তার হাত দুটো রগড়ে বলল, 'হতে পার, তুমি আমারই মত চিন্তা কর ও ভাব, কিন্তু তুমি কিছুই করতে পারো না। তুমি বললে আমার ভাবনা ঠিক নয়। কিন্তু আমার একটা বিশ্বাস যা কোন ঘটনাতেই টলবে না। আমি মানুষ জাতিকে বিশ্বাস করি, আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীতে একটা সুন্দর সমাজ তৈরী হতে পারে। আমি বিশ্বাস করি কম্যুনিষ্ট পার্টি এটা পৃথিবীতে সম্ভব করতে পারে। তুমি কয়েকটা লোক দেখে তোমার যুক্তি খাড়া কর। আমার মনে হয় এই রকম ধারণা করা ভুল।'

'তাই নাকি, কেন?' মসকা মাথা নীচু করে ছিল, সে যখন মাথা তুলে গর্ডনের দিকে তাকাল তার মুখে রাগের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল।

'কারণ ঐসব লোকেরা এবং তুমি নিজে এমন শক্তির দ্বারা পরিচালিত হও যার সম্বন্ধে তোমরা কোন মনোযোগ দাও না। তোমাদের কোন স্বাধীন চিন্তা থাকে না।

যখন তোমরা নিজেদের ব্যক্তিগত জগতে যুদ্ধ কর। যখন তোমরা এরকম কর তখন তোমরা তোমাদের লোকদের ভীষণ বিপদে ফেলে দাও।'

মসকা বলল, 'যে সব পরিচালিকা শক্তি আমার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে—এই সব কথাবার্তা তুমি কি জানো না আমিও এসব বুঝি। আমি বিশ্বাস করি না, কোনকিছু সাহায্য করতে পারে। কিন্তু আমি একদিন একটা চিন্তা করবো আবার হঠাৎ পরের দিন অন্য রকম ভাববো, এ হতে পারে না, কোনকিছুই এটা আমায় করাতে পারে না। ভুল কি ঠিক এ নিয়ে চিন্তা করি না। এয়ার বেসের, কিলেটের, বা রথস্কেলোরের কর্মরত ক্রাউটরা সব সময় বলে আমরা যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করবো ওরা তখন সুখী হব। অন্যদিকে আমি অনুমান করি ব্যাপারটা একইরকম। তুমি জান আমি কি জন্য খুশী?' মসকা গর্ডনের দিকে টেবিলে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল। তার মুখটা মদের জন্য ও উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছিল, 'এবারই একটা ভাল সময়, যখন সব কিছু বিফলে যাবে।'

এ্যান মিডলটন হাততালি দিল। এডি কেসিন হেসে বলল, 'ওঃ ভগবান—কি জ্বালাময়ী বক্তৃতা! মসকা হাসিতে ফেটে পড়ে গর্ডনকে বলল, 'দেখেছ, তুমি আমায় কি করালে?'

গর্ডনও অল্প অল্প হাসছিল এই ভেবে যে সে সব সময়েই ভুলে যায় মসকা কত তরুণ, এবং সব সময়েই বিস্মিত হয় যখন ঐ তারুণ্য দীপ্ত, অপক্ক আন্তরিকতায় মসকা মিতবাক সংযমে প্রস্ফুটিত হয়। গর্ডন বলল, 'তাহলে তোমার বাচ্চার ও হেলার কি হবে?'

মসকা উত্তর দিল না। গর্ডন তাদের গ্লাসগুলো ভরে দেওয়ার জন্য উঠে গেল। 'লিও, সে যা বলল তা সে বলতে চায়নি'।

মসকা কথাটা শুনতে পায়নি এই রকম ভাবে গর্ডনকে বলল, 'আমি নিজেকে দায়ী করব।' একমাত্র এডি কেসিন বুঝতে পারল, মসকা তার মতবাদের কথা বলে ফেলেছে, এই মতবাদেই তাকে তার জীবন কাটাতে হবে। মসকা এবার ঠাট্টার সুরে বলল 'আমি নিজেকে দায়ী করব।' সে মাথা নেড়ে বলল, 'এর চেয়ে ভাল আর কে করতে পারে?'

'তুমি কিভাবে এই রকম ভাবে ভাবনা কর না', এ্যান মিডলটন লিওকে জিজ্ঞেস করল।

'আমি জানি না', লিও উত্তর দিল, 'আমি বাচ্চা বয়সেই বুকেনওয়াল্ডে যাই,

সেখানে বাবার সাথে দেখা হয় এবং দীর্ঘদিন আমরা এক সাথে থাকি। বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকম। তাছাড়া মসকা এখন পাল্টাচ্ছে। আমি সেদিন দেখলাম ও তার জার্মান প্রতিবেশীকে মাথা নীচু করে সুপ্রভাত জানাচ্ছে।'

সবাই হেসে উঠল, কিন্তু মসকা অধৈর্য্যের সাথে বলল, 'আমি ভেবে পাই না, মানুষ কি ভাবে আট বছর কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে কাটিয়ে বেরিয়ে আসে যেভাবে লিও বেরিয়ে আছে। যদি আমি তোমার জায়গায় থাকতাম এবং কোন ক্রাউট আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাত তাহলে আমি ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতাম। প্রত্যেক বার ও আমায় যে উত্তর দিয়েছে আমার পছন্দ হয়নি। একটা লাথি মারতে ইচ্ছে হয়।'

'দয়া কর, দয়া কর'— এ্যান মিথ্যে ভয় দেখিয়ে বলল। 'খুব খারাপ'—মসকা বলল, কিন্তু সে এ্যানের দিকে তাকিয়ে হাসল।

লিও আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ আমি অংশতঃ জার্মান। যে কাজগুলো জার্মানরা করেছে— সেগুলো তারা করেছে মানুষ বলে, জার্মান বলে নয়। আমার বাবা এই কথা আমাকে বলেছিলেন। তারপর আমি ভাল সময় কাটাই, নতুন জীবন কাটাই। আমি জীবনটাকে বিস্ময় করে তুলব যদি অন্য লোকদের প্রতি নিষ্ঠুর হই।'

'তুমি ঠিক বলেছ লিও', গর্ডন বলল, আমাদের আবেগের চাইতে যুক্তি-নির্ভর হতে হবে আর বেশী। পৃথিবীটাকে বিচার বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে পাল্টাতে হবে। কম্যুনিস্ট পার্টি এটাই বিশ্বাস করে।'

তার বিশ্বাসের নির্দোষতায় ও আন্তরিকতায় কোন সন্দেহ ছিল না।

লিও একটু সময় তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি কম্যুনিজম সম্বন্ধে একটাই কথা জানি। আমার বাবা কম্যুনিষ্ট ছিলেন। ক্যাম্প জীবন তার বিশ্বাসকে ভাঙতে পারেনি, যখন তিনি শুনলেন স্ট্যালিন হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করেছে তখনই তিনি মারা যান।'

'যদিও ঐ চুক্তিটা সোভিয়েত ইউনিয়নের বাঁচার জন্য দরকার ছিল,' গর্ডন বলল, 'আমি যদি বলি ঐ চুক্তি পৃথিবীকে নাৎসীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য করা হয়েছিল।'

লিও মাথা নীচু করে মুখের কাছে হাতটা নিয়ে গেল, তার মুখের কম্পনটা বন্ধ করার জন্য লিও বললো, 'না, যদি আমার বাবাকে ঐ ভাবে মরতে হয় তাহলে

পৃথিবীটাকে বাঁচানোর কোন দরকার ছিল না। এটা আবেগের ব্যাপার, আমি তোমার পার্টির যুক্তি-বিদ্যা বুঝি না।'

স্তব্ধতা নেমে এল। উপরের বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। গর্ডন বলল, 'আমি যাচ্ছি, কাপড় পাল্টে দিয়ে আসব'। এ্যান ওর দিকে চেয়ে একটা কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল।

গর্ডন চলে যাওয়ার পর এ্যান লিওকে বলল, 'ওর জন্য কিছু মনে কোর না।' এ্যানের গলা সব কিছুর প্রভাবমুক্ত মনে হচ্ছিল। সে এবার রান্নাঘরে চলে গেল, কফি তৈরী করার জন্য।

সঙ্কোচটা কেটে যাওয়ার পর সবাই সবার সাথে করমর্দন করল। এ্যান বলল, 'আমি কাল গিয়ে হেলার সাথে দেখা করে আসব।' গর্ডন লিওকে বলল, 'প্রফেসরের কথা ভুলো না, ভুলে যাবে কি ?' লিও মাথা নাড়ল। গর্ডন দুঃখিত ভাবে কিন্তু আন্তরিকতার সাথে বলল, 'তোমার ভাগ্য ভাল হোক।'

গর্ডন দরজা বন্ধ করে বসার ঘরে এসে দেখল এ্যান একটা চেয়ারে চিন্তিত ভাবে বসে আছে।

এ্যান বলল, 'আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই গর্ডন।'

গর্ডন হেসে বলল, 'আমি তো এখানেই আছি, বল। মনে মনে প্রচণ্ড শঙ্কিত হল। কিন্তু তারা যখন রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করে তখন গর্ডন রাগ করে না, যদিও এ্যান তার সাথে কোনদিন একমত হয় না।

এ্যান উঠে পড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিল। গর্ডন ওকে দেখতে লাগল, মেয়েটা পুরো স্যাক্সন কিন্তু ওকে পুরো স্লাভদের মত লাগে। সে জানে না এর মধ্যে কোন সহযোগ আছে কিনা। দেখতে হবে পড়াশুনা করে।

এ্যান বলল—'এটা তোমায় ছাড়তে হবে, তোমাকে ছাড়তেই হবে।'

'কি ছাড়তে হবে'—গর্ডন নিরীহের মত প্রশ্ন করল।

'তুমি জান কি ছাড়তে হবে' সে বলল।

গর্ডন এটা বুঝতে পারল, বুঝতে পারাটা তার মনে একটা ভীষণ হতাশা এনে দিল। সে কিন্তু রাগ করল না। গর্ডনের মুখটা দেখে এ্যান এসে তার চেয়ারের পাশে এসে বসল।

সে বলল, 'তোমার কম্যুনিজমের জন্য তোমার চাকরী গেছে। সে জন্য আমি রাগ করিনি। কিন্তু তুমি কি করতে চলেছ ? আমাদের বাচ্চার কথা ভাবতে হবে। আমাদের বাঁচার জন্য, আমাদের বাচ্চার জন্য টাকা দরকার। কিন্তু

পলিটিক্সের কথা উঠলে তুমি যেভাবে তোমার বন্ধুদের সাথে ব্যবহার কর, তাতে তোমার বন্ধুরা তোমাকে ছাড়তে বাধ্য। এসব তোমায় ত্যাগ করতে হবে, গর্ডন, এগুলো ত্যাগ করতেই হবে।

গর্ডন তার কাছে উঠে চলে গেল। সে ভীষণ আহত হয়েছে। এ্যান যে একথা বলেছে শুধু তার জন্য নয়। সে এই ভেবে প্রচণ্ড দুঃখ পাচ্ছিল, মানুষের মধ্যে যে সবচেয়ে আপন সেও তাকে বোঝে না। সে চিন্তা করতে পারে যে সে পার্টি ছাড়তে পারে—যেমন লোকে মদ বা সিগারেট ছাড়ে! কিন্তু তাকে ওর কথার উত্তর দিতে হবে।

'আমি আমার বাচ্চা সম্বন্ধে চিন্তা করছি', গর্ডন বলল। এবং সেইজন্যই আমি কম্যুনিষ্ট। তোমার ভাল লাগবে—আমাদের বাচ্চা বড় হবে আর লিওদের মত কষ্ট পাবে? অথবা মমকার মত হয়ে উঠবে যার মানুষের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই? ও যে তোমার সামনে কথাগুলো বলছিল আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না, কিন্তু ও অপরের পছন্দ অপছন্দকে পরোয়া করে না। আবার এমন ভাব দেখাচ্ছিল যে যেন আমাকে ভক্তি করে। আমি চাই আমার বাচ্চা একটা সুন্দর স্বাস্থ্যকর সমাজে বাস করবে যে সমাজ ওকে যুদ্ধে বা কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে পাঠাবে না। আমি চাই সে একটা নৈতিক সমাজে বাস করবে। সেজন্যই আমি যুদ্ধ করছি। তুমি জান আমাদের সমাজ দুর্নীতিগ্রস্ত, এ্যান, তুমি এটা বোঝ নিশ্চয়ই।'

এ্যান উঠে দাঁড়াল তার মুখোমুখি হবার জন্য। তার মুখে আর স্নেহ বা সহানুভূতির কোন চিহ্ন ছিল না। সে যুক্তি দেখিয়ে বলল, 'তুমি রাশিয়া সম্বন্ধে খারাপ কিছু লেখা হলে বিশ্বাস কর না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি। অনেকটাই বিশ্বাস করি, তারা আমার সন্তানকে সুখী করবে না, আমার নিজের দেশের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে—লোকে যেমন তাদের ভাই বোনকে বিশ্বাস করে। তুমি সব সময় এটাকে জাতীয়তাবাদ বল। তুমি জান না—তুমি যা বিশ্বাস কর তার জন্য তুমি আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত, কিন্তু আমি কোন বিশ্বাসের জন্য আমার ছেলেকে কষ্ট দিতে চাই না। গর্ডন তুমি যদি ভাব কম্যুনিষ্টদের সাথে তোমাকে মিলবে, তাহলে আমি তোমায় বাধা দেব না। কিন্তু আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি তোমার শেষ পর্যন্ত ঐ লিওর বাবার মত অবস্থা হবে। আমি যখন একথা শুনলাম তখন এরকম ভেবেছিলাম। আমার মনে হয় লিও এ কথাগুলো বলেছে তোমাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্যই। আমার ভয় হচ্ছে তুমি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছ।

তোমাকে ছাড়তে হবে, তোমাকে ছাড়তেই হবে,—তার মুখে একটা প্রতিবাদের ছায়া ফুটে উঠেছিল, এবং সে প্রতিবাদ অপরাজেয়।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, আগে আমরা দুজনেরবোঝাপড়া করে নিই'—গর্ডন বলল, 'তুমি চাও আমি একটা ভাল চাকরী, ভাল মধ্যবিত্ত লোকদের মত ধারণা নিয়ে চলি এবং পার্টিতে না থেকে আমার ভবিষ্যতকে বিপদগ্রস্ত করি, এটাই কি ঠিক ?'

এ্যান উত্তর দিল না। গর্ডন বলে চলল, 'আমি জানি, তোমার মনোভাবকে দোষী করা যায় না, মূলত: আমরা দুজনেই একমত, আমরা আমাদের সন্তানের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা চাই। আমরা পথ সম্বন্ধে একমত নই। তুমি তোমার বাচ্চার জন্য যা চাও, সেটা বড়ই ক্ষণস্থায়ী। সে নিরাপত্তা নির্ভর করছে কিছু পুঁজিপতির উপর। আমার চিন্তা স্থায়ী নিরাপত্তার জন্য। যে নিরাপত্তাকে শাসক শ্রেণীর কিছু লোক ভেঙে দিতে পারে না। বুঝতে পারলে না ?'

'তোমায় ছাড়তে হবে', এ্যান জোর দিয়ে বলল, 'তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে।'

'যদি আমি না ছাড়ি ?'

'যদি তুমি না ছাড়ার প্রতিজ্ঞা কর'—এ্যান পরের কথাগুলো বলার জন্য শক্তি সঞ্চয় করল, 'তাহলে আমার বাচ্চাকে নিয়ে এমেরিকা না গিয়ে ইংল্যাণ্ডে চলে যাব।'

এ্যান যা বলল তাতে দুজনেই ভয় পেয়ে গেল, তার পরে আস্তে আস্তে কান্নাকে রোধ করে এ্যান বলল, 'আমি জানি তুমি একবার প্রতিজ্ঞা করলে তুমি তা রাখবে, আমি তোমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি'—এই প্রথম গর্ডনের রাগ হল।

কারণ সে জানে এ্যানের বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত। সে কখনো তাকে মিথ্যে কথা বলেনি। কখনো বিশ্বাসভঙ্গ করেনি। তার নিউ ইংল্যাণ্ড চেতনা সব সময় ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারে কাজ করে। এখন সে তার সততাকে ব্যবহার করছে তাকে বন্দী করার জন্য।

'দাঁড়াও, আমার ব্যাপারটাকে সহজ করে নিতে দাও', গর্ডন বলল। 'আমি যদি পার্টি না ছাড়ি তাহলে তুমি তোমার সন্তানকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে চলে যাবে। তুমি আমায় ছেড়ে চলে যাবে।'—গর্ডন চেষ্টা করে তার গলা থেকে যন্ত্রণা ও রাগের ভাব দূর করল। 'আর আমি যদি প্রতিজ্ঞা করি পার্টি ছাড়ব তাহলে তুমি আমার সাথে স্টেটসে যাবে।'

এ্যান মাথা হেলাল।

'এটা বড় ভাল কাজ নয়', গর্ডন তার যন্ত্রণাকে আটকাতে পারল না। সে চেয়ারের কাছে আবার বসে পড়ল। বসে বসে সে সবকিছু ভাবতে লাগল। সে জানে এ্যান যা বলেছে সেটা নিশ্চয়ই সে করবে। সেও পার্টি ছাড়তে পারে না। যদি ছাড়ে তবে সে নিজেকে নিজে ঘৃণা করতে শুরু করবে। আবার সে এ্যানকে ছেড়ে থাকতে পারবে না, বিশেষ করে তাদের সন্তানকে।

'আমি প্রতিজ্ঞা করলাম', গর্ডন বলল, যদিও সে জানে এটা মিথ্যে। এ্যান একটা বিরাট স্বস্তির সাথে কাঁদতে লাগলো, ও এসে চেয়ারে বসা গর্ডনের কোলে মাথা রাখল। গর্ডনের বড় করুণা ও সহানুভূতি হচ্ছিল। আবার যে কথাটা সে উচ্চারণ করল তাতে ওর ভয় হচ্ছিল। কারণ তার কাজ সম্বন্ধে তার বেশ ভাল ধারণাই আছে। এমেরিকায় গিয়ে এ্যানের একটু দেরী হবে তার প্রতারণা ধরে ফেলতে। কিন্তু একবার ধরতে পারলেই ও ইংল্যাণ্ডে চলে যাবে। তাদের দুজনার ভালবাসার মূল বেশ শক্ত। ব্যাপারটা এ্যান জানতে পারলে তাদের পরবর্তী জীবনটা পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ঘৃণায় ভরে যাবে। কিন্তু আর কিছু করার ছিল না। সে তার শক্ত ভারী চুলে হাত দিয়ে আদর করছিল। যা তাকে সব সময় উত্তেজিত করে। সে তার পরিশ্রমী কৃষক দেহও ভালবাসে। সে তার মুখটা তুলে ধরল যাতে সে তার অশ্রুসিক্ত মুখটায় একটা চুম্বন করতে পারে।

সে ভাবল তার আর কিছু করার ছিল না। যে চুম্বনটা এ্যানকে দিল ওটা বড় যন্ত্রণাদায়ক।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গোধূলীর সন্ধ্যায় নিউরেমবার্গের ধ্বংসস্তূপের বেশ একটা সৌন্দর্য্য আছে। এই ধ্বংসকে অনেক আগের ভূমিকম্প, বৃষ্টি রোদের প্রাকৃতিক ফল বলে মনে হয়। এর কিছু কিছু অংশ কালচে-লাল, যেন পৃথিবীর রক্তপাত হয়েছে এবং লাভা দিয়ে ঐসব স্তুপগুলো তৈরী হয়েছে।

লিও এর মধ্যে গাড়ী চালাতে চালাতে এই প্রথম একাকীত্বের একটা আনন্দ পেল। শহরতলীতে সে একটা ছোট চৌকো সাদা রঙের বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। বাড়ীটা পাশাপাশি অন্য বাড়ীগুলোর মত দেখতে। সে আশা করল প্রফেসার প্রস্তুত হয়ে আছেন। সে নিউরেমবার্গ ছেড়ে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। সে ট্রায়ালে তার সাক্ষ্য বেশ সততার সঙ্গে দিয়ে গেছে, গার্ড এবং কাপোদের বিরুদ্ধে। সে তার পুরোন বন্ধুদের সাথে দেখা করেছে। তাদের মুখে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রতিহিংসা পূরণের একটা আনন্দ দেখতে গিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যভাবে তার বন্ধুদের মধ্যে তার থাকতে ভাল লাগেনি, যেন তারা শিকার নয়, তারা সবাই এমন একটা লজ্জাকর অন্যায়ে অংশ গ্রহণ করেছে যাতে তারা এখন সবাই সমান দোষী ভাবছে। সে ভাবতে চেষ্টা করল, এই ভাবের কারণটা কি? কারণ হচ্ছে সে এমন বন্ধু চায় না যারা তার সেই আগের অপমানজনক জঘন্য জীবনের সঙ্গী ছিল। তাদের মুখগুলো আবার সেই অতীতের যন্ত্রণাকে ফিরিয়ে আনে। সে তার জীপের হর্ণ টিপল। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে দেখল প্রফেসরের ছোট্ট দেহটা ঘরের বাইরে এসে ফুটপাথ ধরে তার জীপের দিকে এগিয়ে আসছে। প্রফেসরের জন্য তার ছোট্ট একটা সারপ্রাইজ আছে। সেটা চেপে সে ভদ্র ভাবে বললে, 'আপনার ছেলের সাথে দেখা হল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখা হওয়াটা বেশ সুন্দর', প্রফেসর বললেন। তাঁকে অসুস্থ দেখাচ্ছিল; চোখের কোণে কালো রেখা, মুখটা রক্তশূন্য এবং গায়ের চামড়া প্রায় ধূসর।

লিও আস্তে আস্তে গাড়ী চালাচ্ছিল যাতে সে কথা বলতে পারে। মৃদু বাতাস

তার মুখে আরাম ছড়াচ্ছিল। পরে তাদের পূর্ণ গতিতে গাড়ী চালাতে হবে। রাতের তীব্র হাওয়ায় তারা আর কথা বলতে পারবে না। বাঁহাতে গাড়ীর হুইল ধরে সে ডান হাত দিয়ে তার কোর্টের পকেট থেকে সিগারেট বার করল। সে প্রফেসরকে একটা সিগারেট দিল। প্রফেসর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে হাতের আড়ালে লিওর কাঁধের উপর দিয়ে লিওর সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে তারপরে নিজেরটা ধরালেন। কয়েক টান দেওয়ার পর লিও বলল, 'আমি আপনার ছেলেকে জানি। আমার এক বন্ধু গত মাসে আপনার ছেলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে।' সে দেখল, যখন প্রফেসর তার সিগারেটটা তার মুখের কাছে নিলেন তার মাথাটা কাঁপল, কিন্তু তিনি কোন কথা বললেন না।

'যদি আমি আগে জানতাম তাহলে কোনদিন আপনাকে এখানে আনতাম না' লিও বলল, তারপরে ভাবল কেনই বা সে তাকে ব্রেমেনে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রফেসর উত্তেজিত হয়ে জীপের খোলা অংশ সজোরে আঁকড়ে ধরে বললেন, 'আমি চাইনি তুমি আমায় সাহায্য কর। আমি জানি ব্যাপারটা ঠিক নয়। কিন্তু মিডলটন বলল সে তোমায় সব কিছু বলেছে এবং তুমি বুঝেছ।'

'আপনার ছেলেকে কখন শাস্তি দেবে? সে নিষ্ঠুর ভাবে বলে লজ্জা পেল।

'কয়েক সপ্তাহের মধ্যে'—প্রফেসর বললেন।

তার হাত থেকে সিগারেটটা পড়ে গেল। তার হাত পাগুলো কাঁপছিল। 'এটাই আমাদের শেষ দেখা'—প্রফেসর থেমে থাকলেন করুণার জন্য যাতে লিও আর তাকে কোনকিছু প্রশ্ন না করে।

লিও কথা বলছিল না, তারা এবার গ্রামের দিকে চলে এসেছিল। ঘাসের সোঁদো গন্ধ তারা পাচ্ছিল। জীপটা আস্তে আস্তে চলছিল। সে বৃদ্ধের দিকে মাথা ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'একজন জার্মানকে মেরে ফেলার জন্য তার জার্মান কোর্টেই বিচার হয়েছে, ক্যাম্প গার্ড হিসেবে তার অপরাধের জন্য নয়। আপনি কোনদিন ভাবতে পারবেন না যে ঐ জিউগুলো আপনার ছেলেকে শাস্তি দিয়েছে। ঘৃণা কোনদিন আপনার সান্ত্বনা হতে পারবে না। আফশোষের ব্যাপার।'

প্রফেসর তার মাথা নীচু করে বললেন,—'আমি এমন কথা কোনদিন ভাবি না, আমি সত্যিই একজন শিক্ষিত লোক।'

'আপনার ছেলের মরা উচিত', লিও বলল, 'সে একজন রাক্ষস। কোন রাক্ষসকে যদি মারার দরকার হয় তবে তারই আগে মরা উচিত। জানেন, ও কি করেছিল? একটা জঘন্য লোক, পৃথিবীটা ওকে ছাড়া শান্তি পাবে। আমি বেশ পরিষ্কার চেতনা ও বিবেক নিয়ে বলছি। জানেন, ও কি করেছিল?' তার প্রচণ্ড ঘৃণার জন্য সে রাস্তার ধারে জীপ থামিয়ে উত্তরের জন্য পিছু ফিরল।

প্রফেসর কোন উত্তর দিলেন না। প্রফেসর তার হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়েছিলেন। তিনি যেন যতটা পারা নিজেকে যায় লুকিয়ে ফেলতে চাইছিলেন। তার সমস্ত দেহটা কাঁপছিল। কোন শব্দ হচ্ছিল না কিন্তু সমস্ত দেহটা সামনে পেছনে ভয়ঙ্কর ভাবে কাঁপছিল। যেন দেহটা মাথা থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

লিও অপেক্ষা করল কাঁপাটা থামার জন্যে। তারপরে করুণা ও সহানুভূতি তার মনে এসে ঘৃণাকে ধুইয়ে দিল।

সে এখন মনে মনে ভাবল, 'না, ঠিক করছি না।' তার মনে হল—তার বাবা—সেই কামানো মাথা, লম্বা চেহারা, কৃশ শরীর নিয়ে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছেন। লিও তার ইউনিফর্ম পরে বাবার দিয়ে এগিয়ে গেল। বাবা হঠাৎ থেমে বললেন, এখানে কি করছো? তার মনে হল টাইগারটেনে সে যখন স্কুলে পড়ছিল একবার তার বাবা গিয়ে বলেছিলেন, 'এখানে কি করছ?' এখন এখানে এই নির্জন রাস্তায়, চারদিকে কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে তার বাবা বন্দীদের লাল দাগ দেওয়া পোষাক পরে চোখে জল নিয়ে সেই একই কথা জিজ্ঞেস করছেন। লিও তার জীপে বসে দশ বছর আগে তার বাবার যন্ত্রনা দুঃখ-ভোগের কথা মনে করে ঐ বৃদ্ধের প্রতি ঘৃণা করতে আরম্ভ করল। এই লোকটা শিক্ষিত, সে কোনটা খারাপ কোনটা ভাল জানে—অথচ তার বাবাকে সাহায্য করেনি ভয় ও তার ভীরুতার জন্য। উষ্ণ বিছানায় ঘুমিয়েছে, ভাল খাবার খেয়েছে। কারুর জন্য কোন চিন্তা করেনি। ভাল টাকা কামিয়েছে। সে প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে দূরের বনানীর দিকে তাকাল। অন্ধকারে বনগুলোকে কালো দেওয়ালের মত মনে হচ্ছিল। সে ভাবল সেও জার্মানীতে থাকতে পারবে—জার্মানদের চরম ঘৃণা করেও নয়। এই বাস্টার্ড হৃদয়হীনগুলো তার স্বপ্নের তারুণ্যের দিনগুলোকে কেড়ে নিয়েছে। সে তার জীবনের কয়েকটা শ্রেষ্ঠ বছর কাটিয়েছে কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে। এরা তার হাতে এমন একটা দাগ পুড়িয়ে এঁকে দিয়েছে যেটা তার সাথে চির জীবন থাকবে। তার সমাধিতেও যাবে। এরা তার বাবাকে কষ্ট দিয়েছে, হত্যা করেছে।

তার মাকে তাড়িয়েছে। তার মা রাতের আঁধারে হাজার হাজার মাইল দূরে পালিয়েও বাঁচতে পারেননি। এদের নিষ্ঠুরতা তার মনে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল যে তিনি কোনদিন ঘুমোতে পারতেন না।

এখনও সে এই দেশে বাস করে এই সব লোকদের সাথে সে রাগে জ্বলে ওঠে না। সব কিছুতে আগুন ধরিয়ে দেয় না। এদের মেয়েদের সাথে শোয়, এদের বাচ্চাদের চকোলেট দেয়, এদের পুরুষদের সিগারেট দেয়, তাদের গ্রামের দিকে গাড়ী করে ঘোরায়।

এই প্রচণ্ড ঘৃণায় আবার লিওর করুণা ধুয়ে মুছে গেল। সে তার জীপটা বেশ জোরে চালাতে লাগল। ব্রেমেনে তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর জন্য। নিশ্চুপ বৃদ্ধ পেছনের সীটে তাল সামলানোর চেষ্টা করছিলেন।

ভোরের প্রথম আলোয় যখন সব কিছু অন্ধকার থেকে অস্বচ্ছভাবে জেগে উঠল, লিও এমেরিকানদের তৈরী কফি ও স্ন্যাকস বারের সামনে গাড়ী থামাল। সে প্রফেসরকে নিয়ে ভেতরে গিয়ে একটা লম্বা কাঠের বেঞ্চে গিয়ে বসল। কিছু জি-আই ট্রাক ড্রাইভার ঐ বেঞ্চে হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিল।

তারা তাদের প্রথম কাপ কপি খেল নিঃশব্দে। তারপর লিও যখন দ্বিতীয়বার তাদের কাপগুলো ভরে নিচ্ছে প্রফেসর আস্তে কথা বলতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু তার হাত কাঁপতে আরম্ভ করল। তিনি তাড়াতাড়ি কফি খাচ্ছিলেন।

'তুমি জান না লিও, একজন পিতার অনুভূতি কি—একজন বাবা অসহায়। আমি আমার ছেলের সবকিছু জানি,—সে সবকিছু আমার কাছে স্বীকার করেছে। ও যখন রাশিয়ান ফ্রণ্টে যুদ্ধ করছিল তখনও বীর ছিল। আমি তখন ওর ছুটির বন্দোবস্ত করি। কারণ ওর মা মারা যাচ্ছিল। তার সাহস ছিল, অনেক পুরস্কার পেয়েছিল—কিন্তু, সে আসেনি। সে লিখেছিল তার ছুটি বাতিল করা হয়েছিল। আসলে সে প্যারিসে চলে আসে স্ফূর্তি করার জন্য। পরে আমার কাছে সে স্বীকার করে। সে বলেছে যে তার মার জন্য তার কোন ভালবাসা নেই। এরপর থেকে ঐসব মারাত্মক কাজগুলো করতে আরম্ভ করে। কিন্তু'—প্রফেসর থামলেন। তারপর আবার আরম্ভ করলেন। 'এটা কি করে হয়, যে একজন ছেলে তার মার মৃত্যুর জন্য কাঁদে না, সে ইতিপূর্বে অস্বাভাবিক ছিল না। অন্য ছেলেদের মতই ছিল—বোধহয় আরও বেশী সুন্দর ও বুদ্ধিমান, আমি তাকে উদার হতে

শিখিয়েছিলাম। সবকিছু তার খেলার সাথীদের সাথে ভাগ করে নিতে শিখিয়েছিলাম। ভগবানকে ভক্তি করতে শিখিয়ে ছিলাম। তার মা ও আমি তাকে ভালবাসতাম, তবে তাকে অতিরিক্ত স্নেহে নষ্ট করিনি। সে বেশ ভাল ছেলে ছিল। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারি না ও এসব কাজ করতে পারে। কিন্তু ওয়ে আমার কাছে সবকিছু স্বীকার করেছে। সে আমাকে এইসব কথা বলল এবং গত রাতে আমার কোলে শুয়ে বলল, "আমি আনন্দের সাথে মরব, আমি আনন্দের সাথেই মরব।" আমরা সমস্ত সপ্তাহ ধরে আমাদের ফেলে আসা জীবন সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করলাম। কিন্তু গত রাতে ও এমন ভাবে কাঁদল, যেমন সে বাচ্চা বয়সে কাঁদত।'

প্রফেসর হঠাৎ থেমে গেলেন। লিও বুঝতে পারল তার মুখের বিদ্রোহীভাব ও করুণা তার কারণ।

এবার প্রফেসর শান্তভাবে যুক্তির সাথে ক্ষমা চাওয়ার স্বরে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। 'আমরা আমাদের জীবনের উপর দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে হেঁটে গেলাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। ও হঠাৎ রাক্ষস হয়ে গেল। তুমি যে বলেছিলে আমার ছেলে রাক্ষস, তুমি ঠিকই বলেছো। রাক্ষস ছাড়া আর কি—আর কি।' মুখে একটা মৃদু হাসি এল তার।

যন্ত্রণাপীড়িত রক্তহীন মুখে হাসিটা এত বীভৎস মনে হল যে লিও মাথাটা নামিয়ে ফেলতে বাধ্য হল।

এই হাসির সাথে সাথে বৃদ্ধ আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে এসব কথা বলছি কারণ তুমি শিকার হয়েছিলে। আমার ছেলে, আমিও—দুজনেই তোমাদের উপর আমরা অন্যায় করেছি। আর কি বলার আছে। ওটা একটা দুর্ঘটনা। যেন আমি একটা গাড়ী চালাতে চালাতে তোমাকে চাপা দিয়ে ফেলেছি। আমার ছেলেও হঠাৎ পাগল হয়ে একটা ভীষণ কিছু করে ফেলেছে। সে এই অসুখেই মারা যাবে। তবে এখনও আমি বিশ্বাস করি ও ভাল। ও নিশ্চয়ই

প্রফেসর আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বলে থামলেন, 'ভগবান ওকে দয়া করুন, ভগবান ওকে দয়া করুন।'

একজন জি-আই তার মাথাটা তুলে বলল, একটু চুপ করুন। প্রফেসর থেমে গেলেন।

লিও বলল, 'একটু ঘুমিয়ে নিন তারপর আমরা রওনা দেব। আগে একটা সিগারেট খেয়ে নিন।' সিগারেট খাওয়া শেষ করে দুজনেই মাথার নীচে হাতের বালিশে শুয়ে পড়ল। প্রফেসর লিওর আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন, লিও জেগে রইল।

সে মাথা উঁচু করে দেখল টেবিলের উপর কিছু বাদামী রঙের বাদাম ছড়িয়ে আছে, পাশে কালো কফি টেবিলের উপর ছড়ানো, আলোর পোকা কয়েকটা এসে ওতে আটকে গেছে, সে বৃদ্ধের জন্য কোন করুণা আনতে পারল না। তার নিজের ব্যথা তার রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল, তার মনে পড়ল তার মা ও বাবার প্রচণ্ড যন্ত্রণাভোগের কথা। অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখল, একটা ন্যায়নিষ্ঠ কড়া বিচারে পৃথিবীর পাপীরা শাস্তি পাচ্ছে, ওদের মেরে ফেলা হচ্ছে কিন্তু সেই মৃত্যু আবার নির্দোষ লোকদেরও গ্রাস করছে....কোন সমাধান ছিল না, কিন্তু সেই অর্ধাচ্ছন্ন চেতনায় সে দেখল—মেরে ফেলার আগে সেই লোকদের একটা ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। ওষুধটা সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। এরপর পরিপূর্ণ স্বপ্নে সে দেখল সে একটা বড় ছুঁচ নিয়ে কফির মধ্যে ডুবিয়ে ওখান থেকে একটা আলোর পোকা তুলে নিয়ে সেটা প্রফেসরের ঘাড়ে বিঁধিয়ে দিল। ছুঁচটা প্রফেসরের যেন গলার হাড় স্পর্শ করল। সে দেখল এবার ছুঁচটা খালি হয়ে গেছে। প্রফেসর তার দিকে মুখ তুলে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকালেন......

তারা ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে ব্রেমেনের দিকে তাদের দীর্ঘ যাত্রা শুরু করল। পথে কোন কথা হোল না। যখন বিকেলের সূর্য পশ্চিমাকাশের দিকে চলতে লাগল তারা ব্রেমেনে পৌঁছে গেল। লিও প্রফেসরের বাড়ীর সামনে গাড়ী থামাল।

লিও নামানোর পর তাড়াতাড়ি গাড়ীটা চালিয়ে দিল প্রফেসরের কৃতজ্ঞতা এড়ানোর জন্য।

তার শীত করছিল। অবসন্নতা থাকলেও ঘুম পাচ্ছিল না। সে জোরে গাড়ী চালিয়ে কার্ফারস্টেন এলীর দিকে চলল। সে ছায়াময় রাস্তাটায় এসে আস্তে গাড়ী চালাচ্ছিল, বিকেলের স্নিগ্ধ বাতাস তার মধ্যে আবার সতেজ ভাব ফিরিয়ে আনল। মসকার বাড়ীর সামনে এসে জীপটাকে রাস্তার একধারে নিয়ে গেল। সে গাড়ীটা থামাবার জন্য নিয়ে গাড়ীটাকে নিয়ে গেল একটা গাছের দিকে, কিন্তু সে যত

আস্তে ভেবেছিল ততটা আস্তে ছিল না গাড়ীর গতি। তাই সে একটু ধাক্কা খেল, একটু গালাগাল দিয়ে সে সিগরেট ধরাল এবং হর্ন তিনবার টিপল। সঙ্গে সঙ্গে জানালা খুলে গেল, কিন্তু সেখানে হেলার বদলে ফ্রাউ সওার্সের মাথা দেখা গেল। তিনি ওখান থেকে বললেন, 'মসকা বাড়ীতে নেই, হসপিটালে গেছে, বাচ্চাটা তাড়াতাড়ি এসে গেছে।'

লিও উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'ওর শরীর ভাল আছে তো ?'

'ভাল আছে'—ফ্রাউ সওার্স বললেন, 'ছেলে হয়েছে, সবকিছু ভালয় ভালয় হয়ে গেছে, মসকা ওখানে আছে।'

লিও আর কথা শোনবার অপেক্ষা না করে জীপ স্টার্ট দিল। জীপটাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালের দিকে নিয়ে চলল। রাস্তায় অফিসার্স ক্লাবে গিয়ে একটা জার্মান চাকরকে এক প্যাকেট সিগারেট দিয়ে গভীর আনন্দে একটা বিরাট ফুলের তোড়া নিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মসকাকে ইংগে বলল, বাইরের ফোনে তাকে কে ডাকছে। সে বাইরে গিয়ে রিসিভার তুলে বললো, হ্যালো। অপর প্রান্ত থেকে জার্মানবাসী একজন মহিলার গলা শোনা গেল—'মসকা, আমি ফ্রাউ সওর্যার্স বলছি, এক ঘণ্টা আগে তোমার স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বাচ্চা হয়েছে বোধহয়।'

মসকা থেমে এডি ও ইংগেকে দেখল তারা ফোনের কথা শুনেছে কিনা, ওরা ওদের ডেস্ক নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

'কিন্তু এখনও দু'সপ্তাহ বাকী', মসকা বলল। এডি ও ইংগে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'মনে হয় বাচ্চা হয়ে গেছে' ফ্রাউ সওর্যার্স বলছিলেন, 'তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পরে হেলার ব্যথা উঠল, আমি হসপিটালে জানালাম, ওরা এ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিয়েছিল।'

'ঠিক আছে'—মসকা বলল, 'আমি সোজা চলে যাচ্ছি।'

'তুমি যখন দেখবে তারপর আমাকে ফোনে জানাবে কি?' সওর্যার্স জিজ্ঞেস করলেন।

'ঠিক আছে', রিসিভারটা রাখবার আগে সে শুনতে পেল ফ্রাউ সওর্যার্স বলছেন, 'ও আমাকে বলে গেছে তোমায় চিন্তা করতে বারণ করতে।'

জীপ যখন এল এডি বলল, 'তুমি যদি পার রথস্কেলারে সাপারের সময় দেখা করো। যদি কিছু হয়ে থাকে ফোন করে জানিও।'

'কষ্ট হবে, ওর শরীর ভাল না', মসকা বলল।

'ও ভাল থাকবে' এডি বলল, 'বাচ্চা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, তারা কখনও আগে বা পরেও আসে। আমি সব জানি।' এডি হাত বাড়িয়ে মসকার মাথা নেড়ে দিয়ে বলল, 'ভাগ্য ভাল হোক।'

শহরের দিকে যেতে যেতে মসকা ভীষণ উদ্বিগ্ন হলো। হঠাৎ ভীষণ একটা ভয়ে সে পীড়িত ও শিহরিত হলো। সে ড্রাইভারকে আরও জোরে চালাতে বলল।

ড্রাইভার বলল 'আমাকে নিয়ম মেনে চলতে হয়।' মসকা তার অর্ধেক ভর্তি

সিগারেট প্যাকেটটা জার্মানটার কোলে ফেলে দিল। জীপটা সামনের দিকে লাফিয়ে উঠল।

শহরের হাসপাতাল—একটা লাল বাড়ী, ঘরগুলো এদিক ওদিক ছড়ানো, মাঝখানের মাথাটা গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে লোহার রেলিং দেওয়া লন। বেড়ার একধারে লোহার দরজা ছিল। প্রধান পথটা বিরাট একটা দরজা যার ভেতর দিয়ে গাড়ী ও মানুষ চলাচল করে। মসকার জীপ গেটের ভেতরে গিয়ে আস্তে আস্তে জার্মান মেয়ে পুরুষের ভেতর দিয়ে চলতে লাগল।

'মেটারনিটি ওয়ার্ড কোথায় খুঁজে বের কর' মসকা বলল। জীপটা থেমে গেল। ড্রাইভারটা মুখ বাড়িয়ে একজন নার্সকে জিজ্ঞেস করে জীপে আবার স্টার্ট দিল। মসকা পেছনে হেলান দিয়ে একটু আরাম করার চেষ্টা করল, যখন জীপটা হাসপাতালের ভেতরের রাস্তায় চলছিল।

এখানকার সব কিছু বিদেশী। তার চার দিকের পৃথিবী—জার্মান। কোন ইউনিফর্ম, বা কোন সামরিক গাড়ী দেখা যাচ্ছে না, শুধু তারটা ছাড়া। এখানকার লোকজন, পোষাক আষাক, চলাফেরা, কথাবার্তা, এখানকার আবহাওয়া পুরোপুরি বিদেশী, শত্রু ভাবাপন্ন। বেড়ার ধারে মেটারনিটি ওয়ার্ড।

মসকা ভিতরে গিয়ে দেখল একজন জার্মান বয়স্কা নার্স বসে আছে একটা ছোট অফিসে। দেওয়ালের ধারে এমেরিকান পোষাক ও জার্মান টুপি পরিহিত দুজন লোককে দেখল। ওরা এ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার।

'আমি হেলা ব্রোডাকে খুজছি, ও আজ সকালেই ভর্তি হয়েছে'—মসকা বলল। তিনি একটা রেকর্ডবুক দেখতে লাগলেন। মসকা অপেক্ষা করতে করতে ভাবল, নার্সটি বলবেন না এবং তার আশঙ্কাটা ঠিক হয়ে যাবে। নার্সটি মুখ তুলে হেসে বলল 'হাঁ৷ আছেন। দিচ্ছি, আমি খোঁজ এনে দিচ্ছি'। তিনি যখন ফোনে কথা বলছিলেন তখন এ্যাম্বুলেন্সের একজন ড্রাইভার এগিয়ে এসে হেসে বলল 'আমরাই আজ নিয়ে এলাম'। সে প্রত্যুত্তরে হাসল কিন্তু সে তাদের লক্ষ্য করল ওরা সিগারেটের প্রত্যাশা করছে। সে তার পকেটে হাত দিল কিন্তু সে শেষ প্যাকেটটা ড্রাইভারকে দিয়ে দিয়েছিল। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে নার্সের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

নার্স ফোনটা রেখে বললেন, 'ছেলে হয়েছে'।

মসকা অধীর ভাবে বলল, 'আমার স্ত্রী ভাল আছে তো'!

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই', নার্স উত্তর দিলেন, 'আপনি যদি দেখতে চান তাহলে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করুন। তিনি এখন ঘুমোচ্ছেন।'

'আমি অপেক্ষা করছি'। মসকা বাইরে গেল। আইভি লতার ছায়ায় একটা বেঞ্চে বসল।

সে কাছাকাছি একটা বাগান থেকে ভেসে আসা ফুলের গন্ধ পেল। বাইরে মধ্যাহ্নের সূর্য সবকিছু যেন পুড়িয়ে দিচ্ছিল। সাদা পোষাক পরা ডাক্তার ও নার্স এদিক ওদিক যাতায়াত করছিল— লাল বাড়ীটায় ঢুকছিলো বেরিয়ে আসছিল। বাতাসে নতুন জন্মানো পাখীর ছানা ও পোকামাকড়ের গন্ধ ছিল। সে একটা পরিপূর্ণ শান্তি ও স্বস্তি পেল যেন হাসপাতালের বেড়া বাইরের কোলাহল ও ধ্বংসের ধুলো আটকে রেখেছে।

এ্যাম্বুলেন্সের দুই ড্রাইভার বাইরে এসে তার পাশে বসল। বাস্টার্ডগুলো ছাড়তে চায় না, মসকা ভাবল। সে এখন নিজেই সিগারেটের জন্য হা-পিত্যেশ করছিল। মসকা হঠাৎ একজনকে জিজ্ঞেস করল 'আপনার কাছে সিগারেট আছে কি ?' তারা ভীষণ অবাক হয়ে গেল। মসকা হেসে বলল, 'আমার কাছে কোন সিগারেট নেই। আবার যখন আসবো তখন তোমাদের জন্য সিগারেট নিয়ে আসব।'

তার পাশে বসে থাকা লোকটা তার পকেট থেকে কালো একটা জার্মান সিগারেটের বাক্স বার করে মসকার দিকে বাড়িয়ে বলল, 'যদি আপনি সত্যি খেতে চান।'

মসকা প্রথমবার টেনেই কেসে ফেলল। ড্রাইভার দু'জন হেসে উঠল। কিন্তু ঐ প্রথম টানের পর বেশ ভালই লাগল। সে হেলান দিয়ে বসল। বিকেলের আলো তার মুখে পড়ল। তার অবসাদ লাগছিল।

'তোমরা যখন নিয়ে এলে ও কেমন ছিল ?' মসকা চোখ বুজে জিজ্ঞেস করল।

'খুব ভাল, সবাই যেমন থাকে'— যে তাকে সিগারেট দিয়েছিল সেই উত্তর দিল। তার মুখটা এমন যেন সে সব সময় হাসছে। 'ওঁর মত শত শত মহিলাকে নিয়ে এসেছি, কোন সমস্যা হয়নি।'

মসকা চোখ খুলে তার মুখের দিকে তাকাল 'খুব ভাল কাজ নয়, রোজই এই রকম মহিলাদের নিয়ে আসা, ওরা কাঁদে— চেঁচায়।' সে বুঝতে পারল তার গলায়

একটা রাগের ভাব, কারণ ওরা দুজন হেলাকে অসহায় অবস্থায় দেখেছে, তাদের হাতে হেলা কিছু সময়ের জন্য সহায়হীন অবস্থায় ছিল।

সেই একই ড্রাইভার উত্তর দিল, যারা চেঁচাতে পারে এমন লোককে নিয়ে আসা ভাল। যুদ্ধের সময় আমাকে মৃতদেহ নিয়ে যেতে হোত। শীতের দেহগুলো শক্ত হয়ে যেত। খুব সাবধানে ওদের প্যাক করতে হোত। মৃতদের হাতের মধ্যে হাত গলিয়ে ওদের এমন ভাবে সাজাতে হোত যাতে বেশী কিছু দেহ একসঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়।

অন্য ড্রাইভারটা উঠে বাড়ীটার মধ্যে চলে গেল। 'সে এসব গল্প শুনেছে', জার্মানটা বলছিল, 'ও জার্মান বিমান বাহিনীতে ছিল। এক ক্যান নোংরা খালি করার পর ওরা কয়েক সপ্তাহ দুঃস্বপ্ন দেখতো। যাহোক, আমি যা বলছিলাম। গরমকালে বীভৎস ব্যাপার হোত। যুদ্ধের আগে আমি ফল প্যাক করতাম, তাই বোধহয় আমাকে ওরা সমাধিক্ষেত্রে কাজ দিয়েছিল। আমি কমলালেবু প্যাক করতাম, কিছু কিছু কমলালেবু পচা থাকতো, কমলালেবুগুলো আমদানী করা হোত, তাই সেগুলোকে আবার প্যাক করতে হোত। খারাপ কমলালেবুগুলোকে একটা ছোট বাক্সে নিংড়ে নিতাম বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য। গরম কালে মৃতদেহ নিয়ে ঐ রকম করতে হোত। দেহগুলো পচে ফুলে উঠত। দেহগুলোকে চালা দিয়ে গাদা করতে হত। গাড়ীটা একটা বিরাট আবর্জনার স্তূপ মনে হত। তাই এই কাজটাই ভাল অন্য লোকগুলো গ্রীষ্মে হোক বা শীতে বিশেষ কথা বলে না।' সে মসকার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

মসকা ভাবল, বাস্টাড টা কেমন? লোকটাকে বেশ পছন্দ হল। লোকটার দয়ার শরীর।

'আমি কথবার্তা পছন্দ করি', সে বলতে লাগল, 'তাই মিলিটারীতে কাজ করতে ভাল লাগে না। এখানে বেশ ভাল লাগে। আমি মেয়েদের পাশে বসে থাকি। ওরা চেঁচায়, আমি বলি একটু পরে চেঁচিও, কেউ শুনতে পাবে না। যখন কেউ কাঁদতো তোমার স্ত্রী যেমন কাঁদছিল—তখন আমি বলতাম কাঁদো, কাঁদলে ভাল হবে। যার ছেলেপুলে থাকে তাকে অনেক কান্না শুনতে হয়, আমি একটু ঠাট্টা করতাম। আমি সব সময় একই কথা বলতাম না, আমি ভেবে চিন্তে সব সময় নতুন কথা বলতাম, তবে কথাগুলো প্রায় সত্যি হোত। আমি বেশী কথা বলতাম না, যা দু-একটা কথা বলতাম যাতে তারা একাকীত্ব অনুভব না করে, যেন আমি তাদের স্বামী।

মসকা তার চোখ বন্ধ করল। 'আমার স্ত্রী কাঁদছিল কেন?' সে জিজ্ঞেস করল।

'ব্যাপারটা বড় যন্ত্রণাদায়ক'। লোকটা মুখে যন্ত্রণার ভাব ফোটাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার মুখটা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল, মুখটায় শুধু হাসির ভাব ফুটে উঠল। 'প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাঁদছিল, কিন্তু পরে আর যন্ত্রণা থাকে না, এখন তাকে তুমি হাসিখুশী দেখতে পাবে। আমি তখন ভেবেছিলাম, ওঁর স্বামী বেশ খুশী। আমি ওঁকে কিছু বলিনি, কি বলব ভেবেই পাইনি। আমি তার মুখটা ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিলাম, কারণ উনি ঘামছিলেন, তিনি অনেক চেঁচিয়েছিলেন, কিন্তু উনি যখন এ্যাম্বুলেন্সের থেকে নামলেন তখন আমার দিকে হেসেছিলেন। তিনি বেশ ভাল, আমি কিছু বলতে পারিনি।'

জানালায় ঠকঠক আওয়াজে ড্রাইভার ঘুরে তাকাল, নার্স ওকে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করছিল। জার্মানটা চলে গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা দুজনেই বেরিয়ে এল। ড্রাইভারটা মসকার করমর্দন করে বলল, 'তোমার ভাগ্য ভাল হোক, পরের বার আমাদের জন্য সিগারেট আনতে ভুলবে না।' ওরা এ্যাম্বুলেন্সে উঠে ধীরে ধীরে প্রধান দরজার দিকে ড্রাইভ করে চলে গেল।

মসকা তার চোখ বন্ধ করে পেছনে হেলান দিল। জুনের সূর্যালোকে তার ঝিমুনি আসছিল। তার মনে হ'ল সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে, এমনকি স্বপ্নও দেখেছে, যখন সে জাগল, তার পেছনে জানালায় একটা শব্দ শুনে পেছনে ফিরে তাকাল। একজন নার্স তাকে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করছিলেন।

নার্সটি তাকে কত তলায় কত নাম্বার ঘরে বলে দিলেন। মসকা একসাথে দুটো করে সিঁড়ি ভাঙছিল। যখন সে ঘরে এল তখন একটা বিরাট টেবিলে কুড়িটা সাদা বাণ্ডিল দেখতে পেল, যেখান থেকে খুব চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছিল। এদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই ওর, সে এক মুহূর্ত দাঁড়াল, একজন নার্স এসে হুইল টেবিলটাকে ঠেলে নিয়ে চলল। নার্সটা বলে গেল, 'আপনি ভেতরে যেতে পারেন।'

সে সামনে একটা বিরাট ঘরে দরজা ঠেলে ঢুকল, ঘরটার দেওয়াল সবুজ। সেখানে ছটা উঁচু বিছানা ছিল, কিন্তু তার কোনটায় হেলা ছিল না, তারপরে সে একটা কোনে একটা নীচু বিছানা দেখতে পেল। বিছানাটা এত নীচু যে প্রায় মেঝের সমান।

হেলা শুয়েছিল, তার চোখদুটো খোলা। তাকে যতদিন সে দেখছে, সবদিনের চেয়ে সুন্দর লাগছিল। তার ঠোঁটগুলো কালচে হয়ে গেছিল। মুখটা সাদা রক্ত হীন, গালের দুটো লাল দাগ ছাড়া, তার চোখদুটো উজ্জ্বল, তার নিষ্প্রাণ দেহটা ছাড়া বোঝাই যায় না কয়েক ঘণ্টা আগে তার বাচ্চা হয়েছে। ঘরের অন্য মেয়েদের সম্বন্ধে সচেতন থেকে সে নীচু হয়ে হেলাকে চুমু খেল তার গালে। কিন্তু হেলা তার মাথাটা বেঁকাল যাতে সে তার ঠোঁটে চুমু খেতে পারে। 'তুমি সুখী হয়েছ?' সে চুপিচুপি বলল। তার গলাটা খসখসে লাগছিল, যেন তার প্রচণ্ড ঠাণ্ডা গেছে। মসকা হেসে মাথা হেলাল।

'বাচ্চাটা খুব সুন্দর, খুব চুল আছে, ঠিক তোমার মত'—সে আস্তে আস্তে বলল।

মসকা কি বলবে ভেবে না পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, ব্যাপারটা হেলাকে এত সুখী করছে কি করে? অথচ তার তো বিশেষ কোন অনুভূতি হচ্ছে না।

একজন নার্স ভেতরে এসে বললো, আর না, আপনি কালকে ভিজিটিং আওয়ার্সে আসতে পারেন।' মসকা নীচু হয়ে বলল, 'আমি কালকে আসব, ঠিক আছে?' হেলা তার মাথাটা সামান্য উঁচু করল চুম্বন গ্রহণ করার জন্য।

বাইরে এসে নার্স জিজ্ঞেস করল, সে বাচ্চাকে দেখতে চায় কি-না। মসকা নার্সকে লম্বা করিডোরে অনুসরণ করল। করিডোরের শেষে একটা কাঁচের দেওয়ালের কাছে তারা এল। ওখানে কিছু লোক তাদের বাচ্চা দেখছিল, একজন বেঁটে নার্স বাচ্চাকে তুলে নিয়ে এসে দেখাচ্ছিল। নার্সটি তার কাজ বেশ উপভোগ করে নিশ্চয়ই। নতুন পিতাদের আনন্দ মুখর মুখ দেখতে পায়। কাঁচের দেওয়ালে একটা ছোট্ট জানালা খুলে নার্সটি বলল 'ব্রডার ছেলে'। ভেতরের নার্সটা একটা ঘরে অদৃশ্য হোল, তারপরে একটা সাদা বাণ্ডিল নিয়ে ফিরে এল। সে বাচ্চার মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে গর্বের সাথে দাঁড়িয়ে থাকল।

বাচ্চাটার কুশ্রীতায় মসকা আঘাত পেল। সে এই প্রথমবার কোন সদ্য জন্মানো বাচ্চাকে দেখল। মুখটা রেখাময়, কালো চোখ দুটো প্রায় বোজা, সামান্য খোলা চোখ দিয়ে একটা কেমন খারাপ দৃষ্টিতে নতুন পৃথিবীটাকে দেখছিল। তার মাথায় নোংরা লোমের মত একগাদা কালো চুল। যাতে তাকে কেমন পশু পশু ভাব এনেদিয়েছিল।

মসকার পাশে একজন জার্মান ভদ্রলোক কাচের পেছনে তার বাচ্চাকে দেখে ভীষণ আনন্দ করছিলেন। মসকা স্বস্তি পেল কারণ ঐ ভদ্রলোকের বাচ্চাটা ঠিক তার বাচ্চার মত। ঐ ভদ্রলোক ভীষণ আনন্দে মুখ দিয়ে অর্থহীন শব্দ করছিলেন। বলছিলেন 'আহা কি সুন্দর বাচ্চা, খুব সুন্দর'। তিনি নানান অঙ্গভঙ্গী করে বাচ্চাটার কাছ থেকে কিছু প্রত্যুত্তর আশা করছিলেন। মসকা উৎসুক হয়ে ব্যাপারটা দেখল, তারপর নিজের বাচ্চার দিকে তাকাল, কিছু আবেগ অনুভূতি আনার চেষ্টা করে নার্সকে বাচ্চা নিয়ে যেতে বলল।

নার্সটা তার দিকে রাগ করে দীর্ঘ দৃষ্টিতে দেখল, সে অপেক্ষা করেছিল মসকার ভাবান্তর দেখার জন্য।

মসকা সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে হাসপাতালের বাইরের গেটের দিকে চলল। সে দেখল জার্মান মেয়ে পুরুষদের ভেতর দিয়ে লিও আস্তে আস্তে গাড়ী চালিয়ে আসছে।

মসকা তার গতি রুদ্ধ করে লাফিয়ে গাড়ীর হুডের উপর উঠে উইণ্ডশিল্ড অতিক্রম করে সীটে চলে গেল। সে দেখল লিওর কোলে বিরাট ফুলের তোড়া, ফুলের গন্ধ এসে যখন তার নাকে লাগল, তার সমস্ত উত্তেজনা কাটিয়ে মসকা ভীষণ সুখ অনুভব করতে লাগল।

শেষে তারা যখন রথস্কেলারে পৌছল তখন এডি বেশ টেনে ফেলেছিল। সে বলল, 'এই শুয়োর তুমি ফোন করনি কেন? আমি ইংগেকে হাসপাতালে ফোন করতে বললাম। হসপিটাল আমাদের খবরটা জানাল। তারপর যখন তোমার ল্যাণ্ডলেডী ফোন করলেন আমি তাকে খবরটা দিলাম।'

'হা ভগবান, আমি ভুলে গেছিলাম' মসকা একটা বোকার হাসি হেসে বলল।

এডি মসকার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'অভিনন্দন, আজ রাতে আমরা সেলিব্রেট করব।' তারা খাওয়ার পরে বারের একটা টেবিলে গিয়ে বসল। 'আমরা কি পানীয় কিনবো, না ওয়ান্টার কিনবে?'—লিও জিজ্ঞেস করল, যেন ব্যাপারটা অত্যন্ত

এডি খুশী গলায় বলে উঠল, 'আজ রাতে আমি সব খরচ করবো। যদি আমি মসকাকে ঠিক মত বুঝে থাকি তবে ও একটা সিগারও খরচা করবে না, দেখ তার মুখটা কি করুণ।'

'ও-যীশু !' মসকা বলল, 'আমি কি ভাবে বিরাট বাবার মত অভিনয় করব বলত। আমাদের বিয়ে পর্যন্ত হয়নি। ওখানে ওরা বাচ্চাটাকে হেলার পদবীতেই ডাকছিল। ব্যাপারটা হাস্যকর। আমি ভাবছি বিয়ের জন্য কাগজপত্র জমা দেব।'

'আমাদের দেখতে দাও', এডি বলল, 'তিন মাস অপেক্ষা কর। বিয়ে করার একমাস পরেই তোমাকে স্টেটসে ফিরে যেতে হবে। তুমি কি আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে চাও ?'

মসকা ব্যাপারটা ভাবল। 'আমি ভাবছি আমি কাগজপত্রগুলো কিছুদিন জমা দেব না, তবে আমি সব সময় সবকিছু ঠিকঠাক করে রাখব। যদি কাজে লাগে।'

'তুমি তা করতে পার, কিন্তু তোমাকে তো স্টেটসে ফিরে যেতে হবেই, বিশেষ করে যখন মিডলটনরা চলে গেছে তখন তোমার স্ত্রীর জন্য বাচ্চার জন্য ঠিকমত খাবার দিতে পারবে না।' এডি মসকার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি সত্যিই কাগজপত্র প্রস্তুত করতে চাও ও স্টেটসে ফিরে যেতে চাও ?'

মসকা লিওকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি হল, কিছু ঠিক করলে ? এমেরিকায় না প্যালেস্টাইনে ?'

'আমার বেশ ভালই কাটছে' - সে প্রফেসরের কথা ভাবল, 'তবে তাড়াতাড়ি আমায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'তুমি আমার সাথে চল', মসকা বলল, 'তুমি ঠিক মত সেট না হওয়া পর্যন্ত আমার ও হেলার সাথে থাকবে। অর্থাৎ, আমি যদি নিজেই একটা কাজ পেয়ে যাই।'

এডি উৎসুক হয়ে বলল, 'তুমি স্টেটসে ফিরে গিয়ে কি করবে ?'

'আমি জানি না', মসকা বলল, 'আমি বোধ হয় স্কুলে ভর্তি হয়ে যাব। আমি একেবারে মূর্খ। আমি হাইস্কুল থেকে সোজা আর্মিতে ভর্তি হই।' সে তাদের দিকে হেসে বলল, 'আমি খুব খারাপ ছাত্র ছিলাম না, আমাকে আর্মি চলে আসতে হয়। এবার আমি শিক্ষা পেতে চাই।' সে একটু থেমে ভাবল কি ভাবে সে তার মনের ভাব প্রকাশ করবে। তারপরে আরম্ভ করল 'আমি এক এক সময় ভাবি আমার চারদিকের সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি কিন্তু আমি ঠিক জানি না কার বিরুদ্ধে লড়ব। আমি কিছু একটা করতে চাই কিন্তু আমায় করতে দেওয়া হয় না। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি একজন ক্রাউটকে বিয়ে করতে পারি না — আমি জানি

আমি কেন ব্যাপারটায় এত কড়াকড়ি। ঠিক আছে গুলি মারো।' সে আর এক চুমুক দিলো।

'জানো', বাচ্চা বয়সে আমি সবাইকে খুব ভাল ভাবতাম, আমার কতকগুলো নির্দিষ্ট ধারণা ছিল, এখন তাদের মনেও করতে পারি না। রাস্তার মারামারিতে আমি সব সময়ে ফিল্মের হীরোর মত মারামারি করতাম। আমার প্রতিপক্ষ যখন পড়ে যেতো বা ভারসাম্য হারাত তখন আমি তাদের আঘাত করতাম না। এখন মনে হয় আমার সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগের জীবনটা কোনদিন বাস্তব ছিল না। যেমন তোমরা এখনো ভাবতে পারো না যে যুদ্ধ থেমে যাবে। আমাদের জাপানে যুদ্ধ করতে যেতে হবে। পরে হয়ত রাশিয়ার সাথেও করতে হতে পারে। তারও পরে মঙ্গলগ্রহের লোকদের সাথে। যুদ্ধ ওরা থামাবে না। সবসময় নতুন কারুর সাথে যুদ্ধ বাধবে। তুমি বাড়ী যেতে পারবে না। এই প্রথমবার আমার মনে হচ্ছে সব কিছুর শেষ হয়েছে, আমি আমার আগের স্বপ্নের জীবনে ফিরে যাব। আবার স্কুল থেকে শুরু করব।'

লিও আর এডি অস্বস্তি বোধ করছিল। এই প্রথম মসকা তার অনুভূতির চিন্তাভাবনার দরজা খুলে দিল। ওরা ভীষণ অবাক হয়ে দেখল, এই আপাত-কঠিন, প্রায় নিষ্ঠুর রোগা শরীরটার ভেতরে একটা বাচ্চার মন লুকিয়ে আছে। লিও বলল, 'ঘাবড়িও না ওয়াল্টার, তুমি তাহলে এবার থেকে বৌ-ছেলে নিয়ে একটা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।'

'তুমি কি ঘোড়ার ডিম জানো?'—এডি পানোন্মত্ত রাগে বলল, 'আট বছর কনসেনট্রেসান ক্যাম্পের মধ্যে ছিলে। তুমি কি জানো?'

লিও শান্ত ঘৃণার স্বরে বলল, 'আমি একটা কথা জানি। তুমি কোনদিন এখান থেকে যাবে না।' এডিকে কথাটা অবাক করল।

'তুমি ঠিক বলেছ' সে বলল, 'আমি আমার স্ত্রীকে লিখেছি ছেলেপুলে নিয়ে এখানে চলে আসতে। আমি এই মহাদেশ ছাড়ছি না। বৌটা ঝামেলা করছে।'

লিও মসকাকে বলল, 'হতে পারে—আমি তোমার সাথে যেতে পারি। আবার ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে, আমি এখানে চিরকাল থাকব। আমরা দুজনে ব্যবসায় নামতে পারি ব্ল্যাক মার্কেটের লাভ ছাড়া। তুমি স্কুলেও যেতে পারবে। কেমন হবে?'

'ঠিক', এডি বলল, 'ওয়ান্টার, তুমিঃ লিওর সাথে ব্যবসা কর, কোনদিন ঠকবে না।' সে তাদের দিকে হাসল। কিন্তু কথাটার জন্য ওদের দুজনের মুখে কোন ভাবান্তর দেখল না। ওরা বোধহয় কথাটার মানে বুঝতে পারে নি, অথবা তার জড়ানো গলায় উচ্চারিত কথাগুলো ওদের বোধগম্য হয়নি, অথবা সম্ভবত ওরা ওকে বিশ্বাস করে বলে। এডি লজ্জিত হল। সে বলল, 'তোমরা স্বপ্ন দেখছ।' তার রাগ হল কারণ ওরা তাকে বাইরে রেখে নিজেরা পরিকল্পনা করছে। ধরে নিচ্ছে এডি কোনদিন এদেশ ছেড়ে যাবে না। হঠাৎ সে দুজনের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। লিও বাস্তব জীবনে প্রায় নির্দোষ। এবং মসকার উদাসীন মুখের তলায় সে দেখল একটা অন্তহীন সংগ্রাম, সে সংগ্রাম পৃথিবীতে থাকার সংগ্রাম একটা সরু সুতো আশ্রয় করে। সে এবার তার মত্ততার মধ্যে নিজের জন্য একটা প্রচণ্ড দুঃখ অনুভব করল। লিও ও মসকার বিস্ময় উৎপন্ন করে সে টেবিলে মাথা রেখে কাঁদতে আরম্ভ করল। তারপরে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উলফ তার বেঁটে মোটা দেহটা বেসমেণ্টের সিঁড়িতে এনে সহজ করল, গ্রীষ্মের রোদের বাইরে এসে খুশী হল। একমাস ছুটির পর তাকে প্রচুর কাজ করতে হচ্ছে। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে গেছিল ব্যাভেরিয়ায় তার বোনের সাথে দেখা করার জন্য। বোনেরা স্টেটসে চলে যাচ্ছে। সে সোজা রান্নাঘরে চলে গেল যেখানে উরশুলা রান্না করছিল।

'ওদের ছেলে হয়েছে', সে বলল।

উরশুলা ফিরে খুশী হয়ে বলল, 'খুব ভাল হয়েছে, না ? মেয়েটা যা চেয়েছিল পেয়েছে। সে কি এখনও হসপিটাল থেকে আসেনি ? আমি দেখতে যাব।'

'আমার চলে যাওয়ার ঠিক পরের দিন হয়েছে' উলফ বলল, 'বাচ্চাটা আগেই এসে গেছে। তাই ওকে তিন সপ্তাহ ধরে থাকতে হবে।' সে ভাবল, তারা খুব কমই একে অপরকে চেনে তবুও উরশুলা সুখী। বাচ্চার কথা শুনলেই ও খুব আনন্দিত হয়। সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে ও নিজের একটা বাচ্চা চায়।

'আমাদের বিয়ের কাগজপত্র সম্বন্ধে কিছু শুনেছ কি ?' উরশুলা জিজ্ঞেস করল।

'ওগুলো ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আসেনি'—উলফ মিথ্যে উত্তর দিল। কাগজপত্রগুলো এয়ারবেসে তার টেবিলের ড্রয়ারে আছে। কাগজপত্র ঠিক হয়ে গেছে শুনলে ও বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করবে। এই বিয়ের ত্রিশ দিনের মধ্যে জার্মানী ছেড়ে চলে যেতে হবে। সে আরও কয়েক মাস থেকে কয়েকটা কাজ সেরে ফেলতে চায়।

উরশুলার বাবা পেছন থেকে বললেন, 'আরে উলফগং, এতক্ষণ পরে এলে ?' উলফ ফিরে তাকাল। 'তোমার একটা খবর আছে, হনি নামে এক বন্ধুর সাথে তুমি এক্ষুণি যোগাযোগ কর।'

বাবা এইমাত্র স্টোররুম থেকে এলেন, কারণ তিনি একখানা বৃহৎ হাম টেবিলের উপর রাখলেন। তিনি একটা বাঁকানো ছুরি নিয়ে ওটা কাটতে লাগলেন। স্লাইস করে ওগুলোকে আলুর সাথে ভাজার জন্য।

একটা কথা উলফ ভাবল বিরক্তভাবে। বৃদ্ধ সব সময় বাড়ীর চারদিকে ঘুরে বেড়ান, কাজ করেন। সে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কি কোন কথা বলেছে ?'

'না', উরশুলার বাবা উত্তর দিলেন, কিন্তু তিনি বারে বারে বলে দিলেন ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

উলফ ঘরে গিয়ে ফোন ডায়াল করল। যখন ও প্রান্তে কেউ রিসিভার তুলে 'হেলো' বলল তখন উলফ বুঝতে পারল হনিই ফোন ধরেছে। সে বলল— 'উলফ বলছি।'

হনির গলা বেশ উত্তেজিত। উত্তেজনার বশে মেয়েদের মত গলা শোনাল। 'উলফ, তাড়াতাড়ি ফোন করে বেশ ভাল করেছ। তুমি শীতকালে যে কনটাক্টের কথা বলছিলে, এখন পেয়ে গেছি।'

'তুমি কি নিশ্চিত ?' উলফ জিজ্ঞেস করল।

হনির গলা নীচু ও সাবধান হল, 'আমি অনেক প্রমান পেয়েছি। সেই জন্যই আমি বলছি।' সে প্রমান কথাটার উপর জোর দিল।

'খুব ভাল' উলফ বলল, 'আমি এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার ওখানে চলে যাব। আমি কি ওকে তোমার ওখানে পাব ?'

'দু-ঘণ্টায়'—হনি বলল।

'ঠিক আছে'। উলফ ফোন রাখল। তাড়াতাড়ি উরশুলাকে বলল যে সে সাপার খাবে না, তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। সে উরশুলার বিস্ময় ও হতাশার শব্দ দরজা বন্ধ করার আগে শুনতে পেল, সে তাড়াতাড়ি রাস্তায় হাঁটতে লাগল। রাস্তায় একটা গাড়ী পেয়ে সে উঠে বসে তাড়াতাড়ি চালাতে বলল।

উলফ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কয়েক মাস ধরে ব্যাপারটার কথা সে ভুলেই গেছিল, এখন সবকিছু তার মুখের সামনে হঠাৎ এসে পড়েছে। বিয়ের কাগজপত্র ঠিক হয়ে গেছে। প্লেনের টিকিট সে পেয়ে যাবে। সরকারী ট্রান্সপোর্টকে গুলি মারো। এটা বৃদ্ধের আওতার বাইরে। উরশুলা ও তার বাবা বারে বারে তাকে উত্যক্ত করছে বৃদ্ধকে স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে প্রায় তাদের মুখের উপর হেসেছে। কিন্তু মেয়েদের কাছে মাঝে মাঝে মিথ্যে কথা বলেছে, যে সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। বৃদ্ধ মাঝে ব্ল্যাকমার্কেটে প্রতারণা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বেচারাকে কয়েকমাস হাসপাতালে কাটাতে হয়। তারপর বাড়ী ফিরে বেশী

বাড়ী থেকে বেরোন না। ক্ষিদেটা যেন প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। কুড়ি পাউণ্ড হ্যাম এক সপ্তাহেরও কম সময়ে, তিনটে কি চারটে গেড়ি হাঁস একবার খাওয়াতেই এবং প্রায় একটা হাঁস রবিবারের ডিনারে তিনি খেয়ে ফেলছেন। তিনি নিশ্চিয়ই দু'মাসে গোটা চল্লিশেক পাউণ্ড ওজন বাড়িয়ে নিয়েছেন। তাঁর চামড়ার রেখাগুলো মিলিয়ে গিয়ে সেখানে শূকরের চর্বি গজিয়েছে। বৃদ্ধের স্যুট থেকে তার নতুন নধর পেটটি বেরিয়ে পড়ে।

তিনিই বোধ হয় ব্রেমেনের একমাত্র মোটা ক্রাউট, বোধ হয় জার্মানীর সব থেকে মোটা লোক। জঘন্য মাংসভুক, ভগবান—তিনদিনে কুড়ি পাউণ্ড হ্যাম।

কারফারস্টেন এলীর কাছে এসে উলফ লাফিয়ে গাড়ী থেকে নামল। এবার সে মসকার বাড়ীর দিকে এগোতে লাগল। যদিও সূর্য নেমে গেছিল তবু রোদে তখনও তেজ ছিল তাই উলফ গাছের ছায়ায় হাঁটছিল। সে আশা করল মসকা বাড়ীতে আছে। যদি বাড়ীতে না থাকে তবে রথস্কেলারে বা ক্লাবে গিয়ে খুঁজে নেওয়ার মত সময় আছে এখনও। ফোনের দরকার নেই।

উলফ বাড়ীটায় ঢুকে উপরে উঠে দরজায় কড়া নাড়াল। মসকা দরজা খুলল, সে মাত্র একটা সান-টান ট্রাউজার, একটা টি-সার্ট পরে ছিল। পা খালি ছিল, হাতে পি-এক্স বীয়ারের বোতল।

'ভেতরে এসো উলফ'। তারা হলঘরের ভেতর দিয়ে বসার ঘরে গেল। ফ্রাউ সণ্ডার্স এক কোনে একটা সোফায় বসে একটা ম্যাগাজীন পড়ছিলেন। হেলা সেই ক্রীম রঙা বাচ্চার গাড়ীটা দোলাচ্ছিল, গাড়ীটা এখন বাচ্চার বিছানার কাজ দিচ্ছে। বাচ্চাটা কাঁদছিল।

উলফ হেলাকে 'হেলো' বলে বাচ্চাটাকে দেখল। যদিও সে অধৈর্য্য হচ্ছিল তবুও বাচ্চার সৌন্দর্য্য নিয়ে প্রশংসা করল। তারপর মসকাকে বলল, 'ওয়াল্টার তোমাকে কি একমিনিট একা পেতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই'। এখনও মসকা বীয়ারের ক্যানটা ধরে ছিল। সে উলফকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেল।

'শোন ওয়াল্টার', উলফ উত্তেজিত ভাবে বলল, 'অবশেষে সেই স্ক্রীপের কনটাক্ট এসেছে। এখন আমাদের সেই লোকের সাথে দেখা করে সমস্ত খুঁটিনাটি ঠিক করে নিতে হবে। আমি চাই তুমি আমার সাথে চল যাতে সবকিছু তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। ঠিক আছে ?'

মসকা এক চুমুক বীয়ার খেল। পাশের ঘরে হেলা ও ফ্রাউ সগুর্স এর মধ্যে কথাবার্তার শব্দ ও মাঝে মাঝে বাচ্চার কান্নার শব্দ ভেসে আসছিল। সে বিস্মিত হল। ব্যাপারটা তার কাছে আর ভাল লাগছে না। ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা সে অনেকদিন আগে শেষ করে দিয়েছে।

'ও কাজে আমি আর যাব না', মসকা বলল, 'তুমি একজন নতুন পার্টনার খুঁজে নাও।'

উলফ ইতিমধ্যেই শোওয়ার ঘরের দরজার দিকে চলে গেছিল। মসকার কথাটা তাকে একেবারে হতবাক করে দিল। সে মসকার সামনে তার সাদা রাগী, ও অবিশ্বাসী মুখটা ঘুরিয়ে দাঁড়াল।

'এটা কি রকম কথা হোল ওয়াল্টার', সে বলল, 'সারা শীতটা আমরা মাথা খুঁড়ে মরলাম। আর যখন সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে তুমি পেছিয়ে যাচ্ছ। এটা ভাল নয়, ওয়াল্টার—এটা হতে পারে না।'

মসকা উলফের রাগ ও উত্তেজনায় হাসল। পেছিয়ে যাওয়ার লজ্জা এড়াতে এটা তার একটা অজুহাত। সে জানে, সে উলফের সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। তবে উলফ যে কঠোর হয়ে উঠছে তাতে মসকা আনন্দিত হচ্ছিল।

'কেন?' উলফ বলল, 'আমরা তো দুবৃর্ত্ত নই। এটা একটা ব্যবসা। ছ'মাস আগেই হয়ত ব্যাপারটা চুকে যেত। এবার আমরা একটা লোক পেয়েছি। ছাড়ব কেন? আমার বিয়ের কাগজপত্র সব প্রস্তুত। আমি বিয়ে করব। আমার অনেক টাকার দারকার।'

উলফ তার প্রবল রাগটা চেপে যুক্তি দেখিয়ে বলল—'দেখ, ওয়াল্টার তুমি তিন চার মাসের মধ্যে স্টেটসে ফিরে যাচ্ছ। তুমি যখন এখানে ছিলে তখন হয়ত হাজার খানেক বাক জমিয়ে ব্ল্যাক মার্কেট থেকে তুমি আরও হাজার খানেক জমিয়েছ। ঐ হাজার টাকা কামাতে আমিই তোমাকে সাহায্য করেছি, ওয়াল্টার। স্টেটসে তোমাকে ঘর নিতে হবে, চাকরীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে, তোমার অনেক টাকার দরকার।' তারপর গলায় আহত হওয়ার একটা স্বর এনে ব্যগ্র ভাবে বলল, 'তুমি আমার সাথে ভাল ব্যবহার করছ না—ওয়াল্টার। আমি অভাবে পড়ে যাব। আমি আবার নতুন পার্টনার কোথায় খুঁজে বের করব। আমার একজন বিশ্বাসী লোকের দরকার। চলে এসো ওয়াল্টার, খুব সহজ। পুলিস সম্বন্ধে তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নেই। তুমি তো কোনদিন ক্রাউটদের ভয় পাও না।'

'না', মসকা অস্বীকার করল, আর এক চুমুক বিয়ার খেল।

উলফ সজোরে হাত বন্ধ করে বলল, 'ঐ শয়তান হলুদ জিউ ও এডির সাথে মিশতে মিশতে তোমার সব শক্তি সাহস গেছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি ওদের চেয়ে ভাল।'

মসকা বীয়ারের ক্যানটা ড্রেসারের উপর রেখে বলল, 'শোন উলফ, আমার বন্ধুদের বাইরে রাখ, ওদের সম্বন্ধে কথা বল না। এবার আমাদের ব্যবসা নিয়ে বলছি। উলফ, আমি জানি তোমাদের বিয়ের সব কিছু ঠিক হয়ে আছে। এখন তুমি এসব ব্যাপার ছেড়ে স্টেটসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। ইতিমধ্যে আমি এখানে তিন চার মাস থাকব, আমি ক্রাউটদের ভয় পাই না। কিন্তু ঐ ব্যাপারটার পরে আমি ব্রেমেনে ঘোরাঘুরি ছেড়ে দিয়েছি। যদি ব্যাপারটা আমরা নিই তবে হয় আমাদের ব্রেমেন ছেড়ে বাইরে চলে যেতে হবে অথবা ঐ লোকটাকেই শেষ করে দিতে হবে। ঠিক এই মুহূর্তে আমি দুটোর একটাও করতে পারব না, বাকী গরম কালটা আমি পিছনে ফিরে তাকাতে পারব না, এক মিলিয়ান বাকের জন্যও নয়।' সে একটু থামল, তারপরে আন্তরিক ভাবে বলল, 'আমি দুঃখিত, উলফ।'

উলফ মেঝের দিকে তাকিয়েছিল, তার মাথাটা নাড়ছিল, যেন সে কোন একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবছে যেটা সে জানে। তারপরে অফিসার্স ক্লাবে এডজুট্যান্ট-এর সঙ্গে ঘটনাটা মনে পড়তে বলল, 'তুমি জান ওয়ান্টার, আমি তোমাদের বিপদে ফেলে দিতে পারি, তোমাকে—হেলাকেও। শুধু এয়ার বেসে মিলিটারী পুলিসের কাছে একটা রিপোর্ট দিতে হবে। তুমি বিলেটে বাস করে মিলিটারী গভর্নমেন্টের নিয়ম ভঙ্গ করছো, আমি অন্য অনেক কিছু করতে পারি।'

মসকা ভীষণ অবাক ও প্রচণ্ড রাগে হঠাৎ জোরে হেসে উঠল, 'উলফ, ভগবানের দিব্যি, একটু বীয়ার খেয়ে তোমার মাথার ভূত তাড়াও। আমি দুর্বৃত্ত দলের সাথে যোগ দিতে পারি, তুমি দয়া করে ওসব বল না। আমি ঐ সব জার্মান বন্দী নই যে তুমি আমাকে ভয় দেখাবে।'

উলফ মসকার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাতে চাইল। কিন্তু মসকার ঐ রোগা শরীরে এমন একটা শক্তি, আত্মবিশ্বাস ছিল যে উলফ বেশী কিছু বলতে পারল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু করুণ হাসল। 'বেটা শয়তান', উলফ বলল, 'আমায় একটু বীয়ার দাও। যখন উলফ বীয়ার খাচ্ছিল তখ মসকা বিশ্বাসঘাতকতার শোধ নেওয়ার কথা ভাবছিল। সে দেখল সত্যিই সে কিছুই করতে পারে না। সে যদি

মসকাকে মিলিটারী পুলিশের হাতে তুলে স্টেটসে চলে যায় তাহলেও এই কাজটা তো হবে না। তাছাড়া মসকাও প্রতিশোধ নিতে পারে। সে বেশ ভাল টাকাই করেছে। বেশ কিছু হীরে আছে, নগদেও বেশ কিছু টাকা আছে। কেন সে আর বিপদ ডেকে আনবে ?

সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বীয়ারে চুমুক দিল। কিন্তু এত সুন্দর সুযোগ ছেড়ে দিতে তার ইচ্ছেও হচ্ছিল না। কাজটা একা করতেও তার সাহস হচ্ছিল না। সে ভাবল যথা সম্ভব সে সিগারেট জমা করবে, এয়ার বেসে সিগারেট সস্তায় কিনে বেশী দামে বিক্রি করবে। এতে হাজারখানেক বাক করতে পারবে।

উলফ মসকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল—'মনে রাগ রেখো না', সে বলল। তার আশঙ্কা হচ্ছিল মসকা তার ভয় দেখানোটাকে সত্যি ভেবে নিতে পারে। সে জার্মানীতে শেষ কয়েক সপ্তাহ কোন ঝামেলা করতে চায় না। সে বলল, 'আমার কঠোরতায় আমি দুঃখিত। অত টাকা হারিয়ে মাথার ঠিক ছিল না, আমি যা বলেছি ভুলে যাও।'

তারা করমর্দন করল।

'ঠিক আছে' মসকা বলল। উলফকে দরজার কাছে এগিয়ে দিয়ে মসকা বলল, 'তুমি একাই একটু চেষ্টা করে দেখতে পার।'

যখন মসকা বসার ঘরে গেল, দেখল দুজন মহিলাই তার দিকে প্রশ্নের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারা উলফের উত্তেজিত রাগের গলা শুনেছে। বাচ্চাটা আর কাঁদছিল না। তার বিছানায় ঘুমোচ্ছিল। 'তোমার বন্ধু এত তাড়াতাড়ি চলে গেল'—ফ্রাউ সওয়ার্স জিজ্ঞেস করলেন।

'তার কয়েকটা মাত্র কথা বলার ছিল', মসকা উত্তর দিল। হেলা বুনছিল আর পড়ছিল। মসকা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'উলফ শীঘ্রই বিয়ে করছে। কাগজপত্র প্রস্তুত।'

হেলা তার বই থেকে মুখ তুলে অমনোযোগী ভাবে বলল—'হ্যাঁ'। তারপর আবার বইয়ে চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমাদেরটাও শীগ্‌গীর হবে আশা করি।'

মসকা আবার শোওয়ার ঘরে গেল পী-নাট আর বীয়ারের জন্য। সে আবার বসার ঘরে এসে ওদের পী-নাট অফার করল। দুজনেই এক মুঠো করে নিল।

'তোমরা নিশ্চয়ই বীয়ার খাবে না ?

দুজনেই মাথা নেড়ে আবার পড়তে লাগল।

সবাই বসেছিল, মসকা গান করছিল। হেলা ও সণ্ডার্স পড়ছিল। হেলা গরমের জন্য ছোট করে চুল ছেঁটেছিল। তার মুখের নরম হাড়গুলো তার পাতলা মাংস চামড়া ভাল করে ঢেকে দিতে পারেনি। মুখের ছোট ছোট নীল শিরাগুলো দেখা যাচ্ছিল। ঘরটায় গ্রীষ্মের সন্ধ্যার উষ্ণ শান্তি বিরাজ করছিল। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাস পর্দা কাঁপিয়ে ঘরে ঢুকছিল।

মসকা দুজন মহিলাকে দেখছিল। একজন তার মা হতে পারেন, অন্যজন তার বাচ্চার মা। তার বাচ্চা বিছানায় শুয়ে আছে। এইসব কথাগুলো তার মনে আসছিল কারণ বীয়ার তার মধ্যে একটা ঘুম ঘুম ভাব এনে দিয়েছিল। তার ভাবনাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল।

অনেক দিন আগে সে ইউনিফর্ম পরে রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তারপরে হেঁটে, ট্রাকে করে বা ট্যাঙ্কের পিঠে চড়ে আফ্রিকার বিরাট অঞ্চলে ঘুরেছে। সে ঘুরেছে উত্তর আফ্রিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ামে। শত্রুর খোঁজে তাদের মেরে ফেলার জন্য। এখনও ব্যাপারটাকে অন্যায়, বোকামো বা পরিহাস বলা যায় না। সবই যেন হাস্যকর। দূর, সে কি সব আজে-বাজে চিন্তা করছে। সে এখন অবাক হয়ে গেল যে সে এসব কথা চিন্তা করছিল। সে আর এক মুঠো পী-নাট নিল। খেতে গিয়ে সে প্রায় ফসকে গেছিল। কয়েকটা পী-নাট মাটিতে পড়ে গেল। তার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল, সে উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়াল, বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস তার সুতোর টি-সার্টের মধ্যে দিয়ে তার গরম শরীরে লাগতে দিল। সে একটু টলতে টলতে বাচ্চাটার কাছে গিয়ে দেখল, জড়ানো আবেগে বলল, 'একটা ফালতু জিনিস।'

দুজন মহিলাই হাসল। হেলা বলল, 'আমার মনে হচ্ছে তোমাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া দরকার।' তারপর ফ্রাউ সণ্ডার্সের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই প্রথমবার ও বাচ্চার দিকে ঠিক মত দেখল। ওয়াল্টার, তুমি কি বিশ্বাস কর না যে তুমি একজন বাবা?'

মসকা বাচ্চাটাকে তখনও দেখছিল। তার মুখের রেখাগুলো এখন মিলিয়ে গেছে। মহিলা দুজন আবার পড়তে আরম্ভ করলেন। মসকা আবার জানালার কাছে ফিরে গেল।

'অধৈর্য্য হয়ো না', হেলা মুখ না তুলেই বলল।

'আমি অধৈর্য্য নই'—মসকা বলল, সত্যি কথাই বলল, তার মনে হোল সে ঘরটাকে আবিষ্কার করছে, এতকাল সে ঠিক মত দেখেনি। আবার সে বাচ্চার কাছে গিয়ে দেখল। ও তখনও ঘুমোচ্ছে। আস্তে আস্তে মানুষের মত দেখতে হচ্ছে। সে ভাবল, তারপর হেলাকে বলল, 'আমাদের কালকের কান্ট্রি ক্লাবে যাওয়ার কি হল? আমরা বাচ্চার গাড়ীটা নিয়ে লনে বসতে পারব। আমি তোমার জন্য হটডগ ও আইসক্রীম এনে দেব, পি-এক্স স্ন্যাকস্ বার থেকে। আমরা বাইরে বসেও ব্যাণ্ডের বাজনা শুনতে পাব।'

হেলা পড়তে পড়তেই তার মাথা দোলাল। মসকা ফ্রাউ সণ্ডার্সকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আমাদের সাথে চলুন না?'

ফ্রাউ সণ্ডার্স মুখ তুলে বললেন, 'আমি যেতে পারব না, আমার কিছু লোক আসবে।'

হেলা সণ্ডার্সের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও সত্যিই তোমায় নিয়ে যেতে চায়, নাহলে তোমাকে বলত না, তোমাকে আইসক্রীম খাইয়ে খাইয়ে তোমায় অসুখ করে দেবে।

—'না সত্যিই যেতে পারব না', ফ্রাউ সণ্ডার্স বললেন, তিনি আবার পড়তে লাগলেন।

মসকা ভাবল ফ্রাউ যেতে অস্বীকার করলেন কারণ সণ্ডার্স ভীষণ লাজুক, তাছাড়া উনি হয়ত ভেবেছেন মসকা আন্তরিকভাবে বলেনি।

'আপনাকে ভদ্রতা করে বলছি না', মসকা বলল। ফ্রাউ সণ্ডার্স হেসে বললেন, 'আমার জন্য আইসক্রীম নিয়ে এসো।'

মসকা শোওয়ার ঘরে গিয়ে আর এক ক্যান বীয়ার নিল, 'সবকিছু ঠিক আছে' —মসকা ভাবল।

'তুমি বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছ তাই তোমাকে একটা কথা বলছি'—হেলা বলল, 'ফ্রাউ সণ্ডার্সের একজন কাকা এমেরিকায় থাকেন, উনি চান তোমাদের আর্মি মেলে একটা চিঠি পাঠাতে।'

'নিশ্চয়ই', মসকা বলল, 'সমস্ত জার্মানরা যাদের আত্মীয়স্বজন এমেরিকায় আছে তারা প্যাকেজের কথা উল্লেখ করে চিঠি লিখছে।'

'ধন্যবাদ'—সণ্ডার্স হেসে বললেন, 'আমরা আমাদের প্রিয় কাকার জন্য বেশ চিন্তিত'।

মসকা ও হেলা জোরে হেসে উঠল, হাসির চোটে মসকা এক চুমুক আর গিলতে পারছিল না।

মহিলারা আবার পড়তে শুরু করলেন। মসকা টেবিলের উপর রাখা ষ্টারস এণ্ড স্ট্রাইপস পত্রিকাটা দেখল, কাল হয়ত লিও হামবুর্গ থেকে ফিরবে, আমাদের সাথে কাল ক্লাবে গেলে কেমন হয়।'

হেলা মুখ তুলে বলল, 'ও অনেকদিন হল ওখানে গেছে। ভগবান করুন ওর যেন কিছু একটা না হয়ে থাকে।'

মসকা আবার বীয়ার আনার জন্য গেল। 'তোমরা সত্যিই বীয়ার খাবে না'— মসকা জিজ্ঞেস করল। ওরা দুজনেই মাথা নাড়ল। মসকা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে লিও সপ্তাহটা ওখানে কাটাবে, দেখ কি করে? তাছাড়া সে পরশুদিনই ফিরে আসতো।'

হেলা তার বইটা টেবিলের উপর রেখে ফ্রাউ সণ্ডার্সকে বলল, 'বইটা পড়বেন, সুন্দর এটা।'

ফ্রাউ সণ্ডার্স বললেন, 'আমার শোওয়ার ঘরে আরও ভাল বই আছে, তুমি পড়নি, গিয়ে দেখ।'

'আজ রাতে নয়'—হেলা উঠে গিয়ে জানালার ধারে মসকার পাশে দাঁড়াল, হেলা হাত দিয়ে মসকার কোমর জড়িয়ে ধরল, দুজনে ওরা বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল, বাইরের গাছগুলোর গন্ধ মেশান বাতাস ওদের গায়ে লাগছিল, তারা সব্জির বাগানের গন্ধ ও তার পেছনে নদীটার গন্ধ পাচ্ছিল। চাঁদটাকে মেঘের পর্দা ঢেকে রেখেছিল, মসকা তার চারদিকে জার্মানদের হাসি ও কথার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। সে পাশের কোন রেডিও থেকে ব্রেমেন স্টেশন থেকে প্রচারিত তারের যন্ত্রের নরম সুর শুনতে পাচ্ছিল, হঠাৎ তার ভীষণ ইচ্ছে করল রথস্কেলারে বা ক্লাবে গিয়ে ডাইস খেলতে অথবা এডি ও উলফের সাথে মদ খেতে।

'তুমি এত মদ খাচ্ছ', হেলা বলল, 'তুমি বিছানায় যেতে পারবে তো?'

মসকা তার চুলে আদর করে বলল, 'ভয় পেয়ো না, আমি ঠিক আছি।'

হেলা মসকার শরীর সংলগ্ন হয়ে বলল, 'আজ রাতে আমার ভাল লাগছে—আজ রাতে আমার কি ইচ্ছে করছে জানো?' কথাটা সে মৃদুস্বরে বলল যাতে ফ্রাউ সণ্ডার্স শুনতে না পান।

'কি ?' মসকা জিজ্ঞেস করল। হেলা হেসে তার মুখটা উঁচু করে মসকাকে চুমু খেল।

'তুমি কি নিশ্চিত যে সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে ?' সে জিজ্ঞেস করল। খুব আস্তে আস্তে হেলা বলল, 'মাত্র এক মাস হয়েছে।' এডি কেসিন তাকে বলেছিল অন্ততঃ দু' মাস অপেক্ষা করতে হয়।

'আমি এখন ঠিক হয়ে গেছি', হেলা বলল, 'আমার সম্বন্ধে ভাবনা করো না। আজ রাতে আমার ভীষণ ভাল লাগছে, মনে হচ্ছে আমি যেন অনেক দিনের গিন্নিবান্নীর মত হয়ে গেছি। আমরা যেন অনেকদিন একসাথে আছি।'

তারা আরো কিছুক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের রাত, শহরের গুঞ্জন শুনল, স্নিগ্ধ বাতাসের নরম আদর উপভোগ করল, তারপরে মসকা ঘুরে দাঁড়িয়ে ফ্রাউ সগুর্সকে শুভ রাত জানাল।

সে শোওয়ার ঘরের দরজাটা খুলে ধরল যাতে হেলা বাচ্চার গাড়ীটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে। তারপরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে ঘুরে দেখল ঘরের দরজাটা ঠিকমত লক করা হয়েছে কি-না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কান্ট্রি ক্লাবের সাদা বাড়ীটার ছায়ায় মসকা বসেছিল। তার সামনে আর্চারীর মাঠ। ওদিকে নীল ও লাল বৃত্তগুলো হল টারগেট, তার পাশে একটা নীচু আরামদায়ক চেয়ারে হেলা বসেছিল। লনের এখানে ওখানে অনেক জি-আই— তাদের স্ত্রী ও বাচ্চাদের গাড়ী দেখা যাচ্ছিল।

সমস্ত কিছুতে রবিবারের শেষ বিকেলের একটা শান্ত ভাব বিরাজ করছিল। সন্ধ্যে একটু আগেই যেন চলে আসছে, মসকা ভাবল এবছরের হেমন্ত কালটা তাড়াতাড়ি পড়ে যাচ্ছে। সবুজ লনটার এদিক-ওদিক বাদামী রঙ ছড়িয়ে ছিল, এল্ম গাছের পাতা সামান্য লালচে। ঐ এল্ম গাছগুলোর পেছনে গলফ কোর্স।

ওরা দেখল এডি কেসিন ওদের দিকে আসছে। এডি ঘাসের উপর বসে পড়ে হেলার পায়ে টোকা মেরে বলল, 'হেলো বেবী'। হেলা তার দিকে তাকিয়ে একবার হাসল। আবার সে স্টারস এণ্ড স্ট্রাইপস পড়তে লাগল, অস্ফুট স্বরে তার ঠোঁট নড়ছিল।

'আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম', এডি বলল, 'ও আসছে না'। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'শেষ কথা'—কথাটা বলে সে গম্ভীর ভাবে হাসল। তার পাতলা ঠোঁট দুটো কুঁকড়ে গেল। 'সে তার বসকে বিয়ে করেছে। আমি বলেছিলাম না ওয়ান্টার, ও বসের পিছনে ধান্দা করছে। তখন আমি কিছুই জানতাম না, তবে অনুমান করেছিলাম, কেমন অনুমান বল ওয়ান্টার?'

মসকা বুঝতে পারল এডি আজকে প্রচুর মদ খাবে। বলল, 'তুমি সাংসারিক লোক নও—কিন্তু কেন?'

'আমি পারতাম' এডি বলল, 'আমি চেষ্টা করব'। সে ক্রীম রঙের বাচ্চার গাড়ীটা দেখল, গাড়ীটা সবুজ কার্পেটের উপর দাঁড়িয়েছিল, ভেতর থেকে নীল উলের কম্বলের একটা কোণ উঁকি মারছিল।

'তুমি সাংসারিক লোক নও, তবে তুমি চেষ্টা করছ,' মসকা হেসে বলল, 'আমি শিখছি।'

কিছুক্ষণ বাক্যহীনতার পর এডি জিজ্ঞেস করল, 'আজ রাতে রথস্কেলাকে যাচ্ছ তো?'

'না' মসকা বলল, 'আজ রাতে বাড়ীতে একটু কাজ আছে। তুমি এসো না আমাদের ওখানে?'

'আমাকে সব সময় ঘুরে বেড়াতে হয়'—এডি উঠে দাঁড়াল, 'আমি তোমার বাড়ীতে সারারাত বসে থাকতে পারব না।' সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল।

মসকা হেলার পায়ের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল, সূর্যের মরা আলোর দিকে দেখল, সে এডিকে বিয়ের কাগজপত্রের কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেল, কাগজপত্র চলে আসার কথা এদ্দিনে।

তীরন্দাজদের ধনুকের ছিলা টানা ও তীরের ছুটে যাওয়া দেখতে দেখতে তার মনে পড়ল সেই ফার্ম হাউসের সেই বয়স্ক জি-আইর কথা। ঐ ফার্মহাউসে রিজার্ভদের জন্য সিনেমা দেখানো হত। ওখানে জ্বালানী কাঠ সাজিয়ে বসার সীট তৈরী করা হত। ঐ প্রায়-চল্লিশোর্ধ জি-আই তার তিনজন ফরাসী বাচ্চার একটাকে তার দু' হাঁটুর মধ্যে নিয়ে এলোমেলো চুলগুলো সযত্নে আঁচড়ে দিতো, একদিকে চুলগুলোকে আঁচড়ে দিত; সামনের চুলগুলোকে ফুলিয়ে দিত। তারপরে অন্য দুজনের চুল আঁচড়ে দিতেন, দুজনের একজন মেয়ে—একজন ছেলে। তিনি তাদেরও হাঁটুর মধ্যে নিয়ে অভ্যস্ত, দক্ষ হাতে সযত্নে চুল আঁচড়ে দিতেন। আঁচড়ানো হল কিনা দেখতে চারদিকে ঘুরতেন। চুল আঁচড়ানো শেষ হয়ে গেলে তিনি ওদের ছেড়ে দিতেন, তারপর দেওয়ালে হেলান দেওয়া রাইফেলটা দুই হাঁটুর মধ্যে নিয়ে বসতেন।

ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ অনুভব করে সেই বাচ্চার গাড়ী ছড়ানো সবুজ লনে শুয়ে ভাবতে লাগল সেই কালো জি-আইর কথা— যে তার ট্রাক থেকে বিরাট ক্যান হতে আনারসের রস ঢেলে দিয়েছিল। সে দ্রুত ট্রাকে চলে যাচ্ছিল তখন রাস্তা সৈনিকদের জন্য সে আনারসের রস ঢেলে দিয়েছিল। সৈন্যরা সমুদ্রধার থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চলেছিল। সে যেন ইঙ্গিত করেছিল তৈরী হও। রবিবারের গীর্জার ঘন্টার সাথে সাথে সবাই যেমন তৈরী হয়—চার্চের দিকে চলতে থাকে, তেমনি এও এক যাত্রা, ক্রমশ গোলাগুলি বন্দুক কামানের দিকে এগিয়ে যাওয়া, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে সৈন্যরাও সংকল্প নেয়, যেমন লোকেরা গীর্জায় করে।

তারপরেই সে আনারস রসের ঠাণ্ডা অনুভূতিতে ফিরে গেল, সেই রাস্তায় থেমে যাওয়া, মুখে মুখে ক্যানটার ঘুরে বেড়ানো। তারপর সেই রাস্তা থেকে আরেক চন্দ্রালোকিত রাস্তায়, যেটায় কোন আলো ছিল না কিন্তু অন্ধকারে সারি সারি জীপ, ট্রাক; বড় বড় গান কেরীয়ার দাঁড়িয়েছিল। রাস্তার শেষে একটা কামানের উপর সদ্যকাচা একটা সাদা কাপড় শুকোতে দেওয়া ছিল।

ধনুকের ছিলার টং টং শব্দ ও তীরের আঘাতের শব্দে মসকার চমক ভাঙল। ঠাণ্ডা সান্ধ্য বাতাস বইছিল। হেলা তাকাল, মসকা উঠে বসল, 'ওঠার আগে তোমার কিছু দরকার নাকি?' মসকা জিগ্যেস করল।

'না' হেলা বলল, 'আমার পেট ভর্তি। আমার ভয় হচ্ছে দাঁতটা যন্ত্রণা দেবে।' মসকা তার চোয়ালে একটা ছোট নীল ফোলা জায়গা দেখতে পেল।

'দেখি, আমি এডিকে বলব এয়ারবেসে ডেন্টিস্টের কাছে তোমাকে দেখিয়ে আনতে।' তারা চেয়ার থেকে ও ঘাসের উপর থেকে তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে গাড়ীতে রাখল। বাচ্চাটা তখনও ঘুমোচ্ছিল, তারা এবার হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার গাড়ীর স্টপে এল। যখন গাড়ী এল মসকা হাত বাড়িয়ে বাচ্চার গাড়ীটাকে পিছনের প্লাটফর্মে রেখেছিল।

বাচ্চাটা জেগে উঠে কাঁদতে আরম্ভ করল। হেলা ওকে কোলে তুলে নিল। কনডাকটর ভাড়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। মসকা তাকে জার্মানে বলল, 'আমরা এমেরিকান'। কনডাকটর মসকার আপাদমস্তক দেখল কিন্তু প্রতিবাদ করল না। কিছুক্ষণ পরে দুজন ডব্লিউ-এ-সি গাড়ীতে উঠল। একজন হেলার কোলের ছেলেকে দেখে বলল, 'সুন্দর জার্মান বাচ্চা না?'

অন্যজন ঝুঁকে পড়ে অনেক দেখে অনেকবার জোরে জোরে বলল, 'বাচ্চাটা খুবই সুন্দর'। সে হেলার মুখের দিকে দেখল সে বুঝতে পেরেছে কিনা, তারপর জার্মানে বলল, 'সুন্দর, সুন্দর'।

হেলা হেসে মসকার দিকে তাকাল কিন্তু ওর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। ডব্লিউ-এ-সির একজন তার পার্স থেকে একটা চকোলেট বার করল। ওদের ষ্টপ এসে যাওয়ায় তাড়াতাড়ি বাচ্চার গায়ে চকোলেট রেখে নেমে গেল। হেলা প্রতিবাদ করার আগেই ওরা নেমে গেল।

প্রথমে মসকা মজা পেল। কিন্তু হঠাৎ তার রাগ হল। সে চকোলেট বারটা নিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে মারল।

তারা গাড়ী থেকে নেমে যখন রাস্তায় হাঁটছিল, হেলা বলল, 'রাগ করো না, ওরা আমাদের জার্মান ভেবেছে।'

কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম। তার ভয় হচ্ছিল, সে যেন সত্যিই জার্মান হয়ে গেছে। সে যেন বিজিত — বিজয়ীর কৃপার পাত্র। 'আমরা ওখানে যত শীঘ্র সম্ভব চলে যাব। কালকে আমি এডিকে বলব তাড়াতাড়ি কাগজপত্র ঠিক করে ফেলতে।' এই প্রথম ব্যাপারটাকে জরুরীভাবে নিল।

এডি কেসিন কাণ্ট্রি ক্লাব থেকে বেরোল। কিন্তু কোথায় যাবে ঠিক ছিল না।

ঘাসের উপর মসকার স্ত্রীর হাঁটুতে হেলান দিয়ে বসে থাকার দৃশ্য, পাশে বাচ্চাদের গাড়ীর ব্যাপারটা তাকে জ্বালা দিচ্ছিল। সে রাস্তার ভাড়ার গাড়ীতে উঠে ভাবল গরিলার কাছে যাবে। রাস্তায় মেয়েদের শহরের দিকে হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে পাবে ভেবে আনন্দ পেল। সে শহরের শেষ প্রান্তে গিয়ে গাড়ী থেকে নেমে নদীর দিকে হেঁটে গেল। তারপর ব্রীজ পেরিয়ে আবার গাড়ীতে চেপে বসল। সে একেবারে লাষ্ট স্টপে নামল।

এখানকার বাড়ীর সারিগুলো ভাঙেনি। সে একটা বাড়ীতে ঢুকল, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটা দরজায় কড়া নাড়ল। সে এলফ্রেডার গলা ভেতর থেকে পেল—'এক মিনিট'। পর মুহূর্তে দরজা খুলে গেল।

এডি যতবারই ওকে দেখে ততবারই চমকে যায়। নরম দেহটা বেশ পরিপূর্ণ, যতটা দেখায় তার চেয়েও পরিপূর্ণ। সুন্দর হাঁটু, প্রশস্ত নিতম্ব, বেগুনি চোখ।

এডি ভেতরে ঢুকে একটা দেওয়ালের ধারে একটা কোচে বসে বলল, 'আমাকে একটু মদ খাওয়াও।' সে এখানে মদ জমিয়ে রাখে এবং বেশ নিরাপত্তা অনুভব করে। সে জানে, যখন এডি না থাকে তবে এলফ্রেডা ওটা ছোঁয় না। যখন সে মদ মেশাচ্ছিল তখন তার মাথার নমনীয় গতি লক্ষ্য করছিল।

মাথাটা তার দেহ থেকে একটু বড়। চুলগুলো যেন তারের তৈরী বর্শা। চামড়া পুরোন—যেন মুরগীর চামড়া, নাকটা চ্যাপ্টা, যেন কেউ নাকে অনেকগুলো ঘুষি মেরেছে। তার চোয়াল দুটো বেশ উঁচু। সে যখন ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এবং কথা বলছিল তার গলার আওয়াজ বেশ নরম ও সুরেলা মনে হচ্ছিল। সে বেশ ভাল ইংরেজী বলে এবং অনুবাদক ও দোভাষীর কাজ করে। মাঝে মাঝে সে এডিকে জার্মান শেখায়।

এডি এখানে বেশ নিরাপদ বোধ করল। মেয়েটা ঘরে সব সময় প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে, বোধহয় এর আর একটা মানে আছে। ঘরের অন্য দেওয়ালের ধারে একটা বিছানা। বিছানার পাশে একটা টেবিলে তার স্বামীর ছবি। ভদ্রলোককে বেশ ভাল দেখতে। তার অসমান দাঁতের হাসিতে বেশ একটা সারল্য আছে।

'আমি আজ রাতে তোমাকে আশা করিনি'—সে এডিকে মদ দিয়ে কোচে দূরত্ব রেখে বসল। সে জানে প্রথমেই ও যদি গদগদ হয়ে ওর পাশে বসে আদর করে তবে ও চলে যাবে। যদি সে ওর মদ খাওয়া শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তাহলে এডি মাতাল হয়ে তাকে বিছানায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে। তারপরে সে জানে বিছানায় গিয়ে তাকে অনিচ্ছা দেখাতে হবে।

এডি মদ খেতে খেতে স্বামীর ছবির দিকে দেখছিল। এলফ্রেডা তাকে বলেছে যে তার স্বামী স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে মারা যায়। যেদিন সমস্ত জার্মান বিধবরা কালো পোষাক পরে শোক প্রকাশ করতে এক জায়গায় জড় হয়েছিল সে একটা মারাত্মক দৃশ্য হয়েছিল। সেই বিধবাদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে স্টালিনগ্রাডের নাম শুনলে মেয়েদের মনে ভয় ধয়ে যায়।

'আমি এখনও মনে করি উনি বেশ সুন্দর ছিলেন' এডি কেসিন বলল, 'তোমাকে উনি বিয়ে করলেন কি করে?' কেসিন তার খারাপ রাতগুলোতে ওকে কষ্ট দেয় ও তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে।

'আমাকে বল, উনি কি তোমায় কোনদিন সত্যি ভালবেসেছিলেন?' এডি জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ', এলফ্রেডা নীচু স্বরে বলল।

'কতবার?'

সে উত্তর দিল না।

'সপ্তাহে একবার?'

'বেশী' সে বলল।

'হতে পারে তিনি পুরোপুরি সুন্দর ছিলেন না। তবে এটা তোমায় বলতে পারি উনি বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন।'

'না' সে বলল। এডি সন্তুষ্টির সাথে দেখল ও কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

এডি উঠে দাঁড়াল। তুমি যদি ওরকম কর, আমার সাথে কথা না বল তাহলে আমি চলে যাব।' সে জানে এডি অভিনয় করছে আর সে এও জানে তার

প্রত্যুত্তরটা কেমন হবে। সে হাঁটু দুটো গেড়ে বসে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরল।

'অনুগ্রহ কর এডি, যেও না, তুমি যেও না।'

'বল তোমার স্বামী, তোমার স্বামী সুন্দর ছিলেন, আমাকে সত্যি কথা বল।'

'না' সে উঠে দাঁড়াল, রাগের সাথে কাঁদতে কাঁদতে।

'ওরকম কথা আর বলো না, ও কবি ছিল।'

এডি এক চুমুক খেয়ে শান্তভাবে বলল, 'দেখ আমি জানি, আমাকে বুঝিয়ো না, সব কবিরাই সুন্দর। আমি ওঁর দাঁত দেখে বলে দিচ্ছি।'

সে এখন পাগলের মত কাঁদছিল, রাগে ও দুঃখে। 'তুমি চলে যাও, তুমি পশু, নোংরা পশু, এক্ষুণি চলে যাও।' এডি যখন তাকে থাপ্পড় দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল তখন সে বুঝতে পারল ও জালে পড়েছে। সে নিজে উত্তেজিত হওয়ার জন্য তাকে ইচ্ছে করে কষ্ট দিচ্ছিল। এডি তার দেহটা যখন তার উপর ছুঁড়ে দিল সে অনিচ্ছুকের ভান দেখাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু কামনায় সে একেবারে অন্ধ ও উন্মত্ত হয়ে গেছিল। কিন্তু আজ রাতটা ভাল নয়। তারা তাদের আবেগের ও বিছানার আরও গভীরে তলিয়ে গেল। সে তাকে আবার হুইস্কি খেতে দিল এবং সবরকম ভাবে অপমানিত হল। এডি তাকে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে বলল, মুখ খুলে ভিক্ষে করতে বলল। সে তাকে অন্ধকারে চারদিকে দৌড় করাল। সে তার আদেশের সাথে গতি কমাচ্ছিল বা বাড়াচ্ছিল। তার পরে তার করুণার উদ্রেক হল, সে তাকে বিছানায় আসতে বলল, তার কোলে তাকে টেনে নিল।

'এবার বল তোমার স্বামী সুন্দর ছিল'—এডি তাকে বিছানা থেকে ঠেলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।

সে অসহায়ভাবে উত্তর দিল, 'আমার স্বামী সুন্দর ছিল।' সে চুপচাপ থাকল, বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। সে আবার তাকে বসতে বলল যাতে সে তার স্তনের ছায়া দেখতে পায়। স্তনদুটো ফুটবলের মত, ঠিক ফুটবলের মত। এডি এবার একটা আনন্দ উপভোগ করল। কাপড় ঢাকা অবস্থায় স্তনদুটো এত আকর্ষণীয় বা বিশাল মনে হয় না। এডি যেন একটা সম্পদ আবিষ্কার করেছে।

'আমার শরীর ভাল লাগছে না, আমি বাথরুমে যাব,' এডি বলল। এলক্রেন্ডা ওকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেল, তারপরে সে তাকে পানীয় তৈরী করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

'বেচারা এলফ্রেডা'—এডি ভাবল, 'বেচারা এলফ্রেডা ! ও সমস্ত কিছু করতে পারে।' সে যখন তাকে প্রথম বাসে দেখেছিল, তার প্রথম চকিত চাউনিতে এডি সবকিছু বুঝে ফেলেছিল। এখন তার ভেতর থেকে আবেগ ও ঘৃণা দুটোই চলে গেছিল। সে ভাবছিল তার নিষ্ঠুরতার কথা, তবে মনে কোন আফশোষ ছিল না। সে জোর করে তার স্বামীকে তার মন থেকে সরিয়ে দিতে চায়। ভাবছিল, সে একটা কেমন লোক যে এতবড় মাথাওয়ালা একটা মেয়েকে বিয়ে করেছিল। এলফ্রেডা প্রথমে যা তাকে বলেছিল ঐ কথাগুলো তাকে পাগল করে দিয়েছিল। ওরকম একটা দেহের জন্য সবকিছু ক্ষমা করা যায়। কিন্তু তার মাথাটাকে ক্ষমা করা যায় না, এডি ভাবল।

সে আর এক চুমুক খেয়ে বিছানায় গেল। এতদিনে এলফ্রেডা একজনকে খুঁজে পেয়েছে যে তাকে বিয়ে করতে পারে। যে তার প্রকৃতিদত্ত কুশ্রী মুখের ভেতরে হৃদয়টাকে জেনেছে। সে তার স্বামীর স্মৃতিটা নষ্ট করে দিতে চায়।

সে শুনতে পেল বাথরুমে এলফ্রেডা বমি করছে। সে তার জন্য দুঃখ অনুভব করল। সে জানে যে নিজের আতঙ্ককে ঢাকবার জন্য ওকে ভয় দেখাচ্ছে। এখন তার নিজের জীবনের একমাত্র মূলটা চিরদিনের মত ছিঁড়ে গেল। সে তার স্ত্রীকে দোষ দিতে পারবে না, সে তার স্ত্রীর শরীর খারাপের সময় নিজের বিরক্তি গোপন করতে পারত না। বাচ্চা পেটে এলে তাকে খুব খারাপ দেখতে লাগত, এখনকার এলফ্রেডার মত সবসময় বমি করত। সেই সময়ে কোন দিনও ওকে ছুঁত না।

এডি আর এক চুমুক খেল। তার শরীরটা গুলাচ্ছিল। সে ভাবতে লাগল তার স্ত্রীর কথা, যেন সে তার পাশেই পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। এবার তার মার আইস বক্স হাতে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ছবি দেখতে পেল। তিনি রোজ কোলমেনের সেলারে এক বাক্স ভারী বরফ নিয়ে আসতেন। তারপরে বাক্সের নীচের ছিদ্রটা খুলে দিতেন। বরফ গলা জল ফোঁটা ফোঁটা পড়ত। মেঝে জলে ভেসে যেত। সেই জলের মধ্যে মরা আরশোলাগুলো ভেসে বেড়াত, খাদ্যকণা ও ছেঁড়া কাগজের টুকরো ভেসে বেড়াত। সে আবার দেখতে পেল তার স্ত্রী দুটো পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের বেসিনটা তার দুপায়ের মধ্যে মেঝেতে রাখা আছে। তার দেহ থেকে খাদ্যকণা, নোংরা আবর্জনা, মরা বাদামী আরশোলা ঝরে পড়ছে অন্তহীন ভাবে।

সে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকল 'এলফ্রেন্ডা'। কোন উত্তর নেই। বাথরুমে গিয়ে দেখল ও পড়ে আছে। তার ভারী স্তনটা বাথরুমের টালিতে চেপে আছে। সে তাকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে দেখল ও আস্তে আস্তে দুর্বল ভাবে কাঁদছে। হঠাৎ তার মনে হল সে অনেক দূরে চলে গেছে। এলফ্রেন্ডাও এডি কেসিনকে দেখছে। সে দেখল তার নিজের মুখটা প্রদীপের গায়ে, গরমের রাতের মধ্যে। সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, মনে মনে সে চেঁচিয়ে উঠল ভগবান, ভগবান আমাকে সাহায্য কর, আমাকে বাঁচাও। সে তার বড় মুখ গালে কপালে চুমু খেয়ে বলল, 'চুপ কর, অনুগ্রহ করে চুপ কর, তোমার স্বামী সুন্দর ছিলেন না। আমি তোমায় রাগাচ্ছিলাম।'

সে তার মনে মনে শুনতে পেল অনেক আগে সে যখন বাচ্চা ছিল তাকে কেউ যেন পরীর গল্প শোনাচ্ছে। তখনকার জীবন, পরীর গল্প সবকিছু কি পবিত্র ছিল, এখন সেগুলো খারাপ। গলাটা পড়ছিল 'হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, বনের মধ্যে হারিয়ে গেছে। হারিয়ে যাওয়া রাজকুমারীর জন্য দুঃখ হচ্ছে।' সে দেখতে পেল তার বালক বয়সের চোখে, একজন রাজকুমারীকে—তার মাথায় চূড়া, চোখদুটো টানা, শরীরটা রোগা; তবু শরীর থেকে একটা সুগন্ধ বেরোচ্ছে, তার কাপড় যেন স্বপ্নের মত হাল্কা, তার চলায় কোন শব্দ হয় না, যেন বাতাসে ভেসে চলে সাদা মেঘের মত। তার নিতম্বে ও বুকে কোন উঁচু জায়গা দৃশ্যমান নয়। সে পবিত্রতার প্রতিমূর্তি কুমারী, তাকে দেখেও মনের মধ্যে পবিত্রতা আসে। সে তার জানালার বাইরের দিকে বন পাহাড় পর্বতের দিকে তাকিয়ে দুর্বল ভাবে কাঁদত, পেছন থেকে গলা ভেসে আসতো—'সেই হারানো সৌন্দর্য্যের জন্য করুণা কর।' গলাটা বলেই চলতো, হাসতো না।

সে রাতে মসকা ও হেলা বাচ্চাটাকে ফ্রাউ সণ্ডার্সের কাছে রেখে মেটসার স্ট্রেসীর দিকে চলল যেখানে মসকা তার ঘরটা এখনও রেখেছিল। মসকা তার জিম ব্যাগে তোয়ালে ও কাচানো অন্তবাস নিয়েছিল।

তারা দুজনেই ধুলো-ধূসর ও বেশ গরম অনুভব করছিল, তারা একটা আরামদায়ক বাথ নিতে চায়। ফ্রাউ সণ্ডার্সের বাড়ীতে বাথিং বয়েলার ছিল না।

বাড়ীর সামনে ফ্রাউ মেয়ার দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সাদা স্ল্যাকস ও সাদা ব্লাউজ পরেছিলেন। এগুলো তাকে এডি কেসিন উপহার দিয়েছিল। সে

এমেরিকান সিগারেট খাচ্ছিল, তাকে বেশ ছিমছাম ফিটফাট লাগছিল। 'তোমাদের দু'জন একসাথে'—মেয়ার বলল, 'তোমরা কতদিন আসনি।'

'তুমি যে একাকী আছ আমাকে বলনি,' মসকা বলল।

ফ্রাউ মেয়ার হেসে বলল, 'এত বড় একটা বাড়ী ভর্তি লোক থাকতে আমাকে একা থাকতে হয় না।'

হেলা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জান, লিও হামবুর্গ থেকে ফিরেছে কি-না?'

ফ্রাউ মেয়ার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল 'কেন, সে তো শুক্রবার ফিরেছে, তোমাদের সাথে দেখা করেনি?'

'না' মসকা বলল, 'আমি তাকে রথস্কেলারে বা অফিসার্স ক্লাবে খেতেও দেখিনি।'

ফ্রাউ মেয়ার আবার স্মার্ট ভাবে বলল, 'সে এখন তার ঘরে আছে। তার চোখদুটো বেশ চকচকে কালো হয়ে গেছে। এই নিয়ে আমি তার পেছনে লেগেছিলাম, ও রাগ করল না দেখে চলে এলাম।'

'আশা করছি ও অসুস্থ নয়' হেলা বলল। ওরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে লিওর ঘরের কড়া নাড়ল। মসকা একটু অপেক্ষা করে আরও জোরে কড়া নাড়ল। কোন সাড়াশব্দ নেই। মসকা দরজা ঠেলল। দরজাটা তালাবন্ধ।

'মেয়ার ব্যাপারটা একটু মিস করেছে', মসকা ভাবল, 'ও কখন হয়তো বেরিয়ে গেছে।'

তারা মসকার ঘরে গেল। মসকা কাপড় ছেড়ে বাথরুমে গেল, সে টাবে বসে একটা সিগারেট খেল। তারপর তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিল।

সে যখন ঘরে এল হেলা একহাতে তার গালটা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

'কি হল?' মসকা জিজ্ঞেস করল।

আমার দাঁতে যন্ত্রনা হচ্ছে' হেলা বলল 'ঐ সব আইসক্রীম ও ক্যাণ্ডি খেয়েছি আজকে।'

'তোমাকে কালকেই ডেন্টিস্টের কাছে নিয়ে যাব।'

'না ঠিক হয়ে যাবে' হেলা বলল, 'আগেও হয়েছে'। হেলা কাপড় ছাড়ছিল। মসকা কাপড় পরে নিয়ে ভেজা কাপড় রেখে হলঘরে চলে গেল।

মসকা যখন জুতোর ফিতে বাঁধছিল তখন লিওর ঘরে কারুর চলাফেরার শব্দ শুনল। এক মুহূর্তে ভাবল কোন জার্মান হয়ত তার ঘরে ঢুকেছে। সে কড়া সুরে

ডাকল 'লিও'। তারপর সে শুনতে পেল দেওয়ালের অপরপ্রান্ত থেকে লিওর গলা ভেসে এল—'আমি।'

মসকা ঘরের বাইরে গেল, লিও দরজা খুলেছে। যখন সে ঘরে ঢুকছিল তখন লিও বিছানার দিকে চলে যাচ্ছিল।

'তুমি দেখা করনি কেন?' মসকা জিজ্ঞেস করল।

লিও বিছানায় শুয়ে পড়ে যখন সোজা হল, মসকা তার মুখটা দেখতে পেল। তার এক চোখে একটা কালো দাগ, কপালের একটা জায়গা ফোলা। তার মুখটা ফোলা ফোলা।

মসকা তার মুখটা এক মুহূর্ত দেখে টেবিলের কাছে গিয়ে বসল, সে একটা সিগার ধরাল, ব্যাপারটা কি হয়েছে বুঝতে পারল, কালকের স্টার এণ্ড স্ট্রাইপ্‌সের হেড লাইন তাকে বুঝিয়ে দিল।

সেখানে হামবুর্গে নোঙর একটা একটা জাহাজের ছবি ছিল। জাহাজটা মানুষের মাথায় কালো। নীচে খবর ছিল—এই জাহাজটা কি করে কনসেনস্ট্রেশান ক্যাম্পের লোকদের নিয়ে প্যালেস্টাইনে ঢুকতে গেছিল। ব্রিটিশেরা জাহাজটাকে আটকেছে ও হামবুর্গে নিয়ে এসেছে। জাহাজের লোকেরা জাহাজ থেকে নামতে অস্বীকার করায় সৈন্য দিয়ে ওদের জোর করে নামানো হয়েছে।

'তুমি হামবুর্গে ঐ ব্যাপারটায় ছিলে নাকি?' মসকা জিজ্ঞেস করল।

লিও মাথা নাড়ল। মসকা ভাবতে লাগল, সূত্রগুলো এক জায়গায় করতে লাগলো কেন লিও তাদের সাথে দেখা করেনি, কড়া নাড়ায় দরজা খোলেনি।

'তুমি কি চাও আমি প্রতিশোধ নিই',—মসকা জিজ্ঞেস করল।

লিও বলল—'না, একটুখানি থাক।'

'তোমায় মারল কে? লিয়েজরা কি?'

লিও মাথা নেড়ে বলল 'আমি একজন লোককে রক্ষা করতে গেছিলাম যাকে ওরা জাহাজ থেকে জোর করে নামাচ্ছিল। তাতেই হয়েছে।'

মসকা দেখল, সেখানে কোন কাটার দাগ নেই, মাংসপেশী যেন আঘাতে প্যারালাইজড্‌ হয়ে গেছে।

'কি করে হল?'

লিও এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বলল, 'তুমি কাগজ পড়নি?'

মসকা অধৈর্য্যের ভাব দেখিয়ে বলল 'কি হয়েছিল?'

লিও উঠে বসল। কথা বলল না কিন্তু তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। তার মুখের কম্পনটা মারাত্মক ভাবে ক্রিয়া করছিল। সে হাত দিয়ে সেটা থামাতে চেষ্টা করছিল। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'আমার বাবা ভুল করেছিলেন, আমার বাবা ভুল করেছিলেন।'

মসকা কিছু বলল না, কয়েক মিনিট পরে লিও মুখ থেকে হাত নামাল। তার কম্পনটা থেমে গেছিল। ও বলতে লাগল, 'আমি দেখলাম ওরা জাহাজ থেকে একটা লোককে মারতে মারতে নামাচ্ছে, আমি বললাম 'মেরো না'। আমি অবাক হয়ে গেছিলাম এবং শুধু এক জনকে একটু ঠেলেছিলাম। অন্যজন বলল, 'এই জিউ বাস্টার্ড তুমিও কিছু ভাগ নাও।' লিও তাদের কথ্যভাষা ঠিকঠাক নকল করল। 'আমি যখন পড়ে গেছিলাম, দেখলাম জার্মান ডক শ্রমিকরা আমার দিকে – আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। আমি আমার বাবার কথা ভাবলাম। তিনি যে ভুল করেছেন একথা ভাবিনি, শুধু ভাবছিলাম তিনি যদি আমাকে এই অবস্থায় দেখতেন? তাহলে তিনি কি ভাবতেন?

মসকা আস্তে আস্তে বলল, 'আমি তোমাকে বারে বারে বলছি, এটা তোমার থাকার জায়গা নয়। দেখ, আমি স্টেট্সে ফিরে যাচ্ছি, বিয়ের কাগজপত্র রেডি হয়ে গেলে চলে যাব। একটা গুজব শোনা যাচ্ছে যে এয়ার বেস্ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমি চাকরী হারাব। তুমি আমাদের সাথে চল না?'

সে তার মুখটা হাতের মধ্যে লুকাল, তার মধ্যে স্টেটসে যাওয়ার কোন ইচ্ছে বা মসকার সাথে থাকার কোন ইচ্ছে নেই।

'জিউরা এমেরিকায় কি সম্পূর্ণ নিরাপদ?' লিও তিক্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

'আমার সেই রকম মনে হয়' মসকা বলল।

'তোমার শুধু মনে হয়?'

'কোন কিছুই নিশ্চিত নয়'—মসকা বলল।

লিও কিছু বলল না, সে ভাবল সেই রাফ উলের ইউনিফর্ম পরা ইংরেজ সৈনিকদের কথা। এরাই যখন তাদের কনসেনস্ট্রেশান ক্যাম্প থেকে মুক্ত করেছিল, ওরা কেঁদেছিল। ওরা তাদের নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছিল, তাদের খাবারের ট্রাক উজাড় করে দিয়েছিল। সবাই তাদের বাবাকে বিশ্বাস করেছিল, তার বাবার কথায় বিশ্বাস করেছিল যে—মানুষ সত্যিই ভাল। মানুষ সহজে বিচলিত হয়। ঘৃণার থেকে ভালবাসায় বেশী প্রভাবিত হয়।

'না' লিও বলল, 'আমি তোমার সাথে যাব না, আমি প্যালেস্টাইন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চলে যাব।' তারপর মসকার কাছে ব্যাখ্যা করার দরকার বোধ করে বলল, 'আমার লোকজন ছাড়া আমি আর এখানে থাকা নিরাপদ বোধ করছি না।' তারপর তার মনে হল সে এ কথাটা বলে বোধ হয় ঠিক করল না কারণ কথাটার মানে বোঝায় মসকা তার ঠিক বন্ধু নয়, সে একজন জিউকে সাহায্য করবে না। অথবা লিওর এমন বন্ধু থাকতেও সে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। তাছাড়া আগেই সে এমেরিকা যেতে অস্বীকার করেছে। তাতে বোঝায় এমেরিকানদের সে বিশ্বাস করে না।

সে মনে মনে জানে ভক্ষক ও রক্ষকের মুখ সমান। জিউদের মুক্তি দেওয়ার জন্য তারা যুদ্ধ করেনি। তার মনে পড়ল, একটা মেয়ের কথা বুকেনওয়াল্ড থেকে আসার অল্পকাল পরেই। মেয়েটা জার্মান, রোগা ও বেশি হাসিখুশী। সে একবার বেশ কম দামে গ্রাম থেকে হাঁস ও মুরগী কিনে এনেছিল। ওগুলো দেখে মেয়েটা ওর দিকে কিরকম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল, 'তুমি বেশ ভাল ব্যবসাদার'। সে বুঝতে পেরেছিল মেয়েটার মনের গোপন কথা তার মনটা তিক্ত হয়ে উঠল সে কথা ভেবে। মেয়েটাকে তার স্নেহ, ভালবাসা, আদর, সেবা সব কিছু দিয়েছিল শুধু সেই একবার ছাড়া। সে এবং তার মত অন্য মেয়েরাই তার চামড়া পুড়িয়ে সংখ্যা এঁকে দিয়েছিল। সে সংখ্যা তার সঙ্গে তার কবরে যাবে। কোথায় সে এইসব লোকদের হাত থেকে মুক্তি পাবে—এমেরিকায় নয়, জার্মানীতে নিশ্চয়ই নয়। কোথায় সে যাবে?

'বাবা-বাবা!' মনে মনে সে ককিয়ে উঠল, 'তুমি আমায় বলে দাওনি — সব মানুষই তার সাথে কাঁটাতার, উনুন, অত্যাচারের চাবুক নিয়ে ঘোরে, যেখানেই তারা যাক। তুমি আমাকে শেখাওনি ঘৃণা করতে বা ধ্বংস করতে, তাই আমি যখন অপমানিত হই, উপহাসিত হই তখন আমার কেবল লজ্জা হয়, রাগও হয় না, যেন আমি সমস্ত মার—সমস্ত অপমানের যোগ্য, যেখানেই যাই না কেন? প্যালেস্টাইনে গিয়েও আমি কাঁটাতার দেখতে পাব যেমন তুমি স্বর্গে বা নরকে দেখতে পাচ্ছ।' তারপর সে খুব সহজ সরল ভাবে ভাবল, যেন সে ব্যাপারটা অনেক আগে থেকেই জানত গোপনে গোপনে যে তার বাবাও শত্রু ছিলেন।

আর কিছু চিন্তা করার নেই। সে দেখল মসকা এখনও চুপচাপ সিগার টানছে।

'আমি প্যালেস্টাইনে চলে যাবো কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, কিন্তু ব্রেমেন কয়েক দিনের মধ্যেই ছেড়ে যেতে হবে।'

মসকা আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ, চলে যাওয়ার আগে একবার আমাদের বাড়ীতে এসো।'

'না',—লিও বলল, 'কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক নয়, আমি কারুর সাথে দেখা করব না।'

মসকা বুঝতে পারল। উঠে তার হাত বাড়িয়ে বলল 'ঠিক আছে, লিও, তোমার ভাগ্য ভাল হোক।'

তারা করমর্দন করল। তারা শুনতে পেল হেলা দরজা খুলল পাশের ঘরের।

'আমি ওর সাথে দেখা করব না', লিও বলল।

'ঠিক আছে' মসকা বলে বাইরে বেরিয়ে এল।

হেলা ড্রেস করছিল। 'তুমি কোথায় গেছিলে?'—হেলা জিজ্ঞেস করল।

'লিওর কাছে, ও ফিরে এসেছে।'

'ভাল, তাকে ভেতরে ডাক।'

মসকা এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'সে কারুর সাথে দেখা করতে চায় না। তার ছোট একটা এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে। মুখে একটু আঘাত পেয়েছে, ও তোমার সাথে দেখা করতে চায় না।'

'এটা বোকামো'। সে কাপড় পরা শেষ করে লিওর ঘরে কড়া নাড়ল। মসকা তার ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকল, সে শুনতে পেল লিও দরজা খুলল। তারপর সে তাদের কথাবার্তার গুঞ্জন শুনতে পেল। মসকার কিছু করার নেই।

সে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙে দেখল অন্ধকার হয়ে গেছে। পাশের ঘরে লিও আর হেলার কথাবার্তা তখনও শোনা যাচ্ছিল। সে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে ডাকল, 'আরে রেডক্রস ক্লাব বন্ধ হওয়ার আগে একটু খেয়ে দেয়ে এলে কেমন হয়?' সে শুনতে পেল ওদের কথাবার্তা কিছুক্ষণ বন্ধ হওয়ার পর আবার শুরু হল, হেলা লিওর ঘরের দরজা খুলে নিজেদের ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল।

'আমি প্রস্তুত, চল বেরোই' হেলা বলল। মসকা দেখল হেলা তার ঠোঁট কামড়ে আছে তার কান্না রোধ করার জন্য।

মসকা তার নীল জিম ব্যাগটা তুলে নিল। ওতে ভেজা জামা কাপড় ভরা ছিল। তারা সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ীটার বাইরে এল। তারা দেখল ফ্রাউ মেয়ার তখনও

দাঁড়িয়ে আছে, সে খুশীর গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের বন্ধুর দেখা পেলে ?'

'হ্যাঁ', হেলা তীক্ষ্ণ স্বরে বলল।

কারফারস্টেন এলীর দিকে যেতে যেতে মসকা জিজ্ঞেস করল, 'লিও তোমায় সব কথা বলেছে ?'

'হ্যাঁ', হেলা বলল।

'তোমরা এতক্ষণ কি কথা বলছিলে ?'

হেলা কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলল না, তার পরে বলল—'আমরা আমাদের বাচ্চা বয়সের কথা বলছিলাম। ও শহরে আমি গ্রামে বড় হই, কিন্তু আমরা প্রায় সমান ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি। যখন আমরা বাচ্চা ছিলাম তখন জার্মানী বাস করার পক্ষে একটা সুন্দর দেশ ছিল।'

'সবাই চলে যাচ্ছে', মসকা বলল, 'প্রথমে মিডলটন। তার পরে লিও এবং খুব শীগ্‌গির উলফও চলে যাচ্ছে। শুধু আমরা আর এড্ডি পড়ে থাকছি। আমাকে তোমার ও এড্ডির উপরে চোখ রাখতে হবে।'

হেলা তার দিকে দেখল, হাসল না। তাকে খুব অবসন্ন, চোখদুটো ধূসর লাগছিল। তার চোয়ালের নীল ফোলার দাগটা বিরাট বড় হয়ে গেছে। 'আমিও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে চাই। আমার এড্ডিকে ভাল লাগে না। জানি এড্ডি তোমার খুব বড় বন্ধু, আমাদের জন্য অনেক কিছু করে দিতে পারে। তবুও আমার যেন কেমন ভয় হয়। আমার জন্য নয়, তোমার জন্য।'

'ভেবো না', মসকা বলল, 'আমাদের বিয়ের কাগজপত্র তাড়াতাড়ি এসে যাবে। আমরা অক্টোবরে চলে যেতে পারব।'

তারা প্রায় তাদের বাড়ীর কাছাকাছি এসে গেছিল। হেলা জিজ্ঞেস করল, 'বলতে পার ওয়াল্‌টার, এই নির্দয় পৃথিবীটা কবে অসহায়দের প্রতি হৃদয়বান হবে ?'

'আমি জানি না', মসকা উত্তর দিল। 'চিন্তা কর না, আমরা তো অসহায় নই।'

তারপর হেলাকে আনন্দ দেবার জন্য বলল, 'আমি সব ব্যাপারই মাকে লিখে জানিয়েছি। আমরা যে বাড়ী ফিরে যাচ্ছি তাতেই উনি বেশ খুশী। তিনি শুধু চান আমি একটা ভাল মেয়েকে বিয়ে করি।' দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'আমার মনে হয় আমি ভাল', সে দুঃখিত করুণ ভাবে বলল, 'আমি জানি না আমার বাবা-মা কি বলবেন, যদি তারা বেঁচে থাকেন। তারা বোধহয় সুখী হবেন না'। হেলা একটু থেমে বলল, 'ওরা আমাকে ভাল মেয়ে বলতেন না।'

'আমরা চেষ্টা করছি', মসকা বলল। 'আমরা ভীষণ ভাবে চেষ্টা করছি। পৃথিবীটা পাল্টে গেছে।'

তারা চাঁদের আলোয় তাদের বাড়ীর সামনে এল। তারা বাড়ীটার পাথরের দেওয়ালের ভেতর থেকে শুনল, বাচ্চাটা কাঁদছে। তবে খুব জোরে নয়। হেলা মসকার দিকে তাকিয়ে হাসল—'বাচ্চা শয়তানটা', তারপর মসকার আগে আগে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

এই প্রথম হেলা এয়ার বেসের ভেতরে এল।

মসকা কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে এল হেলাকে নিয়ে আসার জন্য। তাকে অফিসার্স পিংকে তৈরী কোটে ভীষণ রোগা দেখাচ্ছিল। ওরা এই কাপড় পেয়েছিল এ্যান মিডলটনের কার্ড দিয়ে। এই কোটটার সাথে সে সাদা ব্লাউজ সাদা টুপি আর একটা সাদা ওড়না পরেছিল। ওড়নাটা তার ফোলা গালটা ঢেকে রেখেছিল। হেলা মসকার হাত ধরে এয়ার বেসের দিকে এগোতে লাগল।

সিভিলিয়ান পার্সোনেল অফিসে ইংগে তার ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হেলাকে অভ্যর্থনা জানাল। তারা করমর্দন করে তাদের নামগুলোর সাথে পরিচিত হোল।

বাইরের অফিস থেকে হ্যার টপ ঘরে ঢুকলো এডির কাছ থেকে কিছু কাগজপত্র সই করিয়ে নেওয়ার জন্য। সে সুন্দর করে হেসে বলল, এয়ার বেসে একজন ভাল ডেন্টিস্ট আছেন। এমেরিকান ডেন্টিস্টরা খুব ভাল।

'তুমি কি ক্যাপ্‌টেন এডল্‌ফের সাথে ঠিকঠাক করেছ?' মসকা এডিকে জিজ্ঞেস করল।

এডি মাথা হেলিয়ে হেলাকে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কেমন লাগছে?'

'একটু যন্ত্রণা হচ্ছে' হেলা বলল। সে মসকা ও এডির এয়ারবেসে প্রতিপত্তি বেশ বুঝতে পারল। ইংগে ও হের টপ কত বিনয় করে কথা বলছে। বিজয়ীরা বিজিতের কাছে এখানে প্রকৃত সম্মান পাচ্ছে। তার মসকা ও এডির কাছে একটু লজ্জা লাগল। সে আত্মরক্ষার সুরে বলল, 'জার্মান ডেন্টিস্টরা সারাতে পারল না।'

'আমাদের ওষুধ ওরা পাবে কোত্থেকে। ক্যাপটেন এডল্‌ফ্‌ তোমায় সারিয়ে দেবেন।' তারপর মসকার দিকে তাকিয়ে এডি বলল, 'ওকে এখনি নিয়ে চলে যাও।'

ওরা অফিসের বাইরে এল। বাইরের অফিসের কর্মীরা তাদের কাজ থামিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল। এই কুৎসিত, নির্দয়, কঠোর এমেরিকানটা একটা

লাজুক সুন্দর রোগা মেয়েকে ভালবেসেছে দেখে তারা একটু অবাক হল। তারা একটু অন্য রকম ভেবেছিল।

তারা এয়ার বেসের ভিতরের দিকে যেতে লাগল। অনেক রাস্তাঘাট পেরিয়ে ওরা শেষে ব্যারাকের কাছাকাছি এলো। ব্যারাকটা ডিসপেনসারী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কালো চামড়ার ডেন্টাল চেয়ারটা এবং সাদা দেয়ালগুলো সবই খালি। তারপর একজন জার্মান ডাক্তার এলেন। বললেন, ক্যাপটেন এখন ভীষণ ব্যস্ত। সে হেলাকে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করল।

হেলা তার টুপিটা আর ওড়নাটা মসকাকে দিল। তারপর তার গালে হাত দিল যেন সে জায়গাটা লুকোতে চায়। তারপরে সে চেয়ারে গিয়ে বসল। মসকা তার পাশে দাঁড়াল।

হেলা মসকার হাত জড়িয়ে চেপে ধরল। ডাক্তার হেলার ফোলা জায়গাটা দেখে চোখ ছোট ছোট করল। হেলার চোয়ালটা আস্তে আস্তে ফাঁক করে কিছুক্ষণ দেখার পর ডাক্তার মসকাকে বলল, সংক্রমণ পরিষ্কার না করা পর্যন্ত আমরা কিছুই করতে পারবো না। 'সংক্রমণ মাংসের ভেতর দিয়ে গিয়ে হাড়ে আক্রমণ করেছে। ওকে পেনিসিলিন দিতে হবে আর গরম সেঁকের দরকার। ফোলাটা কমে গেলে দাঁত তুলে দিতে পারব'।

মসকা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি দিতে পারবেন ?'

—তা আমি পারি না। ডাক্তার বললেন, পেনিসিলিন তালা বন্ধ করা আছে, এমেরিকান ডাক্তার ছাড়া পেনিসিলিন ব্যবহার করার কারুর অনুমতি নেই। আমি কি ক্যাপেটেন এডল্‌ফকে ডেকে দেব ?

মসকা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ডাক্তার চলে গেলেন।

হেলা তার মুখটা তুলে মসকার দিকে হাসল, যেন ওকে কষ্ট দেওয়ার জন্য ক্ষমা চাইছে। মসকা দেখল হেলার একদিকের গাল শুধু হাসিতে কুঁচকে যাচ্ছে। সে বলল 'ঠিক আছে'। তার টুপি ও ওড়না একটা চেয়ারে রাখল।

তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ক্যাপ্টেন এডল্‌ফ এলেন। তিনি বেশ মোটাসোটা, তবে তরুণ। বাচ্চা বাচ্চা দেখতে, টাইয়ের নটটা আলগা, জামার বোতাম খোলা।

'এবার দেখা যাক', তিনি খুশীর স্বরে বললেন। হেলার মুখে আঙুল দিয়ে

তিনি হেলার মুখটা খুলে দেখলেন, তারপর তিনি বললেন, 'ও ঠিকই বলেছে। ওঁর পেনিসিলিন আর সেঁকের দরকার। জার্মান ডাক্তার ঘরে ঢুকেছিল। 'ফোলাটা কমে গেলে আমরা ঠিক করে দেব।'

মসকা বুঝতে পেরেছিল একই কথা শুনতে পাবে। 'আপনি কি পেনিসিলিন দিতে পারবেন?' মসকা বুঝতে পারল তার গলাটা একটু রুক্ষ হয়ে গেছে। এভাবে বলা ঠিক না। হেলা তার হাতে একটু চাপ দিল।

'আমি দু:খিত'—ক্যাপ্টেন এডলফ মাথা নেড়ে বলল, 'আপনি জানেন ব্যাপারটা কি। যদি আপনার জন্য আমি নিয়ম ভঙ্গ করি তাহলে সব জি-আই তাদের প্রেমিকা নিয়ে আসবে। পেনিসিলিনের হিসাব খুঁটিনাটি ভাবে রাখা হয়'।

'আমি আমার বিয়ের কাগজপত্র প্রস্তুত করে ফেলেছি', মসকা জিজ্ঞেস করল, 'তাতে কি কোন কাজ হবে?'

'আমি দু:খিত', এডলফ বললেন। মসকা দেখল কাপ্টেন সত্যিই দু:খিত। তিনি বললেন 'আচ্ছা একটা কাজ করতে পারেন, আপনার বিয়ের কাগজপত্র যখন অনুমোদিত হয়ে এসে যাবে তখন জানাবেন তাহলে আমি পুরো চিকিৎসা করতে পারবো। বিয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। উনি এই ধরণের একটা ইন্‌ফেকশন নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন এটা ঠিক না।'

হেলা তার টুপি এবং ওড়না পরে নিল। ক্যাপ্‌টেন এডল্‌ফকে ধন্যবাদ জানাল, উনি ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'ভেবে না, সেঁক দেওয়া চালিয়ে যাও। মনে হয় তাতেই ফোলাটা কমে যাবে, যদি আরও খারাপ হয় তাহলে ওকে জার্মান হাসপাতালে নিয়ে যাবেন।' তারা যখন দরজা দিয়ে বাইরে বেরোচ্ছিল তখন সে জার্মান ডাক্তারের মুখে একটা সন্দেহের চিহ্ন দেখল। যেন ব্যাপারটাকে বড় হাল্কা করে নেওয়া হয়েছে।

পার্সোনেল অফিসে ফিরে এসে মসকা এডিকে সব কথা বলল। হেলা মসকার ডেস্কে বসেছিল শান্ত ভাবে।

এডি বলল, 'তুমি এডজুটান্ট অফিসে যাচ্ছ না কেন? ওরা যাতে তোমার বিয়ের কাগজপত্র তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেয়।'

মসকা হেলাকে জিজ্ঞেস করল 'তুমি কি এখানে একটু অপেক্ষা করবে—না এক্ষুনি সোজা বাড়ী চলে যাবে?'

'না, আমি অপেক্ষা করব। তুমি বেশী দেরী কোর না'—হেলা মসকার হাতে চাপ দিল। তার হাতটা ঘেমে গেছিল।

'তুমি ঠিক আছো তো?' মসকা জিজ্ঞেস করল। সে মাথা নাড়ল, মসকা চলে গেল।

এডজুটাণ্ট ফোনে মনোযোগ দিয়ে কিছু শুনছিলেন, যখন মসকা ঘরে ঢুকল। তিনি মসকাকে দেখে তার ভুরু তুলে ইঙ্গিত করলেন যে তার এক্ষুণি হয়ে যাবে। ফোনটা ঝুলিয়ে তিনি বললেন, 'আপনার জন্য কি করতে পারি?'

মসকা বলল, 'আমার বিয়ের কাগজপত্র সম্বন্ধে খোঁজ নিতে এসেছিলাম।'

'না এখনও কিছু হয়নি', তিনি একটা বিরাট খাতার পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগলেন।

মসকা একটু ইতস্তত: করে বলল, 'ওটা তাড়াতাড়ি করা যায় না?'

এডজুটাণ্ট চোখ না তুলে বললেন—'না'।

মসকা চলে যাওয়ার ইচ্ছে দমন করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি মনে হয় আমি ফ্রাঙ্কফুর্টে গেলে ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি হবে? আপনি হয়ত বলে দিতে পারেন কার সাথে দেখা করতে হবে।'

এডজুটাণ্ট তার বিরাট খাতাটা বন্ধ করে এই প্রথম বার মসকার দিকে তাকাল। সে রুক্ষ স্বরে বলল, 'দেখো মসকা, তুমি মেয়েটার সাথে একবছর হোল বাস করছ। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ছ'মাস পরে তুমি দরখাস্ত করলে, আর হঠাৎ এখন তাড়া কিসের? আমি তোমার ফ্রাঙ্কফুর্ট যাওয়া আটকাতে পারব না। তবে গিয়ে কোন কাজ হবে না। তুমি জানো চ্যানেলের বাইরে কাজ করা আমি কেমন অপছন্দ করি।'

মসকার রাগ হল না, তার অস্বস্তি আর লজ্জা লাগছিল। এডজুটাণ্ট ধীরে ধীরে বললেন, 'কাগজপত্র এসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমায় জানিয়ে দেব, ঠিক আছে তো?' মসকা এবার বেরিয়ে এল।

পার্সোনেল অফিসের দিকে আসতে আসতে মসকা তার হতাশাবোধকে তাড়াতে চাইল, কারণ হেলা তাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। সে গিয়ে দেখল ইংগে ও হেলা কফি খাচ্ছে ও কথা বলছে। সে দেখল হেলা তার টুপি ও ওড়না খুলে ফেলেছে এবং বেশ উজ্জল চোখে উৎসাহের সাথে কথা বলছে। মসকা বুঝতে পারল ও তার বাচ্চা সম্বন্ধে বলছে। এড্ডি চেয়ারে হেলান দিয়ে শুনছিল। মসকাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হল?'

মসকা বলল, 'তিনি বললেন, করবেন।' সে হেলার দিকে হাসল, সে পরে এদিকে সব কথা বলবে।

হেলা তার টুপি ও ওড়না পরে নিয়ে ইংগে ও এডির সাথে করমর্দন করল। তারপর সে মসকার হাত ধরল। তারা বাইরে এসে এয়ার বেসের গেটের বাইরে এলে মসকা বলল, 'আমি দুঃখিত'। হেলা তার হাতে চাপ দিয়ে তার ওড়না-ঢাকা মুখটা তুলে তাকাল।

মসকা তার মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল, যেন সে তার দৃষ্টি সহ্য করতে পারবে না।

খুব সকালে মসকার যখন ঘুম ভাঙল মসকা দেখল হেলা বালিসে মুখ গুঁজে কাঁদছে। সে ওকে তার দিকে টানল, হেলা তার বুকে মুখ লুকাল। 'খুব খারাপ লাগছে?'—মসকা জিজ্ঞেস করল।

'হেলা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমার ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, ভীষন যন্ত্রণা।' তার কান্না আরো বেড়ে গেল।

সেই অন্ধকারে যন্ত্রণাটা ঝনঝন করে তার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছিল। এয়ার বেসে তার জন্য কিছু করতে অসহায় মসকার স্মৃতি তাকে আতঙ্কিত করছিল, সে চোখের জল রোধ করতে পারছিল না। রুদ্ধস্বরে সে আবার বলল 'আমার ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।'

মসকা তার কথা প্রায় বুঝতে পারছিল না। তার গলাটা অদ্ভুত শোনাচ্ছিল। 'আমি একটু সেঁক দিয়ে দিচ্ছি।' মসকা নাইট ল্যাম্পটা জ্বালাল। তার মুখটা দেখে সে ভয় পেল। মুখের একদিক ফুলে উঠে তার চোখটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। তার মুখের চেহারাটা কঙ্গোনীজদের মত দেখতে হয়ে গেছিল। হেলা তার মুখে তার হাত রাখল। মসকা রান্নাঘরে গেল সেঁক দেওয়ার জন্য জল আনতে।

সকালের অদ্ভুত আলো আশ্চর্য হওয়া ইয়ারগেনের মেয়ের চোখে পড়েছিল, একটা টিনের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে সে একটা বিরাট পাথরের উপর বসেছিল। পাথরকুচি ও মাটির গন্ধ বাতাসে ভারী হয়ে ভাসছিল, ছোট মেয়েটা শান্ত ভাবে ফলের খোসা ছাড়িয়ে তার আঙুলগুলো চুষল, ফলের রসটা খাওয়ার জন্য। ইয়ারগেন

তার পাশে একটা বিরাট পাথরের উপর বসেছিল। সে মেয়েকেএখানে নিয়ে এসেছিল যাতে মেয়েটা তার জার্মান পরিচারিকাকে ভাগ না-দিয়ে ফলগুলো খেতে পারে।

ইয়ারগেন তার মেয়ের দিকে দুঃখমিশ্রিত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখছিল। তার চোখগুলো থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে তার মাথার মধ্যে ভাবনা চিন্তাগুলো পরিষ্কার নয়।

'ডাক্তার বলেছেন—একমাত্র আশা হচ্ছে যদি ওকে জার্মানীর বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়।' ইয়ারগেন তার মাথা নেড়ে ভাবল, সে ব্ল্যাক মার্কেট থেকে যত টাকা আয় করেছে সবই খরচ তার মেয়ের পিছনে—তার মেয়ে ও এই যন্ত্রনাময় পৃথিবীর মধ্যে একটা দেওয়াল তৈরী করে দেওয়ার জন্য।

এখন সে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, সে নকল কাগজপত্র কিনে সুইজারল্যাণ্ডে বাস করবে। কাগজপত্র পেতে ও কিছু টাকা আয় করতে তার আরও কয়েক মাস লাগবে। সেখানে তার মেয়ে সুস্থ আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠবে, সুখী হবে।

মেয়েটা একটা ফল তুলে ধরে মুখটা হাঁ করল ওটা খাওয়ার জন্য। সে তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

ইয়ারগেন তার মুখে হাত দিল হাসিটা রোধ করার জন্য কারণ এই ধ্বংসের জগতে তার মেয়ে যেন একটা বেড়ে ওঠা লতা, তার হাসিটা অমানুষিক এবং তার চোখদুটো শূন্য।

সকালটা বেশ ঠাণ্ডা, হেমন্ত সূর্যের তাপকে কমিয়ে দিয়েছে। মাটির রঙ পাল্টে গেছিল। মাটির উপর ঘাসগুলো মরে বাদামী রঙের সৃষ্টি করেছে।

ইয়ারগেন আস্তে আস্তে বলল, 'গীজেল এসো, এবার আমরা যাই চল, আমাকে কাজে যেতে হবে।' মেয়েটা টিনটা ফেলে দিয়ে কাঁদতে লাগল।

ইয়ারগেন তাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরল। 'আমি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরব, ভয় পেয়ো না। তোমার জন্য উপহার নিয়ে আসব, তোমার পোষাক নিয়ে আসব।' কিন্তু সে জানে মেয়েটা কাঁদতেই থাকবে যতক্ষণ তারা চার্চের সিঁড়ির কাছে না পৌছয়।

আকাশের ধূসর প্রেক্ষাপটে সে দেখতে পেল একজন লোককে একটা স্তূপের উপরে—তারপর লোকটা অদৃশ্য হল। আবার দেখা গেল। লোকটা তাদের দিকেই আসছিল। ইয়ারগেন মেয়েকে নামিয়ে রাখল, সে তার পাটা জড়িয়ে থাকল।

লোকটা শেষ স্তূপে এবার উঠল। ইয়ারগেন অবাক হয়ে দেখল যে লোকটা মসকা।

মসকা তার অফিসার্স গ্রীন পরেছিল, সকালের আলোয় তার কালো গায়ের চামড়া একটা ধূসরতা এনে দিয়েছিল, তার মুখটা অবসন্ন।

'আমি তোমায় চারদিক খুঁজছি', মসকা বলল। ইয়ারগেন তার মেয়ের মাথায় আদর করল, তারা দুজন কেউই মসকার দিকে তখন তাকাচ্ছিল না। ইয়ারগেন একটু অবাক হচ্ছিল যে মসকা তাকে এত সহজে খুঁজে পেল। মসকা ব্যাপারটা বুঝতে পারল।—'তোমার ঘরের পরিচারিকা আমাকে বলল তুমি এদিকে প্রায়ই সকালে আস।'

দিনের আলো বেশ পরিপূর্ণ ভাবে ফুটে উঠেছিল, সে রাস্তার গাড়ীর শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। ইয়ারগেন আস্তে আস্তে সন্দেহের সুরে বলল, 'তোমার আমাকে দরকার কি?'

ধ্বংসস্তূপের এক জায়গা থেকে কিছু আলগা জিনিস ঝরে পড়ছিল। মসকা তার পা সরিয়ে নিল। সে বুঝতে পারল নীচের মাটিটা ঠিক শক্ত নয়। সে বলল 'আমার কিছু মরফিন ও পেনিসিলিন দরকার হেলার জন্য। তুমি ওর দাঁতের কথা জান, ভীষণ যন্ত্রনা হচ্ছে।'

সে একটু থেমে বলল, 'আমার আজই দরকার। ও প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। যে কোন দাম দিতে আমি প্রস্তুত।'

ইয়ারগেন তার মেয়েকে তুলে চলতে আরম্ভ করল। মসকা তার পাশাপাশি হাঁটছিল।

'বেশ শক্ত কাজ'—ইয়ারগেন বলল, কিন্তু সে সবকিছু তার মনের মধ্যে এঁকে নিয়েছিল। একটা কৌশলেই সে তার সুইজারল্যাণ্ড যাওয়া তিন মাস এগিয়ে আনতে পারে। 'প্রচুর দাম পড়ে যাবে'—ইয়ারগেন বলল।

মসকা দাঁড়াল, সকালের সূর্যের আলোয় কোন তাপ ছিল না, তবুও মসকা ঘামছিল। ইয়ারগেন তার মুখে বিরাট স্বস্তির চিহ্ন দেখল।

'ওঃ ভগবান', মসকা বলল, 'আমার ভয় করছিল তুমিও ব্যবস্থা করতে পারবে না। তুমি যত টাকা নেবে নাও, আজ রাতে জিনিসটা দরকার।'

তারা শেষ স্তূপের উপর দাঁড়িয়েছিল, তাদের সামনে ভগ্ন শহরের একাংশ, যেখানে চার্চটা দাঁড়িয়ে আছে। ইয়ারগেন বলল, 'আজ রাতের দিকে এসো,

সন্ধ্যেবেলায় এসো না, আমার মেয়ে ভীষণ অসুস্থ, ও ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে।' সে অপেক্ষা করল মসকার কাছ থেকে তার মেয়ের জন্য কিছুটা আন্তরিকতার আশায়। কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে মসকার প্রতি তার একটা তিক্ত ভাবনা এল। মসকার প্রেমিকা এত অসুস্থ, ওকে এমেরিকায় নিয়ে যাচ্ছে না কেন? নিজের প্রেমিকার জন্য সে এত চিন্তিত কিন্তু তার মেয়ের জন্য তার এতটুকু আন্তরিকতা নেই। সে তিক্তস্বরে বলল, 'তুমি যদি মধ্য রাতের আগেই আস তাহলে তোমায় সাহায্য করতে পারবো না।'

মসকা সেই স্তূপটার উপর দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ইয়ারগেন তার মেয়েকে কোলে নিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। 'ভুলে যেও না, যে কোন দামে তুমি জিনিসটা জোগাড় কর।' ইয়ারগেন ঘুরে তারা মাথাটা দোলাল। তার মেয়েটার মুখ হেমন্তের আকাশের দিকে ফেরানো।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এডি কেসিন ও মসকা সিভিলিয়ান পার্সোনেল বিল্ডিং থেকে বেরোল, তারা হেমন্তের ধূসর গোধূলীতে হ্যাংগারের দিকে এগোল।

'আমাদের দলের আর একজন খসছে' কেসিন বলল, 'প্রথমে মিডলটন, তারপরে লিও, এখন উলফ্ যাচ্ছে। এরপরে তুমিও বোধহয় যাচ্ছো, ওয়ান্টার ?'

মসকা কোন উত্তর দিল না, ওরা জার্মান শ্রমিকদের স্রোতের বিরুদ্ধে চলছিল। মেকানিকরা গেটের দিকে এগোচ্ছিল। হঠাৎ মাটিটা কাঁপতে আরম্ভ করল, তারা শক্তিশালী ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল।

শেষ বিকেলের সূর্যটা আকাশের শেষ প্রান্তে চলে গেছিল। মসকা ও এডি সিগারেট টানতে টানতে অপেক্ষা করল। অবশেষে একটা জীপ হ্যাংগার পেরিয়ে মাঠের মধ্যে এল। তারা প্লেনটার দিকে এগিয়ে গেল এবং ওটা যখন লেজটা ঘুরিয়ে থেমে গেল তখন ওরা পৌঁছে গেল।

উলফ, উরসুলা ও তার বাবা জীপ থেকে নামলেন। উরসুলার বাবা ভারী প্যাকেটগুলো নামাচ্ছিলেন। উলফ তাদের বন্ধুদের দিকে একটা আনন্দের হাসি হাসল।

'তোমরা আমাকে বিদায় দিতে এসেছ, আমি ভীষণ খুশী', উলফ বলল। উলফ তাদের সাথে করমর্দন করার পরে বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। উরসুলাকে ওরা চিনত।

এডি কেসিন ঠাট্টা করে বলল, 'তুমি জাহাজে বিনা ভাড়ায় যাবে বোধ হয়।'

উলফ হেসে বলল, 'কুইন এলিজাবেথে ভাড়া মারা সম্ভব নয়।'

উলফ তার হাতটা মসকার দিকে বাড়াল, বলল, তোমরা যতদিন ছিলে বেশ ভাল ছিলাম, সত্যিই বলছি, আনন্দে দিন কেটেছে। আমি যখন স্টেটসে পৌঁছব, তোমরা চিঠি লিখো, এডি তুমি তো আমার ঠিকানা জান।'

'নিশ্চয়ই', এডি ঠাণ্ডাভাবে বলল।

উলফ মসকার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওয়ান্টার, তোমার ভাগ্য ভাল হোক। ঐ যে ব্যাপারটা হল না তাতে আমি দুঃখিত, তুমি নিশ্চয়ই এখন ঠিক হয়ে গেছ ?'

মসকা প্রত্যুত্তরে উলফের ভাল ভাগ্য কামনা করল। উলফ কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করে বলল, 'একটা কথা বলছি, এখানে বেশী দিন পড়ে থেকো না। যত তাড়াতাড়ি পার স্টেট্‌সে চলে এস। আর কিছু বলার নেই।'

মসকা হেসে বলল, 'ধন্যবাদ উলফ, আমিও যাচ্ছি।'

উরশুলার বাবা প্লেনের সামনের দিক থেকে ঘুরে এসে উলফের কাছে এসে বলল—তুমি আমায় ভুলে যেও না। তিনি প্রায় কেঁদে উঠলেন, 'উরশুলা, আমার উরশুলা! আমার একমাত্র সন্তান তোর বুড়ো বাবাকে ভুলে যাসনা মা। বুড়ো বাপটাকে এখানে ফেলে রাখিস না। আমার ছোট্ট মা, আমায় ভুলে থাকিস না।'

উরশুলা তার বাবাকে চুমু খেয়ে বলল, 'বাবা তুমি ওরকম কোর না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাগজ-পত্র তৈরী করে আমি তোমায় নিয়ে যাব। তুমি ও রকম কোর না।'

উলফ তার মুখ টিপে হাসছিল। সে উরশুলার কাঁধে টোকা দিয়ে বলল, সময় হয়ে গেছে।

মোটা বৃদ্ধ 'উরশুলা—উরশুলা' বলে কেঁদে উঠলেন। তার এত সুন্দর ভাগ্যে তার বাবার এত দুঃখ দেখে উরশুলা একটু রাগ করে প্লেনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল।

উলফ বৃদ্ধের হাত ধরে বলল, 'আপনি ওকে আপসেট করে দিয়েছেন। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে আমি এখান থেকে নিয়ে যাব। আপনি বাকী জীবনটা আরামে মেয়ে ও নাতি-নাতনীদের সাথে এমেরিকায় কাটিয়ে দেবেন।'

বৃদ্ধ তার মাথা নেড়ে বললেন, 'তুমি ভাল ছেলে। উলফ—তুমি খুব ভাল ছেলে।'

উলফ্ মসকা ও এডিকে একটা অস্বস্তিপূর্ণ স্যালুট করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

একটা জানালা দিয়ে দেখা গেল উরশুলা তার বাবার দিকে হাত নাড়ছিল। বৃদ্ধ আবার কেঁদে উঠলেন, তিনি বিরাট একটা সাদা রুমাল নিয়ে নাড়তে লাগলেন। প্লেনের এঞ্জিন গর্জে উঠল, গ্রাউণ্ড ক্রুরা সিঁড়ি সরিয়ে নিল। রূপোলী প্লেনটা আস্তে আস্তে চলতে লাগল। প্লেনের গতি বাড়তে বাড়তে এক সময় মাটির মায়া কাটিয়ে রাতের আকাশের দিকে ডানা মেলল।

মসকা দেখতে লাগল যতক্ষণ প্লেনটা অদৃশ্য না হয়। সে এডিকে বলতে শুনল—'কাজ হয়ে গেছে। একজন সফল লোক ইওরোপ ছাড়ল'। তার কথায় সামান্য তিক্ততা ছিল।

তিনজন মানুষ নিঃশব্দে সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। দিগন্তে সূর্য পাটে বসার পরে অন্ধকারের রাজত্ব আস্তে আস্তে কায়েম হতে থাকল। মসকা সেই বৃদ্ধের দিকে দেখল যিনি আর কোনদিন তার মেয়েকে দেখতে পারবেন না, এই মহাদেশ ছেড়েও যেতে পারবেন না। বৃদ্ধ সেই অন্ধকার শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে কোন আশার চিহ্ন খুঁজছিলেন। কিন্তু তার আশার তৈরী বাড়ীটা খুব শক্ত মনে হচ্ছিল না।

*   *   *

মসকা লিনেনের কাপড় খণ্ডটা গরম জলে ডুবিয়ে নিংড়ে নিল। তার গরম ভাপটা হেলার গালে দিল। সে সোফায় শুয়ে যন্ত্রণায় কাঁদছিল। খুব বেশী ফুলে যাওয়ার জন্য তার নাক মুখের একাংশ ও একটা চোখ দেখতে অন্যরকম হয়ে গেছিল। সোফার ধারে একটা আর্মচেয়ারে ফ্রাউ সগুর্স বাচ্চা নিয়ে বসেছিলেন। বাচ্চাটাকে ফিডিং বটল্ দিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন।

যখন মসকা কাপড়টা আবার গরম জলে ডোবাচ্ছিল তখন বলছিল, 'কয়েকদিন এটা করলেই তুমি সেরে যাবে।' তারা সারা বিকেল ধরে এরকম ভাবেই বসেছিল, ফোলাটা একটু কমে গেছিল। এই সময়ে ফ্রাউ সগুর্সের কোলে বাচ্চাটা কেঁদে উঠল।

হেলা উঠে বসল, সে সগুর্সের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। মসকার দিকে হাত সরিয়ে দিয়ে বলল 'আমি আর পারছি না।' সে বাচ্চাটাকে নিয়ে তার ভাল গালটায় ছেলের মাথা ঠেকিয়ে বলল 'ওরে আমার সোনারে, তোর দুঃখী মা তোর যত্ন নিতে পারছে না।' তারপরে কাঁপা কাঁপা হাতে বাচ্চার কাপড় পাল্টে দিল, ফ্রাউ সগুর্স ওদের সাহায্য করলেন।

মসকা দেখছিল। এক সপ্তাহের যন্ত্রণা ও নিদ্রাহীনতা ওর সমস্ত শক্তি শুষে নিয়েছে। জার্মান হসপিটাল বলল—কেসটা এত সাংঘাতিক নয় যে পেনিসিলিন দিতে হবে। এখন একমাত্র আশা ইয়ারগেন। আজ রাতে, মধ্য রাতে যদি পাওয়া যায়। ইয়ারগেন গত দু-রাতে হতাশ করেছে।

হেলা তার বাচ্চাটাকে কাপড় পরিয়ে দিল, মসকা বাচ্চাকে নিল। সে বাচ্চাটাকে

তার হাতে দোলাচ্ছিল, হেলা হেলান দিয়ে বসে হাসতে চেষ্টা করল, সে হাসতে চেষ্টা করতেই প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তার মুখটা কুঁকড়ে গেল। মসকার থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ককিয়ে উঠল।

মসকা যতক্ষণ পারল দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে বলল, 'আমি ইয়ারগেনের কাছে যাচ্ছি।' এখনও মধ্য রাতের অনেক বাকী, গুলি মারো, সে হয়ত ইয়ারগেনকে তার বাড়ীতে পাবে। এখন আটটা, জার্মানরা সাপার খায় এই সময়ে। সে হেলাকে চুমু খাওয়ার জন্য নীচু হল। হেলা তার হাত তুলে তার মুখে হাত দিল। 'আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসবো।'

কারস্টেনের বাতাস ঠাণ্ডা, বাতাসে শীতের প্রথম স্পর্শ। গাছের শুকনো পাতা-গুলো এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছিল। সে একটা রাস্তার গাড়ী ধরে ইয়ারগেনের বাসার দিকে চলল। সে গাড়ী থেকে নেমে সোজা উপরে দৌড়ে উঠে গেল। তারপরে দরজার কড়া নাড়ল যত জোরে পারে। ভেতরে কোন শব্দ হল না, সে বিভিন্ন ভাবে কড়া নাড়ল, আশা করল যদি সে মেয়েটার বাবার সংকেতটা দিতে পারে তাহলে মেয়েটা দরজা খুলে দিলে মসকা ওকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারবে। সে কোন কারণের জন্য ডাকল না, সে একটু অপেক্ষা করল। তারপরে দরজার পেছন থেকে একটা অদ্ভুত একটানা আওয়াজ। সে বুঝতে পারল মেয়েটা কাঁদছে, এবং ভয় করেছে। ও আর দরজা খুলে দেবে না। সে সিড়ি দিয়ে নীচে নেমে চার্চের সামনে ইয়ারগেনের জন্য অপেক্ষা করল।

সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। বাতাস আরও ঠাণ্ডা হল, রাত আরও গভীর হল, গাছের পাতা নড়ার শব্দ আরও পরিষ্কার হল। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল একটা নিশ্চিত বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সে চার্চের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল কিন্তু তাকে কে যেন চালিয়ে নিয়ে চলল রাস্তা দিয়ে কারকারস্টেন এলীর দিকে।

চার্চ থেকে চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরে রাস্তায় চলতে চলতে তার ভয়টা চলে গেল। তারপর অসহায়ভাবে হেলার কষ্ট যন্ত্রণা দেখার ভাবনায় সে দাঁড়িয়ে পড়ল। গত সপ্তাহের উত্তেজনা ও কষ্ট, অপমান ও প্রত্যাখ্যান তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। ডঃ এডলফের প্রত্যাখ্যান, এডজুটাণ্টের ভৎর্সনা, জার্মান হসপিটালের ডাক্তারের প্রত্যাখ্যান, সমস্ত ভাবনা তাকে ঘিরে ধরল। এ সবের বিরুদ্ধে তার অসহায়তা তাকে ভীত করে তুলল। তার মদ খেতে ইচ্ছে করল। মদ খাওয়ার

প্রচণ্ড তৃষ্ণা তাকে অবাক করল। কোনদিন মদের জন্য এরকম তৃষ্ণা হয় না। সে তাড়াতাড়ি ইতঃস্তত না করে অফিসার্স ক্লাবের দিকে হাঁটতে লাগল। সে যে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে না এজন্য এক সময় তার একটু লজ্জা বোধ হল। তবুও সে ঘরে ফিরে যেতে পারল না।

আজকের রাতে ক্লাবটা বেশ চুপচাপ। কয়েকজন অফিসার ও কয়েকটা মেয়ে ছিল কিন্তু কোন মিউজিক বা নাচ হচ্ছিল না। মসকা খুব তাড়াতাড়ি তিন গ্লাস হুইস্কি খেয়ে ফেলল। এটা ম্যাজিকের মত কাজ করল, সে অনুভব করল তার মন থেকে সমস্ত উত্তেজিত আশঙ্কা দূর হল। মসকা এবার সবকিছু বেশ ঠিকঠাক ভাবতে পারল। হেলার শুধু একটু দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছে। যাদের শত্রুর মত মনে হচ্ছিল, তাদের কঠোর ব্যবহার আইনানুগ মনে হল। ওরা নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করেনি।

বারের একজন অফিসার তাকে বলল, 'তোমার বন্ধু এডি উপরের তলায় ডাইস খেলছে।' মসকা মাথা নেড়ে শোনার স্বীকৃতি জানাল। অন্য একজন অফিসার হেসে বললেন, 'আপনার জন্য একজন বন্ধু এডজুটান্ট ওখানে আছেন। তিনি মেজরকে আনন্দ দিচ্ছেন।'

'তাহলে সেজন্য আর একপাত্র মদ খেতে হয়' মসকা বলল। তারা হেসে উঠল। মসকা তার জ্যাকেটের বোতাম খুলল এবং একটা সিগার ধরাল। তারপর সে আরও কয়েক পাত্র চড়াল। 'দূর! হেলার একটু দাঁতের যন্ত্রণা হচ্ছে, হেলা সামান্য ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ে!' সে ভাবল হেলার সমস্ত কিছুতে সাহস ও সহ্য শক্তি আছে শুধু দৈহিক যন্ত্রণা ছাড়া, এ ব্যাপারে ও বড় ভীরু। না না ভীরু নয়, হঠাৎ তার নিজের প্রতি রাগ হল কারণ সে হেলার সম্বন্ধে এ রকম ভাবতে পেরেছে। কিন্তু ও বড় কাঁদে। এখন তার ভেতরের কিছুটা উষ্ণতা নরম হয়ে এল। তার খোলা জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে একটা সাদা আভা দেখে তার মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে হেলা তার মাকে প্রথম চিঠি লিখেছিল, সেটা পোস্ট করতে ভুলে গেছে। তার মা চিঠি লিখেছিলেন একখানা চিঠি দিতে— আর বাচ্চার একটা ছবিও চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

মসকা বার ছেড়ে বাইরের হলঘরে হেলার চিঠিটা লেটারবাক্সে ফেলে দিল। সে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, তার মনের গভীরে উপর তলায় না যাওয়ার একটা সতর্কতা কাজ করছিল, কিন্তু হুইস্কি তার বিচার বোধ অন্ধ করল। সে উপরের খেলার ঘরে গেল।

এডি টেবিলের কোণায় দাঁড়িয়েছিল এক হাতে একটা ছোট বাণ্ডিল ডলারের ক্লিপ। এডজুট্যাণ্ট টেবিলের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়েছিল। এডজুটাণ্টের ভেতরে কেমন যেন একটা অদ্ভুত ভাব। এডজুট্যাণ্টের সরল মুখটা এমন ভাবে বিকৃত হয়েছিল যাতে একটা ধূর্ততার ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। মসকা একটু আহত হল, লোকটা একেবারে ভরাট হয়ে আছে। এক মুহূর্ত তার মনে হল সে চলে যাবে কিন্তু ঔৎসুক্যের জন্য সে ডাইস টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

এডি জিজ্ঞেস করল 'তোমার প্রেমিকা কেমন আছে?'

মসকা বলল, 'ঠিক আছে।'

একজন ওয়েটার উপরে এল একটা ট্রেতে পানীয় নিয়ে।

খেলা বড্ড ধীর গতি—সময় কাটানোর জন্য, জুয়া হচ্ছে না। আজ রাতে এটাই ভাল লাগল। সে খুব কম বাজী ধরছিল, মাঝে মাঝে এডির সাথে কথা বলছিল।

একমাত্র এডজুট্যাণ্ট উৎসাহের সাথে খেলছিলেন। তিনি অন্যসব খেলোয়াড়কেও সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করার চেষ্টা করছিলেন। যখন তার দান এল তখন তিরিশ ডলার রাখলেন। তিনি বিভিন্ন ভাবে বাজী ধরছিলেন কিন্তু কোন খেলোয়াড়ই বেশী উৎসাহিত হচ্ছিল না। ওরা এক থেকে পাঁচ ডলার পর্যন্ত বাজী ধরছিল, এর বেশী কখনও নয়।

মসকার নিজেকে দোষী দোষী মনে হল। সে ভাবল এখন তার চলে যাওয়া উচিত। হেলাকে দেখে, আবার ইয়ারগেনের কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু আর এক ঘণ্টার মধ্যে ক্লাব বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সে বাকী সময়টা এখানে কাটিয়ে দেবে ঠিক করল।

এডজুট্যাণ্ট খেলায় কোন উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে না পেরে যে কোন উপায়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি মসকাকে বললেন, 'আমি শুনলাম, তুমি তোমার প্রেমিকাকে এয়ারবেসের বিনে পয়সায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে এসেছিলে। তোমার জানা উচিত ছিল ওয়াল্টার ...' —এই প্রথম তিনি মসকার নাম ধরে কথা বললেন।

একজন অফিসার বললেন, 'ভগবানের দিব্যি, ফুর্তি কর। ক্লাবে ঝামেলার সৃষ্টি কোর না।'

এই মুহূর্তে মসকা বুঝতে পারলো কেন সে ক্লাবে এসেছে, কেন সে ক্লাবে থেকে

গেছে। সে চেষ্টা করল এবার চলে যেতে, তার দেহটাকে টেবিল থেকে দূরে সরিয়ে নিতে, তার হাতদুটো সবুজ বোর্ড থেকে সরিয়ে নিতে। কিন্তু তার মনের মধ্যে কঠোর সন্তুষ্টি কাজ করছিল যা তার দেহ ও যুক্তির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। গত সপ্তাহের সমস্ত অপমান ও প্রত্যাখ্যান তার মনের মধ্যে একটা জ্বালার সৃষ্টি করেছিল। সেই জ্বালার উপশমের দরকার। তার রক্তের মধ্যে জ্বালা ও প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করছিল। সে মনে মনে বলল, 'ঠিক আছে শূয়োরের বাচ্চা, ঠিক আছে।' কিন্তু সে তার গলা সহজ রেখে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম ডাক্তার আমাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারেন।' মসকা ইচ্ছে করে একটু নার্ভাস হওয়ার ভঙ্গীতে গলাটা কাঁপাল। গত সপ্তাহে সে অনেক অপমান সহ্য করেছে এটুকুতে তার কিছু হবে না।

'আমি যেখানে থাকি সেখানে এরকম কিছু ঘটে না,' এডজুটান্ট বললেন। 'যখন এই রকম কিছু ঘটে সেটা কারুর দোষে হয়, আমি সেই দোষীকে খুঁজে বার করি।'...

'আমি অন্যায় করি না', এডজুটান্ট খুব গম্ভীর ভাবে বলছিলেন। 'আমি তোমার প্রেমে বিশ্বাস করি। কিন্তু তিনি যদি তোমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করতেন তাহলে সব জি-আইরা ওখানে উপস্থিত হত তাদের প্রেমিকাদের চিকিৎসা করার জন্য। এরকম চলতে পারে না।' এডজুটান্টের মুখে একটা শিশুসুলভ সুখী হাসি ফুটে উঠেছিল। তিনি তার গ্লাস তুলে ধরে একটা লম্বা চুমুক দিলেন।

মসকা টেবিলের সবুজ কাপড়ের উপর ডাইসগুলোকে দেখছিল। এডি কিছু বলছিল কিন্তু তার কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল, সে একটা চেষ্টা করল এবং উপরের দিকে তাকাল। সে শান্তভাবে বলল, 'আমি দু'বাক তিনে চালব।'

এডজুটান্ট জানালায় তার গ্লাসটা রাখলেন তারপর টেবিলের উপর একটা দশ ডলারের বিল ছুঁড়ে দিলেন।

মসকা বিলটা তুলে দিয়ে এডজুটান্টের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'আপনি আমার সাথে খেলবেন না?' তার গলাটা ঠাণ্ডা। অন্য একজন কিছু টাকা রাখল আর মসকা ডাইস গড়িয়ে দিল।

'তুমি তোমার প্রেমিকার ব্যাপারে বেশ স্পর্শকাতর', এডজুটান্ট বললেন। তিনি বেশ মজায় ছিলেন, তাঁর চারদিকের উত্তেজিত অবস্থা অনুমান করতে পারেননি। 'তুমি ভাবছ এই সব প্রেমিকারা তোমাদের জন্য পবিত্র, স্বার্থহীন ভালবাসা দেয়।

যদি আমার উপর সব কিছুর ভার থাকত তাহলে আমি তোমাদের কাউকে এখানে বিয়ে করতে দিতাম না।'

মসকা ডাইস টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় উদাসীন ও সহজ গলায় বলল, 'তাহলে তুমি কেন আমার বিয়ের কাগজপত্র আটকে রেখেছ বাস্টার্ড ?'

এডজুটাণ্ট সত্যিকার আনন্দের হেসে বললেন, 'আমি এটা অস্বীকার করছি, তুমি কোত্থেকে খবর পেলে ?' তিনি কথাগুলো তার অফিসিয়াল ভঙ্গীতে উদ্ধত আদেশের স্বরে বললেন।

মসকা ডাইস তুলে নিল। সে আর কোন কিছু চিন্তা করছিল না, কিছুতে তার আর পরোয়া নেই। সে অপেক্ষা করছিল কখন এডজুটাণ্ট তাকে অতিক্রম করেন।

'কোত্থেকে খবর পেয়েছিলে ?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন। তার মুখটা গম্ভীর, স্বাভাবিক ভাবেই যৌবনের তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠেছিল। 'কে তোমায় খবর দিয়েছিল ?' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন।

মসকা ডাইসকে অযত্নে ছুঁড়ে ফেলল। সে এডজুটাণ্টের দিকে বলল, 'বোকামো কর না, তুমি গিয়ে ঐ সব ক্রাউটদের ভয় দেখাও।'

এবার এডি কেসিন বলল, 'আমি ওকে বলেছিলাম, যদি কর্ণেল জানতে চান আমি তাকে ব্যাপারটা বলতে পারি। আপনি ঐ কাগজপত্রগুলো জমা দেওয়ার পর ফ্রাঙ্কফুর্টে পাঠানোর আগে দু'সপ্তাহ চেপে রেখেছিলেন।' সে মসকার দিকে ঘুরে বলল, 'চলে এস ওয়াণ্টার, চল আমরা চলে যাই এখান থেকে।'

এডজুটাণ্ট টেবিলের যেদিকে ছিলেন সেদিকে একদিকে জানালা, অন্যদিকে দেওয়াল। মসকা চাইছিল সে বেরিয়ে তাকে ঐ কোণে চেপে ধরবে। সে কিছুক্ষণ ভাবার পর বলল, 'তুমি ভাবছ এই সব বাচাল, আজ রাতে বেরিয়ে যাবে।'

সেই মুহূর্তে এডজুটাণ্ট বুঝতে পারলেন তাকে ভয় দেখানো হচ্ছে। তিনি রাগে চেঁচিয়ে বললেন, 'দেখা যাক তুমি কি করতে পার, তিনি টেবিলের এদিকে আসতে লাগলেন। মসকা অপেক্ষা করল কোণটার জন্য যেখানে তার হাত আটকে থাকবে, ঠিক মুহূর্তে সে তার মুখে যত জোরে পারে ঘুঁসি ছুঁড়ল। তার গালের হাড় ও মাথার খুলির পাশ দিয়ে ঘুসিটা পিছলে গেল। আঘাতটা তাকে আহত না করলেও তাকে মাটিতে ফেলে দিল। মসকা টেবিলের নীচ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি

কষাল। তারপরে একজন অফিসার ও এডি তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। এডজুটান্ট এবার বেশ আঘাত পেয়েছিলেন। তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। মসকা অফিসার ও এডিকে দরজার দিকে তাকে ঠেলে নিয়ে যেতে দিচ্ছিল। হঠাৎ মসকা ঘুরে ঘরের মধ্যে দৌড়ে গেল। দৌড়েতেই তার গায়ের সব জোর দিয়ে এডজুটান্টের পাঁজরে একটা ঘুসি মারল। গতির জন্য দুজনেই পড়ে গেল। এডজুটান্ট যন্ত্রনায় চীৎকার করে উঠলেন। মসকার মুখের ভাব ও সেই অসহায় লোকটার উপর তার একতরফা আক্রমণ ঘরের সবাইকে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছিল। তারপরে তিনজন অফিসার দৌড়ে এল যখন মসকা এডজুটান্টের কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে তার মুখের একদিক ছিঁড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। ওদের মধ্যে একজন মসকার কপালে একটা ঘুসি দিয়ে তাকে প্রায় অবশ করে দিল। তারপরে ওরা তাকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে ক্লাবের বাইরে নিয়ে এল। এর মধ্যে কোন প্রতিশোধ স্পৃহা ছিল না। এডি ওদের মধ্যে ছিল। রাত্রের ঠাণ্ডা উন্মুক্ত বাতাস মসকার মাথা পরিষ্কার করে দিল।

এডি ও মসকা একা হয়ে গেছিল, 'শেষ মারটা সব নষ্ট করে দিল। তুমি ওতেই কেন সন্তুষ্ট হলে না ?'

মসকা বলল, 'আমি বাস্টার্ডটাকে শেষ করে ফেলতে চেয়েছিলাম, সেই জন্য।' কিন্তু প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছিল। সে যখন সিগারেট ধরাচ্ছিল তখন তার হাত কাঁপা সে থামাতে পারল না। সে তার সমস্ত দেহে একটা ঠাণ্ডা ঘামের স্রোত অনুভব করল। ওঃ ভগবান, একটা হাতাহাতি যুদ্ধে কি করে সে তার হাতকে বশ মানাবে।

তারা অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। 'আমি ব্যাপারটাকে চাপবার চেষ্টা করব। কিন্তু তুমি জান—সৈন্যদলে তোমার আর জায়গা হবে না। আর অপেক্ষা কোর না, কালই ফ্রাঙ্কফুর্টে গিয়ে বিয়ের কাগজপত্র সম্বন্ধে খোঁজ নাও। আমি তোমায় এখানে রক্ষা করছি। বিয়ের কাগজপত্র ছাড়া আর কিছু নিয়ে ভাবনা কোর না।'

মসকা এক মুহূর্ত ভেবে বলল, আমার অনুমান তুমি ঠিকই বলেছ, 'ধন্যবাদ এডি।' সে কোন কারণে এডির সাথে অস্বস্তির সাথে করমর্দন করল। সে জানে এডি তার জন্য যথাসাধ্য করবে।

'তুমি এখন বাড়ী যাচ্ছ ?' এডি জিজ্ঞেস করল।

'না' মসকা বলল, 'আমাকে ইয়ারগেনের সাথে দেখা করতে হবে।' সে এভির কাছ থেকে চলতে আরম্ভ করল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আমি তোমায় ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ফোন করব।'

হেমন্তের শীতল চাঁদ তার চার্চের দিকে যাওয়ার রাস্তা আলোকিত করেছিল। সে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উপরে উঠে গেল। কড়া নাড়ার আগে ইয়ারগেন দরজা খুলল।

'খুব আস্তে' ইয়ারগেন বলল, 'অনেক কষ্টে আমার মেয়ে এই মাত্র ঘুমিয়েছে।' তারা ঘরে এল। কাঠের পার্টিশনের ভেতর থেকে জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মসকা শুনতে পেল মাঝে মাঝেই নিশ্বাস ফেলা বন্ধ হচ্ছে। সে দেখল ইয়ারগেন বেশ ক্ষুব্ধ।

'আজ সন্ধ্যেয় তুমি কি এর আগে এসেছিলে?' ইয়ারগেন জিজ্ঞেস করল।

'না' মসকা উত্তর দিল। কিন্তু সে এক মুহূর্ত ইতঃস্তত করছিল, ইয়ারগেন বুঝতে পারল।

'তোমার ওষুধ পেয়েছি' ইয়ারগেন বলল। সে বেশ আনন্দ পাচ্ছিল, মসকা অসহায়, পরন্তু সে তার মেয়েকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, ইয়ারগেন যা ইচ্ছে করতে পারে। আমি পেনিসিলিন ভয়েল ও কোডেইন ট্যাবলেট পেয়েছি কিন্তু অনেক দাম লেগেছে। সে তার পকেট থেকে একটা ছোট কাগজের বোর্ডের বাক্স বার করল। বাক্সটা খুলে সে মসকাকে দেখাল চারটে কালচে বাদামী ভয়েল এবং চৌকো লাল রঙের কোডেইন ট্যবলেট।

এই মুহূর্তে সে ভাবছিল মসকাকে একটা মোটামুটি দাম বলবে কারণ এই পেনিসিলিন স্বাভাবিক কালো বাজারে দামের চেয়ে খুব কমই লেগেছে। তার এই ইতঃস্তত মুহূর্তে আবার তার মেয়ের নিশ্বাসের হাঁসাফাঁসানি শুনতে পেল। ঘরটা সম্পূর্ণ নিঃশব্দ হয়ে গেল। মসকা ঘুরে পার্টিশনের দিকে তাকাল। তারপর দুজনের কারুর ওঠার আগে আবার স্বাভাবিক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আরম্ভ হল। ইয়ারগেন সেই মুহূর্তে বলল, 'পঞ্চাশ কার্টন সিগারেট লাগবে।' সে মসকার চোখের ছোট কালো আলোয় দেখতে পেল নির্দয় অন্তর্দৃষ্টি, সে বুঝতে পারল মসকা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে।

'ঠিক আছে' মসকা বলল, 'কত দিতে হবে, তাতে আমি পরোয়া করি না, তুমি নিশ্চিত তো ওষুধগুলো ভাল?'

ইয়ারগেন এক মুহূর্ত থেমে থাকল, তার মনের মধ্যে অনেক চিন্তার স্রোত বয়ে গেল।

যত বেশী সম্ভব সে সিগারেট সংগ্রহ করবে তারপর পরিকল্পনামত একটা বড় ব্যবসা করে এক মাসের মধ্যে জার্মানী ছেড়ে চলে যাবে। হেলার বোধ হয় পেনিসিলিনের দরকার হবে না। ব্রেমেনের ডাক্তাররা যখন কোন মেয়ের এমেরিকান বন্ধু আছে বুঝতে পারে তাদের সব সময় পেনিসিলিনের কথা বলে যাতে তারা কিছু নিজেদের জন্য রাখতে পারে। সে তার মেয়ের কথা আবার ভাবল—মেয়ের প্রশ্ন সবার আগে।

'তুমি নিশ্চিত থাকতে পার, আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি', ইয়ারগেন বলল। 'এই সূত্র আমায় কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে না।' সে তার হাতটা বুকে রাখল, 'আমি দায়িত্ব নিচ্ছি।'

'ঠিক আছে'—মসকা বলল। এখন শোন আমার কাছে কুড়ি কার্টন আছে কিন্তু বেশীও হতে পারে। যদি সিগারেট দিতে না পারি, আমি পাচ ডলার কার্টন হিসাবে তোমাকে স্ক্রিপে অথবা এমেরিকন এক্সপ্রেস চেকে টাকা দিয়ে দেব। ঠিক আছে ?

সে জানে সে সোজাসুজি কাজ করছে এবং ইয়ারগেন একটা ভাল ব্যবসা করে নিচ্ছে, কিন্তু এডজুটান্টের সাথে তার মারামারিটা এখনও তাকে প্রভাবিত করছিল। সে ভীষণ অবসন্নতা, হতাশা ও একাকীত্ব অনুভব করছিল। মনে মনে সে এই বেঁটে জার্মানটার কাছে মাথা নত করে করণা ভিক্ষা করছে। ইয়ারগেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সাবধানী হয়ে উঠল।

'আমাকে সিগারেট দিতে হবে,' ইয়ারগেন বলল, 'আমার মনে হয় সিগারেটেই আমাকে দাম দিতে হবে।

পার্টিশানের ভেতর মেয়েটা তার ঘুমের মধ্যে গোঙাচ্ছিল। মসকা ভাবল হেলা যন্ত্রণায় কাঁদছে। সে তাকে কখন ছেড়ে এসেছে, অনেকক্ষণ তার অপেক্ষায় বসে আছে।

সে শেষ চেষ্টা করল, 'আজ রাতেই এগুলো দরকার।'

ইয়ারগেন বলল, 'আজ রাতেই আমার সিগারেট দরকার।' তার গলায় একটা ঘৃণা ও বিজয়ীর সুর। ইয়ারগেন বুঝতে পারল না সে অচেতন ভাবে এই এমেরিকানটার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে ফেলেছে।

মসকার এখন অবস্থা হল সে কিছুই অনুভব করছিল না, কিছু করছিল না। সে এখন লজ্জিত এবং ভীত—ক্লাবের ঘটনার জন্য তার কি হতে পারে এই ভেবে। তাকে সাবধান হতে হবে যাতে সে কোন ভুল না করে।

গম্ভীরভাবে, ভীত না হয়ে বা ভয় না দেখিয়ে সে ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্সটা মসকা তার পকেটে রাখল। সে ভদ্রভাবে বলল, 'তুমি আমার সাথে চল আমি তোমায় কুড়ি কার্টন সিগারেট ও টাকা দেব। তোমার বাকী সিগারেট আমি কয়েকদিনের মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করব। বাকী সিগারেট দিয়ে দিলে তুমি আমায় টাকা ফিরিয়ে দিও।'

ইয়ারগেন দেখল যে আর কোন মতেই মসকার কাছ থেকে ওষুধগুলো নেওয়া যাবে না। সে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভীত হল, তার রক্তের দুর্বল গতি দুর্বলতর হল। সে ভীরু নয় কিন্তু সব সময় ভয় পায় মেয়েকে নিয়ে। তার ভয় হয় মেয়েকে নিয়ে সে যদি এই ধ্বংস স্তূপের রাজ্য থেকে চলে যেতে না পারে। সে পার্টিশানের ভেতরে গিয়ে মেয়ের কম্বল ঠিক করে দিল, তারপর অন্য একটা পার্টিশানের ভেতরে গিয়ে তার কোট ও টুপি আনল। তারা কোন কথাবার্তা না বলে মসকার বাড়ীতে গেল।

মসকা ইয়ারগেনের পাওনা মেটাতে দেরী করল কারণ প্রথমেই সে হেলাকে একটা কোডেইন ট্যাবলেট খাইয়ে দিতে সময় নিল। সে এখনও জেগে আছে। অন্ধকারেও সে সাদা ফোলা গালটা দেখতে পেল।

'কেমন আছো?' মসকা চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল, যাতে না বাচ্চার ঘুম ভেঙে যায়।

হেলা চুপিচুপি উত্তর দিল, 'ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'যন্ত্রণার জন্য আমি ওষুধ পেয়েছি', সে তাকে বড় একটা লাল ট্যাবলেট দিল। দেখল, হেলা ট্যাবলেটটা খেয়ে নিল। মসকা ওকে জল খাইয়ে দিল। 'আমি এক্ষুণি আসছি' মসকা বলল।

সে সিগারেট কার্টনগুলোকে একটা বড় অগোছালো প্যাকেট করল। সে দরজার কাছে এসে ইয়ারগেনকে প্যাকেটটা দিল, তারপর তার ওয়ালেট থেকে এমেরিকান এক্সপ্রেস চেক বের করে সই করে পাতলা নীল কাগজগুলো ইয়ারগেনের পকেটে দিয়ে দিল। ভদ্রতার বশে সে জিজ্ঞেস করল, 'কারফিউর জন্য তোমার কি কোন ঝামেলা হবে? তোমাকে কি দিয়ে আসতে হবে?'

'না, আমার কারফিউ পাশ আছে।' তারপর বগলের তলায় সিগারেট নিয়ে আনন্দে নরম হেসে বলল, 'ব্যবসায়ীব অবশ্য প্রয়োজনীয়।'

মসকা ইয়ারগেনকে যেতে দিয়ে দরজা বন্ধ করে শোওয়ার ঘরে এল। হেলা এখনও জেগে আছে। মসকা জামা প্যান্ট না ছেড়ে ওর পাশে শুয়ে পড়ল। সে তাকে ক্লাবের ঘটনা বলল। তাকে ফ্রাঙ্কফুর্ট যেতে হবে তাও জানাল।

'আমি কাগজপত্র পেয়ে গেলে এক মাসের মধ্যেই প্লেনে করে জার্মানী ছেড়ে স্টেটসে চলে যাব'—সে তাকে চুপিচুপি বলল। সে তাকে তার মা ও আলফের গল্প শোনাল। ওরা তাকে দেখে কত সুখী হবে। সে ব্যাপারটাকে খুব সহজ করে হেলাকে শোনাল। সে অনুভব করল হেলা উষ্ণ হয়েছে, ওর ঘুম পাচ্ছে। হঠাৎ সে বলল, 'আমি কি আর একটা ট্যাবলেট খাব?' সে উঠে তাকে ট্যাবলেট দিল, জলও খাইয়ে দিল। তার ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাকে পেনিসিলিনের কথা বলল, পরের দিন একটা ডাক্তারের কাছে যেতে হবে ইঞ্জেকসন নেওয়ার জন্য। রোজ রাতে তোমায় ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আমি ফোন করব. তিনদিনের মধ্যেই আমি চলে আসব। যখন সে ঘুমিয়ে পড়ল তার নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছিল। মসকা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকটা সিগারেট খেল। মসকা হেমন্তের হিম জ্যোৎস্নায় বাইরের ছায়াচ্ছন্ন মায়াময় জগতের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর রান্নাঘরের আলো জ্বালিয়ে তার ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস তার নীল জিম ব্যাগটায় গুছিয়ে নিল। সে ডিম খেল ও চা খেল, রাতে ঘুমটা হবে ভাবল। সে হেলার পাশে শুয়ে সকালের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

গভীর অবসন্নতার তন্দ্রা ও কোডেইনের পর্দার ওপারে হেলা রাগী ক্ষুধার চীৎকার শুনতে পেল। সে জেগে উঠল, মনে মনে একটু খুশী হল, ছেলেটাকে এক্ষুণি থামিয়ে দেওয়ার মন্ত্র তার জানা। সে উঠল বোতলটা প্রস্তুত করার জন্য।

তার দুর্বল লাগছিল, যদিও গত দু'রাতে তার খুব ভাল ঘুম হয়েছে। কোডেইনের নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার কাজ করতে আরম্ভ করেছে। তার মুখ ও মাথার যন্ত্রণা এখন ভোঁতা হয়ে গেছে। সে হাত তুলল—তবে ভয় পেয়ে গেল কারণ তার হাত ও গালে তাড়াতাড়ি স্পর্শ করল। তার মুখটা রাত্রে আরও ফুলে গেছে কিন্তু সে কোন যন্ত্রণা অনুভব করেনি। বাচ্চার দুধ গরম করতে করতে সে আর একটা কোডেইন ট্যাবলেট খেয়ে ফেলল। জিভের রস খাওয়াও এখন বেশ শক্ত। তারপরে সে ঘরে এল, বাচ্চাটাকে বোতল দিল, ঘরে নিশ্ছিদ্র নীরবতা নেমে এল।

সে বড্ড শ্রান্ত ক্লান্ত, আবার সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। অন্য ঘরে সে শুনতে পেল ফ্রাউ সওার্স চলাফেরা করছেন। তার নিজের ঘরগুলো আর তাদের দুজনার বসবার ঘর পরিষ্কার করছেন। ফ্রাউ সওার্সকে পেয়েছে, তারা বেশ ভাগ্যবান, হেলা ভাবল। ওয়াল্টারও তাকে পছন্দ করে। সে আশা করল মসকা বিয়ের কাগজপত্র নিয়ে আসবে এবং তারা জার্মানী ছেড়ে চলে যাবে। এখন তার ছেলেকে নিয়ে সব থেকে বেশী ভয়। এখন তার বাচ্চার যদি কোন অসুখ করে সে এমেরিকান ওষুধ পাবে না। বাচ্চার ওষুধ ব্ল্যাক মার্কেট থেকে কেনা নিরাপদ নয়।

হেলা যখন গায়ে একটু জোর পেল সে উঠে ঘরটা পরিষ্কার করতে লাগল। তারপরে সে বসার ঘরে গেল, ফ্রাউ সওার্স ইতিমধ্যেই আয়রণ ষ্টোভের পাশে বসে কফি খাচ্ছিলেন। একটা কফি ভর্তি কাপ হেলার জন্য অপেক্ষা করছিল।

'তোমার লোক কবে ফিরবে ?' ফ্রাউ সওার্স জিজ্ঞেস করলেন, 'ওর আজ সকাল বেলা আসার কথা না ?'

'তাকে আর কটা দিন থাকতে হবে' হেলা বলল। 'আজ রাতে ফোন করলে ঠিক খবর জানাবে।'

'তাকে তুমি পেনিসিলিন নিয়ে কিছু বলেছ ?' ফ্রাউ সওার্স জিজ্ঞেস করলেন।

হেলা মাথা নাড়ল।

'আমার মনে হয় ইয়ারগেন তোমার সত্যিকারের বন্ধু নয়।' ফ্রাউ সওার্স বললেন, 'ও কি করে এ কাজ করল।'

'আমার মনে হয় না ওটা ওর দোষ', হেলা বলল, 'ওগুলো ব্যবহার করা যাবে না, কারণ ওগুলোকে ঠিক যত্ন নেওয়া হয়নি, তবে ওগুলো পেনিসিলিন। ইয়ারগেনের জানার কোন উপায় নেই।'

'ও নিশ্চয়ই জানত'—ফ্রাউ সওার্স বললেন। তারপর শুষ্ক স্বরে বলল, 'যখন মসকা ফিরে আসবে ইয়ারগেনের লাভের অঙ্ক কমে যাবে।'

পাশের ঘরে হেলার ছেলে কাঁদতে লাগল, হেলা উঠে গেল ওকে নিয়ে আসার জন্য। ফ্রাউ সওার্স বললেন, 'আমাকে ধরতে দাও।' হেলা ওর কোলে বাচ্চা দিয়ে পরিষ্কার কাপড়ের জন্য গেল।

যখন সে পরিষ্কার লীনেন নিয়ে ঘরে এল ফ্রাউ সওার্স বললেন, 'দাও আমি পাল্টে দিই।'

এ কাজটা রোজ সকালে করতে হয়। হেলা আয়রণ স্টোভের পাশ থেকে খালি পাত্রটা নিয়ে বলল, 'আমি নীচে যাব কিছু ব্রিকেটের জন্য।'

'তোমার গায়ে জোর নেই ওকাজ করতে'—কিন্তু বাচ্চাটাকে আদর করতে করতে কথাগুলো মনযোগ না দিয়ে সওার্স বললেন।

হেমন্তের বাতাস ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মের উষ্ণতা শেষ হয়ে আসছে, গাছগুলো তাদের পত্রাবরণ খুলে ফেলছে। হেলা পড়ে যাওয়া আপেলের গন্ধ কোত্থেকে যেন পাচ্ছিল। পাহাড়ের ওপাশে হেমন্তের বৃষ্টি-ধোয়া নদীর তাজা গন্ধ বাতাসে পাওয়া যাচ্ছিল। কারফারস্টেন এলীর অন্যখানে সে দেখতে পেল চারটি বাচ্চাকে নিয়ে একটা যুবতী মেয়েকে। তারা মৃত বাদামী ঘাসগুলোকে পা দিকে উড়িয়ে দিচ্ছিল। হেলার বড় শীত করছিল, সে ভেতরে চলে গেল।

সে সেলারের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে একটা ঘরের দরজা খুলল। সে তার পাত্রটা কয়লার ব্রিকেটে ভর্তি করল। সে পাত্রটা এবার তোলার চেষ্টা করল। আশ্চর্য হয়ে দেখল সে ওটা তুলতে পারছে না। সে সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করল। তার দেহের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছিল, তার বড় দুর্বল লাগছিল। এক মুহূর্ত তার ভয় হল, একটা থাম ধরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর শরীরের ঝিমঝিম

ভাবটা কেটে গেল। হেলা তার অ্যাপ্রনের কোঁচায় তিনটে ব্রিকেট তুলে নিল। তার খোলা হাতটা দিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে সে উপরে উঠতে লাগল।

সিঁড়ির মাঝামাঝি ওঠার পর তার পা আর চলতে চাইছিল না। আশ্চর্য হয়ে সে এক মুহূর্ত দাঁড়াল। একটা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তার দেহকে আচ্ছন্ন করল। একটা বিরাট পাত্র যেন ফেটে গেল। যন্ত্রণা তার মাথার মধ্য দিয়ে একটা বর্শা চালিয়ে দিয়ে তাকে বধির করে ফেলল। তাই সে তার এ্যাপ্রনের কোঁচা থেকে পড়ে যাওয়া ব্রিকেটের শব্দ শুনতে পেল না। প্রচণ্ড ভয়ে সে পড়ে যেতে থাকল, খুব অস্পষ্ট ভাবে কিন্তু খুব কাছে, সে পড়ার সময় দেখতে পেল ফ্রাউ সণ্ডার্স বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সে পড়ে যাচ্ছে তাই প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠল। দেখতে পেল শেষ মুহূর্তে ফ্রাউ সণ্ডার্সের আর্তঙ্কিত মুখ, এবং তার ফর্সা ছেলেটা। সে তার নিজের আওয়াজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। তাই আর সে কোন আওয়াজ শুনতে পেল না।

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ

সিভিলিয়ান পার্সোনেল অফিসে এডি কেসিন পায়চারী করছিল। অন্যদিকে ইংগে কাকে যেন ধৈর্য ধরে বোঝাচ্ছিল যে তার খবর পাওয়াটা একান্ত দরকার। তারপরে সে আর একজনের কাছে আবার সেই একই কথা বোঝাচ্ছিল।

ইংগে এডিকে ইঙ্গিত করল ফোন ধরার জন্য। এডি ফোন তুলে সাড়া দিল।

একজন কর্তৃত্বপূর্ণ পুরুষের গলায় প্রায় বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বললেন, 'আমি দুঃখিত, ফোনে আমি কোন খবর দিতে পারব না।'

এডি জানে এই লোকটার সাথে তর্ক করা বৃথা। সে স্বরটা চিনতে পারল। লোকটা সমস্ত নিয়ম কানুন তার নিজস্ব ছোট্ট পৃথিবীতে বর্ণে বর্ণে মেনে চলে। সে বলল, 'আমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে দিন, আপনাদের হসপিটালে যে মহিলা আছেন, তার প্রেমিক বা স্বামী যাই বলেন না কেন, ফ্রাঙ্কফুর্টে আছে। ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সীরিয়াস. তাহলে আমি ওর স্বামীকে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে বলি?'

ভারীগলা বলল, 'আপনি সেটাই করুন।'

এডি কেসিন বলল. 'সে ওখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে গেছে। যদি প্রয়োজনটা একেবারে জরুরী না হয় তাহলে সে ফিরতে চাইবে না।'

সামান্য সময় চুপচাপ থাকবার পর সে ভারী গলা অবাক করা নরম স্বরে বলল, 'আপনি ওকে বলে দিন ওর এখনই চলে আসা দরকার।'

এডি ফোন রেখে দিল। সে দেখল ইংগে বড় বড় চোখে তাকে দেখছে। 'আমাকে একটা পরিষ্কার গ্লাস দাও'—এডি বলল। ইংগে চলে যাওয়ার পর সে ফোন তুলে আর্মি অপারেটরকে বলল ফ্রাঙ্কফুর্টের লাইন দিতে। যখন ইংগে গ্লাস নিয়ে ফিরে এল, এডি তখনও অপেক্ষা করছিল। সে তাকে ফোনটা ধরিয়ে জিনের গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিল। ড্রয়ার থেকে আঙ্গুরের রস খেল। তারপর ইংগের কাছ থেকে ফোন নিল।

যখন ফ্রাঙ্কফুর্টের লাইন পেল এডি ওখানকার এডজুটাণ্টের হেড কোয়ার্টার

চাইল। সে তিনজন আফসারের সাথে কথা বলার পর জানতে পারল মসকা একদিন আগে ওখানে গেছিল, এখন বোধহয় লিগ্যাল সেকশানে। যখন সে লিগ্যাল সেকশানের লাইন পেল তখন জানতে পারল মসকা ওখান থেকে একঘণ্টা আগে চলে গেছে। তারা বলতে পারল না এখন মসকা কোথায় আছে। এডি ফোনটা রেখে তার পানীয় শেষ করল। আর এক পাত্র ঢেলে সে আবার ফোন তুলে নিল। সে এক মুহূর্ত চিন্তা করল তারপর সে যখন ফ্রাঙ্কফুর্টের লাইন পেল সে আই-জি বিল্ডিংয়ে মেসেজ সেণ্টার চাইল। একজন সার্জেণ্ট উত্তর দিলেন। তিনি প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন—এডি কেন মসকার খোঁজ করছে। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন—লাউডস্পীকারে মসকার আশার জন্য মেসেজ ব্রডকাস্ট করবেন কি-না। সার্জেণ্ট তাকে অপেক্ষা করতে বললেন। তারপরে তিনি বললেন—ঘোষণা করা হচ্ছে। এডি যেন অপেক্ষা করে।

এডি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। তার দ্বিতীয় পাত্র পানীয় শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ ফোনে মসকার গলা শোনা গেল, 'কে ডাকছেন ?' তার গলায় শুধু বিস্ময়, কোন ভয় ভাবনা ছিল না।

এডি কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না তারপরে বলল, 'ওয়াণ্টার, আমি এডি। তোমার কাজ হয়েছে ?'

মসকা বলল, 'এখন বলতে পারছি না। ওরা শুধু আমাকে এক অফিস থেকে অন্য অফিসে ঘুরিয়ে মারছে। ওখানে কোন কিছু হয়েছে নাকি ?'

এডি তার গলা পরিষ্কার করল। তারপরে সহজ ভাবে বলল, 'আমার অনুমান তোমাকে চলে আসতে হবে ওয়াণ্টার। তোমার ল্যাণ্ডলেডী মেয়ারের কাছে খবর পাঠিয়েছেন হেলাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মেয়ার এয়ার বেসে খবর পাঠানোর পর আমি হাসপাতালে খবর নিই। ওরা ফোনে কোন খবর জানাবে না। তবে ব্যাপারটা সীরিয়াস মনে হয়।'

ফোনের ওপারে মসকা খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর বলতে লাগল, তার গলা ছাড়া ছাড়া—যেন সে কথা খুঁজছে। 'তুমি সত্যিই আর কিছু জান না ?'

'আমি ভগবানের দিব্যি করছি, আমি ওর বেশী জানি না'—এডি বলল, 'তবে তুমি চলে এস।'

আরও দীর্ঘ নৈঃশব্দ। তার পরে মসকা বলল, 'আমি রাত দু'টার ট্রেন ধরব। আমার সাথে স্টেশনে দেখা কোর এডি। মনে হয় চারটের সময় পৌঁছে যাব।'

'ঠিক আছে'—এডি বলল, 'আমি ফোন রেখেই হসপিটালে চলে যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ এডি'—অন্যপ্রান্তে একটা ক্লিক শব্দ শোনা গেল। এডি কেসিন ফোন রাখল।

সে তাড়াতাড়ি আর একপাত্র খেয়ে নিল। সে ইংগেকে বলল, 'আমি আজ ফিরব না।' সে মদের বোতল আর আঙ্গুরের রস ব্রিফকেশে পুরে এয়ার বেস ত্যাগ করল।

ব্রেমেন অন্ধকার যখন মসকা ফ্রাঙ্কফুর্টের ট্রেন থেকে নামল। এখনও ভোর চারটে হয়নি। স্টেশনের বাইরে একটা আর্মি বাস অপেক্ষা করছিল। অন্ধকারে ঠিকমত দেখা যাচ্ছিল না। ল্যাম্পের আলো খুব দুর্বল। রাস্তার উপর আলোর কিছু কিছু রেখা পড়েছিল।

মসকা ওয়েটিং রুমে দেখল সেখানে এডি কেসিনের চিহ্ন নেই। সে রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দেখল, কোন জীপকে অপেক্ষা করতে দেখল না।

সে অনিশ্চিত ভাবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল। তার পরে সে রাস্তা ধরে কারফারস্টেন এলীর দিকে চলতে লাগল। তার খেয়াল ছিল না সে একটা লিম ব্যাগ নিয়ে হাঁটছে। মসকা সাবধানে ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে পথ করে চলছিল। সে পরে বুঝতে পারেনি কেন সে প্রথমে হাসপাতালে যায়নি।

যখন মসকা তাদের বাড়ীর কাছাকাছি এল সে শহরের অন্ধকারের ভেতরে একটা মাত্র আলো দেখতে পেল, আলোটা তার ঘরে জ্বলছিল। সে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ছেলের কান্নার শব্দ শুনতে পেল।

সে বসার ঘরের দরজা খুলে দেখতে পেল ফ্রাউ সণ্ডার্স দরজার দিকে মুখ করে সোফায় বসে বাচ্চার গাড়ীটা সামনে পেছনে ঠেলছেন। বাচ্চার কান্না বেশ টানাটানা এবং হতাশাপূর্ণ, যেন কোন কিছুই ওর কান্না থামাতে পারবে না। মসকা দেখতে পেল ফ্রাউ সণ্ডার্সের মুখটা মৃতের মত সাদা, অবসন্ন। তার ছিমছাম টাইট করে বাঁধা চুল, পোষাক সব কিছুই এলোমেলো।

সে দরজায় অপেক্ষা করল ওঁর কথা বলার অপেক্ষায়। কিন্তু দেখল তিনি ভীত এবং কথা বলবেন না আগে।

সে জিজ্ঞেস করল, 'ও কেমন আছে?'

'ও হাসপাতালে আছে', ফ্রাউ সণ্ডার্সের উত্তর।

'আমি জানি। ও কেমন আছে ?'

ফ্রাউ সওার্স কথা বললেন না, তিনি দু'হাত তুলে মুখ ঢাকলেন। বাচ্চার গাড়ীটা আর ঠেলছিলেন না। বাচ্চার কান্না বাড়ল। ফ্রাউ সওার্সের দেহ সামনে পেছনে দুলতে লাগল। 'আহা, কেমন করে সে চেঁচিয়েছিল। কত জোরে সে চেঁচিয়েছিল।' মসকা অপেক্ষা করছিল। —'সে সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে চীৎকার করছিল,' ফ্রাউ সওার্স বললেন এবং তিনি কাঁদছিলেন।

তিনি তার হাতদুটো সরিয়ে নিলেন তার মুখ থেকে—যেন তিনি আর তাঁর দুঃখ লুকোতে পারছিলেন না। তিনি আবার বাচ্চার গাড়ীটা সামনে পেছনে ঠেলছিলেন। বাচ্চার কান্না থেমে গিয়েছিল। ফ্রাউ সওার্স দেখলেন মসকা ধৈর্য ধরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। 'ও মারা গেছে, ও সন্ধ্যেবেলায় মারা গেছে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।' সে দেখল মসকা তখনও ধৈর্য্য ধরে দাঁড়িয়ে আছে—যেন সে কিছুই শোনেনি। এখনও শোনার জন্য অপেক্ষা করছে।

একটা অনুভব-শূন্যতা তার চারদিকে গড়ে উঠেছিল আবরণের মত, বাইরের যন্ত্রণা প্রতিরোধ করার জন্য। সে শুনতে পেল ফ্রাউ সওার্স বলছেন, ও সন্ধ্যে-বেলায় মারা গেছে। কথাটা সে বিশ্বাস করছিল কিন্তু তবুও কথাটা তার সত্যি বলে বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এল, অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে লাগল। সে যখন হাসপাতালের কাছে এল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে মেইন্ গেটের দিকে এগোল।

মসকা এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসে গেল। নাইট ডিউটি ডেস্কের পেছনে একজন নার্স বসেছিলো বিরাট একটা সাদা টুপি পরে। তারপর সে দেওয়ালের ধারে একটা বেঞ্চে এডি কেসিনকে বসে থাকতে দেখল।

এডি উঠে দাঁড়াল অস্বস্তিভরে। সে নানের দিকে মাথা হেলাল, নান ইঙ্গিতে মসকাকে অনুসরণ করতে বলল।

মসকা সেই বৃহৎ সাদা টুপিকে বড় লম্বা করিডোরে অনুসরণ করলো। সে অন্ধকারে রুগীদের অবসন্ন ঘুমের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস শুনতে পেল। করিডোরের শেষে এসে তারা কালো পোষাক পরিহিতা জমাদারনীদের মধ্য দিয়ে পথ করে নিল, তারা মেঝে পরিষ্কার করছিল।

এবার অন্য করিডোরে চলল, নান একটা ছোট ঘরের দরজা খুলল। মসকা তার পেছনে ঢুকল। নান একদিকে সরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

মসকা ঘরের মধ্যে কয়েক পা এগিয়ে কোণের দিকে সাদা বালিসের ফ্রেমে হেলার মুখ দেখতে পেল।

তার দেহটা সাদা চাদরে গলা পর্যন্ত ঢাকা। সে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিল না বলে আর এক পা এগোল।

হেলার চোখদুটো বন্ধ। মুখের এক দিকটা ফুলে নেই, যেন জীবন আর রোগের বিস একসাথে তার দেহ ছেড়ে পালিয়েছে। মুখটা রক্তহীন, একেবারে সাদা, লালের চিহ্ন কোথাও নেই, তার মুখে কোন রেখা নেই। মসকার যতদূর মনে পড়ে তার থেকে ওকে কম বয়সের মনে হচ্ছে। কিন্তু মুখটা শূন্য, ভাবলেশহীন। চোখের বড় বড় গহ্বর দেখে মনে হচ্ছিল, ও অন্ধ।

মসকা আরও কাছে গিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়াল। পাশের একটা জানালার একটা বড় ফুলদানিতে সাদা ফুল রাখা। সে হেলার দিকে তাকাল, সে বুঝতে পারছিল না কি করে হেলার মৃত্যুটাকে সে সত্য বলে স্বীকার করে নেবে। সে কি করবে ঠিক করতে পারছিল না। কোন কিছু চিন্তা করতে পারছিল না, কিছু অনুভব করতে পারছিল না। ভয়ানক মৃত্যু তার কাছে অচেনা নয়, এই মৃত্যু এল ছদ্মবেশে। এই মৃত্যু এমন একজনকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল যাকে সে ভালবেসেছিল, চুম্বন করেছিল, ওর সাথে আর দৈহিক সংযোগ সম্ভব নয়। এখন এই দেহটার আর কোন আকর্ষণ নেই। সে দেখল একটা প্রিয় দেহ মৃত্যুর পরে কেমন হতে পারে। সে নীচু হয়ে তার ঠাণ্ডা চোখ মুখ তার সাদা কাপড় ছুঁল। কাপড়টা ছুঁয়ে সে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনল। সে সাদা কাপড়টা খানিকটা সরিয়ে দিল।

তার দেহটা ব্রাউন পেপারে মোড়া, কাগজের নীচে কোন কাপড় নেই।

সে কাপড় টেনে দিল। তার বিশ্বাস বেদনার বিরুদ্ধে তার একটা বর্ম তৈরী হয়ে গেছে। তার সেই যুদ্ধের সময়কার ভয়ানক দিনগুলোর স্মৃতি তাকে রক্ষা করবে। সে ভাবল ওকে কবর দেওয়ার আগে কাপড় পরানো দরকার।

তারপর যেন হাজার হাজার দৈত্য এসে আক্রমণ করল। ওর বুকে প্রচণ্ড ব্যথা, চোখে সে কিছু দেখছিল না। গলায় একটা দলা যেন আটকে গেছিল। সে কথা বলতে পারছিল না। তারপরে কী করে যেন সে দেখতে পেল সে ঘরের বাইরে এসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে আছে।

নান ধৈর্য্য ধরে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অবশেষে মসকা বলল, 'আমি

কিছু কাপড় নিয়ে আসছি, আপনি কি ওকে কাপড় পরিয়ে দেবেন?' নান সম্মতি-সূচক মাথা নাড়ল।

সে হাসপাতাল ছেড়ে হাঁটতে লাগল। সে বেড়ার ধারে ধারে যাচ্ছিল। যদিও তখনও পুরোপুরি আলো ফোটেনি মসকা রাস্তার গাড়ীর শব্দ ও যাতায়াতকারী লোকের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল। কারফিউ শেষ হয়ে গেছে। সে নির্জন রাস্তা খুঁজছিল। কিন্তু রাস্তাগুলোর আবর্জনার স্তূপ ও ভাঙা বাড়ী থেকে লোকের আবির্ভাব হচ্ছিল। তারপরে সে দেখল শীতের সূর্য আলো ছড়াচ্ছে। নিজেকে সে শহরে শেষ প্রান্তে গ্রামের দিকে হেঁটে যেতে দেখল। বাতাস ভীষণ ঠাণ্ডা। মসকা হাঁটা বন্ধ করল।

এখন সে সবকিছু স্বীকার করে নিয়েছে। সে অবাক হল সবকিছু এমন হয়ে গেল, তার মধ্যে শুধু একটা অবসন্ন হতাশা, তার মনের আরও গভীরে একটা লজ্জাকর অপরাধ।

সে ভাবতে চেষ্টা করল তার এখন কর্তব্য কি? তার একটা কালো পোষাক-দরকার যেটা পরিয়ে হেলাকে কবর দেওয়া হবে। শেষকৃত্যের আয়োজন করতে হবে। এডি ওকে সাহায্য করবে এসব করতে। সে ঘুরে দাঁড়াল, তার বাহুতে কি অনুভব করল। সে দেখল এখনও সে তার জিম ব্যাগটা বয়ে নিয়ে চলেছে। সে এখন বড় অবসন্ন। সামনে অনেক পথ। তাই সে ব্যাগটা শিশিরসিক্ত ঘাসের মধ্যে ফেলে দিল। সে চোখ তুলে দেখল হিম হিম সূর্যের আলোর দিকে। তারপর আবার সে শহরের দিকে হাঁটতে লাগল।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ

কালো লোহার বিরাট গেটের ভেতর দিয়ে একটা ছোট লাইন চলেছিল। লাইনটা হাসপাতাল ত্যাগ করে শহরের ভেতরে চলে এলো। ভোরের ধূসর আলো ধ্বংসস্তূপগুলোকে একটা ভৌতিক কুয়াশায় ঢেকে দিয়েছিল।

হেলার কফিন নিয়ে এ্যাম্বুলেন্স সামনে চলেছিল। খোলা জীপটা আস্তে আস্তে পেছনে চলছিল। এডি ও মসকা নীচু উবু হয়ে বসেছিল ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচবার জন্য। ফ্রাউ সণ্ডার্স পেছনের সীটে বসে আছেন। তিনি একটা আর্মির কম্বল জড়িয়ে বসেছিলেন, তিনি কম্বল দিয়ে তার সমস্ত দুঃখ যেন পৃথিবীর চোখ থেকে ঢেকে রেখেছিলেন। জীপের পেছনে একটা উড বারনিং মোটর লাগানো ওপেল গাড়ী চলেছিল। এর ভেতরে ফ্রাউ সণ্ডার্সের চার্চের মিনিস্টার বসেছিলেন।

এই ছোট লাইনটা শহরমুখী প্রবাহের বিরুদ্ধে চলেছিল। জার্মান শ্রমিকে ভর্তি রাস্তার গাড়ী, আর্মি বাস এবং পথচারী যাদের জীবনের ছন্দ কেবলমাত্র বিশ্রাম, ঘুম, আর স্বপ্নে ভাঙে। হেমন্তের শীত অকাল শীত, শীতের সময়ের চেয়েও মারাত্মক। জীপের ধাতুদেহও মানুষের দেহ ও মনকে জমিয়ে দিচ্ছিল। মসকা এডির দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'সমাধির জায়গাটা কোথায় জান?' এডি মাথা নাড়ল। মসকা ভাবলেশহীন ভাবে বলল, 'চল ওখানে যাওয়া যাক।'

এডি জীপটা বাঁদিকে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। তারপরে জোরে চওড়া রাস্তা ধরে চলতে লাগল শহরের বাইরের দিকে। তারপর একটা ছোট গলি দিয়ে একটা কাঠের গেটের মধ্য দিয়ে ঢুকল, তারপর একটা ছোট লনে থেমে গেল। সামনে সারি সারি সমাধি পাথর।

তারা জীপে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। ফ্রাউ সণ্ডার্স কম্বল খুলে ফেললেন। তিনি কালো কোট, টুপি ও স্টকিং পরেছিলেন। শীতের আকাশের মেঘের ভেতর দিয়ে আলো এসে পড়ছিল। ফ্রাউ সণ্ডার্সকে ধূসর দেখাচ্ছিল। এডি আর মসকা কালচে সবুজ অফিসারদের পোষাক পরেছিল।

এ্যাম্বুলেন্স আস্তে আস্তে সমাধিক্ষেত্রের কাঠের গেটের ভেতর গিয়ে সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করল। এ্যাম্বুলেন্স থামল। ড্রাইভার ও তার সাহায্যকারী নেমে এল। সেই দু'জন এ্যাম্বুলেন্সের লোক মসকার মুখোমুখি হল; কিন্তু তারা মসকাকে না-চেনার ভান করছিল। তারা এ্যাম্বুলেন্সের সামনের দিক ধরল। এ্যাম্বুলেন্সটা হাল্কা। তারা ভাঙা-চোরা সমাধি পাথরের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছিল. অবশেষে তারা একটা খোঁড়া গর্তের কাছে এল। দুজন বেঁটে চওড়া কাঁধওয়ালা জার্মান বিশ্রাম নিচ্ছিল, তাদের হাতে হরতনের আকারের কোদাল। পরণে কালো জ্যাকেট, মাথায় টুপি, তারা দেখছিল কফিনটাকে গর্তের কাছে নিয়ে আসা, যেটা তারা খুঁড়েছিল। তাদের পেছনে বাদামী কাঁচা মাটির স্তূপ।

ছোট ওপেল গাড়ীটা কাঠের গেট দিয়ে ঢুকল। মিনিস্টার নামলেন। তিনি লম্বা ও রোগা, মুখটা তীক্ষ্ণ। তিনি আস্তে আস্তে একটু ঝুঁকে হেঁটে আসছিলেন, তাঁর লম্বা পোষাক পেছনে ভেজা মাটিতে লুটোচ্ছিল। তিনি প্রথমে ফ্রাউ সগ্রার্স তারপর মসকার সাথে কয়েকটা কথা বললেন। মসকা তার চোখগুলো মাটিতে নিবদ্ধ রেখেছিল। সে অত্যন্ত ব্যাভেরিয়ান টানের কথা বুঝতে পারছিল না ঠিক ঠিক।

মিনিস্টারের একটানা একঘেয়ে প্রার্থনা সমাধিক্ষেত্রের শান্ত নির্জন নৈঃশব্দকে ছিঁড়ে ফেলছিল। সে কতকগুলো শব্দ বুঝতে পারল—যেমন ভালবাসা, প্রার্থনা, —জার্মান শব্দ প্রার্থনা 'বেগ' (ভিক্ষাকরা) শব্দের মত—সে আরও শুনতে পেল, ক্ষমা, ক্ষমা, এবং স্বীকার, স্বীকার, স্বীকার—এবং জ্ঞান, দয়া, ভগবৎ ভালবাসার মত কিছু কথা। কেউ তাকে একমুঠো মাটি দিল. সে সামনের দিকে মাটিটা ছুঁড়ে ফেলল, মাটি গিয়ে কাঠে আঘাত করল। অন্যের ছোঁড়া মাটির কাঠে আঘাতের শব্দ শুনতে পেল। তারপরে সে শুনল বড় বড় মাটির খণ্ড কফিনে আঘাত করছে, যেন বুকের শব্দের মত। আস্তে আস্তে শব্দটা ভোঁতা হয়ে আসছিল। শেষের দিকে মনে হচ্ছিল মাটির নিঃশ্বাসের মত, মাটি মাটির উপর পড়ছে। মসকার মাথায় রক্ত উঠে মাথাটা দপদপ করছিল। মসকা শুনতে পেল—ফ্রাউ সগ্রার্স কেঁদে উঠলেন।

তারপর আর কোন শব্দ শোনা গেল না। সে তাদের চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল। সে প্রথমে একটা মোটরের শব্দ শুনল। তার পরে আর একটা, সব শেষে জীপের।

মসকা এবার চোখ তুলল। তারা শহরে যে কুয়াশা দেখে এসেছিল, এখন

চুপিসাড়ে এই সমাধিক্ষেত্রে সমাধিপাথরের গায়ে গায়ে তা ছড়িয়ে পড়েছে। সে সূর্যহীন আকাশের দিকে চোখ তুলল। যেমন মানুষ প্রার্থনার জন্য তাকায়। তার অন্তরে বাষ্পায়িত ঘৃণায়, তেজহীন রাগে সে কেঁদে উঠল—'আমি বিশ্বাস করি, আমি বিশ্বাস করি।' সে সত্য ভগবানকে বিশ্বাস করে, সে সেই স্বৈরতন্ত্রী ভগবানকে বিশ্বাস করে। সেই পিতা – যার কোন দয়া মায়া নেই। তিনি রক্তাক্ত, বেদনা ও অপরাধে আতঙ্কিত, মানুষের প্রতি উন্মত্ত ঘৃণায় তিনি বিপর্যস্ত। মসকার হৃদয় ও মনে একটা বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হল তার দেখা ভগবানকে গ্রহণ করার জন্য। এক বিষণ্ণ সোনালী সূর্যদেব কুয়াশার অবগুণ্ঠন ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন, মসকা চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হল।

শহর আরম্ভ হওয়ার আগে সমতল জায়গায় শূন্য এ্যাম্বুলেন্স ও ওপেল গাড়ী উঠছিল পড়ছিল উঁচুনীচু রাস্তার জন্য। সেই কোদালধারী দুজন লোক অদৃশ্য হয়েছে।

এডি ও ফ্রাউ সগুার্স জীপে বসে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ফ্রাউ সগুার্স কম্বল জড়িয়ে তার শোক ঢেকেছিলেন। ভীষণ শীত করছিল, সে তাদের চলে যেতে ইঙ্গিত করল। জীপটা আস্তে আস্তে গেটের বাইরে চলে গেল।

ফ্রাউ সগুার্স শেষ দেখার জন্য মুখ ফেরালেন কিন্তু মসকা তার মুখ দেখতে পেল না। তার কালো ওড়না বেশ মোটা, কুয়াশায় আচ্ছাদিত হয়ে তার চোখদুটো ঢেকে রেখেছিল।

এই প্রথম একা হয়ে মসকা হেলার সমাধির দিকে চোখ ফেরাল। এখন শুধু কাঁচা বাদামী মাটির স্তূপ। তার কোন দুঃখ হচ্ছিল না। শুধু হারানোর একটা বিপর্যস্ত অনুভূতি। যেন পৃথিবীতে তার কিছু করার নেই। কোথাও যাওয়ার নেই। সে খোলা মাঠের উপর দিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের দিকে তাকাল যার তলায় এই পবিত্র সমাধিক্ষেত্রের চাইতেও অনেক কঙ্কাল লুকিয়ে আছে। শীতের মরা সূর্য, মেঘাচ্ছাদিত। একটা বিষণ্ণ হলুদ আলো ছড়াচ্ছিল। মসকা সেই মাঠের উপর দিয়ে তার জীবনকে যতকিছু অনুভব করতো, জানতো—সব কিছু দেখতে থাকল। সে চেষ্টা করল, সমাধিময় মৃতের বৃহৎ মহাদেশ ছাড়িয়ে অন্য এক জগতে পৌছতে। যে জগতে তার সবুজ ছেলেবেলা আছে। সেখানকার খেলা-ধূলা, রাস্তায় হাঁটা, মায়ের স্নেহ, তার বাবার মুখ, যিনি অনেকদিন আগে মারা

গেছেন, তার প্রথম বিদায় সবকিছু মনে পড়ল। সে তার মায়ের কথা মনে করল। মা বার বার বলতেন, 'তোমার বাবা নেই। ভগবান তোমার পিতা।' এরপর বলতেন, 'তোমায় বেশী ভাল হতে হবে, কারণ তোমার বাবা নেই এবং ভগবান তোমার পিতা।' সে ছেলেবেলার সেই ভালবাসা, সেই স্নেহধারা, করুণা, প্রিয়জনের জন্য অশ্রুজল সবকিছু অনুভব করার চেষ্টা করল।

বেদনার সাথে সে হেলার মুখটা মনে করল। তার মুখটা এত নরম ও পাতলা ছিল যে তার নীল শিরাগুলো দেখা যেত। হেলা মৃত্যুর কাছে বড় অসহায় ছিল।

সে অনুভব করল তার এতদিনের চাপা ভালবাসার উৎস মুখ খুলে গেছে। ঝর্ণাধারার আকারে বেরিয়ে আসছে তার ভালবাসার জন্য বেদনা যন্ত্রণা। পৃথিবীটা তার কাছে বড নিষ্ঠুর ও শূন্য মনে হল। এই হৃদয়হীন পৃথিবী তার একান্ত আপনজনকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

সে সংকীর্ণ রাস্তায় হাঁটতে আরম্ভ করল। দু'ধারে যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত সমাধিপাথর পেরিয়ে গেল। তারপর সমাধিক্ষেত্রের গেটের বাইরে চলে এল। শহরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মসকার মনে হেলার বিভিন্ন রূপ ভেসে আসছিল। যখন এদেশে আবার সে ফিরে এল তখন তাকে যে রূপে দেখেছিল মনে পড়ল। তার বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় ভালবাসা সে তাকে দিয়েছিল। তাকে ফিরে পেয়ে মসকা কি-না স্বস্তি অনুভব করেছিল।

এখন তার মনে হচ্ছে সে তখনই জানত, সে তার মৃত্যু নিয়ে আসবে, তাকে সমাধিতে নিয়ে আসবে।

সে মাথা নাড়ল, খারাপ ভাগ্য, শুধু খারাপ ভাগ্য, সে ভাবল। তার মনে পড়ল কত সন্ধ্যার কথা। সে সাপারের জন্য বাড়ী ফিরে দেখল হেলা কোচে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চলে যেতো, আবার ফিরে দেখতো ও একই ভাবে ঘুমোচ্ছে। সে সকাল পর্যন্ত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকতো। খারাপ ভাগ্য, আবার সে ভাবল, নিজেকে বাঁচানোর জন্য ভাবল। কিন্তু সে চিন্তা করল তার নিষ্ঠুরতার কথা। তার অসহায় রুগ্ন অবস্থায় ওকে ছেড়ে চলে গেছিল। শেষ কালে সে কত অসহায় ছিল। কোন আপনার জন তার কাছে ছিল না। বন্ধুহীন অবস্থায়, চরম অসহায় অবস্থায় সে হাসপাতালে গিয়ে অভিমানে মৃত্যু বরণ করল।

শহরে ঢোকার আগে সে ভগবানের কথা চিন্তা করল। সে অন্ত জগতের ভগবানকে ডাকল। যে জগতে তার মা থাকেন সেই নিরাপদ জগতের কথা—যেখানে স্ত্রীরা আপনজনে পরিবেষ্টিত হয়ে সোনার বিয়ের আংটির নিরাপদ জগতে বাস করে। সে সেই জগতে পৌছতে চেষ্টা করল যার অফুরন্ত মদের ভাণ্ডার প্রায় সমস্ত ব্যথা বেদনা ভুলিয়ে দেয়। সে সুখের দিনগুলোর কথা ভাবতে চেষ্টা করল তার যন্ত্রণা ভোলার জন্য।

যদি সে নীচের শহরের ধ্বংসস্তূপের কথা ভাবতো, লোহা-রং আকাশটা থেকে সূর্যের আলোয় সে যদি এই লোকগুলোকে দেখত তাহলে এদের সে ভালবাসতে পারত, সে এদের পেছনে ছদ্মবেশী ভগবানকে দেখতে পেত, যিনি ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছেন।

মসকা স্তূপ থেকে নীচে নেমে গেল রাস্তার দিকে। এখন সে তার মনকে হেলার কোন মূর্তিতে নিবিষ্ট করতে পারছিল না, শুধু একবারের জন্য সেই কুয়াশা-ঢাকা রাস্তায় সে পরিষ্কার ও নগ্নভাবে ভাবল, 'এর শেষ হয়েছে'। কিন্তু কথাটার প্রকৃত অর্থ সে বুঝে ওঠার আগেই ভাবনাটা অন্তর্হিত হল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

মসকা ফ্রাউ সণ্ডার্সকে টাকা দিয়ে দিল বাচ্চাটার দেখাশুনার জন্য। তারপর ঘর ছেড়ে দিয়ে মেটসার স্ট্রেসার বিলেটে উঠে গেল। পরের রাত্রিতে সে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল, একটু পরেই নীচের তলায় পার্টি, হাসি, হল্লা, সুরার বন্যা বইবে। সে ভাবল এই সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু রাত্রের পার্টির হল্লা থেমে গেলে যখন বিলেটটা অন্ধকার নির্জন হয়ে যাবে তখন মসকার ঘুম ভেঙ্গে যাবে, সে নাইট টেবিলে রাখা ঘড়ি দেখবে, ঘড়িতে প্রায়ই একটা কি দুটো বেজে থাকে, তারপর সে চুপচাপ পড়ে থাকে। আলো জ্বালতে ভয় লাগে, বিষণ্ণ হলুদ আলো তার ভালো লাগে না। সে ভোর পর্যন্ত জেগে থাকে, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে। লোকে ঘুম ভেঙ্গে উঠে কথা বলে, কাজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন সে ঘুমোয়। প্রত্যেক রাত্রে একই রকম হয়। যখন মাঝরাতে ঘুম ভাঙে তখন সে ঘড়ির হলুদ চোখের ছোট বৃত্তটা চোখের সামনে তুলে ধরে আশা করে ভোরের আর বেশী বাকী না থাকুক। প্রত্যেক বারেই তাকে হতাশ হতে হয়। সে সিগারেট খায়, উঠে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে বসে নির্জন অন্ধকারে একাকী দীর্ঘ সময় কাটাতে নিজেকে প্রস্তুত করে। সে শুনতে পায় পাইপের কলকল শব্দ, পাশের ঘরের দম্পতির নিঃশ্বাস, তাদের ঘুমের মধ্যে কতরকম ভোঁতা আওয়াজ, বাথরুমে জলের ফোঁটা পড়ার শব্দ। দেওয়ালের কাছে মেঝেতে মৃদু শব্দ হয়, যেন ওরাও ঘুমিয়ে পড়ছে, দূরে কোথাও মাঝে মাঝে রেডিওর শব্দ শোনা যায়, মাঝে মাঝে হলঘরে চলাফেরা কথাবার্তার শব্দ শোনা যায়, তার জানালার নীচে বিলেট থেকে চলে যাওয়ার সময় মেয়েদের চাপা হাসির আওয়াজ মসকার কানে আসে। তারপর যখন ভোরের আলো ফুটতে থাকে সে ঘুমিয়ে পড়ে, জেগে উঠে শান্ত নির্জন দুপুরে। তার দেওয়ালে শীতের সূর্য বিষণ্ণ কমলালেবুর রঙ মাখিয়ে দেয়।

হেলার চলে যাওয়ার দু'সপ্তাহ পরে এইরকম এক বিকেলে হলঘরে পায়ের আওয়াজে নির্জনতা ছিন্ন হল, তার ঘরে কড়া নড়ে উঠল। সে বিছানা ছেড়ে উঠে ট্রাউজার পরল, সে দরজার কাছে গিয়ে তালা খুলল, তারপর দরজা খুলে দিল।

তার সামনে একটা মুখ, যাকে সে একবার মাত্র দেখেছে, কিন্তু একবারেই

মুখটা তার মনে গেঁথে গেছে। হনি তার সোনালী চুল, তার মাংসল নাক নিয়ে উপস্থিত। হনি হেসে বলল, 'আমি কি ভেতরে আসতে পারি?'

মসকা একপাশে সরে দাঁড়াল, তারপর দরজা বন্ধ করে দিল। হনি তার ব্রীফকেশ টেবিলের উপর রাখল, তারপর ঘরের চারদিকটা দেখে নিয়ে মিষ্টি করে বলল, 'যদি তোমায় ঘুম থেকে তুলে দিয়ে থাকি তাহলে আমি দুঃখিত।'

'আমি এবার উঠতাম'—মসকা বলল।

হনি আস্তে আস্তে বলল, 'আমি দুঃখিত, খুব দুঃখিত। তোমার স্ত্রীর কথা শুনলাম।' সে অনিশ্চিত হাসল।

মসকা ঘুরে বিছানার দিকে যেতে যেতে বলল, 'আমরা বিয়ে করিনি।'

'ও আচ্ছা'—হনি তার মাথার সামনের পরিষ্কার দিকটায় হাত বোলাল, 'আমি তোমাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে এসেছি।'

মসকা সোজাসুজি বলে দিল, 'আমার সিগারেট নেই।'

হনি গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি জানি তোমার কোন সিগারেট নেই। তুমি পি-এক্স ম্যানেজারও নও, উলফগং চলে যাওয়ার সময় থেকে আমি জানি।'

মসকা হেসে বলল, 'তাহলে কি হয়েছে?'

'না, তুমি ভুল বুঝছ'—হনি তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি তোমায় ইয়ারগেন সম্বন্ধে বলতে এসেছি। যে পেনিসিলিন তোমায় ও দিয়েছিল, ওগুলো আমার মাধ্যমে কিনেছিল, আমি মধ্যস্থ ছিলাম।' সে এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'ইয়ারগেন ওগুলো খারাপ জানত, তুমি জান, স্বাভাবিক দামের চেয়ে অনেক কমে ওষুধগুলো কিনেছিল।'

মসকাকে বিছানার উপর বসে পড়তে হল, তার ক্ষতস্থানের উপর সে হাত রাখল, তার পেটে ব্যথা হচ্ছিল, হঠাৎ তার মাথা ভীষণ জোরে দপদপ করতে লাগল। ইয়ারগেন-ইয়ারগেন—সে ভাবছিল, যে ইয়ারগেন তাদের জন্য এত করেছিল, হেলাকে সুখী করেছিল, যার মেয়েকে হেলা এত ভালবাসত! সে একটা অপমান বোধ অনুভব করল।...এই ইয়ারগেন তাকে ঠকাল, তাকে অসহনীয় যন্ত্রণা দিল, সে নীচু হয়ে হাতে মুখ ঢাকল।

হনি আবার শান্ত স্বরে বলছিল, 'আমি জানতে পেরেছি তুমি উলফের কাছে যাওনি, আমি বোকা নই। এর অর্থ—তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছো। আমায় বিশ্বাস কর, যদি জানতাম ইয়ারগেন ওষুধগুলো তোমায় দিচ্ছে তাহলে কিছুতেই

তা হতে দিতাম না। আমি খুব দেরীতে জানতে পেরেছিলাম, ইয়ারগেন আমাকেও মারতে পারে, তোমার প্রেমিকাকেও মারতে পারে।' হনি লক্ষ্য করল মসকা তখনও নীচু হয়ে হাতে মুখ ঢেকে বিছানায় বসে আছে। তাই আরও নরমস্বরে বলতে আরম্ভ করল, 'আমি ভাল খবর পেয়েছি, ইয়ারগেন ব্রেমেনে তার পুরোন আস্তানায় ফিরে এসেছে, তোমাদের ল্যাণ্ডলেডি ওকে খবর পাঠিয়েছিলেন যে সব কিছু নিরাপদ, ওর কোন ভয় নেই।'

মসকা উঠে দাঁড়াল বিছানা থেকে, আস্তে আস্তে বলল—'তুমি মিথ্যে কথা বলছ না তো?'

'না আমি মিথ্যে বলিনি'—হনি বলল, তার মুখটা সাদা হয়ে গেছিল, 'তুমি যদি আগের কথা চিন্তা কর তাহলে বুঝতে পারবে যে আমি মিথ্যা কথা বলি না।'

মসকা ওয়ারড্রোবের কাছে গিয়ে ওটার তালা খুলল, সে অনুভব করল সে বেশ তাড়াতাড়ি চলাফেরা করছে। যদিও তার মাথা ভীষণ দপদপ করছে তবুও তার ভাল লাগছে। ওয়ারড্রোবের ভেতর থেকে সে একটা নীল এমেরিকান এক্সপ্রেস চেকের বই বের করল, পাঁচটা চেক সই করল, সেগুলো প্রত্যেকটা একশ ডলারের। সে ওগুলো হনিকে দেখাল, 'ইয়ারগেনকে আজ রাতে এখানে নিয়ে এসো, এগুলো তোমার হবে।'

হনি পিছিয়ে গেল, 'না না, আমি পারব না, তুমি কি করে ভাবলে আমি একাজ পারবো?'

মসকা নীল চেকগুলো এগিয়ে ধরে ওর দিকে এগিয়ে গেল। হনি বলতে বলতে পেছোচ্ছিল, 'না না, আমি তা পারব না।'

মসকা দেখল হনি তা করবে না, সে ওর ব্রীফকেশটা নিয়ে ওকে দিয়ে বলল, 'তাহলে তোমায় ধন্যবাদ, কথাগুলো আমায় জানানোর জন্য।'

একা সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল। তার মাথাটা দড়াম দড়াম করছিল যেন একটা বিরাট শিরা হৃদপিণ্ডের সঙ্কোচন প্রসারণের সাথে সাথে রক্ত ভরছে আবার বার করে দিচ্ছে। তার মাথাটা শূন্য মনে হল যেন তার ফুসফুস ঘরে বদ্ধ বাতাস নিতে পারছে না। মসকা জামাকাপড় পরে বিলেট ত্যাগ করল।

রাস্তায় বেরিয়ে সূর্যের আলোর তীব্রতায় সে অবাক হল। শীত যে হেমন্তের সীমানায় ঢুকে পড়েছিল, এখন বোধহয় পেছিয়ে গেছে। সে কারফারস্টেন এলী দিকে চলল, যেখানে তার বাড়ী। প্রায় নিষ্পত্র গাছগুলোর কঙ্কালের ছায়ায় সে চলতে

লাগল, তার মাথা ধরা ছাড়া তার খুব ভাল লাগছিল, পেরিয়ে আসা অনেকদিনের তুলনায়। সে ভাবল, আজ রাতে সারাক্ষণ ঘুমোতে পারব।

সে খুব চুপচাপ বাড়ীটার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল তারপর বসার ঘরের সামনে দাঁড়াল। সে বাচ্চার গাড়ীটার শব্দ শুনতে পেল। ভেতরে গিয়ে দেখতে পেল ফ্রাউ সণ্ডার্স বাচ্চার গাড়ী সামনে পেছনে ঠেলে চলেছেন। তিনি সোফার উপরে বসেছিলেন, তাঁর বাঁহাতে একটা বই, ডানহাতে তিনি দুধ-সাদা গাড়ীটা ঠেলছিলেন। তিনি শান্তভাবে সোজা হয়ে বসেছিলেন, তার তীক্ষ্ণ চোখে মুখে দুঃখ স্বীকার করে নেওয়ার এক নিঃশব্দ প্রতিজ্ঞা, গাড়ীতে বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছিল, হাল্কা নীল শিরা তার কমলা-রঙ কপালে দেখা যাচ্ছিল, ছোট ছোট শিরা তার কম্পমান চোখের পাতায় আর কানে দেখা যাচ্ছিল।

'ও ভাল আছে?' মসকা জিজ্ঞেস করল।

ফ্রাউ সণ্ডার্স মাথা হেলিয়ে বললেন, 'সব ভাল।' তিনি বই ও গাড়ী থেকে হাত দুটো মুক্ত করে আঙুলের ভেতর আঙুল ঢোকালেন।

'আমি যে প্যাকেটটা পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছেন?' এই সপ্তাহে বড় এক কার্টন খাবার পাঠিয়েছিল সে।

তিনি মাথা হেলালেন, তাঁকে আরও বেশী বয়স্কা মনে হচ্ছিল। তার বসার ভঙ্গী ও কথা বলায় মসকা একটা ব্যাপার অনুমান করল।

যখন সে প্রশ্ন করল তখন মুখটা অন্যদিকে ফেরান ছিল, 'আপনি বাচ্চাটাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রাখতে পারবেন? আপনি যত টাকা চান আমি দেব।' সে অনুভব করল তার মাথাটা যন্ত্রণায় ফুলে উঠেছে। সে ভাবল সণ্ডার্সের কাছে এসিপিরিন আছে কি-না।

ফ্রাউ সণ্ডার্স তার বই আবার তুলে নিলেন, কিন্তু বইটা খুললেন না, তাঁর কঠোর মুখে পরিহাসের কোন চিহ্ন ছিল না। তিনি বললেন, 'হের মসকা! তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি তোমার ছেলেকে আমার ছেলে হিসাবে দত্তক নিতে পারি, এতে তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' তিনি কথাগুলো ঠাণ্ডা গলায় বললেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর দুগাল বেয়ে অশ্রুনির্ঝর নামলো। তাঁর হাত থেকে বইটা মেঝেতে পড়ে গেল। তিনি দু'হাতে তাঁর মুখ ঢাকলেন। মসকা এবার বুঝতে পারল, সে ফ্রাউ সণ্ডার্সের মধ্যে পরিচিত কিছু পেয়েছিল। তিনি মায়ের মত ব্যবহার করছেন—যখন মসকা তাকে ব্যথা দিল।

কিন্তু তিনি তো সত্যি তার মা নয় তাই তাকে ছোঁয়া যায় না। মসকা সোফার কাছে গেল, তার হাতটা তাঁর হাতে কিছুক্ষণ রেখে বলল, 'কি হল, আমি কি করলাম ?' তার গলা শান্ত, যুক্তিপূর্ণ।

তাঁর হাতদুটো চোখের জল থামিয়েছিল ও মুছে দিয়েছিল। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, 'তোমার ছেলের জন্য কোন যত্ন নেই। একবারও আসো না। তুমি এরকম হবে যদি ও জানতো তাহলে কি হত ? ওঃ কী ভয়ানক, কী ভয়ানক, সে তোমাদের দু'জনকে কত ভালবাসত। সে সবসময় তোমাকে ভাল বলত। যখন সে সিঁড়িতে পড়ে যাচ্ছিল—তখন দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ছেলের জন্য। তার প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল, ককাচ্ছিল, তবুও ছেলের জন্য চিন্তা করেছিল। আর এখন, সে যাকে এত ভালবাসত তার সম্বন্ধে চিন্তাও কর না।' তিনি নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য থামলেন, আবার ঘোরের বশে শুরু করলেন—'ওঃ তুমি একজন ভয়ানক লোক, তুমি ওকে প্রতারণা করছে, তুমি ভাল লোক নও।' তিনি মসকার কাছ থেকে সরে গিয়ে আবার বাচ্চার গাড়ীতে হাত রাখলেন।

মসকা তার কাছ থেকে সরে গেল। নিজেকে বাঁচানোর জন্য বলল 'আপনি আমায় কি করতে বলছেন ?'

'আমি জানি ও কি চাইত! ও চাইত, তুমি ওকে এমেরিকায় নিয়ে যাও, তাকে নিরাপত্তা ও সুখী পরিবেশ দাও, সে বেড়ে উঠবে।'

মসকা সহজ ভাবে বলল, 'আমরা বিয়ে করিনি তাই ছেলেটা জার্মান, অনেক সময় লাগবে।'

'তাই নাকি ' - তিনি আগ্রহের সাথে বললেন, 'আমি ততদিন পর্যন্ত ওর দেখাশুনা করব। তুমি ব্যবস্থা কর গিয়ে।'

'আমার মনে হচ্ছে আমি তা করতে পারব'—মসকা বলল। হঠাৎ চলে যাওয়ার জন্য সে অধৈর্য্য হয়ে পড়ল। সে আবার তার মাথা ধরা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল।

ফ্রাউ সণ্ডার্স তাঁর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'তুমি কি চাও আমি ওকে দত্তক নিই ?'

সে ঘুমন্ত শিশুর দিকে দেখল। কোন অনুভূতি হল না। সে যে এক্সপ্রেস চেকগুলো সই করেছিল সেগুলো বের করে টেবিলের উপর রাখল। 'আমি জানি না কি ঘটবে !'—সে বলল। সে দরজার কাছে গেল।

'তুমি আবার ছেলেকে দেখতে আসছ?'—ফ্রাউ সণ্ডার্সের গলায় রাগ। তার মুখে ঘৃণা। মসকা তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

তার মাথা প্রচণ্ডভাবে দপদপ করছিল। সে সরে যেতে চাইছিল। কিন্তু ফ্রাউ সণ্ডার্সের দৃষ্টি সহ্য হচ্ছিল না। 'আপনি কেন সত্যি কথা বলছেন না। আপনার মনের কথা বলছেন না কেন?' সে বুঝতে পারছিল না তার গলা চড়ে যাচ্ছিল। 'আপনি ভাবছেন এটা আমার দোষ, সে মারা গেল কারণ তাকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট কিছু করিনি। আমায় সত্যি কথা বলুন—সে জন্যই এত রেগে গেছেন, আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছেন যেন আমি একটা পশু। আপনি বিশ্বাস করেন একজন এমেরিকান আর একজন জার্মানকে মেরে ফেলল। আপনি বাচ্চার ব্যাপারে রাগ করছেন এই ভান করবেন, ওরকম মিথ্যে অভিনয় করবেন না। আমি জানি আপনি কি বিশ্বাস করেন।'

ফ্রাউ সণ্ডার্স এই প্রথম বার তার দিকে যত্নের সাথে তাকালেন, তার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকালেন। তাঁকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছিল, তার চামড়া হলুদ তার চোখগুলো ভীষণ কালো। তার মুখে রাগের লাল ছোপ ফুটে উঠছিল। 'না, না' তিনি বললেন, 'আমি এমনভাবে কোন দিন ভাবিনি।' তিনি যখন কথাগুলো বললেন তিনি অনুভব করলেন যে মসকা কিছু সত্যি কথা বলছে।

কিন্তু মসকা নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছিল। সে শান্তভাবে বলল, 'আমি আপনাকে দেখাব এটা সত্যি নয়।' সে এবার ঘুরে চলতে আরম্ভ করল। ফ্রাউ সণ্ডার্স শুনলেন সে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে যাচ্ছে।

রাস্তায় বেরিয়ে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে তাকাল মেঘমেদুর আকাশের দিকে, তারপর কারফারস্টেন এলীর দিকে। সে প্রায় সিগারেটটা শেষ করার পর চলতে আরম্ভ করল মেটসার স্ট্রেসীর দিকে। তার মাথার ব্যথা তার চোখে ও ঘাড়ের শিরায় আঘাত করছিল। সে তার ঘড়ির দিকে তাকাল। ইয়ারগেনের কিছু করার আগে এখনও অনেক সময় বাকী।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তার ঘরটা বিকেলের ছায়ায় ভরে গেছিল। সে কয়েকটা এসিপিরিন খেয়ে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে অবাক হয়ে গেল সে এতখানি অবসন্ন হয়ে গেছে, সে তার চোখ বন্ধ করল। তার মনে হল কয়েক মুহূর্ত পরেই সে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনল। চোখ খুলে সে ঘরে অন্ধকার লক্ষ্য করল। সে টেবিলের আলোটা জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখল। ছটা মাত্র বাজে, দরজায় আর একবার কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। তারপরে দরজা খুলে গেল, এডি কেসিন ঘরে ঢুকল। সে খুব ফিটফাট কাপড় পরেছে, দাঁড়ি কামিয়েছে। তার গা থেকে ট্যালকামের সুগন্ধ বেরোচ্ছিল।

'ও ভগবান, তুমি শোওয়ার সময় দরজাটাও বন্ধ কর না?' এডি বলল, 'কেমন লাগছে, ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।'

মসকা চোখ রগড়ে বলল, 'ঠিক আছি।' তার মাথার যন্ত্রণা গেছে, তার মুখটা ভীষণ তপ্ত, ঠোঁট শুকনো।

এডি কেসিন টেবিলের উপর কয়েকটা চিঠি রেখে বলল, 'তোমার চিঠি নাও। পানীয় আছে নাকি?'

মসকা ওয়ারড্রোবে গিয়ে ভাল একটা জিনের বোতল আর দুটো গ্লাস বের করল।

'আজ রাতে বড় পার্টি আছে' এডি বলল – 'চলে এসো নীচে'।

মসকা মাথা নেড়ে তাকে একটা গ্লাস দিল। দুজনে পান করল। এডি বলল, 'তোমার অর্ডার এক সপ্তাহের মধ্যে এসে যাবে। এডজুটাণ্ট ব্যাপারটা আটকাবার চেষ্টা করছেন। বলছেন, ওর নিজের দোষ। কিন্তু কর্নেল মানতে চাইছেন না।' সে মসকার দিকে ঝুঁকে বল, 'আমাকে বলল আমি কয়েকটা কাগজ আলগা করে দেব। তুমি আরও কয়েকটা সপ্তাহ পেয়ে যাবে।'

'তাতে কিছু হবে না' মসকা বলল। সে বিছানা থেকে নেমে জানালায় গিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। এখনও রাস্তায় গোধূলীর আলো ছিল, সে একদল বাচ্চাকে দেখল। তারা অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করছিল লণ্ঠন নিয়ে। সে গত কয়েক

রাতে তাদের গানের কথা মনে করল। তাদের গানের নরম সুর তার ঘুমের পর্দা ছিঁড়ে দিত না, তার ঘুমের পর্দা চুইয়ে তার নিদ্রিত চেতনার কাছে পেঁছে যেত।

এডি কেসিন পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল, 'বাচ্চার খবর কি ?'

মসকা বলল, 'ফ্রাউ সণ্ডার্স — তিনি ওর দেখাশুনা করছেন।'

এডির গলা নীচু হল. 'আমি গিয়ে দেখব। ভাবনা কর না।' সে থামল, 'ভীষণ কঠিন ব্যাপার ওয়ান্টার, তোমার আমার মত লোক সমস্যায় পড়ে। সহজ করে নাও।'

রাস্তার ছেলেরা দুটো লাইন করে মেটসার স্ট্রেসী দিয়ে হেঁটে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তাদের লণ্ঠনগুলো তখনও জ্বালায়নি। এডি বলল, 'চিঠিগুলো তোমার মা দিয়েছেন। আমি তাঁকে তার করে দিয়েছিলাম। আমি ভেবে নিয়েছিলাম তুমি চিঠি লিখতে পারবে না।'

মসকা ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'তুমি আমার ভাল বন্ধু।' সে বলল, 'তুমি আমার জন্য আর একটা শেষ কাজ করবে ?'

'নিশ্চয়ই' — এডি উত্তর করল।

'তুমি আমায় বলনি ইয়ারগেন শহরে ফিরে এসেছে। আমি ওর সাথে দেখা করতে চাই, তুমি কি ওকে এখানে নিয়ে আসতে পারবে ?'

এডি তার গ্লাসে আর এক চুমুক দিয়ে দেখল মসকা ঘরে পায়চারী করছে। কিছু গোলমাল হয়েছে, সে ভাবল। মসকা তার গলাটা আয়ত্তে রেখেছিল, তার চোখ দুটো কাল আয়নার মত, তার মুখটা এমন ভাবে বেঁকে গেছিল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য যাতে তার তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছিল।

এডি আস্তে আস্তে বলল, 'আমি আশা করছি ওয়ান্টার তুমি কোন ভুল করছ না। ওয়ান্টার, লোকটা একটা ভুল করে ফেলেছে, এটা তার দোষ নয়। তুমি জান ইয়ারগেন সব সময় হেলার জন্য কত কি করে দিত।'

মসকা হাসল, 'আমি শুধু আমার টাকা ও সিগারেট ফেরৎ চাই, ঐ জিনিসের জন্য যেগুলো দিয়েছিলাম, কেন আমি ওকে দেব ?'

এডি প্রচণ্ড বিস্মিত হওয়ার পর এত স্বস্তি পেল যে সে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, *'ও ভগবান, বেটাচ্ছেলে এতক্ষণে তুমি স্বাভাবিক হলে, তুমি কেন ঐ বাজে জিনিসের জন্য দাম দেবে ?'* তার মনের গভীরে সে ভাবল, মসকা এত দুঃখের মধ্যেও কি

করে ভাবল যে সে প্রতারিত হয়নি, কিন্তু তার স্বস্তি বাস্তব। মসকা শেষ পর্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছে এই ভাবে সে আনন্দ পেল।

তার মাথায় একটা আইডিয়া এল, সে মসকার বাহু ধরল, 'আমার কথা শোন'— সে বলল, 'আমি ফ্রাউ মেয়ারের সাথে এক সপ্তাহ চলে যাচ্ছি, মারবার্গ-এর পাহাড়ে যাচ্ছি। তুমি আমাদের সাথে চল, আমি তোমার জন্য একটা মেয়ে জোগাড় করে দেব, সত্যি মিষ্টি মেয়ে, খুব আনন্দ হবে, কৃষকদের কাছ থেকে খাবার ও মদ পাব। চল, হ্যাঁ বলে ফেল একজন বন্ধুর জন্য।'

মসকা ওর দিকে হেসে বলল, 'ঠিক আছে।'

এডি এবার প্রাণ খুলে হাসল, 'খুব ভাল হয়েছে।' সে মসকার কাঁধে একটা থাপ্পড় মারলো। 'আমরা কাল রাতে রওনা দেব। পাহাড় না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর, দেখবে সুন্দর সত্যিই সুন্দর।' এক মুহূর্ত থেমে সে স্নেহের সাথে প্রায় বাবার মত বলল, 'আমরা একটা ব্যবস্থা করবো যাতে ছেলেটাকে তোমাদের সাথে স্টেট্সে নিয়ে যেতে পার, এটাই হেলা চাইতো। সব থেকে বেশী চাইতো।' তারপরে একটা অস্বস্তিকর হাসি হেসে বলল, 'চল নীচে চল, শুধু এক গ্লাস খাবে'।

মসকা বলল, 'তুমি ইয়ারগেনকে নিয়ে আসছ?'

এডি ওর দিকে দেখল চিন্তিত ভাবে।

মসকা বলল, 'সত্যি কথা হল, আমার টাকা দরকার এডি। আমাকে ফ্রাউ সণ্ডার্সকে টাকা দিতে হবে বাচ্চার জন্য, তোমার সাথে মারবার্গে যাওয়ার জন্যও টাকা দরকার। হেসে বলল 'যদি না তুমি সমস্ত সপ্তাহ আমার খরচ যোগাও।' সে তার গলা শান্ত আন্তরিক করে বলল, 'এবং স্টেটসে যাওয়ার জন্যও টাকা দরকার, এই জন্যই ওকে দরকার, ঐ ওষুধগুলোর জন্য আমি ওকে অনেক টাকা দিয়েছি।'

এডি এবারে বিশ্বাস করল, 'ঠিক আছে, আমি ওকে নিয়ে আসব। সে বলছিল, 'আমি এখুনি যাচ্ছি, তারপর তুমি নীচে আমাদের পার্টিতে আসছ, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে'—মসকা বলল।

এডি চলে যাওয়ার পর মসকা শূন্য ঘরের চারদিকটা দেখল। সে চিঠিগুলো দেখতে পেল, একটা চিঠি তুলে নিয়ে পড়ার জন্য বিছানায় বসল, যখন সে চিঠিটা শেষ করল তখন বুঝতে পারল সে একবর্ণও বোঝেনি. আবার পড়তে লাগল। যে

শব্দগুলো যোগ করার চেষ্টা করল যাতে কিছু বোঝা যায়। তার অমনোযোগী মনে সেগুলো কাঁপতে কাঁপতে বিলেটের গোলমালের মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে পড়তে লাগল।

··'বাড়ী চলে আয়'—তার মা লিখেছেন—'কোন কথা চিন্তা করিস না, বাড়ী চলে আয়। আমি বাচ্চাটার যত্ন নিতে পারব, তুই স্কুলে যেতে পারবি। তোর বয়স তো মাত্র তেইশ। আমি সব সময় ভুলে যাই, তোর বয়স কত অল্প, আর ছ'বছর ধরে তুই দূরে আছিস। তোর যদি খারাপ লাগে, ভগবানকে প্রার্থনা কর, এটাই একমাত্র রাস্তা। তোর জীবনের সবে শুরু হচ্ছে '

মসকা চিঠিটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়ল। নীচের ঘরে সে শুনতে পেল নরম মিউজিক আর খুশীর গলা, পার্টি শুরু হতে যাচ্ছে। তার মাথা ধরাটা আবার ফিরে আসছে। সে আলো নিভিয়ে দিল, তার ঘড়ির ছোট্ট হলুদ চোখ বলে দিল যে সাড়ে ছটা বাজে। অনেক সময় আছে, সে চোখ বুজল।

সে চিন্তা করছিল বাড়ী ফিরে যাবে, তার মা ও নিজের ছেলেকে রোজ দেখতে পাবে। নতুন কাউকে বিয়ে করে থিতু হবে—কি করে এসব হবে। তার নিজস্ব সবকিছু ঢেকে সে যা কিছু অপছন্দ করে সেই সবের মধ্যে থাকতে হবে। তার জীবনটা তার সমস্ত বিশ্বাসের কবরের উপর একখানা পাথরের মত। সে ফ্রাউ সওার্সকে যেসব কথা বলে এল তা ভেবে অবাক হল, এগুলো তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সে তো এমন কথা কোনদিন ভাবেনি। কিন্তু এখন তার নিজের সব ভুল বুঝতে পারছে। সে তার মন অন্য কিছুতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

·· তন্দ্রার ঘোরে সে দেখতে পেল হেলা জাহাজ থেকে নামছে এবং তার মার সাথে মিলিত হচ্ছে। তারপর তারা সবাই একসাথে বসার ঘরে জমায়েত হয়েছে, তারপর প্রত্যেক সকালে প্রত্যেক রাত্রে সবাই সবার মুখ দেখছে। মসকা ঘুমিয়ে পড়ল।

সে স্বপ্ন দেখছিল অথবা চিন্তা করছিল, তার মাথায় একটা কোন কিছু সচেতন হয়ে উঠেছে। সে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে, তাদের বাড়ীর দরজার এক কোণে লেখা 'শুভাগমন ওয়াণ্টার', হেলাকে জার্মানীতে রেখে গেছে। যেমন সে আগেরবার বাড়ী ফেরার পর দেখেছিল। সে আর হেলার কাছে আসেনি, সে আর ধূসর রুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি, রুটি মেঝেতে ফেলে দেয়নি। সে সেই অন্ধ দরজা খুলে দেখল গ্লোরিয়া, আলফ্ এবং তার মা অপেক্ষা করছে। সে যেন একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরে তাদের বাড়ীতে চলে এসেছে, তার বাড়ীর লোকেরা প্রখর আলোর তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু তারপরে সে দেখল তার মাকে বিরাট এক বাণ্ডিল ছবি হাতে, তারপরে সে এক কোণে একটা বাচ্চার গাড়ী দেখতে পেল, তাতে একটা ঘুমন্ত শিশু, এটা দেখে মসকা একটু ভয় পেয়ে গেল, তারপর সবাই একসাথে বসে ফোটো দেখতে লাগল। তার মা বললেন—আরে এটা কি ? মসকা দেখল তার কমব্যাট্ জ্যাকেট আর কম্বলের স্কার্ট পরে একটা সমাধির উপর দাঁড়িয়ে হাসছে। 'এটা আমার তৃতীয় শিকার'—সে হাসতে লাগল। কিন্তু আলফ রেগে গিয়ে তার একমাত্র পায়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাল 'এটা খুব বেশী হয়ে যাচ্ছে ওয়াল্টার, অত্যন্ত বেশী হয়ে যাচ্ছে।' সবাই উঠে পড়ল এবং তার মা হাত দু'টো ঘসছিলেন। তার মুখে লেখা ছিল—বিদায়। তারপরে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু সেই অন্ধকারে উলফ একটা প্রদীপ নিয়ে এল, সে সেলারে উলফের সাথে ছিল। উলফ তার প্রদীপ উঁচু করে বলল, হেলা এখানে নেই, ওয়াল্টার এখানে নেই। তারপর সে বুঝতে পারল তার পা মাটিতে ডুবে যাচ্ছে, সে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল।

তার ঘুম ভেঙে গেল এবং বুঝতে পারল যে ঘুমের ঘোরে সে কোন শব্দ করেনি। ঘরটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা, জানলাগুলোতে রাত আলকাতারা রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। উচ্চকিত হাসির শব্দ বিলেট ভরিয়ে তুলছিল। তরঙ্গায়িত গলার আওয়াজ, মিউজিক, পুরুষের মোটা গলা, সিঁড়িতে ওঠা নামার অনেক পায়ের শব্দ। পাশের ঘরে এক দম্পতির ভালবাসা মাখানো আদরের কথাবার্তা শুনতে পেল, মেয়েটা বলছে 'চল আমরা নীচে পার্টিতে যাই, আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।' লোকটা রাগে গরগর করছে। মেয়েটা বলছে, 'প্লীজ, প্লীজ, আমার নাচতে ইচ্ছে করছে'। তারা যখন উঠে পড়ল বিছানায় শব্দ হল, তারপরে হলে মেয়েটার হাসি শোনা গেল। তারপর মসকা নির্জন বিষণ্ণ অন্ধকারে ডুবে গেল।

ইয়ারগেনের কাছে যাওয়ার আগে এডি কেসিন পার্টিতে না গিয়ে পারল না। যখন সে সামান্য মত্ত হয়ে পড়েছিল তখন দুজন তরুণীকে দেখতে পেল। তারা ষোলর বেশী নয়, দুজনে একই রকম পোষাক পরেছে, ছোট নীল টুপি, ছোট দরজী কাটা নীল জ্যাকেট, প্যারাস্যুট সিল্কের সাদা ব্লাউজ। ওরা এডির চোখে চমক জাগাল। তাদের চুলে, চামড়ায়, পোষাকে হাল্কা গোলাপী আভা, তাদের কপালের চুলের বলয়গুলোকে মনে হচ্ছিল সোনার মুদ্রা। তারা কারুর কারুর সাথে নাচছিল কিন্তু সব পানীয় প্রত্যাখ্যান করছিল। যখন মিউজিক থেমে যাচ্ছিল তারা দুজন এক জায়গায় চলে আসছিল। যেন তারা দুজনে মিলে একটা নৈতিক শক্তি পায়।

এডি মৃদু হাসতে হাসতে ওদের কিছুক্ষণ লক্ষ্য করতে করতে তার আক্রমণ পদ্ধতি ভাবছিল। তারপরে সে সুন্দরতমার কাছে গিয়ে তাকে নাচার নিমন্ত্রণ জানাল। একজন পুরুষ প্রতিবাদ করে বলল, 'এই এডি, আমি ওকে নিয়ে এসেছি'। এডি বলল. 'ভাবনা কোর না আমি ঠিক করে দেব'।

নাচতে নাচতে জিজ্ঞেস করলো, 'ও তোমার বোন নাকি?' মেয়েটা মাথা হেলাল। তার ছোট্ট মুখটায় বন্য হরিণীর মত একটা চঞ্চল ভয়ার্ত ভাব. এডি বেশ ভাল করেই এর অর্থ বোঝে।

'ও কি সব সময় তোমার সাথে থাকে?' এডি জিজ্ঞেস করল। তার গলাটা প্রশংসা সূচক, তার বোনের সামান্য নিন্দা করার সুযোগ দিয়ে মেয়েটাকে আত্মসন্তুষ্টি দেওয়া।

মেয়েটা পবিত্র সুন্দর মৃদু হেসে বলল, 'আমার বোন একটু বেশী লাজুক।'

রেকর্ড শেষ হয়ে গেল। এডি জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বোন ও তুমি কি আমার ঘরে ছোট একটা সাপারে যোগ দেবে?' সে সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়ল। এডি মিষ্টি হেসে বাবা-বাবার মত বোকার ভান করে বলল 'ও আমি জানি তুমি কি চিন্তা করছ'। সে তাকে ফ্রাউ মেয়ারের কাছে নিয়ে গেল, মেয়ার দু'জন পুরুষের সাথে ড্রিংক করছিল।

'মেয়ার'—সে বলল, 'এই ছোট মেয়েটা আমাকে ভয় পাচ্ছে। ও আমার সাপারে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করছে। আমার মনে হয় তুমি যদি ওদের আমন্ত্রণ জানাও তাহলে না বলবে না।'

ফ্রাউ মেয়ার মেয়েটার কোমর জড়িয়ে বলল, 'ওহ্! তুমি ওকে ভয় পেয়ো না। সে এই বাড়ীর একজন ভাল লোক, আমি তোমার সাথে যাব, ও তোমাদের ভাল খাবার খাওয়াবে, অত ভাল খাবার বোধ হয় তোমরা খাওনি কোনদিন।' মেয়েটা লজ্জা-রাঙা হল। তারপর সে তার বোনকে আনার জন্য চলে গেল।

মেয়েটাকে যে লোকটা এনেছিল এডি ওর কাছে গেল। 'সব ঠিক হয়ে গেছে,' সে বলল, 'তুমি মেয়ারের সাথে আমার ঘরে যাও। ওদের বল আমি পরে আসছি।' এডি দরজার কাছে গিয়ে হেসে বলল, 'আমার জন্য রেখো, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব।'

মসকা তার জানলা থেকে শহরটা দেখছিল। দূরে ধ্বংসস্তুপের উপত্যকায়

মধ্যে শহরের কেন্দ্রে সে সবুজ ও হলুদ-আলোর একটা দীর্ঘ রেখা দেখতে পেল। একটা তীর দেখা যাচ্ছে, যেন মেটসার স্ট্রেসীর জলন্ত জানালাগুলোর দিকে তাক করা। সে বুঝতে পারল এরা সেই লণ্ঠনধারী শিশুরা। কিন্তু হাসির শব্দ, পার্টির আওয়াজ, মিউজিক, অসমান নৃত্যরত পায়ের শব্দ, মত্ত মেয়েদের লাজুক হাসির শব্দ—এসব তার উৎকর্ণ কানের তৃষ্ণা মিটতে দিল না, সে ঐ বাচ্চাদের গান শুনতে চাইছিল।

সে জানালা খোলা রেখে শেভিং কিট ও টাওয়েল নিয়ে বাথরুমে চলে গেল। সে বাথরুমের দরজা বন্ধ করল না কেউ ঘরে ঢুকলে যাতে শুনতে পায়।

মসকা ভাল করে স্নান করল, তার তপ্ত মুখে জলটা বেশ ঠাণ্ডা লাগছিল। তারপর দাড়ি কাটল। নিজের মসৃণ শান্ত চেহারা, লম্বা সরু নাক, লম্বা সরু মুখ, প্রায় রঙহীন ঠোঁটগুলো দেখছিল। চোখগুলো শূন্য কালো, ব্রোঞ্জের মত গায়ের চামড়া যা এখন অবসন্নতায় ধূসর হয়ে গেছিল।

মুখ থেকে সাবান ধুয়ে ফেলে সে নিজেকে দেখতে থাকল। সে অবাক হচ্ছিল, তার মুখটা ভীষণ অপরিচিত মনে হচ্ছিল, যেন সে কোনদিন দেখেনি। সে তার মুখ ঘুরিয়ে সমস্ত প্রত্যঙ্গ দেখছিল, তার চোখের গভীর গর্ত তার চোয়ালে ছায়া ফেলেছিল। সে তার নিজের চোখের কুটিলতা ও নিষ্ঠুরতা দেখল, শক্ত মারাত্মক চিবুক। সে পেছিয়ে এল, হাত তুললো তার সেই আয়নার মুখটা ঢাকবার জন্য, কিন্তু অবাক হল কারণ তার হাত আয়না পর্যন্ত পৌছাল না, সে একটু হাসল।

ঘরে ভীষণ ঠাণ্ডা, বাতাসে একটা অপরিচিত গুঞ্জন, জানলায় গিয়ে সে ওটা বন্ধ করে দিল। গুঞ্জনটা থেমে গেল। ধ্বংসস্তুপের কাছে সবুজ ও হলুদ আলোগুলোকে আরও কাছাকাছি মনে হল। ঘড়ি দেখল, প্রায় আটটার কাছাকাছি। হঠাৎ সে অবসন্নতা ও জ্বর জ্বর ভাব অনুভব করল। বমির ভাব তাকে বিছানায় বসাল। তার মাথার ব্যথাটা এসিপিরিনের প্রভাবে চাপা পড়েছিল, এখন আবার ছাড়া পেয়েছে। মারাত্মক হতাশা বোধ তাকে আচ্ছন্ন করল, যেন তার মুক্তির শেষ আসা অন্তর্হিত হয়েছে। সে নিশ্চিত হয়েছিল যে ইয়ারগেন আর আসবে না, তার ভীষণ শীত করল এবং ওয়ারড্রোবে গিয়ে তার কমব্যাট জ্যাকেটটা পরে নিল। একটা খালি সিগারেটের কার্টন থেকে হাঙ্গারিয়ান পিস্তলটা নিয়ে জ্যাকেটের পকেটে রাখল। সে তার সমস্ত সিগারেট, শেভিং কিট, প্রায় এক বোতল জিন তার ছোট স্যুটকেশে ভরল, তারপরে বিছানায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

এডি কেসিন চার্চের সামনে তার জীপ পার্ক করল। সে পাশের গলি দিয়ে গিয়ে সিঁড়িতে পৌছল, উপরে উঠল। সে দরজায় কড়া নাড়ল—কোন উত্তর নেই। সে অপেক্ষা করল, আবার কড়া নাড়ল। দরজার অন্য পাশ থেকে আশাতীত ভাবে ইয়ারগেনের গলা পরিষ্কার শোনা গেল—'কে ?'

এডি বলল, 'আমি মিঃ কেসিন।'

ইয়ারগেনের গলা—'তোমার কি দরকার ?'

এডি কেসিন বলল, 'ফ্রাউ মেয়ার আমাকে পাঠিয়েছে একটা খবর দিয়ে।'

খিল খুলে গেল এবং দরজা খুলল। ইয়ারগেন তার ঘরে ঢোকার অপেক্ষা করছে।

ঘরটা অন্ধকার, কোণের একটা ছোট টেবিল ল্যাম্প ছাড়া, ঐ আলোটার নীচের একটা সোফায় ইয়ারগেনের মেয়ে একটা রূপকথার বই নিয়ে বসে আছে। ও দেওয়ালে ঠেস দেওয়া বড় বড় কুশানে হেলান দিয়ে বসেছিল।

'হ্যাঁ, বল খবরটা কি ?' ইয়ারগেন বলল, তাকে আরও বেশী বয়সের মনে হচ্ছিল। তার দেহ আরও রোগা হয়ে গেছে, কিন্তু তার মুখটা এখনও নিশ্চিন্ত, এখনও গর্বিত।

এডি তার হাত বাড়াল, ইয়ারগেন করমর্দন করল। এডি মৃদু হেসে বলল, 'আমরা পরস্পরকে অনেকদিন চিনি, অনেকদিন একসাথে ড্রিংক করেছি। আমার সাথে এইরকম ব্যবহার করছ ?'

ইয়ারগেন কেমন বিরক্ত হয়ে হাসল, 'মিঃ কেসিন, যখন আমি মেটসার স্ট্রেসীতে থাকতাম তখন আমি ভিন্ন লোক ছিলাম। এখন—'

এডি আস্তে আস্তে আন্তরিকভাবে বলল, 'তুমি আমাকে জান আমি তোমার সাথে প্রতারণা করব না। আমি তোমার উপকারের জন্য এসেছি। আমার বন্ধু মসকা তার টাকা ও সিগারেট ফেরৎ চায়, খারাপ ওষুধের জন্য সে যা দাম দিয়েছিল।'

ইয়ারগেন তার দিকে লক্ষ্য করছিল, বলল, 'নিশ্চয়ই আমি ফিরিয়ে দেব। তবে তাকে বলো, এখুনি দিতে পারব না, এখন পারব না।'

এডি বলল, 'সে চায় আজ রাতে তুমি ওর সাথে দেখা কর।'

'আরে না, না', ইয়ারগেন প্রতিবাদ করল, 'আমি ওর সাথে দেখা করব না।'

এডি দেখল ইয়ারগেনের মেয়ে সোফার উপর শুয়ে পড়েছে। তার চোখগুলো খোলা, শূন্য। এটা তাকে অস্বস্তিতে ফেলল।

'ইয়ারগেন', সে বলল, 'মসকা এবং আমি কাল মারবার্গে চলে যাচ্ছি। সে ফিরে এসেই স্টেট্‌সে রওনা দেবে। সে যদি রেগে যায়, তাহলে তোমার সাথে ঝগড়া করবে আর তোমার ছোট মেয়েটা ভয় পেয়ে যাবে।'

সে যা অনুমান করেছিল, তার এই শেষ যুক্তি কাজে লাগল। ইয়ারগেন তার ঘাড় ঝাঁকিয়ে তার কোট আনতে গেল, তারপর সে তার মেয়ের কাছে গেল।

এডি ওদের দেখছিল, ইয়ারগেনের ভারী ফার রঙের ওভারকোট, তার সুন্দর করে আঁচড়ানো বাদামী চুল, চেহারায় একটা সম্ভ্রম আছে, তার মেয়ের কাছে দুঃখিত ভাবে হাঁটু গেড়ে বসল, তারপর তার কানে কানে কিছু বলল। এডি জানে সে তার মেয়েকে দরজার সংকেতের কথা বলছে, যেটা শুনে তার মেয়ে দরজা খুলে দেবে। সে দেখল ছোট মেয়েটার শূন্য চোখ - ইয়ারগেনের কাঁধের উপর দিয়ে তার দিকে দেখছে। এডি ভাবছিল যদি সে তার সংকেতের কথা ভুলে যায়, যদি তার বাবার কড়া নাড়ার উত্তর না দেয়।

ইয়ারগেন উঠে দাঁড়াল, তার ব্রীফকেশ নিল, তারা বাইরে এল। ইয়ারগেন দাঁড়াল যতক্ষণ না দরজার অন্য প্রান্তে তার মেয়ে খিল তুলে দিচ্ছে। যতক্ষণ না তার মেয়ে দরজার আড়ালে পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাচ্ছে।

তারা এডির জীপে উঠল, অন্ধকার রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ইয়ারগেন বলল, 'আমি ওর সাথে যখন দেখা করব তুমি সাথে থাকবে তো?'

এডি উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই, চিন্তা কর না।'

কিন্তু এখন এডির মধ্যে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি বোধ জেগে উঠল। তারা মেটসার স্ট্রীট এসে বিলেটের সামনে এল। এডি তার জীপ পার্ক করল এবং নামল। এডি উপরের দিকে তাকাল, মসকার ঘরে আলো নেই। 'ও পার্টিতে থাকতে পারে' এডি বলল।

তারা বিলেটে ঢুকল। সিঁড়ির প্রথম ধাপে ইয়ারগেনকে বলল, 'এখানে অপেক্ষা কর।' সে পার্টিতে গেল, কিন্তু মসকার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। যখন সে বাইরে হলে এল দেখল ইয়ারগেন ওর জন্য অপেক্ষা করছে। সে দেখল ইয়ারগেনের মুখটা বিষন্ন। হঠাৎ এডি একটা মারাত্মক বিপদের সংকেত পেল। তার মনের মধ্যে সবকিছু ভেসে উঠল, যতকিছু মসকা বলেছিল, তার মনে হল ওসব মিথ্যে। সে ইয়ারগেনকে বলল, 'চলে এস, আমি তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব, ও এখানে নেই, চলে এস।'

ইয়ারগেন বলল, না এটা শেষ করে দাও, আমি ভীত নই। কিন্তু ইয়ারগেন ওকে সিঁড়ির দিকে ঠেলছিল। সে নিশ্চিত হয়ে গেছিল, একটা মারাত্মক বিপদের সন্দেহ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। হঠাৎ মসকার ঠাণ্ডা গলা ওপর থেকে শোনা গেল, গলায় প্রচণ্ড চাপা বিদ্বেষ। মসকা বলল. 'এই ঠক, এডি তুমি ওকে চলে যেতে দিচ্ছ।' ইয়ারগেন আর এডি ওপরের দিকে তাকাল।

সে তাদের উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে, হলের দুর্বল আলোয় তার মুখটায় হলদেটে রুগ্নভাব। তার ঠোঁট দুটো বড় বড় জ্বরের ফুস্কুড়ি। সে একেবারে নড়াচড়া করছে না। সবুজ কমব্যাটে তাকে বাস্তবের চেয়ে একটু বেশী মোটা লাগছে। 'উঠে এস ইয়ারগেন' সে বলল। একটা হাত পেছনে লুকোন।

'না' ইয়ারগেন কেমন অস্থির গলায় বলল, 'আমি মিঃ কেসিনের সাথে চলে যাচ্ছি।'

মসকা বলল, 'এডি, ওখান থেকে সরে যাও, এখানে উঠে এস।'

ইয়ারগেন এডির হাত চেপে ধরে বলল, 'আমাকে ছেড়ে যেও না, এখানে থাক।' এডি মসকার দিকে তার হাত তুলে বলল, 'ওয়াল্টার, ভগবানের দিব্যি, ওয়াল্টার এটা কোর না।' মসকা দু'ধাপ নীচে নেমে এল। এডি চেষ্টা করল ইয়ারগেন থেকে সরে যেতে কিন্তু ইয়ারগেন তাকে চেপে ধরে চেঁচাল, 'আমাকে একা রেখে যেও না, যেও না, যেও না।' মসকা আর এক ধাপ নীচে নামল। তার চোখ দুটো কালো, তার জ্বরের লাল ফুসকুড়ি দুটো হলের আলোয় যেন জ্বলছে। হঠাৎ তার হাতে পিস্তল দেখা গেল। এডি এক হেঁচকায় ইয়ারগেন থেকে সরে গেল। ইয়ারগেন একা, সে একটা চীৎকার করে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করল। মসকা ফায়ার করল। ইয়ারগেন তার প্রথম ধাপে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। সে তার মাথা তুলল, তার ধুসর নীল চোখ উপরের দিকে ফেরান, মসকা আবার ফায়ার করল। এডি কেসিন সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উপরে উঠতে লাগল।

মসকা পিস্তল পকেটে রাখল। দেহটা সিঁড়িতে চিত হয়ে আছে, মাথাটা সিঁড়ির বাইরে ঝুলছে।

নীচের ঘর থেকে হাসির উচ্চ স্বর ভেসে আসছিল, ফোনোগ্রাফ উচ্চগ্রামে বাজছিল। নাচের পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল। মসকা তাড়াতাড়ি তার ঘরে এল। জানালার ভেতর দিয়ে দীর্ঘ ছায়া ঘরের ভেতর পড়েছিল। সে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করল, তারপর জানালায় গেল।

কোথাও কোন বিপদের চিহ্ন নেই কিন্তু শহরের পাহাড় প্রমাণ ধ্বংসস্তূপ যেন হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। রাস্তার আলো সবুজ আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। সে প্রচণ্ড ভাবে ঘামতে লাগল, কাঁপতে আরম্ভ করল। একটা গোলাকার অন্ধকার যেন তাকে তাড়া করছে। জানালা খোলা রেখে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

এখন সে নীচের রাস্তায় বাচ্চাদের গানের শব্দ শুনতে পেল। লণ্ঠন সে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু লণ্ঠন তার মন ও হৃদয়ে দুলছিল। যখন গানের সুরটা মিলিয়ে গেল তখন সে একটা বিরাট মুক্তি অনুভব করল, ভয় ও উত্তেজনা উড়ে গেল। ঠাণ্ডা বাতাস এসে তার মুখে চোখে ঝাপটা দিল। তার দেহের মধ্যের অন্ধকার ও জরবোধ থেকে মুক্তি পেল।

সে স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে দৌড়ে নীচে নামতে লাগল। ইয়ারগেনের দেহের উপর, পার্টির কোলাহল পেছনে ফেলে। কিছুই পরিবর্তিত হয়নি। বিল্ডিংয়ের বাইরে এসে ধ্বংসস্তূপের উপত্যকার ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। তারপর একবার শেষবারের মত ঘুরে তাকাল।

চারটে বিরাট আলোকস্তম্ভ অন্ধকারের বিরুদ্ধে শহরের বর্মের মত। প্রত্যেক বাড়ী থেকে আলো, হাসি ও সঙ্গীতের বন্যা রাস্তা ভাসিয়ে দিচ্ছিল। সে এক জায়গায় দাঁড়াল, তার মনে কোন দুঃখবোধ ছিল না। সে ভাবছিল সে তার ছেলে বা এডি কেসিনকে দেখতে পাবে না। তার জন্মভূমি ও তার সংসারকে আর দেখতে পাবে না। সে মারবার্গের চারদিকে পাহাড়ও কখনো দেখবে না। শেষ পর্যন্ত সে শত্রু হয়ে গেছে।

দূরে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কালো ও নীচু শীতের আকাশের প্রেক্ষাপটে সে বাচ্চাদের সবুজ ও লাল লণ্ঠন দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু তাদের গান আর শোনা যাচ্ছিল না। মসকা সেদিক থেকে ফিরে রাস্তার গাড়ীর স্টপের দিকে এগোল, স্টেশানে যাওয়ার জন্য।

এগুলো তার পরিচিত,— এই সময়, স্থান ও স্মৃতির কাছে বিদায়। সে কোন দুঃখ বা একাকীত্ব অনুভব করছিল না। অবশেষে তার যাত্রায় আর কোন মানুষ থাকবে না তার জীবনকে প্রভাবিত করার জন্য। শুধু মাত্র এই বাতাস যা এখন এই ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে বইছে তার সঙ্গ ছাড়বে না। তার সামনে একটা উজ্জ্বল আলোকবৃত্ত দেখতে পেল। আলোটা রাস্তার গাড়ীর হেডলাইট, সে ঠাণ্ডা ধাতব বেলের আওয়াজ শুনতে পেল। অভ্যাসবশতঃ সে গাড়ীটা ধরার জন্য দৌড়াল, স্যুটকেশ তার পায়ে আঘাত করছিল। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল কারণ এই গাড়ীটায় যাওয়া বা পরেরটায় যাওয়া একই ব্যাপার।

—: :—